সোহংগীতা।

হিমালয়বাসি সোহংস্বামি
প্রণীত।

(তৃতীয় সংস্করণ)

শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯১৭।

উৎসর্গ।

অবিদ্যা-শয্যায় রাখি' সুখে শির
বিশ্বাসের উপাধানে।
হ'য়ে আচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ সংস্কার
বর্ণাশ্রম অভিমানে॥
শাস্ত্রের গৌণার্থ কল্পনা, রূপক
করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
মহা মোহাবেশে আছে নিপতিত
ভারত সন্তানগণ॥
সুষুপ্ত কি সবে ? এদের ভিতরে
জাগরিত যত জন।
তাহাদের করে "সোহংগীতা" মম
করিলাম সমর্পণ॥

সোহং

প্রকাশকের নিবেদন।

ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ অবিদ্যান্ধ সমাজে চিরদিনই লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং হইবেন। সক্রেটীস প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য মনীষিগণের জীবনীতে ইহাই দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সভ্যজাতি বর্ত্তমানে যাহাকে অনুসরণ করিতেছে, সেই যীশুখৃষ্ট ক্রুশে নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদকেও প্রাণভয়ে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

এই ভারতেও ঐরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগতের তৃতীয়াংশ মানবের ধর্ম্মগুরু বুদ্ধদেবের নাস্তিক আখ্যা; কর্ম্মমার্গ খণ্ডন ও জ্ঞানমার্গ প্রচার হেতু আচার্য্য শঙ্করের অকালমৃত্যু; সতীদাহ নিবারণাদির জন্য রাজা-রামমোহনের লাঞ্ছনা; মূর্ত্তিপূজাদি খণ্ডন হেতু স্বামি দয়ানন্দের নির্য্যাতন প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

যদিও বালরবিকিরণবৎ বিজ্ঞানালোকে বঙ্গসমাজ বর্ত্তমানে কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে তথাপি সোহংস্বামী ও তৎকৃত সোহংগীতা এই প্রচলিত রীতি অতিক্রম করিতে সম্যক্ সক্ষম হয় নাই।

জীবের মানসিক ভাব-বৃত্তির পার্থক্যহেতু কোন বস্তুই সর্ব্বজন-প্রীতিকর হইতে পারে না, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন অন্ধবিশ্বাসী বা স্বার্থে আহত মানব গ্রন্থের বিরোধী হইলেও মনীষী ও বিচারবান্ ব্যক্তিমাত্রই শতমুখে ইহার প্রশংসা করিতেছেন, এবং এই অল্পসময় মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আয়তন বহুল বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণে কেবল মাত্র ভাষা শুদ্ধ করা হইল। কাগজ ও অন্যান্য জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এবার কাপড়ের বাইণ্ডীং করা হইল না কিন্তু মূল্য পূর্ব্ববৎই রাখা গেল।

শ্রীসূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল্,

তাঁতিবাজার, ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

সংসার সাগরে পড়ি' সন্ত্রস্ত যে সুধীজন
ত্বরিতে লভিতে তীর করিতেছে সন্তরণ।
দেখিতে না পায় তট শাস্ত্র কুহেলিকা মগ্ন
নাহি হয়, দিক স্থির হয় বৃথা দিন ক্ষয়।
'সংহিতা' সবিতৃসম "গীতা" তরী তার তরে
দূর করে কুহেলিকা ভব সিন্ধু পার করে।

সোহংস্বামি প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ নিচয়, Hermitage, Po. Jeolikote, Dist. Nainital এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট অথবা শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি, এল, [illegible]তিবাজার, ঢাকা এই ঠিকানায় প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

গ্রন্থ	মূল্য
সোহং তত্ত্ব	৷৷০
ঐ হিন্দি সংস্করণ	৷৷০
সোহং গীতা	২৲
সোহং সংহিতা ...	২৲
বিবেক গাথা ...	৷০
শম্বুক বধ কাব্য	৷০
Truth	১৷৷০

Common Sense নামক ইংরেজী গদ্য গ্রন্থ সত্বর প্রকাশিত হইবে।

সূচীপত্র

সোহহং গীতা।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

শুক্ল কেশপ্রায় ধবল তুষারে
যার শির বিমণ্ডিত।
রোম রাজিরূপে তরু লতা গুল্মে
দেহ যার আবরিত॥

শুভ্র বস্ত্রসম ধবল জলদে
যার অঙ্গ সুশোভিত।
স্বেদ বিন্দু যার যমুনা জাহ্নবী
নদীরূপে প্রবাহিত॥

চির শান্তিময় যার ক্রোড়ে বসি
তত্ত্বজ্ঞানিঋষিগণ।
করি, যোগবলে মনের নিরোধ
হ'ত ব্রহ্মে নিমগন॥

সেই গিরিরাজ হিমাদ্রির অঙ্কে
বসিয়া বিজন বনে।
করিয়া রচনা সোহংগীতা আজ
গাইব প্রশান্ত মনে॥

ভক্তি প্রেম মাখা পদাবলী যুত
নহে ইহা স্তুতি গীত।
সে দীপক রাগ নহে ইহা, যাহে
বীর হৃদি উদ্দীপিত॥

নহে এই গীত বীণার ঝঙ্কার
ভ্রমরের গুঞ্জরণ।
কোকিল কাকলী রবাবের রব
মধুর মুরলীস্বন॥

নহে নাথ হারা বিরহ বিধুরা
রমণীর পরিতাপ।
নহে শোকাতুরা দীনা জননার
মর্ম্মভেদী সে বিলাপ॥

ছিন্ন ভাবতন্ত্রী হৃদয় বীণার
রসহীন এবে মন।
কেমনে তুষিব সরস সঙ্গীতে
রসিক ভাবুক জন?

সহ শাস্ত্রলয় বিচার রাগিণী
অনুভূতি রূপ তান।
গাইব আনন্দে শুষ্ক রসহীন
জ্ঞান বৈরাগ্যের গান ॥

সংস্কার বিশ্বাস ব্যাধিতে বধির
শুনিবেনা মম স্বর।
শুনিলেও ভক্ত ভাবুক জনের
হইবেনা প্রীতিকর ॥

এ ভবসাগরে অবিদ্যা তিমিরে
দিকহারা যেইজন।
আশা নিরাশার তরঙ্গ আঘাতে
অবসন্ন যার মন ॥

ডাকি' মনে প্রাণে প্রভু দয়াময়ে
না পাইয়া দরশন।
না পে'য়ে উত্তর না দেখিয়া কূল
হতাশ যাহার মন ॥

যদি সেই জন করিয়া শ্রবণ
কঠোর এ কণ্ঠস্বর।
দিক স্থির করি' ভব সিন্ধু পারে
হয় ক্রমে অগ্রসর ॥

তাহার শ্রবণে অপ্সরাসঙ্গীত
হইতেও সুমধুর।
অমরত্ব প্রদ অমিয়লহরী
আমার নিরস সুর ॥

সংসার কাননে মোহ অন্ধকারে
পথভ্রান্ত যেই জন।
শ্রান্ত পথশ্রমে বিষয় কণ্টকে
ছিন্ন ভিন্ন দুচরণ ॥

বাসনা পিয়াসে শুষ্ক কণ্ঠ বক্ষ
অবসন্ন দেহ মন।
মস্তক উপরে আসক্তির ভার
করিতেছে নিষ্পেষণ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ শ্বাপদ-দংশনে
বিদারিত কলেবর।
হিংসা-দ্বেষরূপ বিষধর বিষে
মন প্রাণ জর জর ॥

দীক্ষাগুরুবেশে প্রবঞ্চক দস্যু
পথ প্রদর্শন ছলে।
দেখায়ে বিপথ শিষ্যত্বের পাশ
বাঁধিয়াছে যার গলে ॥

আহত বঞ্চিত বন্দী সেই জন
শুনিয়া এ কণ্ঠস্বর।
ছিন্ন করি' পাশ লভি' সত্যপথ
হয় যদি অগ্রসর॥

তাহার শ্রবণে গন্ধর্ব্বের বীণা
হইতেও প্রীতিকর।
দুঃখ অপহারী চির শান্তিপ্রদ
আমার কঠোর স্বর॥

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি
হয় ধরমের ফল।
ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু এত দুঃখ তাপ
ভোগিতেছে কেন বল॥

আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের হিন্দু
কত অভিমান করে।
সয়েছে সহিছে কত দুঃখ ক্লেশ
ধরম পালন তরে॥

জ্বলন্ত শ্মশানে সতীদেহ দাহ
করিয়াছে হিন্দুগণ।
প্রাণ-প্রিয় শিশু সাগর সলিলে
করিয়াছে বিসর্জ্জন॥

কত উপবাস কত সংযমন
একাদশী উদ্যাপন।
ঊর্দ্ধ বাহু পদে কৃচ্ছ্র তপ করে
ভারত সন্তানগণ ॥

পূজে শিবলিঙ্গ শালগ্রাম শিলা
ঈশ অবতার কত।
মৃণ্ময় ধাতব দারুমূর্ত্তি, ছবি
পূজিতেছে শত শত ॥

করি' কত ক্লেশ আহার সংযমে
শীর্ণ করে কলেবর।
হর-হরি-রাম কালী-কৃষ্ণ নাম
করে জপ নিরন্তর ॥

কত কেঁদে কেঁদে তালে তালে নেচে
নাম সংকীর্ত্তন করে।
কভু ভাবাবেশে হইয়া বিভোর
মাটিতে লোটায়ে পড়ে ॥

পুণ্যলাভ তরে ত্যজি' গৃহকর্ম্ম
ভারত সন্তানগণ।
সহি' কত ক্লেশ শত শত তীর্থ
করিতেছে পর্য্যটন ॥

একি সত্য ধর্ম্ম ? না না ইহা কভু
মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম নয়।
ধার্ম্মিকের দুঃখ ক্লেশ মনস্তাপ
কভু কি সম্ভব হয় ?

ভারত সন্তান এবে ভাগ্যবশে
উপধর্ম্মে কবলিত।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবে
ধর্ম্মভ্রষ্ট নিপতিত॥

সংযত হৃদয় বিষয়ে নিস্পৃহ
আত্মধ্যানে নিমগন।
বেদ-বক্তা সেই ঋষিদের ধর্ম্ম
পালিতেছে কোন জন ?

বীর জামদগ্ন্য দ্রোণ দ্রৌণি কৃপ
দুর্দ্ধর্ষ আচার্য্য যত।
ব্রহ্ম-তেজে দীপ্ত মহা ধনুর্দ্ধর
কে তাদের ধর্ম্মে রত ?

কর্ম্মস্রোতে দেশ হ'লে বিপ্লাবিত
বৌদ্ধধর্ম্ম অভ্যুদিত।
সে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ভারত সন্তান
করিয়াছে নিরাকৃত॥

আবার ভারত হয়েছিল যবে
কর্ম্মমেঘে আবরিত।
শঙ্কর ভাস্কর জ্ঞানালোকে দিক্
করেছিল উজলিত॥

শঙ্কর সূর্য্যাস্তে হইল ভারত
মহা মোহে অন্ধকার।
না হ'ল উদিত জ্ঞানপ্রভাকর
ভারত গগনে আর॥

ভারত আকাশ অবিদ্যা জলদে
হ'ল চির আবরিত।
যবন বিপ্লব প্রভঞ্জন প্রায়
হল বেগে প্রবাহিত॥

হইল বিধ্বস্ত দুর্ব্বল সমাজ
ধর্ম্ম মূল উন্মূলিত।
নব উপধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ
হ'ল ক্রমে অভ্যুদিত॥

বেদ বেদান্তাদি হ'ল লুপ্ত প্রায়
পুরাণ পাইল বল।
হইল সাধন জড় মূর্ত্তি পূজা
সংকীর্ত্তন অশ্রুজল॥

হইল গঠিত শত সম্প্রদায়
সহস্র সহস্র দল।
দলে দলে দ্বন্দ্ব হিংসা বিদ্বেষাদি
হইল তাহার ফল ॥

সেই উপধর্ম্ম ঋষির সন্তান
পৈতৃক ধরম বলে।
ত্যজি'আর্যধর্ম্ম এ ভারত আজ
ভাসিছে নয়নজলে ॥

দৈহিক মানস আধ্যাত্মিক শক্তি
না হইলে অপহৃত।
নাহি হয় কভু মানব সমাজ
নিপতিত পদানত ॥

বেদান্ত মহিমা করিছে কীর্ত্তন
বিদেশি মনীষিগণ।
সে অধ্যাত্মতত্ত্ব ভারত ভিতরে
অবগত কত জন ?

ত্যজি' ঋষিদের বেদ বেদান্তাদি
ভারত সন্তানগণ।
তন্ত্র পুরাণের মূর্ত্তি অবতার
করিয়াছে আলম্বন ॥

ব্রাহ্মণগণের পতনের সহ
ভারতের নিপতন।
পুতুল পূজক ব্যবসায়ি-গুরু
এবে ঋষিসুতগণ॥

আহার বিহারে সঙ্কীর্ণ সংস্কার
মোক্ষধর্ম্ম মনে করে।
পূজে কাষ্ঠ লোষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞের সুত
কৈবল্য লাভের তরে॥

পৌত্তলিক ধর্ম্মে কু-প্রথা সংস্কারে
করে সদা অভিমান।
নাহি পায় লাজ সভ্য জাতি যবে
অৰ্দ্ধ সভ্য করে জ্ঞান॥

স্বরগ হইতে হয়ে আর্য্যসুত
রসাতলে নিপতিত।
নাহি মেলে আঁখি মোহনিদ্রা হতে
নাহি হয় জাগরিত॥

গিরিশৃঙ্গে বসি' অশনি নিনাদে
গাইব বৈদিক গান।
হইবে জাগ্রত ভারত সন্তান
যদি দেহে থাকে প্রাণ॥

অবিদ্যা আঁধার মোহময়ী নিদ্রা
হবে ক্রমে বিদূরিত।
হবে জ্ঞানালোকে দিক্ প্রকাশিত
প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত ॥

যদি এ সঙ্গীতে না হয় জাগ্রত
ভারত সন্তানগণ।
জেনে মৃত সবে থাকিব সতত
আত্মধ্যানে নিমগন ॥

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

মহামোহময়ী অবিদ্যার ক্রোড়ে
যারা সুপ্ত অচেতন।
তাদের শ্রবণে এ শুভ সঙ্গীত
পশে নাই কদাচন॥

হ'লেও কর্কশ বিশুদ্ধ রাগিণী
লয় যুত মম স্বর।
সঙ্গীত রসজ্ঞ প্রবুদ্ধ শ্রোতার
লাগিয়াছে সুমধুর॥

মম উচ্চস্বরে সুখের স্বপন
ভঙ্গ হেতু কত জন।
জানিয়াছে মিথ্যা স্বাপ্নিক বিষয়
সুখ, সুখ আস্বাদন॥

বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন দর্শনে
ছিল যারা সন্ত্রাসিত।
হয়েছে জাগ্রত অশ্রু, স্বেদ, কম্প
হইয়াছে নিবারিত॥

জাগি' কাঁচা ঘুমে নিমীলিত নেত্রে
মোহ ঘোরে কত জন।
অসংলগ্ন বাক্যে কটু কাটব্যাদি
করিতেছে উচ্চারণ ॥

জেগে ও নিদ্রিত কত শত জীব
করিয়া নিদ্রার ভাণ।
স্বার্থ হানি ভয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ
শুনিয়াও মম গান ॥

যেরূপ যাহার অবস্থা চিত্তের
যার যথা প্রয়োজন।
সেই অনুরূপ এ গীতার তত্ত্ব
করে ত্যাগ, আলম্বন ॥

বিতরিছে ভাতি রবি বিশ্বময়
আত্মপর নাহি তার।
কিন্তু কূপ মধ্যে প্রবেশে না জ্যোতি
থাকে সদা অন্ধকার ॥

গীতা তপনের প্রভায় পৃথিবী
হইলেও উজলিত।
অজ্ঞের হৃদয়ে বিশ্বাসের কূপ
হতেছে না বিভাসিত ॥

পাত্র নির্ব্বিশেষে বর্ষে জলধার
জলধর অনিবার।
ঊর্দ্ধ অধোমুখ পূর্ণাপূর্ণ পাত্রে
ভেদ-ভাব নাহি তার॥
অপূর্ণ উন্মুখ যে সকল পাত্র
তাহাই পূর্ণিত হয়।
অধোমুখ কিংবা আবর্জ্জনা পূর্ণে
পূরণ সম্ভব নয়॥
বর্ষিছে এ গীতা পাত্র নির্ব্বিশেষে
আত্মতত্ত্বামৃত ধার।
পাত্রাপাত্র ভেদে হবে ফলাফল
যেরূপ অবস্থা যার॥

তৃতীয় সংস্করণের ভুমিকা।

উদিছে তৃতীয় বার প্রদীপ্ত গীতা তপন,
করিবারে দূর ঘোর অবিদ্যার অন্ধকার।
প্রজ্ঞান-প্রভায় প্রীত প্রমায়ক প্রাজ্ঞগণ,
করিতেছে সত্যানৃত-অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিচার॥
বিষম বিশ্বাস-কূপ মহামোহ আবরিত,
নাহি পারে প্রবেশিতে গীতার প্রভা তথায়।
কত শত জীব হায়! ভাব পঙ্কে বিলুণ্ঠিত,
হাসিতেছে কাঁদিতেছে অহো! পাগলের প্রায়॥

সংসার (১)।

প্রকৃতির মোহময় ইন্দ্রজালে বিরচিত,
এই ভবরঙ্গালয় সংসার এ নামান্বিত। ২

খেলিছে বালক বালা সদা হরষিত মনে,
মাটির পুতুল লয়ে সমবয়সীর সনে।

হাসিছে নাচিছে কভু নিরত কভু কোন্দলে,
ভগ্ন পুতুলের শোকে ভাসিতেছে নেত্রজলে

নূতন পুতুলে সদা আদর যতন করে,
হ'লে পুরাতন তাহা রাখে ফেলে অনাদরে।

কুসুম কোরক প্রায় বাল্যের সে দেহ মন,
কালের কোমল স্পর্শে প্রস্ফুট নব যৌবন।

নধর সুঠাম দেহ নবীন অশোক প্রায়,
যৌবন মাধুরী মাখা মাধবী জড়িত তায়।

বাল্যসখা সখ্যভাব আর কিছু নাহি মনে,
হতেছে নূতন খেলা নব প্রণয়িনী সনে।

বাল্যক্রীড়া ক্রীড়নকে করি' এবে অবহেলা,
জীবন্ত পুতল সহ পাতিছে প্রেমের খেলা।

নিত্য নব নব সাজে নানা রত্ন আভরণে,
সাজায়ে পুতুলে কত খেলিছে সানন্দ মনে
প্রসবিছে প্রণয়িনী সুত সুতা কাল ভরে,
স্নেহের কমল কলি ভাসে প্রেম সরোবরে।
দারাসুত সুতাতরে অর্জ্জন করিছে ধন,
সহিছে যাতনা কত করিতেছে প্রাণ পণ!
কত আশা অভিলাষ সুখের কল্পনা কত,
খেলিছে হৃদয় মাঝে সাগরে লহরী মত।

ভব নাট্যশালামাঝে পরিয়া নটের সাজ,
কেহ রায় বাহাদুর কেহ রাজা মহারাজ।
লভিতে উপাধি কেহ ব্যাধিতে বিশীর্ণ হয়,
শোভা পায় ক্ষীণ নেত্রে উপনেত্র স্বর্ণময়।
সংস্কৃত শাস্ত্রেরখনি জনমে তাহাতে কত,
স্মৃতিরত্ন সাংখ্যনিধি শিরোমণি শত শত।
কেহ সচ্চরিত্র সাধু কেহ বা রত ব্যসনে,
কেহবা কৃপণ, কেহ করে দান দীনজনে।
কেহবা ধর্ম্মপিপাসু জপ তপে নিমগন,
কেহ অবকাশ শূন্য কারো নাহি প্রয়োজন।
নিষ্কাম বা নিত্যকর্ম্মে কেহ শুদ্ধ করে মন,
কেহ করে সত্ত্বশুদ্ধি ত্যজি' মৎস্য মাংসাশন।

থাকিতে ভোগের তৃষা ইন্দ্রিয় সংযম তরে,
করি' বৃথা যত্ন কেহ অন্তরে জ্বলিয়া মরে।

কেহ ভক্ত অনুগত দাসত্বে আনন্দ পায়,
কেহ বা বিভোর প্রেমে অশ্রুস্রোতে ভেসে যায়।

কেহবা ধর্ম্মাভিমানী করিছে ধরম দান,
কেহ বংশ ক্রমাগত করিতেছে শিষ্য-ত্রাণ।

ক্রম অতিক্রম করি' কেহ করে হঠযোগ,
যোগানন্দ ভোগানন্দ বাসনা উভয় ভোগ।

বৈরাগ্য বিহীন মন কার সাধ্য রোধ করে,
রেচক পুরকে বৃথা ভস্ত্রার আকার ধরে। ৩।

কেহ পরিচ্ছিন্ন মনে ভূমা ব্রহ্মে ধ্যান করে,
মনের স্বভাবে তাহা সাকারের রূপ ধরে।

হস্ত পদ স্থান বাক্য আরোপিত হয় কত,
মনোবৃত্তি যোগে ব্রহ্মে করে জীবে পরিণত।

মৃণ্ময় পুতুল গড়ি' করি' মন্ত্রে প্রাণ দান,
স্রষ্টা পাতা বলি' কেহ করে উপাসনা ধ্যান।

এ সংসার রঙ্গালয়ে বিচিত্র নটের মেলা,
পরিয়া বিচিত্র সাজ খেলিছে বিচিত্র খেলা।

কিন্তু সকলের মনে সদা এক অভিলাষ,
নির্ব্বিশেষে সুখ লাভ দুঃখের একান্ত নাশ।

নাহি জানে কিবা সুখ কোথা তাহা অবস্থিত,
তবু সদা জীবগণ সুখ-তরে লালায়িত।

অনিত্য বিষয়ে মজি' ক্ষণিক সুখ আশায়,
ভোগে দুঃখ নিরন্তর মরুভূমে মৃগ প্রায়।

ধন মান যশো ভোগে পুত্র প্রণয়িনী সনে,
পাবে চিরন্তন সুখ জীবগণ ভাবে মনে।

না হয় সফল তাহা, শারদ-জলদ প্রায়,
মানবের সুখ আশা হৃদাকাশে মিলে যায়।

প্রাণ প্রিয়তমা কারো নবীন যৌবনে হায়,
গ্রাসে নিদারুণ ব্যাধি ভীষণা রাক্ষসী প্রায়।

না জেনে না শুনে কেহ ফণিনী হৃদয়ে ধরে,
প্রণয়-পীযূষ ভ্রমে হলাহল পান করে।

দেহি প্রেম দেহি প্রেম চাহে জীব প্রাণ ভ'রে,
আত্মসুখে জাত প্রেম কে কাহারে দান করে?

প্রাণোপম সুত সুতা কালের পরশে হায়,
অকালে বিশীর্ণ হয় ছিন্ন কোরকের ন্যায়।

যশো মান নাম মাত্র আকাশ কুসুম প্রায়,
নাহি হয় আশা-তৃপ্ত সঙ্গে কভু নাহি যায়।

সুধু শাস্ত্র অধ্যয়নে নাহি হয় তত্ত্ব-জ্ঞান,
চন্দনের ভার বহি' খর নাহি পায় ঘ্রাণ।

অবিদ্যা প্রভাবে জীবে জন্মে দেহ অভিমান,
দেহ জ্ঞানে স্নেহ প্রেম দারুণ কর্ত্তব্য জ্ঞান।

কর্ত্তব্য পালনে জীব সহিছে অশেষ ক্লেশ,
নাহি কর্ত্তব্যের অন্ত নাহি করমের শেষ।

পিঞ্জরে বসিয়া শুক কৃষ্ণনাম জপ করে,
মার্জ্জার দর্শনে কিন্তু স্বজাতীয় বুলি ধরে।

বিষয় বাসনারত সংসারি—মানব যত,
করে যোগ জপ তপ সাধন ভজন কত।

বিপদে সন্তাপে শোকে ইষ্টমন্ত্র ভুলে যায়,
বক্ষে করে করাঘাত মুখে বলে হায় হায় ৪।

স্বজন সম্পদ্ নাশে গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করে,
কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।

ছিল বাল ব্রহ্মচর্য্যে গুরু কুলে অধ্যয়ন,
ব্রহ্মচর্য্য উদযাপনে করিত দার গ্রহণ।

গৃহশূন্য গৃহী এবে ব্রহ্মচারী নাম ধরে,
না হয় বিদ্যার্থী কভু, শিষ্য পরিত্রাণ করে।

অসধাতু সিদ্ধ 'ন্যাস' অর্থত্যাগ বিসর্জ্জন,
কি আশ্চর্য্য এবে সবে সন্ন্যাস করে গ্রহণ।

অবিদ্যান্ধ গুরুগণ করিয়া দীক্ষার ভাণ,
অবিবেকি অসংযতে করিছে সন্ন্যাস দান।

নাহি হয় মোহ দূর, নাহি লভে তত্ত্ব-জ্ঞান,
জন্মে নব উপসর্গ আশ্রমের অভিমান।

শিখা সূত্র নাম গোত্র বৃথা পরিত্যাগ করে,
না ধরিয়া জ্ঞান-দণ্ড বংশ-দণ্ড করে ধরে। ৫।

আনন্দান্ত নামে দশ উপাধি যোজনা করে,
জটী মুণ্ডী নগ্ন কেহ কেহ বা গৈরিক পরে।

ছিঁড়িয়া সমাজপাশ ভুক্ত হয় সম্প্রদায়,
উদর পূরণ তরে করে ধর্ম্ম ব্যবসায়।

বৈরাগ্যের ফল 'ন্যাস' করিছে গ্রহণ দান,
বিদ্বৎ বিনষ্ট এবে বিবিদিষা ম্রিয়মাণ। ৬।

এ সংসার-বিটপীতে জীব কুসুমের প্রায়,
কভু কলি, কভু ফুল্ল, কভু বা শুকায়ে যায়।

ধ'রেছে ধরিবে পুন ধ'রেছিল অগণিত,
ঝরিছে ঝরিবে আরো ঝরিয়াছে সংখ্যাতীত।

অপরে ঝরিতে দেখি' কেহ নাহি মনে করে,
করাল কালের স্পর্শে আমিও যাইব ঝ'রে।

মোহময় ধরাধামে হইয়া প্রমোদে রত,
দারা সুত সুতা সহ আর বা খেলিবে কত।

দারা সুত কিংবা তব যখন মরণ হবে,
হবে ভব-রঙ্গ সাঙ্গ চিরদিন নাহি রবে।

লভেছ জনম তুমি আরো কত শত বার,
ছিল যশো মান ধন প্রিয় পুত্র পরিবার। ৭।

কোথা সে সকল এবে ? বিস্মৃতি-মহাসাগরে,
ডুবেছে অতল তলে আর নাহি মনে পড়ে।

এ সকল দারা সুত যশো মান রাজ্য ধন,
হইবে বিস্মৃত পুন ছিঁড়িবে ভাব-বন্ধন।

অতৃপ্ত বাসনা রাশি হৃদয়ে করি বহন,
একাকী এসেছ ভবে করিবে একা গমন।

মনোবৃত্তি অনুরূপ শুভাশুভ ফল পাবে,
অচিরে আত্মীয়গণ শোক তাপ ভুলে যাবে।

গার্হস্থ্য, দাম্পত্য-প্রেম সুখময় এ সংসার,
নহে সরলের তরে কপটতা ভিত্তি তার।

পতি পত্নী পিতা পুত্র স্বার্থসাধনের তরে,
লুকায়ে মনের ভাব, লুকচুরি খেলা করে।

ত্যজি' কপটতা যদি প্রাণ খুলে বলে সবে,
সংসার বলিয়া কিছু নাহি থাকে এই ভবে।

বপিলে অমৃত বীজ বিষলতা উপজয়,
জীবের নিয়তিচক্রে ফলে ফল দুঃখময়।

নাহি সুখ যশো মানে নাহি সুখ রাজ্য ধনে,
নাহি সুখ প্রিয়তম দারা সুত পরিজনে।

ভোগ পিপাসায় হায় ! নাহি তৃপ্তি এ সংসারে,
অগ্নিতে ইন্ধন প্রায় উপভোগে তৃষা বাড়ে ।

বিচার সহিত ভোগ ভোগশব্দ বাচ্য হয়,
উপজে বৈরাগ্য তাতে হয় বাসনার ক্ষয়।

বস্তুর আদ্যন্ত মধ্য না করিয়া সুবিচার,
করে ভোগ আজীবন উপভোগ নাম তার।

বালক যুবক বৃদ্ধ রমণী অথবা নর,
রাজা প্রজা বাগ্মী বীর ধনী মানী লক্ষেশ্বর।

প্রকৃতির রীতিক্রমে ত্রিতাপে সবে তাপিত,
তবে কেন সুখ তরে হইতেছ লালায়িত ?

ঘুরিতেছে ভাগ্যচক্র সদা অবিরাম গতি,
সুখসহ দুঃখ ভোগ জীবের ধ্রুব নিয়তি।

সুখ অবসান হ'লে হয় দুঃখ সমুদিত,
পুন দুঃখ অবসানে হয় সুখ উপজিত।

চিরকাল দুঃখ ভোগ কেহ নাহি করে ভবে,
আজীবন সুখভোগ বল কে করেছে কবে ?

দুঃখ ভোগ আছে তাই সুখ অনুভূত হয়,
সুখভোগ বিনা কভু দুঃখ অনুভব্য নয়।

সুখের কারণ দুঃখ দুঃখের সুখ কারণ,
এক হ'তে অন্য জাত বলে তত্ত্বজ্ঞানিগণ।

অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ দুঃখের একান্ত লয়,
বিষয়ে আসক্ত জীবে কভু সম্ভাবিত নয়।

অনিত্য অপূর্ণ যত বিষয়ের সহযোগে,
ক্ষণস্থায়ি সুখ দুঃখ জীবগণ সদা ভোগে।

বিনা নিত্য সুখময় ভূমা আত্মা আলম্বন,
নিত্য পূর্ণতম সুখ সম্ভবে না কদাচন। ৮।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়ে যত,
করে অন্বেষণ সুখ জীবগণ অবিরত।

বিষয়ের সহযোগে জীবের যে সুখ হয়,
সে সুখ অন্তরে স্থিত, কদাপি বিষয়ে নয়।

হ'তেছিল সুখবোধ কল্য যে বিষয় যোগে,
অদ্যবীতস্পৃহ তাতে নাহি ইচ্ছা আর ভোগে।

করিছে বিষয় ভোগ কিন্তু তৃপ্তি নাহি তায়,
কি যেন অভাব থাকে, আরো কিছু প্রাণ চায়।

সুষুপ্তি বিষয় হীন কিন্তু তাতে সুখ হয়,
আজীবন ভোগে জীব কভু বীততৃষ্ণ নয়।

বিষয়-সম্ভোগ সুখে থাকিয়াও নিমজ্জিত,
তামস সুষুপ্তি-সুখে হয় জীব লালায়িত।

সুপ্তিতে কারণে লীন তাহে সুখী হয় মন,
বিষয় বিহনে সুখ ভোগে সদা জীবগণ।

অভ্যাস বৈরাগ্য বলে মন সমাহিত হয়,
সমাধির ভূমা সুখ ভাষায় বক্তব্য নয়।

সুখদ বিষয় প্রিয় তাহাতে আসক্তি হয়,
দুঃখদ পদার্থে প্রেম কদাপি সম্ভব নয়।

পৌত্র পুত্রবধূ হ'তে হয় প্রিয় পুত্রগণ,
তাহা হ'তে প্রিয়তর দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি মন।

সকল বিষয় হ'তে আত্মা প্রিয়তম হয়,
তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় এই আত্মা সুখময়।

আত্মার সম্বন্ধ হেতু দেহাদিতে প্রেম হয়,
দেহের সম্বন্ধ হেতু পুত্রে প্রেম উপজয়।

পুত্রের সম্বন্ধ হেতু পৌত্রাদিও এই মত,
আত্মার সান্নিধ্য ভেদে প্রেমের পার্থক্য যত।

আত্মা, আত্মেতর, প্রেম, দেখ করি' সুবিচার,
সুখময় আত্মা হ'তে নাহি প্রিয় কিছু আর।

পত্নীতে আসক্ত যিনি, তাহার সঙ্কীর্ণ মন,
রমণী জাতিতে প্রেম নাহি করে কদাচন।

আদর্শ সতীরপ্রেম একে সীমাবদ্ধ হয়,
জাতি নির্ব্বিশেষে নরে সে প্রেম সম্ভব নয়।

সংসারে আসক্ত জীবে থাকে আত্মপর জ্ঞান,
ব্যাপি বিশ্ব-সংসারের নাহি তার অভিমান।

এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ অপরে বিদ্বেষ করে,
নাহি থাকে সমভাব সর্ব্ব সম্প্রদায় তরে।

ধর্ম্মের সংস্কার পাশে যে জীব আবদ্ধ হয়,
ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত সত্য তাহার আয়ত্ব নয়।

করে প্রাণপণ জীব আপন দেশের তরে,
অপর বিদেশ তার, তাহাতে কি প্রেম করে ?

বিশ্বাত্মক জ্ঞানে যার সর্ব্বভূতে প্রেম হয়,
হেয়, আত্মপর, বোধ তাহার সম্ভব নয়।

বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিক রসিক জনে,
কঠোর নিঠুর শুষ্ক অজ্ঞগণ ভাবে মনে।

সংসারীর প্রেম-দীপ গৃহ বিশেষের তরে,
আত্মজ্ঞের প্রেম-রবি ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল করে।

আসক্তের প্রেম-কূপ জীব বিশেষের তরে,
তত্ত্বজ্ঞের প্রেমার্ণব বিশ্ব বিপ্লাবিত করে।

পিতৃ মাতৃ স্নেহ যত ক্ষীণ প্রস্রবণ প্রায়,
নহে জগতের তরে সুত সুতা তৃপ্ত তায়।

জগতের আধ্যাত্মিক পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত,
ন্যাসীর স্নেহের ধারা করে ধরা বিপ্লাবিত।

জ্ঞান ফল বিশ্বপ্রেম, স্বস্তি, সমদরশন,
জীব সাধারণে তাহা সম্ভবে না কদাচন।

অপ্রশস্ত প্রস্রবণে থাকে স্রোত খরতর,
হয় ক্রমে মন্দ গতি লভে যত পরিসর।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে হয় যদি বিস্তারিত,
সেই প্রবাহিণী-স্রোত নাহি হয় নিরূপিত।

সঙ্কীর্ণ সসীম প্রেমে আবেগ লক্ষিত হয়,
প্রশস্ত, প্রশান্ত, স্থির বিশ্বপ্রেম শান্তিময়।

জ্ঞানীর হৃদয় সিন্ধু বিশ্বপ্রেম ঊর্ম্মিপ্রায়,
জগতের নর নারী মীনরূপে খেলে তায়।

ভক্তি-বাপী, প্রেম-কূপ, স্নেহ-প্রস্রবণ তার,
সে তরঙ্গ বিপ্লাবনে হয় প্রেম পারাবার।

সংসারের প্রেমে মাখা বিরহের হলাহল,
অবিচ্ছিন্ন সুধাময় বিশ্বপ্রেম-জ্ঞানফল।

কি ভাবে কেন যুবক বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করে,
বুঝে না বালক তাহা, সাধে খেলিবার তরে।

মন হ'তে একবার যদি খেলা ভেঙ্গে যায়,
আর কি খেলিতে পারে শত সাধ্য সাধনায়?

যাহার ইন্দ্রিয়গণ ভোগে পরাঙ্মুখ হয়,
বৈরাগ্য প্রভাবে হয় আসক্তি বাসনা ক্ষয়।

বিচার আহবে হয় ষড়্‌রিপু পরাজিত,
ষট্‌সম্পদ্ মুমুক্ষুত্ব হইয়াছে উপচিত।

আর কি সংসার-খেলা সে জন খেলিতে পারে,
স্বেচ্ছায় স্ববশে কেহ প্রবেশে কি কারাগারে ?

মজ্জিয়া বিষয় ভোগে ব্রহ্মানন্দ নাহি হবে,
অনলে পশিয়া স্নিগ্ধ বল কে হয়েছে কবে ?

কণমাত্র ভোগতৃষ্ণা থাকে চিত্তে যতক্ষণ,
নাহি হয় নিরোধিত প্রবল চঞ্চল মন।

বৈরাগ্য বিহীন যোগ সাধন ভজন যত,
নির্ব্বাপিত অঙ্গারকে হবির আহুতিমত।

থাকে দেহ যোগাসনে স্থিরভাবে অবস্থিত,
বিষয় পিয়াসে মন হয় সদা প্রধাবিত।

বার্দ্ধক্যে বাল্যের খেলা পুতুলে যে অবহেলা,
সেইরূপ ধন জনে হবে তব যেই বেলা।

তখন বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগক্ষম হবে মন,
বিষয় নিরত মনে বৃথা যোগে আকিঞ্চন। ৯।

তাই বলি ত্যজ এবে বিষয় ভোগ বাসনা,
পরিজনে অনুরাগ অলীক সুখ কামনা। ১০।

সিংহ যথা ছিন্ন করি, ব্যাধের জাল বন্ধন,
গরবে নিনাদ করে ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।

সেইরূপ জ্ঞানবলে ছেদ মায়া আবরণ,
শৃগাল বৃত্তিতে মুক্তি নাহি মিলে কদাচন। ১১

ছিঁড়িয়া মোহের পাশ বৈরাগ্য করি' সম্বল,
জ্ঞানের প্রশস্ত পথে শান্তি অন্বেষণে চল।

নেতি নেতি শ্রুতিবাক্যে কর দূর অনুক্ষণ,
বাসনা আসক্তি সহ যশো মান ধন জন।

বিচার অসিতে ছিন্ন করিয়া ভাববন্ধন,
বৈরাগ্য অনলে দহি' শুদ্ধ কর ম্লান মন।

সুতীব্র বৈরাগ্যবলে হবে মন নির্ব্বাপিত,
মনের বিলয়ে তুমি যেই পদে প্রতিষ্ঠিত। ১২

নাহি তথা সুখ দুঃখ নাহি পাপ পুণ্য জ্ঞান,
নাহি আত্মপর কেহ যশো মান অপমান।

নাহি বন্ধ মোক্ষ তথা স্বরগ কিংবা নরক,
নাহি তথা সৃষ্টি স্রষ্টা সাধন সাধ্য সাধক।

এক ভূমা আত্মজ্ঞানে মনেন্দ্রিয় বাক্যাতীত,
স্বীয় মহিমায় তুমি রবে তথা বিরাজিত।
পরম কৈবল্যধাম বলে তারে ঋষিগণ,
করে বাঞ্ছা সেই পদ প্রজ্ঞানেত্র যোগিজন। ১৩।

গুরু শিষ্য

গুরু শিষ্য এ সম্বন্ধ সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মে
চিরকাল আছে প্রতিষ্ঠিত।
গুরুভক্তি গুরুসেবা শাস্ত্র করে উপদেশ
সমাজে রয়েছে প্রচলিত॥

ব্রহ্মবিদ্ হয় ব্রহ্ম তাই তিনি জগতের।১।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
পরাবিদ্যা দাতা তিনি মুমুক্ষু জনের গুরু
পূজে তারে মোক্ষকামিগণ॥ ২।

জ্ঞানাঞ্জন শলা যোগে অজ্ঞান-তিমিরান্ধের
করে যেই চক্ষুরুন্মীলন। ৩।
অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্বব্যাপি
ব্রহ্মপদ করে প্রদর্শন॥ ৪।

সেই জন হয় গুরু শিষ্যের পূজ্য প্রণম্য
ইহা হয় শাস্ত্রের বিধান।
ব্রহ্মবিদ্ হয় গুরু নহে গুরু মন্ত্রবিদ্
করি' শিষ্যে শুধু মন্ত্র দান॥

নাহি হয় যত দিন অধিগত পরাবিদ্যা
ব্রহ্মপদ না হয় দর্শন।
জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলিত না হ'তে কিরূপে কর
গুরু শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন ?

যেই পরাজ্ঞানোদয়ে আসক্তি বাসনা কর্ম্ম
অবিদ্যাদি ক্লেশ দূর হয়।
সেই পরা জ্ঞানদান হয় দীক্ষাপদবাচ্য
মন্ত্রদান কভু দীক্ষা নয়॥ ৫।

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসারবন্ধনাৎ"
হয় যাহা হ'তে সংসাধিত।
বৈদিক সে মহামন্ত্র "তত্ত্বমস্যা"দি বচন
পুরাকালে ছিল প্রচলিত॥ ৬।

লুপ্ত প্রায় বেদমন্ত্র বিলুপ্ত বৈদিক দীক্ষা
অধিকারী আশ্রম বিচার।
(এবে) হ্রীং ক্লীং দীক্ষামন্ত্রে যে যারে ছলিতে পারে
সেই জন হয় গুরু তার॥

না করিয়া কৃতকৃত্য যেই গুরু শিষ্য হ'তে
করে অর্থ দক্ষিণা গ্রহণ।
শ্রুতি মতে সেই জন হয় বঞ্চক তস্কর
করে শিষ্য বিত্তাপহরণ॥ ৭।

বংশ পরম্পরা গুরু বংশ পরম্পরা শিষ্য
বল কোন শাস্ত্রানুমোদিত?
উত্তরাধিকারি রূপে শিষ্যরূপ বিত্ত লাভ
কোন্ মূঢ় করেছে চলিত? ৮।

মীনাদি বিবিধরূপ ধরেছিল নারায়ণ
সেই হেতু বংশধরগণ।
হয় কি পূজ্য প্রণম্য? তাহাদের উপাসনা
শ্রেয়ঃপ্রদ হয় কি কখন?

সিদ্ধ বা সাধক খ্যাতি লভেছিল পূর্ব্বে কেহ
এবে তার বংশধর যত।
করিতেছে শিষ্য-ত্রাণ হইলেও অজ্ঞ মূঢ়
লোভ মোহ মাৎসর্য্য নিরত॥

ধার্ম্মিক-খ্যাতি-লোলুপ শিষ্যবিত্ত অপহারা
বহু গুরু অবনী ভিতরে।
না জানে গন্তব্যস্থান নাহি চিনে সত্যপন্থা
অন্ধে পথ উপদেশ করে॥ ৯।

বিচার বিহীন শিষ্য অন্ধ বিশ্বাসের বশে
আজীবন সেই পথে ধায়।
না হয় তাপনিবৃত্তি নাহি লভে পরাশান্তি
অন্তকালে করে হায় হায়॥

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অতীব দুর্লভ ভবে
যদি কভু মিলে ভাগ্যবলে।
সম্যক্ প্রশান্ত চিত্ত শমাদি গুণ সম্পন্ন
শিষ্য হ'তে পারে কি সকলে? ১০।

বিচার করিয়া দেখ গুরুর গুরুত্ব হ'তে
শিষ্যের গুরুত্ব গুরুতর।
উপদেশ দান করা বড়ই সহজ হয়
গ্রহণ অতীব কষ্টকর॥ ১১।

মদমত্ত মতঙ্গজ নাহি মানে হস্তিপকে
নাহি ফিরে অঙ্কুশ তাড়নে।
অশনি-নাদে নাদিত হিত উপদেশ বাণী
প্রবেশে না ভোগীর শ্রবণে॥

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের প্রায় ধায় ভোগী ভোগ্যপানে
কে তাহারে করে নিবারণ।
বরষার মহাবেগে নদী প্রবাহিতা হ'লে
রোধে কি তা বালুকা-বন্ধন?

অধোমুখ পাত্রোপরি যদ্যপি জলদজাল
শতবর্ষ বর্ষে অনিবার।
কি ফল হইবে বল? কভু নাহি প্রবেশিবে
অভ্যন্তরে এক বিন্দু তার॥

শত ব্রহ্মবিদ্ গুরু সহস্র বৎসর যদি
করে দান তত্ত্ব উপদেশ।
ভোগীর কর্ণ-কুহরে একটীও বর্ণ তার
কভু নাহি করিবে প্রবেশ॥

প্রমত্ত বিষয় ভোগে যত দিন থাকে জীব
দোষগুণ নাহি দেখে তার
মত্ততার অবসানে ভোগ্য ভোগ বাসনার
পূর্ব্বাপর করে সুবিচার॥ ।১২।

যে জন সত্য-জিজ্ঞাসু গুরুর অভাব তার
নাহি হয় অবনী ভিতরে।
জগতের জড়জীব সকলেই গুরু তার
তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করে॥

কঠিন আলানরূপ শব্দস্পর্শ রূপ রস
গন্ধ আদি বিষয় নিকরে।
ভোগ বাসনা প্রমত্ত মানব-মন-মাতঙ্গে
সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করে॥

বিষয়ের দোষ যত বিষয় না দেখাইলে
কে করিতে পারে প্রদর্শন।
শিষ্যের নিয়তি-বলে বিষয় হইয়া গুরু
মুক্ত করে বিষয় বন্ধন॥

রমণীর মৃদু হাসি সুমধুর প্রেমালাপ
বিলোল কটাক্ষ আকিঞ্চন।
ভোগ-বাসনা-তৃষিত মানবের শুষ্ক প্রাণে
সুধারাশি করে বরিষণ॥

কিন্তু হায় এ সুধার অন্তরালে লুক্কায়িত
আছে বিষ অতি ভয়ঙ্কর।
কপটতা-প্রবঞ্চনা উপেক্ষা-বিচ্ছেদ প্রেমে
মিশ্রিত রয়েছে নিরন্তর॥

ফুল্ল কুসুমের প্রায় জীবের রূপ যৌবন
ম্লান হয় জীবন-সন্ধ্যায়।
দরশনে পরশনে নাহি হয় সুখ-প্রীতি
ভোগতৃষা সরমে লুকায়॥

করী সম বাহুবল সিংহোপম শৌর্য্যগর্ব্বে
যেই জন যৌবনে বিহরে।
বার্দ্ধক্যে সে শূরবর জরাগ্রস্ত জীর্ণদেহে
অতিক্লেশে চলে যষ্টিভরে॥

ঐশ্বর্য্য অর্জ্জনে ক্লেশ সঞ্চয়ে দুশ্চিন্তা ভীতি
নাশে হয় তাপিত অন্তর।
নিরমল যশলাভ বল কে করেছে কবে
নিন্দা যশ চির সহচর॥

বাসনা অনলে নর সম্ভোগ-ইন্ধনরাশি
প্রাণপণে যতই যোগায়।
প্রদীপ্ত বাসনানল হয় তত প্রজ্বলিত
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিতে দ্রুত ধায়॥

সৌন্দর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য যশোমান প্রেমভোগে
নাহি হয় তৃপ্তি কদাচিত।
অতৃপ্ত ভোগবাসনা তাপিত মানবপ্রাণ
সমধিক করে সন্তাপিত॥

এই ভব বিপণিতে পণ্যহস্তে নরনারী
আদান প্রদানে নিমগন।
নাহি দাতা এ সংসারে সবে করে বিনিময়
সাধে নিজ নিজ প্রয়োজন॥

ভক্তি বিনিময়ে স্নেহ প্রেম বিনিময়ে প্রেম
দয়া বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা।
হিংসা বিনিময়ে দ্বেষ ক্রোধ বিনিময়ে ক্রোধ
উপকারে উপজে মিত্রতা॥

বিনিময় নাহি হ'লে হৃদয়ে অনল জ্বলে
ভাবের বন্ধন ছিন্ন হয়।
মাতা পিতা ভগ্নী ভ্রাতা পতি পত্নী সুত সুতা
হয় পর কেহ কারো নয়॥

রোগের যাতনা কালে যশোমান ধন জন
নাহি করে দুঃখ নিবারণ
আছে যশো মান ধন স্বাস্থ্য-বল তবু কেহ
পুত্রশোকে করিছে রোদন ॥

আছে দারা সুত সুতা সবল সুস্থ শরীর
ধনাভাবে করে হাহাকার
আছে দেহে স্বাস্থ্যবল আছে ধন জন কিন্তু
অপমানে সকল অসার ॥

অনিত্য বিষয়-ভোগে মানবের সুখ আশা
নাহি হয় তৃপ্ত কদাচন
একের অভাব কভু অপর সর্ব্ব বিষয়
নাহি পারে করিতে মোচন ॥

দীক্ষাদাতা গুরুগণ চাহে ধন সেবা ভক্তি
গুরুশিষ্যে স্বার্থের বন্ধন
নিস্বার্থ বিষয়-গুরু প্রকাশিয়া নিজদোষ
বলে, "ত্যজ, করোনা গ্রহণ" ॥

বিষয় নিয়ত বলে "অস্থির অনিত্য আমি
বৃথা কেন হও লালায়িত
জীবন যৌবন যশঃ সৌন্দর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য
কালগ্রাসে হবে নিপতিত ॥"

"কুপিত ভুজঙ্গপ্রায় রূপে মনোহর আমি
অন্তরে পূরিত হলাহল।
যাও জীব ত্যজ মোরে হও আত্মধ্যানে রত
অচিরে পাইবে মোক্ষ ফল ॥"

বিষয়ের উপদেশে যে জীব-হৃদয়ে হয়
বিষয় বৈরাগ্য বিকশিত।
ষট্‌সম্পদ্ মুমুক্ষুত্ব লভে সেই অনায়াসে
জ্ঞান চক্ষু হয় উন্মীলিত ॥

পঞ্চ বিষয় বিয়োগে নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় পঞ্চ
জগত প্রপঞ্চ তিরোহিত।
পিঞ্জরে বিহগপ্রায় সে কভু এ ক্ষুদ্র দেহে
বদ্ধ নাহি থাকে কদাচিত ॥

ত্রিতাপ ভিত্তিস্বরূপ মন হ'লে নির্ব্বাপিত
দেহ-জ্ঞান হয় অন্তর্হিত।
জীব "আমি" হয়ে ভূমা গ্রাসিয়া সর্ব্ব আমিত্ব
ঈশরূপে হয় অবস্থিত ॥

উদয়ে অদ্বৈত-সূর্য্য লুপ্ত দ্বৈত-অন্ধকার
ছিন্ন হয় ভাবের বন্ধন।
কে বা গুরু কে বা শিষ্য কোথা ভক্তি কোথা প্রেম
কোথা শত্রু আত্মীয় স্বজন ॥

এক "আমি" এই বিশ্বে নর নারী সর্ব্ব দেহে
অনন্ত আমিত্বে প্রকাশিত।
আমি গুরু আমি শিষ্য আমিই সাধক সাধ্য
সর্ব্বরূপে "আমি" বিরাজিত॥

শাস্ত্র।

নিমজ্জিত হইলেও জলধি সলিলে,
প্রতিবারে কভু কারো শুক্তি নাহি মিলে

যদিও অসংখ্য শুক্তি করে আহরণ,
সকল শুক্তিতে মুক্তা না পায় কখন।

কেহ শাস্ত্র সিন্ধু মাঝে হয়ে নিমজ্জিত,
অহো! শূন্য হস্তে তীরে হয় সমুথিত।

কভু বহু মন্ত্র-শুক্তি করি' উদ্ঘাটন,
না পাইয়া তত্ত্ব-রত্ন হয় ক্ষুণ্ণ মন।

সাগর হ'লেও সব নহে রত্নাকর,
নাহি তত্ত্ব-রত্ন কত শাস্ত্রের ভিতর।

নহে নিমজ্জক সবে সমশক্তিমান,
না পাইয়া তল কেহ করিছে উত্থান।

সেই হেতু বহু শাস্ত্র করি' অধ্যয়ন,
কেহবা তত্ত্বজ্ঞ কেহ বাক্য-পরায়ণ। ১।

সংস্কার বিশ্বাসে অন্ধ ভ্রান্ত জীবগণ,
স্বীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে ভ্রম দেখেনা কখন।

অনাদি, ঈশ্বর-বাণী, সর্ব্বজ্ঞ রচিত,
ত্রিবিধ অভ্রান্ত শাস্ত্র সমাজে চলিত।

চতুর্ব্বেদ, ঋক্ যজু সাম অথর্ব্বন,
অনেকে অপৌরুষেয় করে নিরূপণ।

ব্রহ্ম যদি বেদ-কর্ত্তা বেদ-বক্তা হয়,
তস্মাত্তজ্জাৎ, তস্য, ত্বং, যস্য, শব্দচয়। ২

কাহাকে করিছে লক্ষ্য কাহার কল্পনা?
পৌরুষেয় বেদ মন্ত্র ঋষির রচনা।

হইলে বৈদিক মন্ত্র ব্রহ্ম বিরচিত,
অহং মম আদি পদ হ'ত ব্যবহৃত।

বেদ মন্ত্র বক্তা কভু এক জন নয়,
বিভিন্ন ঋষির নামে প্রতি মন্ত্র হয়।

বিচিত্র যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিভিন্ন শাখায়,
হইয়াছে তাহা হ'তে বহু সম্প্রদায়।

জীব-ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয়,
জীব অগ্রে পরে ভাষা সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

ভাষা যোগে ব্যক্ত বেদ জীবের রচিত,
বক্তা শ্রোতা বিনা 'শ্রুতি' নহে সম্ভাবিত।

বিদধাতু হতে বেদ শব্দ সিদ্ধ হয়,
বেদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান নিত্য নিঃসংশয়।

জ্ঞান অর্থে বেদ কভু পৌরুষেয় নয়,
শাস্ত্র অর্থে বেদ নিত্য সিদ্ধ নাহি হয়।

ব্রহ্মবিদ্ হয় ব্রহ্ম শ্রুতির বচন,
শ্রুতি প্রকাশক যত ব্রহ্ম-জ্ঞানিগণ।

সেই অর্থে যদি ব্রহ্ম বেদের কারণ,
"তস্মাত্বজ্ঞাৎ" অসঙ্গত নহে কদাচন।

উজ্জ্বল উপল খণ্ডে হীরা ভ্রম হয়,
ঋষি আখ্যা প্রাপ্ত সবে তত্ত্ব-জ্ঞানী নয়।

তত্ত্বজ্ঞও কভু ভণ্ড উন্মত্ত নির্ণীত,
ভণ্ড তত্ত্ব-জ্ঞানিভ্রমে হয় সন্মানিত।

জ্ঞানী অজ্ঞানীর বাণী শ্রুতি নামান্বিত,
গুরু শিষ্য পরম্পরা ছিল প্রচলিত।

অনাত্মজ্ঞ জন দ্বারা শ্রুতি সঙ্কলিত,
তাই বেদ সত্যানৃত উভয় মিশ্রিত।

ঈশ-বাণীরূপে শাস্ত্র করিতে গ্রহণ,
কর অগ্রে হেন ঈশ-সত্ত্বা নিরূপণ।

সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর যখন,
কিরূপে কাহাকে ঈশ করে সম্বোধন?

নিরাকারে বাগিন্দ্রিয় নহে সম্ভাবিত,
সাকার ঈশ্বর হয় জীবের কল্পিত।

প্রচলিত ভাষা যত জীবের রচিত,
কোন্ ভাষা ঈশ্বরের হইবে নির্ণীত?

যেই শাস্ত্র ঈশ-বাণীরূপে গণ্য হয়,
একদেশী তার ভাষা সর্ব্বগত নয়।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ উপদেশ,
কি হেতু বিভিন্ন রূপ নহে নির্ব্বিশেষ ?

তেজ বায়ু বারি সদা করিছে গ্রহণ,
সমভাবে সর্ব্বজীব যথা প্রয়োজন।

কাহারো শকতি নাহি করে উল্লঙ্ঘন,
নাহি তাতে কভু কারো বিরোধ-কারণ।

ঈশ্বরের উপদেশ বিভিন্ন সময়,
কেন নিরাকৃত কিংবা বিবর্ত্তিত হয় ?

কেন এক সম্প্রদায় করে সত্য জ্ঞান,
মিথ্যা জ্ঞানে কেন অন্যে করে প্রত্যাখ্যান ?

ঈশ-বাক্য সত্য ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
কেন হয় প্রয়োজন অস্ত্র অত্যাচার ?

দেখ যদি এ সকল করিয়া বিচার,
ঈশ বাণীরূপ ভ্রম থাকিবেনা আর।

কৌশলে আপন মত করিতে প্রচার,
ঈশ বাণী শিব-বাক্য কহে শাস্ত্রকার।

সর্ব্বজ্ঞ প্রণীত শাস্ত্র করিতে প্রত্যয়,
সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরূপণ প্রয়োজন হয়।

যেই শাস্ত্র ভ্রান্তিহীন যাহার বিচারে,
বলিবে সে জন জ্ঞানী সেই শাস্ত্রকারে।

সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কেহ হইলে পূজিত,
অভ্রান্ত তাহার শাস্ত্র হয় নিরূপিত।

একের অভ্রান্ত শাস্ত্রে অন্যে ভ্রম ধরে,
একের সর্ব্বজ্ঞ, অজ্ঞ অপরের তরে।

অভ্রান্ততা সর্ব্বজ্ঞতা করিছে নির্ভর,
পাঠকের দর্শকের বুদ্ধির উপর। ৪

সসীম ইন্দ্রিয়গণ সীমা বদ্ধ মন,
সম্ভবে না সর্ব্বজ্ঞত্ব জীবে কদাচন।

যোগীন্দ্র বিরাটরূপে যবে অবস্থিত,
সে সময়ে সর্ব্বজ্ঞতা হলেও স্বীকৃত।

বিশ্ব যবে আত্মরূপ আত্মময় হয়,
দ্বৈত-জ্ঞানে লিখা বলা সম্ভাবিত নয়।

জীব-জ্ঞানে পুনরায় যবে অবস্থিত,
সে সময়ে সর্ব্বজ্ঞতা হয় অন্তর্হিত। ৫

বোধের আভাস মাত্র করি' আলম্বন,
ব্যুত্থিত হইয়া লিখে, বলে জ্ঞানিগণ।

মনোভাব প্রকাশিতে ভাষায় সৃজন,
মনাতীত বস্তু ব্যক্ত না হয় কখন।

একই পদের বহু ভিন্ন অর্থ হয়,
বিভিন্ন সমাস যোগে বিভিন্ন অন্বয়।

যাহার যেরূপ বুদ্ধি যথা প্রয়োজন,
শাস্ত্রের বিভিন্ন অর্থ করিছে গ্রহণ।

এইরূপে ভাষ্যকার কিংবা টীকাকার,
করেছে শাস্ত্রের অর্থ বিভিন্ন প্রকার।

দর্শন বেদান্ত বেদ পুরাণাদি যত,
প্রক্ষিপ্ত বচন তাতে আছে কত শত।

সেই হেতু অসংলগ্ন বিরুদ্ধ বচন,
দেখে বহু শাস্ত্র মধ্যে শাস্ত্রাধ্যায়িগণ।

শ্রীরাম, গোপাল, কৃষ্ণ, আল্লা নামান্বিত,
উপনিষদ্ গ্রন্থ কত হয়েছে রচিত। ৬

বেদান্ত বিরুদ্ধ মত করিতে স্থাপন,
লিখেছে বেদান্ত নর, সম্প্রদায়িগণ।

ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্য বিদ্যা যার বাক্য হয়,
শাণ্ডিল্য সূত্রের কর্ত্তা সেই ঋষি নয়।

চারিযুগে নারদের নাম দেখা যায়,
জ্ঞানার্থী, কলহপ্রিয়, হরিগুণ গায়।

নারদ ব্যাসের মত উপাধি নিশ্চয়,
জ্ঞানার্থী নারদ কভু সূত্র-কর্ত্তা নয়।

শুকের বিদেহ মুক্তি ভারতে বর্ণিত। ৭
জন্মেছিল বহু পরে রাজা পরীক্ষিত।

তক্ষক দংশনে তার মরণ সময়,
কিরূপে শুকের পুন হল অভ্যুদয়?

ভাগবত ভাবশাদি কাহার রচিত?
প্রথম পুরুষে ব্যাস আছে নির্দ্দেশিত। ৮

প্রথম পুরুষে করি' বাল্মীকে নির্ণয়,
অন্যে লিখিয়াছে কাব্য সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

ত্রেতায় রামের মুখে বৌদ্ধের নিন্দন,
করিতেছে এ গ্রন্থের কাল নিরূপণ। ৯

মনুপ্রোক্ত-বাক্য, ভৃগু করেছে কীর্ত্তন,
কে করেছে মনু-স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন?

অবৈদিক ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তকগণ,
করেছে ঋষির নামে শাস্ত্র প্রচলন।

কৈলাসে শিবাবসহ শিবের কথন,
কেমনে শুনিল বল তন্ত্রকারগণ।

নিত্যবুদ্ধা মহামায়া কর নিরূপণ,
ধর্ম্ম উপদেশে তার কিবা প্রয়োজন?

তন্ত্রোক্ত দেবীর প্রশ্ন মানবীর প্রায়,
জগ-জননীর মুখে নাহি শোভা পায়।

শ্রুতিও অপরাবিদ্যা নামে আখ্যায়িত, ১০
শাস্ত্র-পাঠে তত্ত্ব-জ্ঞান নহে সম্ভাবিত।

স্বীয় অনুভূতি আর গুরু উপদেশ,
শাস্ত্রবাক্য সহ যদি হয় নির্ব্বিশেষ।

মুমুক্ষু জনের দ্বিধা হয় বিদূরিত,
শাস্ত্রের অভ্রান্তি-ভ্রান্তি হয় নিরূপিত।

ঈশ্বর।

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পালন সংহারকারী
সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান।
মহাসিন্ধু করুণার প্রেম-প্রস্রবণ তুমি
সুখ প্রীতি শান্তির নিধান॥

অনাদি অনন্ত তুমি স্বীয় মহিমায় স্থিত
সর্ব্বব্যাপী আছ সর্ব্বস্থানে।
হও নিত্য পরিপূর্ণ নাহি কোন প্রয়োজন
আত্ম-রতি তৃপ্ত আত্ম-জ্ঞানে॥

ন্যায় দণ্ড করে ধরি' পাপ পুণ্য উভয়ের
করিতেছ যথার্থ বিচার।
কেহ নহে আত্ম পর সকলে সন্তান তব
সবাকার সম অধিকার॥

বিপদে সন্তাপে শোকে রোগে যম-যন্ত্রণায়
যবে জীব করে হাহাকার।
ডাকিলে কাতর প্রাণে দীন জনে কর দয়া
পতিত-পাতকি-সমুদ্ধার॥

গড্ খোদা হরি হর পিতা মাতা পতি সখা
যে নামে যে করে সম্ভাষণ।
অন্তর্য্যামী ভগবান ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু
অভিলাষ কর সম্পূরণ॥

চিন্ময় মূরতি তব মানবের জড় নেত্র
দেখিতে না পায় কদাচিত।
অজ্ঞানীর মনোরাজ্যে বিশ্বাস-মন্দির মধ্যে
চিরদিন আছ প্রতিষ্ঠিত॥

কিরূপে হে জগদীশ এই জড়-জগতের
সৃষ্টিকার্য্য করেছ সাধন?
নিমিত্ত কি উপাদান হও তুমি এ বিশ্বের
কিংবা হও উভয় কারণ॥

দেখা যায় এ জগতে স্বর্ণ স্বর্ণকারযোগে
অলঙ্কার হয় বিনির্ম্মিত।
ছিলে অদ্বিতীয় তুমি নাহি ছিল অন্য কিছু
কিসে বিশ্ব হইল সৃজিত?

যদি জড় জগতের জড়রূপ উপাদান
আদি কালে ছিল অবস্থিত।
উপাদানে সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন ক্ষর তুমি
নহ ভূমা ধ্বংস বিরহিত॥

নিমিত্ত ও উপাদান উভয় যদ্যপি তুমি
জীব ঈশে নাহি কোন ভেদ।
অলঙ্কার স্বর্ণখণ্ডে ঘট আর মৃত্তিকায়
স্বধু নাম রূপের প্রভেদ॥

দুগ্ধ হ'তে নবনীত উত্থিত হইয়া পুন
যেইরূপ না হয় মিলিত।
সেইরূপ এই বিশ্ব হ'য়ে জাত ঈশ হ'তে
যদি ভিন্নরূপে অবস্থিত॥

অনন্ত ঈশ্বর হ'তে অনন্ত বিশ্ব-বিয়োগে
অবশিষ্ট থাকে "শূন্য" ফল।
অনন্ত হইতে কভু বিয়োগ সম্ভব নয়
মূঢ়ের জল্পনা এ সকল॥

সলিল তুষার শিলা দুগ্ধ ক্ষীর দধিরূপে
যেই ভাবে হয় পরিণত।
বলে কোনসম্প্রাদায় সেইরূপ জগদীশ
তব পরিণাম এ জগত॥

চৈতন্যস্বরূপ তুমি যদি জড়ে পরিণত
পরিবর্ত্তশীল তবে হও।
যাহা পরিবর্ত্তশীল তাই হয় ধ্বংসগত
অব্যয় শাশ্বত তুমি নও॥

বলে কত ধর্ম্মশাস্ত্র হয় তব ইচ্ছা হ'তে
জগতের স্থষ্টিস্থিতি লয়।
অভাব ইচ্ছার ভিত্তি তুমি তৃপ্ত পরিপূর্ণ
কেন হবে ইচ্ছার উদয়?

চেতন-জড়-সংযোগে হ'য়ে বিকশিত মন
করে নানা ইচ্ছা আকিঞ্চন।
একমাত্র ছিলে তুমি আত্মতৃপ্ত আত্মরতি
সম্ভবে না ইচ্ছা কদাচন॥ ।২।

জড় জীব পরিপূর্ণ বিচিত্র অনন্ত বিশ্ব
কি কারণে করিলে স্বজন?
শান্ত নিরঞ্জন তুমি সদা আত্মানন্দময়
বিশ্বে তব কিবা প্রয়োজন?

প্রেমময় দয়াময় আনন্দস্বরূপ ঈশ
হও যদি জগত-কারণ।
কেন বিশ্বে জরা মৃত্যু রোগ শোক পাপতাপে
হাহাকার করে জীবগণ?

ক্ষর যৌবন জীবন ক্ষর সুখ-উপাদান
অনিত্যতা দুঃখের কারণ।
গড়েছ অনিত্যরূপে জড়, জীব, ভাবরাজ্য
তাই বিশ্ব দুঃখে নিমগন॥

অর্জ্জন করিতে বিদ্যা যশো মান ধন ভোগ্য
'হয় প্রায় জীবন বিগত।
থাকে শেষে অবশেষ ভোগ্য আর ভোগ তৃষা
ভোগ শক্তি হয় অপহৃত॥

জীবন যৌবন রূপ বল বীর্য্য স্বাস্থ্য সুখ
স্নেহ প্রেমাস্পদ ধন জন।
কেন তুমি দাও জীবে কেন পুন লও হ'রে
না হইতে বাসনা পূরণ?

প্রদানি অপত্য স্নেহ দেখাইয়া পুত্র মুখ
হ'রে লও কিসের কারণ?
হতভাগ্য পিতা মাতা হতাশ ভগ্ন হৃদয়ে
হয় শোক-সাগরে মগন॥

প্রেমিক-হৃদয় হ'তে হ'রে লও প্রেমাস্পদে
শোক-শেলে করিয়া আহত।
যত আশা অভিলাষ সুখের কল্পনা যত
নিরাশায় হয় পরিণত॥

ক্ষুধাতুরে দিয়া অন্ন তৃষিতে প্রদানি' বারি
কেড়ে লও মুখের আহার।
পানীয় পানের কালে ভেঙ্গে ফেল পান-পাত্র
ধন্য দানশীলতা তোমার॥

অন্তর্যামী জগদীশ জীব দুঃখ শোক তাপ
অনুভব কর কি কখন ?
কিরূপে প্রিয়-বিরহে হৃদয়-শ্মশান মাঝে
শোকানল জ্বলে অনুক্ষণ ॥

জরা জীর্ণ দেহেন্দ্রিয়ে অতৃপ্ত ভোগ বাসনা
কত দুঃখ দেয় জীবগণে।
কত দুঃখ ভোগে অন্ধ পঙ্গু ক্লীব মূকগণ
ক্ষুধাতুর পিপাসিত জনে ॥

কত তাপ অপমানে রোগের যাতনা কত
কত দুঃখ দেয় মৃত্যু ভয়।
কেমনে বুঝিবে তুমি নাহি যার জন্ম মৃত্যু
জরাব্যাধি আসক্তি আশয় ॥

সর্ব্বব্যাপী জগদীশ আছে কি হে ব্যাপ্তি তব
জীবের জীবত্বে দেহ মনে ?
আছ কি সঙ্কল্পে কর্ম্মে শুভাশুভ কর্ম্মফলে
পাপ তাপ প্রার্থনা ক্রন্দনে ?

সর্ব্বগত সর্ব্বময় হও যদি জগদীশ
জীব ঈশ নহে ভিন্নাকার।
কোথায় জীবের সত্ত্বা সাধক সাধ্য সাধন
জড় জীব মূরতি তোমার ॥

জড় জীব হ'তে ভিন্ন হও যদি জগদীশ
ভূমত্ব নিত্যত্ব লুপ্ত হয়।
যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন তাই হয় ধ্বংসগত
অব্যয় শাশ্বত কভু নয়॥

কেহ জ্ঞানী ধনী মানী সবল সুস্থ সুন্দর
করে ভোগ সুদীর্ঘ জীবন।
কেহ জন্মাবধি অন্ধ রুগ্ন ক্লীব পঙ্গু মূক
করে ক্লেশে জীবন যাপন॥

কেহ বা সুরম্য হর্ম্ম্যে বিলাস প্রমোদে রত
করে ভোগ রাজ্য রত্ন ধন।
কেহ ভগ্নপর্ণ গৃহে বস্ত্রহীন অন্নহীন
করে দুঃখে জীবন ধারণ॥

সকলি সন্তান তব হয় যদি জগদীশ
কেন এই বিচিত্র সৃজন।
সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি দেখিতে না পাই তব
নহ সমদর্শী ভগবন্॥

মৃত শিশু বুকে চেপে শোকে উন্মাদিনী মাতা
চাহে ভিক্ষা পুত্র-প্রাণধন।
সকরুণ সে বিলাপে কঠিন পাষাণ গলে
তুমি দয়া কর না কখন॥

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা অন্ধের সম্বল যষ্টি
মৃত পুত্রে করি, আলিঙ্গন।
ডাকে তোমা দীন বন্ধু কোথা দয়াময় ব'লে
তুমি দয়া কর কি তখন?

আহতা বিহগী প্রায় পতি শোকে অনাথিনী
ছট্‌ফট্‌ করে যাতনায়।
শোকে জ্ব'লে যায় বুক বলে কোথা দয়াময়
তুমি দয়া কর কি তাহায়?

হিন্দুর বাল-বিধবা মরু ভূমে মৃগ শিশু
ভোগ্য মরীচিকা চারিধারে।
সমাজ-রবি-কিরণে দহিছে কোমল প্রাণ
কেন দয়া না কর তাহারে?

দুর্ভিক্ষ মহামারীতে কত দেশ জনপদ
হতেছে অরণ্যে পরিণত।
মহাদুঃখে নরনারী করিতেছে হাহাকার
তুমি দুঃখ মোচনে বিরত॥

থাক বুঝি বহুদূরে স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ ধামে
নাহি শুন জীবের ক্রন্দন।
কিংবা তব নাহি দয়া জীবের দুঃখ বিলাপে
নাহি গলে হৃদয় কখন॥

কিংবা হও অন্তর্যামী হও বটে দয়াময়
কিন্তু নহ সর্ব্ব-শক্তিমান।
জীব দুঃখে হিয়া গলে কিন্তু নাহি শক্তি তব
প্রতিকার করিতে বিধান॥

দুঃখময় এসংসারে নাহি দয়া নাহি প্রেম
নাহি হেথা ন্যায়তঃ বিচার।
দুর্ব্বল বলীর ভক্ষ্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে
কে তাহার করে প্রতীকার ?

বড় কীট ক্ষুদ্র কীটে বড় জীব ক্ষুদ্র জীবে
অবিরত করিছে আহার।
দুর্ব্বলের রাজ্য হরি' বলবান অনায়াসে
মহাসুখে করিছে বিহার॥

শকতি মদে প্রমত্ত নাহি চাহে কৃপা তব
আর্ত্ত চাহে অভয় চরণ।
হয় কি করুণা কভু ? বিপন্নের আর্ত্তনাদে
কর্ণপাত কর কি কখন ?

দয়াময় জগদীশ করুণার চিহ্ন তব
কভু নাহি দেখি কোন স্থানে।
অজ্ঞানান্ধ জীবগণ বলে তোমা ন্যায়বান
ডাকে তোমা দয়াময় জ্ঞানে॥

যদি বল কর্ম্ম-ফলে সুখ দুঃখ ভোগে জীব
ব্যতিক্রম না হয় কখন।
কর্ম্মই প্রধান তবে তব পূজা আরাধনা
প্রার্থনার কিবা প্রয়োজন?

সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যত পাপপুণ্য নরকাদি
সকলই তোমার সৃজন।
সুকর্ম্মে একের মতি অপরের মন্দ কার্য্যে
কেন হয়, কিসের কারণ?

সত্ত্ব রজ তম যোগে হতেছে মনের সৃষ্টি
ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি গঠন।
স্রষ্টা যদি হও তুমি সুমতি কুমতি কর্ম্ম
সকলের তুমিই কারণ॥

যদি তুমি প্রেমময় পাপ তাপ নরকাদি
কেন তবে করিলে সৃজন?
সৃষ্টি ক'রে নরনারী কুবুদ্ধি কুমতি দিয়ে
দুঃখার্ণবে করিলে মগন॥

খৃষ্ট মহম্মদ বলে সয়তান সুকৌশলে
করে জীবে পাপে নিমগন।
কেন তবে প্রেমময় এহেন ভীষণ শত্রু
মানবের করিলে সৃজন?

সর্ব্বজ্ঞ যদ্যপি হও   এ সৃষ্টির ফলাফল
তুমি জ্ঞাত ছিলে ভগবান।
সয়তান নহে দায়ী   নহে দোষী জীবগণ
তুমি পাপ তাপের নিদান॥

করি' সয়তানে হত   জীবের পাপতাপের
কেন নাহি কর প্রতিকার?
আদম হবার দোষে   দুঃখ দেও সর্ব্বজীবে
বলিহারি বিচার তোমার॥

কোন সম্প্রদায় বলে   সৃষ্টি ক'রে পাপ পুণ্য
ক'রে স্বর্গ নরক সৃজন।
স্বাধীন ইচ্ছা মানবে   প্রদান করেছ তুমি
ইচ্ছা-ফল ভোগে জীবগণ॥

দেশকাল পাত্রভেদে   বিভিন্ন ধর্ম্ম সমাজে
পাপ পুণ্য একরূপ নয়।
একমতে যাহা পাপ   মতান্তরে স্বর্গপ্রদ
পুণ্যকর্ম্মরূপে গণ্য হয়॥

দস্যু-বৃত্তি প্রবঞ্চনা   পাপ সমাজ-নীতিতে
রাজনীতি নাহি গণে পাপ।
স্বর্গকামনায় গাজি   করে কাফের নিহত
কভু নাহি ভোগে অনুতাপ॥

কোন মতে পশুবধ হয় ধর্ম্ম স্বর্গপ্রদ
মতান্তরে পাপ গণ্য হয়।
তিব্বত যোয়ানাসারে বহুপতি করে নারী
গণিকা বলিয়া গণ্যা নয়॥

নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে দেখি যদি এ সকল
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
কুকর্ম্ম সুকর্ম্মজ্ঞান হিতাহিত বিচারের
ভিত্তি, শিক্ষা সমাজ সংস্কার॥

মানব পুরুষকার হয় সদা পরাহত
ব্যর্থ হয় ইচ্ছা আকিঞ্চন।
অজ্ঞাত অলজ্ঞ্যশক্তি জীবের জীবন চক্র
নিয়মিত করে সর্ব্বক্ষণ॥

কেবা আছে এ জগতে চাহে হ'তে অন্ধ পঙ্গু
দীন মূর্খ কুরূপ বধির?
কে না চাহে হতে সুস্থ সবল বিদ্বান্ ধনী
জ্ঞানী মানী রাজা বাগ্মী বীর॥

কেবা চাহে স্বইচ্ছায় হইতে দস্যু তস্কর
নর-হন্তা শঠ প্রবঞ্চক।
প্রদীপ্ত জঠরানল ভোগ সুখের বাসনা
হয় পাপ-পথ প্রবর্ত্তক॥

শব্দলুব্ধ মৃগগণ শুনিয়া বাঁশরী রব
পরে গলে বাগুরা বন্ধন।
হস্তিনীর ছলনায় আলানে আবদ্ধ হয়
স্পর্শ লোভে মত্ত করিগণ॥

রূপ মুগ্ধ পতঙ্গম দেখিয়া রূপের ছটা
ঝাঁপ দেয় অনল শিখায়।
সুস্বাদু চারের লোভে রস-লোলুপ মীনের
সুতীক্ষ্ণ বড়িশে প্রাণ যায়॥

পদ্ম মধ্যে হ'য়ে বদ্ধ গন্ধ লুব্ধ ভৃঙ্গগণ
চিরদিন হইতেছে হত।
এইরূপে জীবগণ ভোগে দুঃখ, হয় হত
বিষয় বিশেষে হ'য়ে রত॥

হতভাগ্য মানবের প্রখর পঞ্চ ইন্দ্রিয়
বিষয় বাসনা খরতর।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয় পঞ্চ
অভিভূত করে নিরন্তর॥

এক ইন্দ্রিয় সংযোগে একটী বিষয় ভোগে
হয় যদি হত জন্তুগণ।
পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযোগে পঞ্চ বিষয়ের ভোগে
অবধার্য্য মানব পতন॥

পুণ্য পাপ কর্ম্ম-ফল তব স্বর্গ নরকাদি
হয় জীব-ইন্দ্রিয় অতীত।
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশ মনোহর প্রলোভন
চতুর্দ্দিকে রেখেছ সজ্জিত॥

পাতিয়া মোহের জাল ব্যাধরূপী জগদীশ
অন্তরালে আছ লুক্কায়িত।
বিষম বিষয় ফাঁদে বিমুগ্ধ মানবগণ
অহরহ হতেছে পতিত॥

স্বাধীন ইচ্ছার ছলে দোষী ক'রে মৃগ মীনে
হন্তা কভু পায় অব্যাহতি?
পাপে নিপতন তরে নিরীহ মানব গণে
দোষী করে কাহার শকতি?

দেশকাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধর্ম্ম সমাজে
কেন তুমি বিভিন্ন আকার।
কোন দেশে নিরাকার কোন সমাজে সাকার
কোথা নররূপে অবতার॥

বিভিন্ন ধর্ম্ম সমাজে বিচিত্র স্বরূপ গুণ
কি হেতু বিভিন্ন তব নাম।
স্বর্গ বৈকুণ্ঠ গোলোকে বিহিস্ত্ বা বৃন্দাবনে
অথবা সর্ব্বত্র তব ধাম॥

তব অবতার, তব কিংবা তব প্রেরিতের
উপদেশ একরূপ নয়।
বিরুদ্ধ প্রলাপ বাক্য একদেশে যাহা সত্য
অন্যদেশে মিথ্যা গণ্য হয়॥

অন্ধবিশ্বাসের গণ্ডী অতিক্রম করি' কেহ
দেখে যদি করিয়া বিচার।
বুঝিতে পারে সে জন তব অস্তিত্বের মূল
অনুমান-বিশ্বাস-সংস্কার॥

আপন বিশ্বাস বিনা তোমার অস্তিত্বে বল
আস্তিকের কি আছে প্রমাণ?
পক্ষান্তরে নাস্তিকের আছে কি প্রমাণ কিছু
বিনা অবিশ্বাস, জড়-জ্ঞান?

তব অস্তিত্ব নাস্তিত্ব রূপগুণ স্থান বাক্য
মানবের কল্পনা রচিত।
অজ্ঞের হৃদয় রাজ্যে বিশ্বাস মন্দিরে বিনা
বল তুমি কোথা অবস্থিত॥

দর্শন, বিজ্ঞান-জ্যোতি উদ্ভাসিত স্থান, তব
প্রীতি-পদ নহে কদাচন।
বিশ্বাস-তিমিরাবৃত অজ্ঞের হৃদি কন্দরে
কর তাহে আবাস স্থাপন॥

লেইঙ্গ, পিথোগোরাস সক্রেটীস্, টিনডেল
এরিষ্টটোল, ইমারসন্।
ইউরিপাইডিস্ প্লেটো এম্পিডোক্লিস্ ব্রুণো
হাক্স্লী, ক্যাণ্ট্, মিল্, হাড্‌সন্॥

গ্যাসেণ্টি ভল্‌টেয়ার ডেনিস্, ডিমোক্রিটস্
লক্, গেটে, এপিকুইরস্।
ডিকার্টিস্, ডারুইন, হার্টলী, ফাইজ্, ক্লুড্
স্পেন্‌সর, কোপর নিকস্॥

এইরূপ শত শত পাশ্চাত্য প্রাচীন নব্য
দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ।
পায় নাই চিহ্ন তব দর্শন-বিজ্ঞানালোকে
করিয়া সন্ধান আজীবন॥

তব অবতার কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন যাগ কালে
করিয়াছে তোমা প্রত্যাখ্যান।
অস্তিচেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ এই বাক্যে ভাগবতে
আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ॥

কপিল ব্যাসাদি ঋষি প্রত্যক্ষ বা অনুমানে
না পাইয়া সন্ধান প্রমাণ।
সাংখ্য বেদান্তাদি শাস্ত্রে করিয়াছে জগদীশ
তোমার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান॥।৩।

তাপত্রয়রূপ ক্লেশ বিনির্ম্মুক্ত যেইজন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বিবর্জ্জিত।
আশয় বিহীন যিনি করম ফল জনিত
বিষম বিপাক বিরহিত॥

সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ যিনি সকলের চিরগুরু
কালত্রয়ে পরিচ্ছিন্ন নয়।
প্রণব বাচক যার হেন পুরুষ বিশেষ
যোগ-সূত্রে ঈশ বাচ্য হয়॥ ৪।

কিন্তু সৃষ্টি লয়কারী মুক্তিদাতা পাতা আদি
গুণরাজি না করি' ব্যাখ্যান।
ঈশ-শব্দে পতঞ্জলি তোমাকে করেছে লক্ষ্য
কিরূপে করিব অনুমান॥

হয় বিপাক আশয় ক্লেশকর্ম্ম বিবর্জ্জিত
তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত জন।
এহেন জীবনমুক্ত মুমুক্ষুজনের গুরু
করে ব্রহ্মপদ প্রদর্শন॥

আত্মার বিকাশ মাত্র স্থাবর জঙ্গম যত
জগত প্রপঞ্চ আত্মময়।
আত্মজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতি করে নিরূপণ
আত্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ বাচ্য হয়॥। ৫।

অতীতে ছিল প্রমুক্ত আছে মুক্ত বর্ত্তমানে
ভবিষ্যতে হইবে যখন।
ত্রিকালে অনবচ্ছিন্ন সর্ব্বজ্ঞজীবন-মুক্ত
নহে কালে বদ্ধ কদাচন॥

জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি জীবের অবস্থাত্রয়
তুরীয় চতুর্থ দশা হয়।
তুরীয়ে সংস্থিত যিনি প্রণব বাচক তার
শ্রুতিস্মৃতি করিছে নির্ণয়॥ ।৬।

সাংখ্যদরশন মতে হয় ব্যবহার ক্ষেত্রে
পুরুষের বহুত্ব নির্ণীত।
"পুরুষ বিশেষ" বাক্যে পুরুষের একতম
যোগ-সূত্রে ঈশ নামান্বিত॥

এহেন মুক্ত পুরুষ পতঞ্জলির ঈশ্বর
তাহাকে করিলে প্রণিধান।
সিদ্ধ হয় সবিকল্প, স্বর্গ বা কৈবল্য লাভ
যোগ সূত্র করেনা প্রমাণ॥

ঈশ শব্দ থাকা হেতু সেশ্বর সাংখ্য আখ্যায়
যোগ-সূত্রে করি' নামান্বিত।
তোমাতে বিশ্বাসী জন করে অপরে বঞ্চনা
আপনিও হয় প্রবঞ্চিত॥

মায়িক উপাধি যোগে ঈশত্ব জীবত্ব ব্রহ্মে
পরমার্থে ঈশ মিথ্যা হয়।
বেদান্তে সমষ্টিরূপী ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ
উপাস্য প্রণম্য কভু নয়॥ ৭।

দ্বিবিধ বৈদিক বাক্য লৌকিক পারমার্থিক
আছে চতুর্ব্বেদে নিবেশিত।
পারমার্থিক বচন অবান্তর, মহাবাক্য
এই দুইভাগে বিভজ্জিত॥

চৈতন্যের বিশেষণ সর্ব্বব্যাপী, অন্তর্যামী
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান।
অবান্তর পদ বাচ্য হইবে তাৎপর্য্য বোধ
কর যদি সূক্ষ্ম প্রণিধান॥

জড় জীব হ'তে ভিন্ন সৃষ্টি, স্থিতি লয়কারী
জগদীশ হইলে স্বীকৃত।
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপ্তি আদিগুণ
কিরূপে হইবে আরোপিত ?

জন্ম অন্ধ মানবের কমললোচন নাম
পরিহাসে হয় পরিণত।
জগজীব হ'তে ভিন্ন সসীম ঈশের আখ্যা
"সর্ব্বব্যাপী" হয় অসঙ্গত॥

অণু পরমাণু মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্য
জড় জীবে, দেহ আত্মা মনে।
সেই সর্ব্বব্যাপী হ'তে জীবের স্বতন্ত্র সত্তা
বিশ্লেষিত হইবে কেমনে ?

তুমি, তিনি সর্ব্বব্যাপী এরূপে ঈশে নির্দ্দেশ
দ্বৈত জ্ঞানে করে যেই জন।
নাহি তার আত্মদৃষ্টি তার 'সর্ব্বব্যাপী' শব্দ
অর্থহীন প্রলাপ বচন ॥

জগতের যত জীব "তুমি সর্ব্বব্যাপী" শব্দে
করিলে তোমাকে সম্ভাষণ।
সর্ব্ব জীব হ'তে ভিন্ন তব "সর্ব্বব্যাপী" সত্তা
সিদ্ধ নাহি হয় কদাচন ॥

যবে যোগী ভূমা ঈশে আপন আমিত্বে ব্যাপ্ত
একাকার করে দরশন।
হয় লুপ্ত "তুমি-তিনি" বলে আত্মা সর্ব্বময়
"আমি" সর্ব্বব্যাপী সনাতন ॥

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, ত্রয়ে জ্ঞানের আকর জ্ঞাতা
জ্ঞাতা হ'তে জ্ঞেয় ভিন্ন হয়।
বহুজ্ঞ অল্পজ্ঞ হ'তে ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন ঈশে
সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তি-যুক্ত নয় ॥

অনন্ত জীব-অন্তরে সর্ব্বজ্ঞ অন্তরযামী
জ্ঞাতা দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত।
নাহি অন্য জ্ঞাতা কেহ 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা মন্ত্রা'
শ্রুতি বাক্যে হয় প্রমাণিত ॥

স্থাবর জঙ্গম যত অল্পাধিক পরিমাণে
সকলেই শক্তিমান হয়।
এ সকল শক্তি হ'তে হ'লে ভিন্ন ঐশ-শক্তি
তাহা সর্ব্ব-শক্তি বাচ্য নয় ॥

যদি বল জড় জীবে নহে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি
এক ঐশ শক্তির বিধান।
তাহা হলে সে শক্তির শক্তিমানে স্থিতি হেতু
ঘটে ঘটে সর্ব্বশক্তিমান ॥

সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ ক্রিয়ার কারণ শক্তি
প্রকৃতি বা মায়ায় নিহিত।
মায়ার সম্বন্ধ যোগে নিগুর্ণ শান্ত চৈতন্য
সর্ব্ব-শক্তিমান নামান্বিত ॥

মায়াময় সর্ব্ব, শক্তি মিথ্যা দ্বৈত জ্ঞান রূপ
খ-কুসুম করি' আহরণ।
গাথিয়া কল্পনা সূত্রে তোমাকে করে সজ্জিত
মোহ জালে মুগ্ধ জীবগণ ॥

যোগজ ষড় ঐশ্বর্য্য ব্যুত্থানে যোগীর ভোগ্য
হয় ঈশে বৃথা বিকল্পিত।
বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যের অভিমানে চিৎসত্তা
বেদান্তে ঈশ্বর নামান্বিত॥

বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঈশ বা সগুণ ব্রহ্ম
নহে জীব ভাবে অলঙ্কৃত।
ঈশ্বরে ন্যায়পরতা দয়া প্রেম আদিভাব
নহে আর্ষ-শাস্ত্রানুমোদিত॥

দয়া প্রেম গুণ যুত পুরাণের অবতার
জীব হ'তে কভু ভিন্ন নয়।
খৃষ্ট মুসল্মান ধর্ম্ম সংস্রবে আর্য্য সমাজে
হইয়াছে তব অভ্যুদয়॥

কালের কুটিল চক্রে অবিদ্যা জলদ-জালে
আচ্ছাদিত হ'লে দিক্ দেশ।
যবন-ঝটিকা সহ দয়াময় প্রভু তুমি
এ ভারতে করেছ প্রবেশ॥

প্রবল জাতি বিশেষ দুর্ব্বলে করিয়া জয়
আধিপত্য করিলে বিস্তার।
প্রবলের ভাষা রীতি বিশ্বাস সংস্কার করে
অধীন-সমাজ অধিকার॥

সমাজ, ধরম, রীতি রক্ষিতে ভারতবাসী
করিয়াছে যত্ন একশেষ।
কিন্তু বিদেশীয় ভাব হিন্দুর অজ্ঞাতসারে
ক্রমে ক্রমে করেছে প্রবেশ॥

বিজাতীয় ভাষা বেশ অবরোধ আদি সহ
স্রষ্টা-পাতা-ঈশ্বরে বিশ্বাস।
হয়েছে ব্যাপ্ত সুদৃঢ় ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের
এবে আর নাহি অবকাশ॥

মুসল্‌মানের আল্লা খৃষ্টানের গড্ এবে
একাধারে হ'য়ে সমন্বিত।
পতিত হিন্দু সমাজে স্রষ্টা পাতা দয়াময়
ঈশরূপে হয় উপাসিত॥

সৃজন পালনকারী দয়াময় মুক্তিদাতা
পাপ-তাপ-হারী ভগবান।
বেদ বেদান্ত দর্শনে কোথাও অস্তিত্ব তব
নাহি পাই করিয়া সন্ধান॥

কোথা তব দয়াপ্রেম কোথা তব ন্যায়-দণ্ড
কোথা তব শক্তি ভগবন্!
বিপন্ন আর্ত্ত দুর্ব্বল চাহে আশ্রয় অভয়
তাই করে তোমাকে সৃজন॥

আছে জীবে দয়া প্রেম শক্তি জ্ঞান বিবেকাদি
শ্রেষ্ঠতম যত উপাদান॥
সেই সব উপাদানে মানব কল্পনা বলে
করে ঈশ তোমাকে নির্ম্মাণ॥

নিভৃত হিমাদ্রি-অঙ্কে আত্মস্থ হইয়া যোগী
দেখে বিশ্ব সর্ব্ব আত্মময়।
জড় ঈশে, জড় জড়ে জীবে ঈশে, জীব জীবে
জীব জড়ে কভু ভিন্ন নয়॥

এক তেজ এজগতে ভিন্নরূপ গুণ যোগে
বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত।
একজল নদী হ্রদ তড়াগ কূপ সাগর
প্রস্রবণরূপে অবস্থিত॥

ঘটাদি আধার ভেদে বহুরূপধারী ব্যোম
এক ভিন্ন কভু বহু নয়।
স্বপ্নকালে একমন দেশকাল কর্ত্তা কর্ম্ম
কর্ম্ম ফলরূপে দৃষ্ট হয়॥

মানস পরিকল্পিত জীব জড় আদি যত
সকলই হয় মনোময়।
সেইরূপ এজগত আত্মার স্পন্দন মাত্র
মায়া ভিন্ন অন্য কিছু নয়॥

চিন্ময় অব্যয় আত্মা অনন্ত ভূমা মহান্

জীব জড়রূপে অধ্যাসিত।

তরঙ্গ-ফেন-বুদ্বুদ নহে ভিন্ন জল হ'তে

নহে স্রষ্টা সৃষ্টির অতীত॥

খণ্ড দেহ অভিমানে আত্ম-আত্মেতর-জ্ঞানে

চৈতন্যে জীবত্ব অধ্যাসিত।

বিশ্ব আত্মময় জ্ঞানে সর্ব্বদেহ অভিমানে

চৈতন্য ঈশ্বর নামান্বিত॥

দ্বৈত বোধে হয় জীবে ইষ্টানিষ্ট অনুভব

সুখ দুঃখ সাধন ভজন।

ঈশ্বর চৈতন্যে কভু নাহি দ্বৈত অনুভূতি

বৃথা ডাকে ঈশে জীবগণ॥

দয়া প্রেম আদি ভাব উদিত দ্বৈত সংযোগে

নাহি হয় ঈশ্বরে সম্ভব।

জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব সুখ দুঃখ স্তব স্তুতি

নাহি করে ঈশ অনুভব॥

"তুমি ঈশ" "আমি জীব" উভয়ের মধ্যেস্থিত

দ্বৈত-জ্ঞানরূপ পারাবার।

অনন্ত জীবন যদি করে কেহ সন্তরণ

কভু নাহি পায় পরপার॥ ।৮।

দ্বৈত ভাবে কভু জীব নাহি পায় জগদীশে
ইদং জ্ঞানে ঈশ গ্রাহ্য নয়।
অস্মদ্ প্রত্যয় গম্য চৈতন্য সর্ব্ব সময়ে
আত্মজ্ঞানে উপলব্ধি হয়॥

দেহ অভিমানরূপ অবিদ্যার অপগমে
হয় যবে "আমি" সর্ব্বময়।
ত্রিতাপ হয় স্তিমিত লভে জীব ঈশ্বরত্ব
ইহার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়॥

অবিদ্যায় অধিষ্ঠিত চৈতন্য ঈশ্বর আখ্য
অবিদ্যাভিভূত জীবগণ ।৯।
অধ্যাসের অপগমে থাকে চৈতন্য নিষ্কল
জীব ঈশ থাকে না তখন॥

নাহি সৃষ্টি নাহি স্রষ্টা নাহি জীব নাহি ঈশ
মায়ার খেলনা সমুদয়
মোহ নিদ্রা অবসানে থাকি একমাত্র "আমি"
অজ ভূমা অব্যক্ত অব্যয়॥ ।১০।

অবতার

জগতের রীতি বিচিত্র বিকাশ, উচ্চ নীচ রূপে হতেছে প্রকাশ

গুণ ভেদে জীব যত।

কেহবা আরাধ্য বিষ্ণু অবতার, কেহ ঋষি করে বেদের প্রচার

পীর পেগম্বর কত ॥

ঈশের ঔরস পুত্র কোন জন, প্রফেট প্রেরিত আছে অগণন

সিদ্ধ জীবন্মুক্ত কত।

কেহ ভক্ত, জ্ঞানী, কেহ করে যোগ, কেহবা কামনা করি স্বর্গভোগ

ধর্ম্মে কর্ম্মে হয় রত ॥

কেহ বলে প্রভু, আমি তব দাস, কেহ বলে আমি আত্মা স্বপ্রকাশ

কেহ অংশ করে মনে।

বিচিত্র বুদ্ধিতে বিচিত্র সাধন, বিভিন্ন আরাধ্য করিয়া গঠন

রত হয় আরাধনে ॥

কোন পন্থা শ্রেয় কেবা শ্রেষ্ঠতর, বহু তর্ক যুক্তি বহু মতান্তর

আছে সদা সর্ব্বস্থানে।

ভক্ত বলে ভক্তি মুক্তির কারণ কর্ম্মী বলে কর্ম্মে স্বর্গ আরোহণ

জ্ঞানী বলে মোক্ষ জ্ঞানে ॥

কেহ বলে ধর্ম্ম ধূর্ত্তের ছলনা, বেদ আদি শাস্ত্র ভণ্ডের রচনা
জীবিকা অর্জ্জন তরে।
নাহি স্বর্গ মোক্ষ আত্মা পরকাল, দেহনাশ হ'লে ফুরাবে জঞ্জাল
নাহি কিছু অতঃপরে ॥ । ১ ।

''যামতিঃ সাগতিঃ'' শাস্ত্রের বিধান, দাস তিনি যার দাসত্বাভিমান
অংশ কভু পূর্ণ নয়।
জড়বাদী হয় জড়ে পরিণত, আত্মজ্ঞানী হয় অব্যয় শাশ্বত
ভূমা চৈতন্যে বিলয় ॥

অধর্ম্মে জগত হইলে প্লাবিত, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হেতু অভ্যুদিত
ধরাধামে অবতার।
নাস্তিক পাষণ্ডে করিয়া দলন, করিয়া জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন
করে দেহ পরিহার ॥ । ২ ।

অবতাররূপে প্রভু নারায়ণ, কেবল ভারতে জনম গ্রহণ
করিলেন কি কারণ।
অপর প্রদেশে দুষ্টের দমন, সাধু পরিত্রাণ ধর্ম্ম সংস্থাপন
ছিল নাকি প্রয়োজন ?

যদি বল ঈশা, মুশা হজরত, বুদ্ধ রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মত
সকলেই অবতার।
তবে তাহাদের অনুগামিগণে, বিধর্ম্মী বা ম্লেচ্ছ বল কি কারণে
স্পর্শে হয় অনাচার ॥

যদ্যপি তাহারা বিষ্ণু অবতার, সর্ব্ব অবতার হয় একাকার
সকলেই ভগবান্।
রামাদি আরাধ্য মুক্তিদাতা হয়, মহম্মদ ঈশা ত্রাণকর্ত্তা নয়
কেন এই ভেদ জ্ঞান ?

সুধু আর্য্যভূমে প্রভু নারায়ণ, করেন সতত জনম গ্রহণ
কর যদি অঙ্গীকার।
ঈশ-নিষেবিত পবিত্র ভারত কি হেতু বিধর্ম্মী পর পদানত
করে এবে হাহাকার ?

অর্দ্ধাশনে সুধু রক্ষা করি' প্রাণ, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র পূজে ঋষির সন্তান
বলে এবে কলিকাল।
বিজ্ঞান বাণিজ্যে প্রভুত্যক্ত স্থান, ধনরত্ন পূর্ণ, বিধর্ম্মী সন্তান
জগতের মহীপাল ॥

করি' প্রভু হেথা জনম গ্রহণ, পাষণ্ড দলন ধরম স্থাপন
করিল কি উপকার ?
বিফল তাহার যত্ন আকিঞ্চন সর্ব্বশক্তিমান নাম অকারণ
কি ফল জনমে তার ?

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় যাহার কটাক্ষে সঙ্ঘটিত হয়
সেই সর্ব্বশক্তিময়।
জীবসাধ্য কর্ম্ম সাধনের তরে জঠর যন্ত্রনা উপভোগ করে
কিরূপে সঙ্গত হয় ?

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সৃষ্টির সময়, জীব পরিণাম করম আশয়
বুঝি নাহি মনে ছিল।
তাই স্বীয় ভ্রম সংশোধন তরে, ভ্রুণরূপ ধরি' নারীর উদরে
ধরাধামে জনমিল॥

ঋক্ যজু সাম কিংবা অথর্ব্বণে, সমস্ত বেদান্তে ষড় দরশনে
নাহি ইহা উল্লিখিত।
অবিদ্যা আবৃত হইলে ভারত, পূরাণ কল্পিত অবতার যত
হইয়াছে প্রকটিত॥ ।৩।

হ'লে ত্যক্ত পৌরাণিক গল্প যত, অবতার বাদ ডারুইন মত
নহে ভিন্ন কদাচন।
মীন কূর্ম্ম হ'তে হ'য়ে ক্রমোন্নত, রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধরূপে পরিণত
হইয়াছে জীবগণ॥

যে শক্তিতে যার হয় আবির্ভাব, সমশক্তি ভিন্ন তা'র তিরোভাব
হ'তে কি পারে কখন?
অবতার করে ধরম স্থাপন, নাস্তিক সে ধর্ম্ম করে নিরসন
অধর্ম্মের সংস্থাপন॥

অবতার রূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত, কোন্ উপাদানে পাষণ্ড সৃজিত
কেন কর ভিন্ন জ্ঞান।
যে চৈতন্য-সত্তাস্থিত অবতারে, নাস্তিক পাষণ্ড পাপিষ্ঠ আকারে
সে চৈতন্য বর্ত্তমান॥

পঞ্চ মহাভূত যোগে বিনির্ম্মিত জন্ম জরা মৃত্যু ধর্ম্ম সমন্বিত
হয় জড় দেহ যত।
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অবতারগণ নাস্তিক পাষণ্ড মহাপাপিজন
নহে ভিন্ন দেহগত॥

সত্ত্ব রজ-তমগুণান্বিত মন পরিণাম ভেদে বিচিত্র গঠন
উত্তম অধম জ্ঞান।
নাস্তিক পাষণ্ড মহাপাপিনরে সাধু মহাজন সিদ্ধ অবতারে
এক মন বিদ্যমান॥

সত্ত্ব-রজ-গুণ প্রবল যে মনে তারে অবতার বলে অজ্ঞ-জনে
তমাধিক্যে পাপী হয়।
নহে অবতার তম বিরহিত পাপীর মনেও আছে সত্ত্ব স্থিত
মন তিন গুণময়॥

রাম-কৃষ্ণ আর কৃমিকীট যত চৈতন্য স্বরূপ অব্যয় শাশ্বত
সকলেই অবতার।
নামরূপ ভেদে ভিন্ন বোধ হয় উপাধি মায়িক কভু সত্য নয়
চিৎস্বরূপে একাকার॥

অদৃষ্ট অব্যক্ত বিশ্বের কারণ সেই বস্তু রাম কিংবা কোনজন
কিরূপে নির্ণীত হয়?
অজ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় বিজ্ঞাত বস্তুতে তার সমন্বয়
কদাপি সম্ভব নয়॥

পূর্ব্বদৃষ্ট সহ পুনঃ সম্মিলনে, অথবা তাহার সাদৃশ্য দর্শনে
"এই সেই" বোধ হয়।
না করিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্ম দরশন "রাম সেই ব্রহ্ম" এরূপ বচন
কভু সুসিদ্ধান্ত নয়॥

যদি বল ঐশ-গুণ নিরূপণে অলৌকিক শক্তি, কর্ম্মাদি দর্শনে
সিদ্ধ হয় অবতার।
এইরূপ বাক্য যুক্তি বিগর্হিত ঐশ-গুণ তব মনঃ প্রকল্পিত
প্রমাণ কি আছে তার?

পূর্ব্বের অদৃষ্ট, অজ্ঞাত বিষয় অজ্ঞের বিচারে অলৌকিক হয়
দেখ করি, সুবিচার।
একালেও যত বৈজ্ঞানিকগণ কত "অলৌকিক" করে প্রদর্শন
কিন্তু নহে অবতার॥

পুতনা নিধন পর্ব্বত ধারণ বনে গোচারণ বসন হরণ
গোপীর মান ভঞ্জন।
বৃদ্ধ জামদগ্ন্যে রণে নির্য্যাতন সাগর বন্ধন, রাক্ষস নিধন
বনে পত্নী বিসর্জ্জন॥

কোন শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের বচন এসকল কর্ম্ম ঈশে আরোপন
নাহি করে কদাচন।
করিছে তথাপি অবিবেকিগণ এসকল কর্ম্ম করি' আলম্বন
অবতার সংস্থাপন॥

জরাসন্ধ-ভীতি, অনৃত বচন মেঘনাদ বধ বালি সংহনন
. গুপ্ত-ঘাতকের প্রায়।
জৈব রাজনীতি ক্ষমা যোগ্য হয় কিন্তু কূটনীতি, গুপ্তহত্যা, ভয়
ঈশ্বরে কি শোভা পায় ?

বহু মানবের যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষয় "ভূভার হরণ" বাচ্য যদি হয়
তাহে যদি অবতার।
বোনাপার্টী, টোগো আদি বীরগণে অবতার জ্ঞানে সাধন ভজনে
কর এবে অঙ্গীকার॥

অহল্যা উদ্ধার সাগর বন্ধন পুতনাদি বধ পর্ব্বত ধারণ
বিশ্বরূপ প্রদর্শন।
অলৌকিক শক্তি করি' আরোপন অবতার-বাদ অবিবেকিগণ
করিতেছে সংস্থাপন॥

অগস্ত্য ঋষির সিন্ধুজল পান প্রস্রাবের রূপে পুনঃ প্রত্যাখ্যান
বিন্ধ্যাচল নির্য্যাতন।
রক্ষ দানবের অদ্ভুত প্রতাপ ঋষির শকতি, বর, অভিশাপ
নহে ন্যূন কদাচন॥

"আকাশে বিচিত্র গন্ধর্ব্ব নগরে, শিলাস্তুতশির ছেদনের তরে
শশশৃঙ্গ-ধনু ধরি।
চলে স্নান করি মরীচিকা জলে খ-কুসুমমালা দোলাইয়া গলে
বন্ধ্যা-পুত্র ত্বরা করি॥"

এইরূপ মিথ্যা কবির কল্পনা পৌরাণিক যত অলীক জ
করি ধ্রুব সত্য জ্ঞান।
করে নরপূজা অবিদ্যান্ধগণ তাহাতেও তৃপ্ত নহে কত জন
পূজে বীর হনুমান॥

রাম-কৃষ্ণ আদি শ্রেষ্ঠ জীবগণে আরাধ্য দেবতা না ভাবিয়া মনে
করিলে অনুসরণ।
হইত কি কভু হীন পদানত পুরুষত্ব শূন্য দাসে পরিণত
ভারত সন্তানগণ ?

ব্রহ্মচর্য্য বলে অশ্রান্ত শরীর ব্রহ্মতেজদীপ্ত জামদগ্ন্য বীর
ক্ষত্রকুল নিসূদন ?
ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্য, দার্ঢ্য, স্থৈর্য্য, তার আত্ম নির্ভর বীরত্ব অপার
নাহি চাহে হিন্দুগণ॥

পিতৃভক্তি, দয়া অনুগত জনে সাম্রাজ্য পালনে প্রজার রঞ্জনে
শ্রীরাম আদর্শ হয়।
তাহার চরিত্র গুণানুকরণে স্বীয়, স্বজাতির উন্নতি সাধনে
হিন্দু অভিলাষী নয়॥

সম্ভোগ সময়ে যিনি মহাভোগী ত্যাগে, তত্ত্বজ্ঞানে যিনি মহাযোগী
রাজনীতি বিচক্ষণ।
একাধারে বহু গুণসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ আদর্শ চরিত
নাহি চাহে হিন্দুগণ॥

রাজপুত্র বুদ্ধ প্রথম যৌবনে ত্যজি পিতা, পত্নী, পুত্র, রাজ্যধনে
হয়েছিল ব্রহ্মে লয়।
সে বৌদ্ধ-বৈরাগ্য, সেই তত্ত্বজ্ঞানে নির্ব্বীজ সমাধি কিংবা নিরবাণে
হিন্দু লালয়িত নয়॥

এ সব আদর্শ করিয়া গ্রহণ তাহাদের মত হ'তে আকিঞ্চন
না করিয়া হিন্দুগণ।
মৃতের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ক্রন্দন স্তুতি, নতি, জপ, সাধন, ভজন
করে বৃথা অকারণ॥

এবে এ ভারত কলি-কবলিত তমোময় দাস্য-ধর্ম্ম প্রচলিত
হয়েছে কি সে কারণ?
জীব, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, বৃক্ষ, গুল্ম, যত সকলের পদে হিন্দু অবনত
ধিক্ ঋষি সুতগণ॥

জলধিতে বীচি যেইরূপে জাত আমাতে জগত হয় প্রতিভাত
আমি রাম অবতার।
প্রস্তরে করিয়া সাগর বন্ধন করিয়াছি রক্ষ রাবণে নিধন
সীতা সতী সমুদ্ধার॥

যমুনা-পুলিনে ব্রজের কাননে প্রেম-পাগলিনী ব্রজবালাসনে
করিয়াছি প্রেম কত।
সারথি হইয়া কুরুক্ষেত্র রণে সবান্ধবে সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে
কৌশলে করেছি হত॥

কপিল নগরে বুদ্ধ অবতারে ছাড়ি বৃদ্ধ পিতা কাঁদায়ে গোপারে
ত্যজি' রাজ্য ধনমান।
আহার ত্যজিয়ে ত্যজি' লোকালয় শুদ্ধ জ্ঞান-যোগ করিয়া আশ্রয়
লভিয়াছি নিরবাণ॥

জর্ডনের তীরে যীশু অবতারে পরম পিতার পুত্রের আকারে
হইয়াছি প্রকটিত।
পুতুল পূজক অজ্ঞ জীবগণ নিরাকার বাদ করেছে গ্রহণ
হইয়াছি ক্রুশে মৃত॥

সীতা অপহারী "আমিই" রাবণ, "আমি" জরাসন্ধ কংস দুর্য্যোধন
আমি পাপকর্ম্মে রত।
আছে দেহীমাত্রে "আমি আছি" জ্ঞান, সকল আমিত্বে "আমি" বর্ত্তমান
ধার্ম্মিক পাতকী যত॥

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বামদেবাকারে মহামোহময় অবিদ্যা আঁধারে
জ্বেলেছি জ্ঞানের বাতি।
তন্ত্র পুরাণাদি স্মৃতিতে শ্রুতিতে, এই দুর্দ্দিনেও ভারত-ভূমিতে
জ্বলিছে সে দীপ-ভাতি॥

আমি গার্গী মৈত্রী কপিল বারুণী, আমি পতঞ্জলি গৌতম আরুণি
কঠ কণ্ব পরাশর।
অত্রি অষ্টাবক্র হারীত সনক, অঙ্গিরা জৈমিনি বশিষ্ঠ জনক
হয় মম নামান্তর॥

হয়ে লালায়িত যশো মান ধনে, খেলিয়াছি কত ব্যাঘ্রাদির সনে
শ্যামাকান্তরূপে "আমি"।
বৈরাগ্য উদয়ে ত্যজেছি সংসার, এবে হিমালয় আলয় আমার
বলে লোকে সোহংস্বামী॥

আমি বাসুদেব আমিই বিভব, ব্রহ্ম গড্ খোদা ঈশ বিষ্ণু ভব
আত্মরূপে অন্তর্যামি।
আমি সর্ব্বসাধ্য আমিই সাধক, আমি সর্ব্বপূজ্য আমিই পূজক
ধার্ম্মিক নাস্তিক আমি॥

আমি মহাকাল মম গর্ভগত, বর্ত্তমান ভূত আর ভবিষ্যত
নহি বদ্ধ কালে স্থানে।
হবে, আছে, যাহা হয়েছে অতীত, আমি সর্ব্বরূপে আমাতেই স্থিত
মম তত্ত্ব কেবা জানে॥

কোরাণ পুরাণ তন্ত্র ভাগবত বেদ্ বাইবেল দর্শনাদি যত
আমা প্রকাশিতে চায়।
জ্ঞানের স্বরূপ 'আমি' জ্ঞেয় নয় অনলে কি কভু অগ্নি দগ্ধ হয়?
শাস্ত্র কি আমায় পায়?

দেবমূর্ত্তি আর মেথরের ভার এক মৃত্তিকায় গড়ে কুম্ভকার
নাম রূপে ভিন্ন হয়।
দেবজ্ঞানে মূর্ত্তি হয় উপাসিত মেথরের ভার অশুচি ঘৃণিত
কভু স্পর্শযোগ্য নয়॥

কালবশে সেই মূর্ত্তি আর ভার মাটিতে মিশিয়ে হয় একাকার
মাটি ভিন্ন অন্য নয়।
এক হ'তে হয় অনন্ত উদ্ভব হেয় উপাদেয় উচ্চ নীচ সব
একে পুন হয় লয়॥

সেইরূপ বিশ্ব আমাতে প্রকাশ নাম রূপ ভেদে বিভিন্ন বিকাশ
হেয় উপাদেয় জ্ঞান।
নাম রূপ আদি হ'লে অন্তর্হিত বিচিত্র এ বিশ্ব হয় অস্তমিত
"আমি" থাকি বর্ত্তমান॥

ধর্ম্ম । ১ ।

ধরম অধর্ম্ম আছে দুটী কথা
সর্ব্বদেশে প্রচলিত।
সভ্য কি অসভ্য মানব সমাজ
নহে ধর্ম্ম বিরহিত॥

কত যত্ন ক্লেশ করে জীবগণ
ধরম অর্জ্জন তরে।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কত নরনারী
জীবন অর্পণ করে॥

নব নব ধর্ম্ম হইয়া উদ্ভূত
করে ধরা বিপ্লাবিত।
কত নর হত্যা যুদ্ধ অত্যাচার
হইয়াছে সংঘটিত॥

দুঃখের নিবৃত্তি সুখ প্রাপ্তি তরে
করে কর্ম্ম জীবগণ।
ইহ পরকালে সুখ লালসায়
করে ধর্ম্ম উপার্জ্জন॥

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশো মান ভোগে
হয় সুখ বর্ত্তমানে
আশা করে জীব ধর্ম্মে সুখ লাভ
হবে দেহ অবসানে ॥

বিষয় সংযোগে হয় সুখ ভোগ
কিন্তু তাহা নিত্য নয়।
ধর্ম্মে নিত্য সুখ করিয়া কল্পনা
ধর্ম্ম কর্ম্মে রত হয় ॥

বিষয়ের তরে আশা নিরাশায়
হয় জীব সন্তাপিত।
ধর্ম্মজগতেও আশা নিরশায়
হয় মন আলোড়িত ॥

বিষয় অর্জ্জনে সঞ্চয় রক্ষণে
করে জীব আকিঞ্চন।
ধর্ম্মজগতেও চেষ্টা যত্ন ক্লেশ
করে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশো মান তরে
যুঝে জীব অণুক্ষণ।
ধরম রক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারেও
যুদ্ধ করে জীবগণ ॥

বিষয়ের তরে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ
হয় সদা উদ্দীপিত।
আছে ধর্ম্মরাজ্যে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ
নহে তম বিরহিত॥

বিষয় ধরম দুই দুঃখময়
এক বৃন্তে দুটী ফুল।
জীব হৃদয়ের সুখের বাসনা
হয় উভয়ের মূল॥

দেশ দেশান্তর ভ্রমি' নর নারী
ধরম প্রচার করে।
ধরম দাতার কোন অপ্রতুল
নাহি কভু এ সংসারে॥

ধন রত্ন যত সতত মানব
সঙ্গোপনে রক্ষা করে।
ধরমপ্রদানে নাহি কৃপণতা
করে দান অকাতরে॥

প্রদানে বিষয় হয় ক্ষয়, তাই
দানকুণ্ঠ জীবগণ।
ধরমপ্রচারে স্বধু বাক্যব্যয়
নাহি ক্ষতি কদাচন॥

আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্র
ভ্রান্তিহীন মহীতলে।
স্বায় ধর্ম্মমত করে সমর্থন
শাস্ত্রপ্রমাণের বলে॥

ব্রহ্মোদ্ভূত শ্রুতি ঋষিকৃত স্মৃতি
শিববাক্য তন্ত্র যত।
স্বয়ং ভগবান্ মুখ বিনিসৃত
গীতা শ্লোক সপ্তশত॥

অবিদ্যান্ধ জীবে দেখাইতে পথ
আল্লাদত্ত এক্কোরাণ।
ঈশ্বর তনয় ঈশখৃষ্ট বাক্য
বাইবেলে বিদ্যমান॥

বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে নবমাবতার
বুদ্ধমত প্রচারিত।
বিচিত্র ধরম শাস্ত্র সম্প্রদায়
আছে বিশ্বে অগণিত॥

কোন শাস্ত্রে ঈশ হয় সর্ব্বব্যাপী
কোথা সর্ব্বরূপে স্থিত।
কোন শাস্ত্রে তিনি স্বর্গে স্বর্ণময়
সিংহাসনে বিরাজিত॥

কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ম হয় নিরগুণ
কোন মতে গুণান্বিত।
কোথা নিরাকার কোথা বা সাকার
দারা সুত সমন্বিত॥

ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র স্বর্গ নরকাদি
ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করে।
সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সাযুজ্য
মুকতি জীবের তরে॥

এক শাস্ত্রে যাহা স্বর্গ-মোক্ষপ্রদ
গণ্য হয় পুণ্যরূপে।
অন্য শাস্ত্রমতে সে কর্ম্ম করিলে
মজিবে নিরয়কূপে॥

জ্ঞান ভক্তি যোগ করমাদি ভেদে
চারি পন্থা প্রচলিত।
আছে কত গুরু পথ প্রদর্শক
গম্যস্থান অলক্ষিত॥

কোন্ শাস্ত্র সত্য কোন্ পন্থা শ্রেয়
কেবা করে নিরূপণ।
সংস্কার শিক্ষার অনুরূপ পথ
করে সবে আলম্বন॥

বিচিত্র বিরুদ্ধ শত শত ধর্ম্ম
এ জগতে প্রচলিত।
বিভিন্ন যুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মত
হইতেছে সমর্থিত॥

সর্ব্বজন-প্রিয় কোন ধর্ম্ম মত
কভু নাহি দেখা যায়।
সেই হেতু, বিশ্বে যত ধর্ম্ম মত
আছে তত সম্প্রদায়॥

হিন্দু মুসল্‌মান খৃষ্টান প্রভৃতি
আছে যত সম্প্রদায়।
এক অপরের বিদ্বেষের পাত্র
ব্যবহারে দেখা যায়॥

সম্প্রদায় মধ্যে এক শাখা পুন
অপরে বিদ্বেষ করে।
এক শাখাতেও আছে মতানৈক্য
করে দ্বন্দ্ব পরস্পরে॥

হিন্দু যেই ধর্ম্ম সাধ্য সাধনাদি
করিতেছে সত্যজ্ঞান।
ভিন্ন সম্প্রদায়ী গণ্য মান্য জীব
করে তাহা প্রত্যাখান॥

যেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ ভারত হ'তে
হয়েছিল নিরাকৃত।
দেখ এবে তাহা সুসভ্য সমৃদ্ধ
কত দেশে প্রচলিত॥

সেই দেশবাসী হিন্দুর সাধন
সাধ্যে উপহাস করে।
হিন্দুর বিশ্বাস মূর্খতা, অজ্ঞতা
অন্ধতা তাদের তরে॥

শিল্প রাজনীতি বিষয়-বিজ্ঞানে
যারা শ্রেষ্ঠ ধরাতলে।
করিছে সাম্রাজ্য শাসন বিস্তার
বুদ্ধি বীরত্বের বলে॥

তাদের বিচারে হিন্দু সম্প্রদায়
অর্দ্ধ সভ্য গণ্য হয়।
হিন্দুর পাতক গোহত্যাদি কর্ম্মে
তাহারা বিরত নয়॥

যদি বল ম্লেচ্ছ বিষয়-বিজ্ঞানে
যদ্যপিও শ্রেষ্ঠ হয়।
আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান
তাদের আয়ত্ত নয়॥

করেনা প্রবেশ যাদের মস্তিষ্কে
জড় বিষয়ের জ্ঞান।
এরূপ বচনে প্রকাশে তাদের
বৃথা দম্ভ অভিমান॥

কার্য্য আলম্বনে কারণের সত্ত্বা
স্বরূপ নির্ণীত হয়।
কার্য্য-জ্ঞান হীনে কারণের জ্ঞান
কদাপি সম্ভব নয়॥

যদি বল সেই কারণ নির্ণয়
করিয়াছে ঋষিগণ।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থায়
করিতেছি বিচরণ॥

প্রফেট্ প্রেরিত মুক্ত অবতার
অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।
ঋষি মহাজন তাহারা দুর্জ্জন
কিরূপে প্রামাণ্য হয়॥

ঋষির বৈদিক বৈদান্তিক ধর্ম্ম
প্রচলিত নাহি আর।
তন্ত্র পুরাণের নব ধর্ম্মে দেশ
করিয়াছে অধিকার॥

ভক্তি-মার্গ, মূর্ত্তি অবতার পূজা
নামাঙ্কন সঙ্কীর্ত্তন।
বল কোন্ বেদ বেদান্ত, দর্শন
করিতেছ সমর্থন ?

হিন্দু সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম্ম, যাহা
বর্ত্তমানে প্রচলিত।
আধুনিক তাহা নব অভ্যুদিত
"মহাজন" প্রবর্ত্তিত ॥

রামানুজ মধ্ব বল্লভ, গৌরাঙ্গ
তন্ত্র-প্রবর্ত্তকগণ।
কবীর নানক থিওসোফিকেল
মহাত্মা বা মুক্তজন ॥

হয় মহাজন অথবা বৈদিক
ঋষিগণ মহাজন।
পথানুসরণ করিবার অগ্রে
কর তাহা নিরূপণ ॥

হয় স্ফীত হিন্দু স্বীয় সমাজের
ধরমের অভিমানে।
কিন্তু "হিন্দু" শব্দ শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে
নাহি দেখি কোন স্থানে ॥

এবে যেই ভাবে নেটিভ, নিগার
শব্দ হয় ব্যবহার।
পারস্য ভাষায় হিন্দু হিন্দুস্থান
পার্য্যায়িক শব্দ তার॥

যবনাধিকারে নব ধর্ম্ম, আখ্যা
হইয়াছে প্রচলিত।
নেটিভের ধর্ম্ম নিগার সমাজ
হবে কালে প্রবর্ত্তিত॥

এক জলপানে জীব নির্ব্বিশেষে
পিপাসা নিবৃত্তি হয়।
নাহি অন্যোপায়, নাহি হয় তাতে
দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, ক্রোধোদয়॥

কিন্তু নাহি বিশ্বে হেন সার্ব্বভৌম
কোন ধর্ম্ম প্রচলিত।
সকল জীবের আধ্যাত্মিক তৃষা
হয় যাতে নিবারিত॥

গ্রহণ ত্যাগাদি করিছে প্রমাণ
ধর্ম্মাধর্ম্ম মনোময়।
জলাদির ন্যায় আপেক্ষিক সত্য
মায়িক বস্তুও নয়॥

অতি পুরাকালে বেদ আলম্বনে
ছিল কল্পসূত্র যত।
হয়েছিল তাহা পরে শ্রৌত, গৃহ্য
ধর্ম্মসূত্রে পরিণত॥

ঋষি সাংখ্যায়ন কণ্ব পারস্কর
বৌধায়ন দ্রাহ্যায়ন।
মাশক গোভিল আপস্তম্ব মনু
ভরদ্বাজ লাঠ্যায়ন॥

এ সকল ঋষি শ্রৌতাদি ত্রিবিধ
সূত্র করি প্রণয়ন।
ভিন্ন বেদশাখী সমাজের তরে
করেছিল প্রচলন॥

পরে সূত্র হ'তে হ'য়ে অনুষ্টুপে
সংহিতাদি বিরচিত।
মন্বাদির নামে বিভিন্ন সময়ে
হয়েছিল প্রচলিত॥

সংহিতা প্রণেতা কোন বেদশাখা
না করিয়া আলম্বন।
সূত্রার্থ সহিত স্বীয় অভিমত
করেছিল সংমিশ্রণ॥

সে সংহিতা পুন করিয়া বিকৃত
স্মৃতিশাস্ত্রে পরিণত।
করেছে "গোপাল" "রঘু" "কাশীনাথ"
নব্য স্মৃতিকার যত॥

বঙ্গদেশে রঘু আর্য্যাবর্ত্তে কাশী
গোপাল দক্ষিণ দেশ।
বেন্ধেছে ভারতে স্মৃতির শৃঙ্খলে
তাহে এত দুঃখ ক্লেশ॥

ছিল পুরাকালে সূত্রের প্রণেতা
ব্রহ্মবিদ্ ঋষি যত।
ব্রহ্মহা ব্রাহ্মণ স্মৃতিকর্ত্তা এবে
তাহে হিন্দু অবনত॥

বিধি প্রতিষেধ ধর্ম্মশাস্ত্র যত
লৌহ শৃঙ্খলের প্রায়।
আর্য্যসুতগণ সুদৃঢ় বন্ধনে
হয়েছে নিবদ্ধ তায়॥

ভোজন সময়ে সে স্মৃতি-পেষণী
করে কণ্ঠ নিষ্পেষণ।
যাত্রাকালে তার তিথি নক্ষত্রাদি
শূলে বিদ্ধ দু'-চরণ॥

শয়নে আসীনে পশ্চিম উত্তর
দিশা হয় প্রত্যবায়।
সকল সময়ে অমা পূর্ণিমাদি
হয় তার অন্তরায়॥

বিদ্যা, ধন তরে বিদেশ গমনে
সে স্মৃতি নিগড় প্রায়।
গড়ি নিজ হাতে স্মৃতির শৃঙ্খল
ভারত আবদ্ধ তায়॥

বেদে আয়ুর্ব্বেদে রয়েছে বিধান
যুবতি-বিবাহ তরে।
নব্য স্মৃতিমতে অনূঢ়ার রজ
পিতৃগণ পান করে॥

বাল বিধবার কৃচ্ছ্র ব্রহ্মচর্য্য
একাদশী উদ্যাপন।
কুল পরিত্যাগ ভ্রূণ হত্যাতরে
দায়ী স্মৃতিকারগণ॥

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুমূর্ষুর সহ
বালিকার পরিণয়।
মূঢ় স্বার্থপর স্মৃতিকার মতে
কভু দোষাবহ নয়॥

তৃতীয় পক্ষের বালা-স্ত্রী-সম্ভোগী
নির্লজ্জ স্থবির তায়।
ষোড়শী যুবতী বালবিধবার
চরিত্র রক্ষিতে যায়॥

সাগর সলিলে শিশু বিসর্জ্জন
সতীদাহ বিবরণ।
স্মৃতি-প্রণেতার মূঢ়ত্ব জগতে
করিতেছে কীরতন॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শৌচ প্রস্রাবাদি
স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।
স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে ব্যত্যয়
দুঃখ ব্যাধি উপজয়॥

ত্যজিয়া হিন্দুর ধরম করম
হিন্দুর সন্তান কত।
ম্লেচ্ছের ধরম করম গ্রহণ
করিতেছে অবিরত॥

নাহি হয় ব্যাধি দুঃখ মনস্তাপ
ধরম বর্জ্জন তরে।
সুখে নব ধর্ম্মে নূতন সমাজে
জীবন যাপন করে॥

হিন্দুর বিচারে পাপিষ্ঠ তাহারা
হইবে নিরয়ে গতি।
নরক-অনলে হইবে দগধ
নাহি কভু অব্যাহতি॥

ম্লেচ্ছমতে তারা শুদ্ধ পুণ্যবান
কাফেরি বর্জ্জন ক'রে।
সুখশান্তিপূর্ণ স্বরগ সজ্জিত
রয়েছে তাদের তরে॥

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন যারা
কুলধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে।
নব নব ধর্ম্ম গঠন গ্রহণ
করিয়াছে অকাতরে॥

তাহাদের তরে নরক ব্যবস্থা
নাহি করে কোন জন।
কেহ অবতার কেহ বা প্রেরিত
কেহ মুক্ত গণ্য হন॥

স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ আদি
আছে যত জীবগণ।
প্রাকৃতিক ক্রমে লভিছে জনম
নাহি হয় উল্লঙ্ঘন॥

যে যোনি হইতে লভে যে জনম
সেই দেহ প্রাপ্ত হয়।
মানব প্রযত্নে প্রাকতিক রীতি
নাহি হয় বিপর্য্যয়॥

যণ্ড-স্ত্রী-পুরুষ জাতীয় লক্ষণ
দেহে নিরূপিত হয়।
জীবের ইচ্ছায় যত্ন আকিঞ্চনে
নাহি হয় বিপর্য্যয়॥

ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি বর্ণভেদ যদি
প্রকৃতি হইতে জাত।
মানবের কর্ম্মে আহারে আচারে
কেন হয় জাতিপাত ?

ব্রাহ্মণ লক্ষণ শিখাসূত্র কভু
প্রাকৃতিক চিহ্ন নয়।
শিখাসূত্রসহ ব্রাহ্মণ সন্তান
কভু কি প্রসূত হয় ?

ব্রাহ্মণাদিবর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে
ব্রহ্মত্ব লাভের তরে।
ব্রাহ্মণের চিহ্ন শিখাসূত্র ত্যজি'
সন্ন্যাস গ্রহণ করে॥

ধরম করমে আচার আহারে
বিধি বাধা নাহি তার।
নারায়ণজ্ঞানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ
কেন করে নমস্কার?

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হয়েছে বিভেদ
গুণ-ভেদে কর্ম্ম-জালে।
ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব শূদ্রাদি ব্রাহ্মণ্য
লভিয়াছে পুরাকালে॥ ।২।

ব্রাহ্মণের কর্ম্ম যজন যাজন
অধ্যয়ন অধ্যাপন ।৩।
রাজ্যের রক্ষণ সাম্রাজ্য বিস্তার
করিত ক্ষত্রিয়গণ॥

কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যের করম
সর্ব্বসেবী শূদ্রগণ।
কর্ম্মের প্রভেদে বর্ণ বিভেদের
হয়েছিল প্রচলন॥

সর্ব্বকর্ম্ম-জীবী বর্ণধর্ম্ম ভ্রষ্ট
এবে আর্য্যসুতগণ।
আচারে আহারে বর্ণ অভিমান
তাই করে অকারণ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি দ্বিজাতি ত্রিতয়ে
বিবাহ ভোজন পান।
অভাব সময়ে শূদ্রান্ন ভোজনে
করে শাস্ত্র বিধিদান॥। ৪।

ক্রমে কালবশে হিন্দুর সমাজ
সঙ্কুচিত নিপতিত।
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বিবাহ ভোজন
নহে এবে প্রচলিত॥

বিনা বেদাভ্যাস অন্য কর্ম্মে শ্রম
করিলে ব্রাহ্মণগণ।
হয় ইহ দেহে শূদ্রত্বে পতিত
করে মনু নিরূপণ॥। ৫।

হয়েছে এখন শূদ্র-বৃত্তি 'সেবা'
ব্রাহ্মণ-জীবনোপায়।
করেছে প্রবেশ বর্ণ-অভিমান
রন্ধনশালায় হায়॥

বর্ণাশ্রমগত সামাজিক ধর্ম্ম
আছে যাহা প্রচলিত।
মানবের সৃষ্টি মনের কল্পনা
নহে বিধি-নিরমিত॥

ছিন্ন করি' পর্ণ যোজনা করিতে
নাহি পারে যেইজন।
সেও নবধৰ্ম্ম করিয়া গঠন
করিতেছে প্রচলন॥

লঙ্ঘিতে সামান্য দৈহিক নিয়ম
নাহি পারে যেই জন।
সংখ্যাতীত কাল প্রচলিত ধৰ্ম্ম
করিতেছে উল্লঙ্ঘন॥

যাহা যার সৃষ্টি তাহার উপরে
থাকে পূর্ণ অধিকার।
তাই করে জীব ধরম বর্জ্জন
গঠন, সংস্কার, তার॥

ধরম অর্জ্জন সংস্কার বর্জ্জন
ধরম প্রচার দান।
অবিদ্যার খেলা ধৰ্ম্ম ধৰ্ম্মিসহ
সদাকাল বিদ্যমান॥

বস্তুর ধরম থাকে বস্তু সহ
নহে ধৰ্ম্ম বিরহিত।
ধরম বিহনে বস্তুর অস্তিত্ব
নাহি হয় নিরূপিত॥

তারল্য জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম
জলসহ সম্মিলিত।
তারল্য বিহনে জলের জলত্ব
হয় পূর্ণ তিরোহিত॥

দাহিকা শকতি দীপ্তি, এই দুই
অনলের ধর্ম্ম হয়।
ধরম অভাবে অগ্নির অস্তিত্ব
কদাপি সম্ভব নয়॥

তোমার ধরম সদা সর্ব্বক্ষণ
তোমাতেই অবস্থিত।
আছে লুকায়িত অবিদ্যাবরণে
নাহি হয় নিরূপিত॥

সমাজের ধর্ম্ম আচার নিয়ম
আত্মধর্ম্ম মনে ক'রে।
কর কত যত্ন ভোগ দুঃখ তাপ
ধরম পালন তরে॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রাদি বর্ণের ধরম
তব ধর্ম্ম কভু নয়।
আমি দ্বিজ, শূদ্র, এই অভিমানে
কর অধর্ম্মের ভয়॥।৬।

আমি ব্রহ্মচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী
ভ্রান্ত হয়ে এ অজ্ঞানে।
আশ্রম বিহিত কর্ম্মে হও রত
আশ্রমের অভিমানে॥

স্ত্রীপুরুষ জাতি দেহের ধরম
তব ধর্ম্ম কভু নয়।
আমি স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞানে যত কর্ম্ম
অবিদ্যার খেলা হয়॥ ।৭।

মালিন্য দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম
সদা পূর্ণ মূত্র মল।
কেন পণ্ডশ্রম দেহ শুদ্ধি তরে
তুমি শুদ্ধ নিরমল॥ ।৮।

সঙ্কল্প কামনা মলে কলুষিত
সদা মানবের মন।
মল বিমোচনে মনের অস্তিত্ব
নাহি থাকে কদাচন॥

শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম মনের ধরম
ভাবে মন মগ্ন হয়।
নহ তুমি মন, মানসিক ভাব
কভু তব ধর্ম্ম নয়॥

ধরম অধর্ম্ম স্বরগ নরক
পাপ পুণ্য আদি জ্ঞান।
সাধন ভজন পূজা আরাধনা
জপ তপ যোগ ধ্যান॥

ত্রিতাপে তাপিত মানবের মন
গড়েছে শান্তির তরে।
ত্রিতাপ নিবৃত্তি শান্তি লাভাশায়
সাধন ভজন করে॥

ত্রিতাপ মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম
মনসহ সম্মিলিত।
সাধন ভজনে কথনো ত্রিতাপ
নাহি হয় তিরোহিত॥ ।৯।

অনিলে সুগন্ধ ভিন্ন বস্তু যোগে
বায়ু-ধর্ম্ম গন্ধ নয়।
বর্ণাশ্রম জাতি নহে তব ধর্ম্ম
তব ধর্ম্ম ভিন্ন হয়॥

শৈত্য যোগে হয় সলিল তুষার
তরলতা অন্তর্হিত।
দেহ সহ যোগে জড়রূপী তুমি
তব ধর্ম্ম লুক্কায়িত॥

অণুবিশ্লেষণে অনিলে সুগন্ধ
নাহি থাকে কদাচন।
জাতি বর্ণাশ্রম সংস্কার বিহনে
তুমি শুদ্ধ নিরঞ্জন॥

শৈত্যের বিয়োগে তুষার তরল
জলে হয় পরিণত।
দেহ অভিমান হ'লে অপগত
তুমি ভূমা সর্ব্বগত॥

ফুৎকারে ভস্মাদি হ'লে তিরোহিত
অগ্নি প্রকাশিত হয়।
মন আবরণ হ'লে অন্তর্হিত
তুমি শান্ত চিণ্ময়॥

চিৎস্বরূপ তুমি চৈতন্য তোমার
স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।
ধর্ম্মনামে বিশ্বে যাহা প্রচলিত
তাহা তব ধর্ম্ম নয়॥

পরধর্ম্মে তুমি স্থিত যতক্ষণ
দুঃখ সমভাবে রবে।
স্বধর্ম্মে যখন হবে অবস্থিত
ত্রিতাপ বিমুক্ত হবে॥। ১০।

মন।

মনের উৎপত্তি স্বরূপ শকতি
জড় কি চেতন মন।
নির্ণয় করিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত
করেছে বিভিন্ন জন॥

মনো বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই
চারি বৃত্তি সমন্বিত।
যে অন্তঃকরণ জীবত্বের মূল
হ'ল মন অভিহিত॥।১।

মনীষী নির্ব্বোধ জ্ঞানী অর্ব্বাচীন
ভকত অভক্ত জন।
প্রেমিক কঠোর দয়ালু নিঠুর
পুণ্যাত্মা পাষণ্ডগণ॥

বীর কাপুরুষ বদান্য কৃপণ
সরল কুটিল যত।
জিতেন্দ্রিয় ভোগী যতি স্বেচ্ছাচারী
বিরাগী বিষয়ে রত॥

নির্লিপ্ত অসিক্ত প্রশান্ত চঞ্চল
গম্ভীর চপল মতি।
নির্ম্মম সন্ন্যাসী মমত্বাভিমানী
যতিণী অসতী সতী॥

ভাবের বিভেদে মনের বৈচিত্র
উত্তম অধম জ্ঞান।
ভাবভেদে কেহ ভোগে সুখ শান্তি
কেহ শোকদুঃখে ম্লান॥

কেহবা আরাধ্য অবতার জ্ঞানে
কেহবা নিন্দিত হয়।
কেহ পূজ্য মান্য স্নেহ প্রেমাস্পদ
কেহ দয়া যোগ্য নয়॥

কিন্তু হয় মন সত্ত্ব রজ তম
তিন গুণ সমন্বিত।
এক গুণ যোগে মনের অস্তিত্ব
নহে কভু সম্ভাবিত॥

আঁধার আলোক পরম্পরাক্রমে
যেইরূপ দৃষ্ট হয়।
সেইমত মনে পরম্পরাক্রমে
খেলে এই গুণত্রয়॥

বিভিন্ন সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভাব
হৃদয়ে উদিত হয়।
সংযোগ বিহনে ভাবের অস্তিত্ব
কভু সম্ভাবিত নয়॥

নহে অবতার সুধু সত্ত্বগুণ
বিবেকাদি সমন্বিত।
থাকে গুণত্রয় সত্ত্ব-রজঃ-তম
তার মনে সংমিলিত॥

অজ্ঞানী জানিয়া যাহাকে সকলে
সদা অবহেলা করে।
মায়া-মেঘাবৃত আছে জ্ঞানসূর্য্য
তার হৃদি অভ্যন্তরে॥

কঠোর নিঠুর পাষণ্ড দস্যুর
শুষ্ক-হৃদি মরুময়।
আছে তাহাতেও প্রেম-প্রবাহিণী
কেহ পরিতৃপ্ত হয়॥

যার শৌর্য্য বীর্য্যে রণক্ষেত্রে যোধ
হয় ত্রাসে প্রকম্পিত।
অন্ধকার গৃহে যাপিতে যামিনী
সেই বীর হয় ভীত॥

যাহার হৃদয়ে যে ভাবের খেলা
হয় তব সংঘর্ষণে।
ভাব অনুরূপ উত্তম অধম
তারে তুমি কর মনে॥

যার দয়া স্নেহ প্রেমামৃত পানে
তৃপ্ত তব মন প্রাণ।
হয়ে দগ্ধ তার হিংসা ক্রোধানলে
হয় কেহ ম্রিয়মাণ?

সাংসারিক সুখ বিষয় সম্ভোগ
যেই জন তুচ্ছ করে।
হয় লালায়িত সালোক্য সামীপ্য
সাযুজ্য মুক্তির তরে॥

পঞ্চভূত যোগে বিচিত্র আকারে
হয় বিশ্ব বিনির্ম্মিত।
সংযোগ বৈচিত্রে তরু লতা ধাতু
দেহরূপে বিকাশিত॥

সেইরূপ মন সত্ত্ব-রজ-তম
তিন গুণ সমন্বিত।
বিভিন্ন সংযোগে গুণের বৈষম্যে
নানাভাবে বিকাশিত॥

জাগ্রত সময়ে ইন্দ্রিয় সংযোগে
বিষয়ে আবদ্ধ মন।
বিষয় বিয়োগে মনের অস্তিত্ব
সম্ভবেনা কদাচন॥

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় সকল
থাকে মনে সঙ্কলিত।
স্মৃতি সহযোগে স্বপ্নকালে পুন
হয় তাহা প্রস্ফুরিত॥

স্মৃতির বিলোপে হয় মন লুপ্ত
সুষুপ্তিতে অস্তমিত।
সূক্ষ্ম সেই মন বিষয় সংযোগে
হয় পুন জাগরিত॥

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জড় বস্তু যত
মনের আয়ত্ব হয়।
যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা মনাতীত
কভু মন-গ্রাহ্য নয়॥

সুবিশুদ্ধ মনে ঈশ্বরানুভূতি
হয়, বলে কত জন।
প্রলাপ বচন বিফল জল্পনা
কিসে শুদ্ধ হয় মন?

শিরঃকণ্ঠ বক্ষ হস্ত পদোদর
সমষ্টিতে দেহ হয়।
এ সকল বিনা দেহের অস্তিত্ব
কদাপি সম্ভব নয়॥

সঙ্কল্প কামাদি মনোবৃত্তি যত
মনের প্রত্যঙ্গ হয়।
বিষয় সংযোগে হয় বিকশিত
বিষয় বিয়োগে লয়।

হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আসক্তি বাসনা
জড় যোগে বিকশিত।
বিষয় বিহনে বিবেক বৈরাগ্য
কখনো কি সম্ভাবিত?

আসক্তি বৈরাগ্যে গ্রহণ বর্জ্জনে
জড় সদা বিরাজিত।
মনের প্রত্যঙ্গ মনোবৃত্তি হয়
জড়-ত্যাগে তিরোহিত॥

জাগ্রত স্বপন কোন অবস্থায়
মন জড়-শূন্য নয়।
সুষুপ্তি সমাধি এ দুই সময়ে
জড়-ত্যাগে হয় লয়॥

চৈতন্য ও জড় উভয়ের মধ্যে
গ্রন্থিরূপে স্থিত মন।
একের বিয়োগে ছিন্ন হয় গ্রন্থি
নাহি থাকে কদাচন॥

ভীষণ রাক্ষস ভূত প্রেত যাহা
হয় স্বপ্নে দরশন।
জাগরণে দৃষ্ট জড়-উপাদানে
করিছে গঠন মন॥

চিত্র বা পুতুলে যে দেব মূরতি
করে জীব দরশন।
স্বপ্নে কিংবা ধ্যানে সে মূরতি পুন
নিরমান করে মন॥

সর্প জিহ্বা যুত সিংহের মস্তক
করি-শুণ্ড সমন্বিত।
স্বপ্ন-দৃষ্ট যক্ষ সর্প সিংহ করী
তিনযোগে বিনির্ম্মিত॥

সকল সময়ে সর্ব্ব অবস্থায়
মন জড়যুক্ত হয়।
ঈশ্বর চৈতন্য ইন্দ্রিয় অতীত
তাই মনোগ্রাহ্য নয়॥

বিষয়ের যোগে মনের অস্তিত্ব
বিয়োগে বিলুপ্ত মন।
জানে সেই জন সমাধির স্বাদ
লভিয়াছে যেই জন॥

নহে মন অজ মন মনোবৃত্তি
কারণ সঞ্জাত হয়।
হইতেছে সদা অবস্থান্তরিত
সে হেতু শাশ্বত নয়॥

উৎপন্ন অস্থির যাহা এ জগতে
হয় তাই লয় গত।
মনের বিলয়ে বিদেহ কৈবল্য
লভে জীবন্মুক্ত যত॥

চৈতন্যের ধর্ম্ম অজত্ব নিত্যত্ব
সমন্বিত নহে মন।
নহে চিৎস্বরূপ অতীন্দ্রিয় হেতু
নহে জড় কদাচন॥

চৈতন্য আভাস আছে মনে, নহে
জড়াভাস বিরহিত।
নহে মন জড় চেতনও নহে
ভিন্নাকারে ব্যবস্থিত॥

যদি বল, মন ইন্দ্রিয় অতীত
নহে স্থূল কদাচন।
কিরূপে একের মনোবৃত্তি, ভাব
জানিতেছে অন্য জন?

বিভিন্ন শরীরে মনের বৈচিত্র
যদিও প্রত্যক্ষ হয়।
বৃত্তি কিংবা ভাবে মানবের মন
বিচিত্র বা ভিন্ন নয়॥

আপন বৃত্তির উৎপত্তি বিলয়
করিছে যে দরশন।
তাহার নিকটে জড় দৃশ্যসম
ব্যক্ত, অপরের মন॥

কেহ বলে মন মস্তিষ্কের ক্রিয়া
মস্তিষ্ক মনের মূল।
জড়-বাদীদের এরূপ সিদ্ধান্ত
অলীক নিতান্ত স্থূল॥

নাহি করে সূর্য্য এ বিশ্ব প্রকাশ
নাহি নেত্রে দরশন।
শুনে না শ্রবণ রুদ্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়
যবে শান্ত থাকে মন॥

মনের সংযোগে নিষ্পন্দ মস্তিষ্ক
ক্রিয়াবান দেখা যায়।
মনের বিয়োগে নিশ্চেষ্ট অসার
হয় কর্দ্দমের প্রায়॥

মস্তিষ্কানুরূপ মনের গঠন
বলে বৈজ্ঞানিকগণ।
মস্তক দর্শনে মনোবৃত্তি যত
করিতেছে নিরূপণ॥

কাম ক্রোধ হর্ষ বিষাদাদি ভাব
হ'লে মনে সমুদিত।
নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ে বদন-মণ্ডলে
হয় তাহা প্রকাশিত॥

যাহার হৃদয়ে যে ভাব প্রবল
হয় সদা উত্তেজিত।
তাহার আননে সে ভাবের অঙ্ক
হয় ক্রমে প্রকটিত॥

অঙ্কন দর্শনে মনোবৃত্তি যত
করিতেছে নিরূপণ।
মস্তিষ্ক মনেও সেরূপ সম্বন্ধ
মস্তিষ্কে অঙ্কিত মন॥

ভাল মন্দ বোধ হিতাহিত চিন্তা
ধরম অধর্ম্ম জ্ঞান।
ভক্তি স্নেহ প্রেম ধৃতি দয়া ক্ষমা
স্মৃতি ভীতি অভিমান॥

আকাঙ্ক্ষা নিরাশা আশক্তি বৈরাগ্য
হিংসা ক্রোধ আদি যত।
জড় মস্তিষ্কের ধর্ম্ম, এ সিদ্ধান্ত
নহে সমীচীন মত॥

মস্তিষ্কানুরূপ মনের গঠন
কভু সম্ভাবিত নয়।
মন অনুরূপ মস্তিষ্ক গঠিত
ইহাই সিদ্ধান্ত হয়॥

স্নেহ প্রেমাস্পদ হলেও কুরূপ
হয় চারু দরশন।
তাদের কর্কশ কণ্ঠস্বর কর্ণে
করে সুধা বরিষণ॥

বিদ্বেষের পাত্র হলেও সুন্দর
নহে নেত্র-তৃপ্তিকর।
ঢালে কর্ণে বিষ সদা তাহাদের
কোমল মধুর স্বর॥

হেয় উপাদেয় কুরূপ স্বরূপ
গুণ-নির্ব্বাচন তরে।
জড় মস্তিষ্কের নাহি শক্তি কভু
মন নির্ব্বাচন করে॥

স্থাণু দরশনে পিশাচ ভাবিয়া
হয় ভীত জীবগণ।
বিস্ফারিত নেত্র প্রকম্পিত কায়
গতিহীন দুচরণ॥

নেত্র সহযোগে মস্তিষ্কে বিম্বিত
হয় দৃশ্য সর্ব্বক্ষণ।
স্থাণুতে পিশাচ কেন হয় জ্ঞান
কেন ভীত হয় মন?

সে সময়ে মন প্রমুক্ত স্বাধীন
যেরূপ কল্পনা করে।
দেখে নেত্র তাহা সেরূপ বিম্বিত
মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে॥

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় মনের অধীন
মন পরাধীন নয়।
মস্তিষ্কের ক্রিয়া মন, এ সিদ্ধান্ত
কিরূপে সঙ্গত হয়?

উন্মত্ত মৃতের মস্তিষ্ক দর্শনে
বলে বৈজ্ঞানিকগণ।
মস্তিষ্কের রোগে উন্মত্ত জনের
বিকলিত হয় মন॥

অতি হর্ষ শোক সম্পদ বিপদে
হ'লে মন আলোড়িত।
সে চিন্তা-প্রবাহ অবিরাম গতি
হয় সদা প্রবাহিত॥

বিষয় বিশেষে অতি চিন্তাশীল
বিরত বিষয়ান্তরে।
উন্মত্তের মন একদেশদর্শী
একভাবে ক্রিয়া করে॥

একাংশে মস্তিষ্ক অতি ক্রিয়াশীল
অন্যাংশে নিষ্ক্রিয় হয়।
মনের ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক বিকৃতি
উন্মত্ততা উপজয়॥
পক্ষান্তরে যদি স্বতন্ত্র কারণে
মস্তিষ্ক পীড়িত হয়।
মানসিক বৃত্তি পীড়িত মস্তিষ্কে
প্রকাশ সম্ভব নয়॥

বাহ্যিক কারণে বিকৃত মস্তিষ্ক
চিকিৎসায় সুস্থ হয়।
মন বিপর্য্যয়ে উন্মত্ত যে জন
সে কভু চিকিৎস্য নয়॥

এক অবস্থায় মনের ক্রিয়ায়
মস্তিষ্ক বিকৃত হয়।
অন্য অবস্থায় পীড়িত মস্তিষ্কে
মন প্রকাশিত নয়॥

মন বিকৃতির মস্তিষ্ক কারণ
নাহি হয় কদাচন।
দীপ দীপাধারে যেইরূপে স্থিত
সেরূপ মস্তিষ্কে মন॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আরুণির মতে
হয় মন অন্নময়।
শ্রুতিবাক্য বটে কিন্তু এই মত
কভু যুক্তি যুক্ত নয়॥। ২।

বহুকালব্যাপী অনশন কিংবা
দীর্ঘ রোগ-যাতনায়।
স্মৃতি সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তি যত
দৃষ্ট হয় লুপ্ত প্রায়॥

কাচবিনির্ম্মিত দীপাধার হ'লে
ধূলি-ধূম-আবরিত।
প্রদীপ্ত দীপের সমুজ্জ্বল প্রভা
নাহি হয় বিভাসিত॥

অন্ধকার দেখি' দীপ নির্ব্বাপিত
করে সবে অনুমান।
কিন্তু অভ্যন্তরে উজ্জ্বল প্রদীপ
সমভাবে দীপ্যমান॥

রোগে অনশনে মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়
হয় যবে বিকলিত।
বিকৃত মস্তিষ্কে মনোবৃত্তিচয়
নাহি হয় প্রকাশিত॥

হইলে বিকল মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়
মন লুপ্ত জ্ঞান করে।
কিন্তু মনদীপ রহে সমভাবে
দীপ্যমান অভ্যন্তরে॥

যদি কোন শিশু বিনা সঙ্গ শিক্ষা
নিভৃত বিজন বনে।
হয় স্বাস্থ্যপ্রদ উত্তম আহারে
বিবর্দ্ধিত সংগোপনে॥

তাহার মনের উৎকর্ষ বিস্তার
কভু সম্ভাবিত নয়।
অন্নরস হ'তে উপচিত মন
কিরূপে সঙ্গত হয়॥

মনের সংযোগে জীব চৈতন্যের
স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়।
মনের বিয়োগে হয় জীব আত্মা
চৈতন্য সাগরে লয়॥

অনশনে রোগে মনের বিলোপ
যদ্যপি সম্ভব হয়।
দেহের বিনাশে হয় মন ধ্বংস
এ সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়॥

আপন কারণে কার্য্যের বিলয়
প্রাকৃতিক বিধি হয়।
পঞ্চভূত-জাত পদার্থ নিচয়
হয় পঞ্চভূতে লয়॥

মরণ সময়ে ভূত-জাত দেহ
ভূতেই বিলীন হয়।
হ'লে অন্নময় ভূতে মনলোপ
কেন সম্ভাবিত নয়॥

বিদেহী জীবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিতে
বল কিবা আছে আর।
মৃত্যুই কি মোক্ষ? দেহ ধ্বংসে হয়
জীব ব্রহ্ম একাকার?

অন্নরস হ'তে উপচিত মন
ইহা যদি সত্য হয়।
পঞ্চভূত যোগে আত্মার উৎপত্তি
কেন সম্ভাবিত নয়?

ছান্দোগ্য শ্রুতির এরূপ সিদ্ধান্ত
যদ্যপি অভ্রান্ত হয়।
মিথ্যা পরলোক মোক্ষ যোগ ধ্যান
হয় চার্ব্বাকের জয়॥

সমাধি সময়ে মনের নিরোধে
হয় আত্ম দরশন।
মনের বিলয়ে বিদেহ কৈবল্য
লভে জীবন্মুক্তগণ॥

জীবত্ব ব্রহ্মত্ব বন্ধন মুক্তির
কারণ যদ্যপি মন।
অন্ন-উপচিত সামান্য পদার্থ
নহে ইহা কদাচন॥।৩।

চৈতন্য মনের বৃত্তি, এ সিদ্ধান্ত
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে মানে।
চৈতন্যের তত্ত্ব মনের পার্থক্য
বৈজ্ঞানিক নাহি জানে॥

মনোবৃত্তি যত সতত চঞ্চল
হতেছে উদয় লয়।
আসক্তি বিরক্তি আশা সুখ দুঃখ
কিছু স্থিতিশীল নয়॥

উত্থিত পতিত হতেছে সতত
সাগরে লহরী প্রায়।
বাহ্য সহযোগে হইয়া উদিত
হয় লুপ্ত পুনরায়॥

মনোবৃত্তি যত এক অন্য দ্রোহী
কভু সমধর্ম্মী নয়।
বৈরাগ্য উদয়ে আসক্তি বাসনা
সব অন্তর্হিত হয়॥

যথা হিংসা দ্বেষ নাহি স্নেহ প্রেম
নাহি আশা নিরাশায়।
নাহি দুঃখ তথা যথা সুখ শান্তি
নাহি তৃপ্তি পিপাসায়॥

চৈতন্যের কভু নাহি হ্রাস বৃদ্ধি
কদাপি চঞ্চল নয়।
"আমি আছি" বোধে সমভাবে স্থিত
ব্যতিক্রম নাহি হয়॥

সঙ্কল্প কামনা আসক্তি বৈরাগ্য
ভয় আশা নিরাশায়।
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ স্নেহ ভক্তি প্রেম
সুখ দুঃখ যাতনায়॥

"আমি আছি" জ্ঞানে চৈতন্য সতত
সমভাবে থাকে স্থিত।
মনের চাঞ্চল্যে ভাবের বৈচিত্রে
নাহি হয় বিবর্ত্তিত॥

সমাধি সময়ে মনের বিলয়ে
নাহি চৈতন্যের লয়।
চৈতন্য অভাবে মনের অস্তিত্ব
কভু সম্ভাবিত নয়॥

আমি যথা নাই মনের অস্তিত্ব
নহে তথা সম্ভাবিত।
চৈতন্য কদাপি নহে মনোবৃত্তি
কিন্তু ভিত্তিরূপে স্থিত॥

মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষ
মৃত্তিকায় অবস্থিত।
জল বায়ু তেজ সহযোগে হয়
পরিপুষ্ট বিবর্দ্ধিত॥

ক্ষিতি হ'তে মূল হ'লে উৎপাটিত
বৃক্ষের মরণ হয়।
জল বায়ু তেজ উন্মূলিত বৃক্ষে
রক্ষিতে সক্ষম নয়॥

পক্ষান্তরে বৃক্ষ জল বায়ু তেজ
বিয়োগে বিধ্বংস হয়।
হইয়া মৃত্তিকা আপনার ভিত্তি
মৃত্তিকায় হয় লয়॥

সেইরূপ মন চৈতন্যে সংস্থিত
বাহ্যযোগে বিকশিত।
বিষয় বিয়োগে আপনার ভিত্তি
চিৎসত্তায় অস্তমিত॥

নহে মন জাত জড় সম্মিলনে
নহে কভু অন্নময়।
মস্তিষ্কের ক্রিয়া মন, এ সিদ্ধান্ত
কদাপি সঙ্গত নয়॥

ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন মন
নহে কভু সম্ভাবিত।
নহে বহু ইহা একই পদার্থ
সর্ব্ব দেহে বিরাজিত॥

যথা এক তেজ বিভিন্ন আধারে
ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়।
দেহের বহুত্বে মনের পার্থক্য
পরমার্থে বহু নয়॥

যথা এক জল নদী হ্রদ কূপে
রূপে গুণে ভিন্ন হয়।
বিভিন্ন সংযোগে মনের প্রভেদ
বাস্তবিক ভিন্ন নয়॥

ভূমা চৈতন্যের সাম্য অবস্থায়
অব্যক্তা প্রকৃতি যাহা।
ঈশ্বর চৈতন্যে ব্যক্ত অবস্থায়
"ঈক্ষণ" "কামনা" তাহা॥৪।

জীবাখ্য চৈতন্যে ভিন্ন ভিন্ন দেহে
বহুরূপে বিকাশিত।
বিচিত্র সংযোগে বহু বৃত্তিযুত
মন সংজ্ঞা সমন্বিত॥

দাহিকা শকতি অনলের ধর্ম্ম
অগ্নিসহ বিরাজিত।
প্রকৃতি বা মন চৈতন্যের ধর্ম্ম
চিৎসত্তায় অবস্থিত ॥

সুষুপ্তি স্বপন জাগ্রতাদি যথা
ভোগে জীব পরস্পরে।
ব্রহ্ম, ঈশ, জীব, অবস্থা ত্রিতয়ে
চৈতন্য বিহার করে ॥

ভূমা চিৎসত্তায় নিষ্ক্রিয়া প্রকৃতি
সাম্য ভাবে গুণ স্থিত।
নাহি তথা সৃষ্টি স্রষ্টা ঈশ জীব
এক ব্রহ্ম বিরাজিত ॥

চঞ্চলা প্রকৃতি লভে নানা সংজ্ঞা
কামনা, ঈক্ষণ, মায়া।
তাহার সংযোগে চৈতন্য ঈশ্বর
ব্রহ্মাণ্ড ঈশের কায়া ॥

এক ঈশ হয় ভিন্ন ভিন্ন দেহে
জীবরূপে বিবর্ত্তিত।
রক্ষিতে স্বাতন্ত্র্য জীব সহ মায়া
মনরূপে বিরাজিত ॥

প্রকৃতি বা মায়া ঈক্ষণ, কামনা
মন, কভু ভিন্ন নয়।
চৈতন্যের ধর্ম্ম বিচিত্র বিকাশে
ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥৫

পরিচ্ছিন্ন মন ত্রিতাপে তাপিত
এক দেহ অভিমানে।
হয় অভিভূত দুঃখশোক মোহে
আত্ম আত্মেতর জ্ঞানে ॥

দেহ জ্ঞান লয়ে হয় মন মায়া
তাপত্রয় অন্তর্হিত।
জীব হয় ঈশ, মায়া সাম্য হ'লে
এক ব্রহ্ম বিরাজিত ॥

রূপজ মোহ।

মায়ার কুহকে চিৎসত্তায় জড়
হইতেছে অধ্যাসিত।
সেই মায়া পুন বিচিত্র অসংখ্য
মনোরূপে প্রকটিত ॥

ঘটের বিলয়ে যথা মহাকাশ
ঘটাকাশ ভিন্ন নয়।
মনের বিলোপে সেই রূপ জীব
ভূমা ব্রহ্ম চিন্ময় ॥

সাগরে বুদ্বুদ উত্থিত বিলীন
হয় যথা অবিরত।
ভূমা চিৎসাগরে হয় ব্যক্ত লীন
সেইরূপে জীব যত ॥

দেহ-মন-যোগে প্রথমে যখন
হয় জাত জীবগণ।
আত্মরূপে দেহ আত্মেতর রূপে
করে বিশ্ব দরশন ॥

পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে রূপাদি বিষয়
সতত গ্রহণ করে।
দুঃখদ বিষয় করে হেয় বোধ
লোলুপ সুখদ তরে॥

সুখদ বিষয়ে জনমে আসক্তি
দুঃখপ্রদে দ্বেষ হয়।
দেহত্যাগ কালে থাকে মন সহ
সংসক্ত সংস্কার চয়॥

পরজন্মে সেই সংস্কার নিচয়
হয় ক্রমে বিকশিত।
সংস্কারানুরূপ হয় দেহ, রুচি
মতি, গতি সঙ্ঘটিত॥

ছিল পূর্ব্বজন্মে যে সকল বস্তু
প্রিয়তম, আকাঙ্ক্ষিত।
সে সকল তরে নূতন জনমে
হয় পুন লালায়িত॥

পূর্ব্ব জনমের অভ্যস্ত করমে
সহজে নিপুণ হয়।
একের সুসাধ্য কর্ম্মে অন্যজন
সেহেতু সক্ষম নয়॥

একের সুন্দর অপরের নেত্রে
দৃষ্ট হয় কদাকার।
একের সুখাদ্যে অপরের জিহ্বা
নাহি পায় মিষ্টতার ॥

সংস্কারানুরূপ হেয় উপাদেয়
গুণ নির্ব্বাচিত হয়।
একের বাঞ্ছিত বস্তু অপরের
তাহে স্পৃহনীয় নয় ॥

নব সঙ্গ-শিক্ষা নূতন সংযোগে
ভাব বিবর্ত্তিত হয়।
কিন্তু তাহাতেও করে সদা ক্রিয়া
সংসক্ত সংস্কার চয় ॥

প্রথম জনমে যাহার সংযোগে
সুখী হয় জীবগণ।
তাহার মূরতি হয় প্রীতিকর
করে চিত্ত আকর্ষণ ॥

তাহার বচন শ্রবণ বিবরে
করে সুধা বরিষণ।
তাহার পরশে আবেশে বিভোর
হয় দেহেন্দ্রিয় মন ॥

তার হাব ভাব তাহার চাহনি
মন প্রাণ মুগ্ধ করে।
হয় লালায়িত সঙ্গ আলাপন
দর্শন স্পর্শন তরে॥

মরু-ভূমি মাঝে বর্ষে জলধারা
জলধর অনিবার।
নাহি হয় স্নিগ্ধ কভু মরু তাতে
না মিটে পিপাসা তার॥

বাসনা পিয়াসে মহামরু প্রায়
শুষ্ক তপ্ত জীব-মন।
ভোগ-বারি তাতে শুকায় নিমিষে
ব্যর্থ হয় আকিঞ্চন॥

বহিয়া হৃদয়ে হুতাশন সম
অতৃপ্ত বাসনা রাশি।
ত্যজে দেহ জীব অন্তিম সময়ে
নয়ন সলিলে ভাসি'॥

সে রূপজ মোহ আসক্তি বাসনা
থাকে মনে সঙ্কলিত।
পরজন্মে পুন বৃত্তির বিকাশে
হয় তাহা প্রস্ফুরিত॥

পূর্ব্ব জনমের রূপের আদর্শ
থাকে আঁকা চিত্ত-পটে।
কিন্তু সেইরূপ লীন পঞ্চভূতে
আর দেখা নাহি ঘটে॥

সেইরূপ আঁখি সে মত চাহনি
সেই রূপ ওষ্ঠাধর।
সে রূপ গঠন সে রূপ বরণ
হয় নেত্র তৃপ্তিকর॥

কিন্তু পূর্ণভাবে সে রূপ মাধুরী
নাহি দেখে পুনর্ব্বার।
লুব্ধ হৃদয়ের সেরূপ পিপাসা
কভু নাহি মিটে আর॥

বিচিত্র জীবন ভিন্ন দেহ মন
সৃষ্টি বিচিত্রতা ময়।
বৃক্ষে দুটীপত্র নহে একাকার
একত্ব সম্ভব নয়॥

আদর্শ রূপের আংশিক আভাস
যাতে দরশন করে।
সুন্দর দেখিয়া হয় বিমোহিত
ভাবের বন্ধন পরে॥

করিয়া অজ্ঞাতে স্বীয় ভাব রুচি
তার পদে সমর্পণ।
করে কত যত্ন ভাব-সমন্বয়ে
তাহে হয় সম্মিলন॥

সে আংশিক রূপে সে বিরোধী ভাবে
চিরন্তন তৃপ্তি চায়।
অপূর্ণ বিষয়ে পূর্ণতম সুখ
জীব কভু নাহি পায়॥

এ হেন মিলনে নাহি পায় সুখ
নাহি হয় তৃপ্ত মন।
কি জানি কি নাই এ অভাব বোধ
থাকে প্রাণে অনুক্ষণ॥

বহিয়া হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনা
প্রাণের অভাব যত।
ত্যজে দেহ জীব নাহি হয় তার
উদ্যাপিত প্রেমব্রত॥

নাহি মিটে আশা প্রাণের পিপাসা
দেখিয়া তৃষিত মন।
অপর আধারে প্রণয়-পীযূষ
করে পুন অন্বেষণ॥

সে আদর্শ রূপ অল্পাধিক ভাবে
. করে যাতে দরশন।
সুখের আশায় তাহার চরণে
করে আত্ম-সমর্পন ॥

না পাইয়া সুখ তাহাতে, আবার
নূতন সন্ধান করে।
অতৃপ্ত পিয়াসে বৃথা বার বার
মোহ-কূপে ডুবে মরে ॥

রূপজ মোহের দুস্তর সাগরে
মগ্ন নর নারী যত।
বিচ্ছেদ মিলন উত্তাল তরঙ্গে
ভাসে ডুবে অবিরত ॥

সুখ বাসনার খর স্রোত সহ
সবেগে ভাসিয়া যায়।
উপদেশ রূপ বিপরীত বায়ু
কভু নাহি রোধে তায় ॥

আশ্রয়ের তরে যবে একে অন্যে
সবলে জড়ায়ে ধরে।
হ'য়ে বদ্ধ দুই হয় নিমজ্জিত
মোহময় সে সাগরে ॥

উপেক্ষা ছলনা কৌটিল্য বঞ্চনা
হিংসা প্রতিহিংসা যত।
করে আক্রমণ সদা জীব গণে
ক্ষুধিত নক্রের মত॥

তরঙ্গে তাড়িত আহত ব্যথিত
অবিদ্যান্ধ জীব হায়।
মোহ-পারাবারে বাসনা প্রবাহে
নিয়ত ভাসিয়া যায়॥

এ রূপজ মোহ অতৃপ্ত বাসনা
তৃষিত হৃদয়ে ধ'রে।
করে গতাগতি মোহ মুগ্ধ জীব
জন্ম হ'তে জন্মান্তরে॥

বাসনা অনল করে সন্তাপিত
পিয়াসে পরাণ যায়।
বহুকাল ব্যাপী অসংখ্য জনমে
সুখ তৃপ্তি নাহি পায়॥

সে মোহ-সাগরে 'হংসগণ' সদা
করিতেছে বিচরণ।
না হয় মজ্জিত নাহি হয় সিক্ত
মোহ জলে কদাচন॥

স্রোত প্রতিকূলে তরঙ্গের শিরে
সুখে বিচরণ করে।
কভু অন্তরীক্ষে হ'য়ে সমুত্থিত
বিহরে আনন্দ ভরে॥

পরমহংসের পক্ষ-সঞ্চালিত
বায়ু লাগে যার গায়।
আসক্তির জাড্য বাসনার তৃষা
মোহ শোক দূরে যায়॥

হয় প্রস্ফুরিত বৈরাগ্য, বিজ্ঞান
শক্তিশালিপক্ষদ্বয়।
সর্ব্ব অঙ্গ তার হয়ে প্রজ্ঞাময়
ক্রমে হংসরূপ হয়॥

ত্যজি' মোহ-সিন্ধু পক্ষ সঞ্চালিয়া
অন্তরীক্ষে উড়ে যায়।
গতাগতি সহ হয় তাপ দূর
চিরন্তন শান্তি পায়॥

মনোবৃত্তি।

শিষ্য। ত্রিগুণা প্রকৃতি বাচ্যা মন গুণ ত্রয় ময়,
কি হেতু মনের বৃত্তি এক গুণ যুত হয়?

কাম ক্রোধ লোভ মোহ কেন তমো গুণান্বিত,
কেন ভক্তি প্রেম আদি রজোনামে অভিহিত?

বৈরাগ্যাদি বৃত্তি কেন সত্ত্ব আখ্যায়িত হয়,
জানিতে বাসনা মম, বল গুরুদয়াময়।

গুরু। সম্যক বিচারে তত্ত্ব না করিয়া নিরূপণ,
গুণ ভেদে বৃত্তি ভাগ করিয়াছে অজ্ঞগণ।

সূক্ষ্ম দরশনে দেখ করি তত্ত্ব নিরণয়,
আশ্রয় কর্ম্মাদিভেদে গুণের বিভাগ হয়।

শিষ্য। আশ্রয় কর্ম্মাদিভেদে সত্ত্বাদি আখ্যাত হয়,
বল প্রভু করি দয়া, কি রূপে বৃত্তি নিচয়।

গুরু। যে বৃত্তি যখন যেই বিষয় আশ্রয় করে,
বিষয়ের অনুরূপ সত্ত্বাদি আকার ধরে।

নিকৃষ্ট ভোগের স্পৃহা যদিও তামস হয়,
মুক্তির কামনা কভু তমো গুণান্বিত নয়।

স্থাবর জঙ্গম যত কাম হ'তে বিকশিত,
অপব্যবহারে পুন কাম, রিপু নামান্বিত।

আপন বিষয় ভোগে বিঘ্নকারী যেই জন,
তার প্রতি ক্রোধ তমো সংশয় নাহি কখন।

আর্ত্তের পীড়ন দেখি যে ক্রোধ উদিত হয়,
সে ক্রোধ মঙ্গলপ্রদ তমো গুণান্বিত নয়।

বিক্ষিপ্ত মনের প্রতি যোগীর যে ক্রোধোদয়।
সত্ত্ব গুণান্বিত তাহা সমাধির হেতু হয়।

নিকৃষ্ট বিষয়ে লোভ হয় তমো অভিহিত,
কৈবল্য লাভের লোভে হয় তাপ নিবারিত।

বিষয় প্রপঞ্চে মোহ রজো তমো নামান্বিত,
আত্ম মাহমায় মুগ্ধ মন হয় নির্ব্বাপিত।

অপরের ভোগে হিংসা হয় তমো আখ্যায়িত,
জ্ঞানী দেখি হ'লে হিংসা হয় জ্ঞান বিকশিত।

হ'লে তামসাখ্য বৃত্তি উচ্চ স্থানে সমর্পিত,
হয় উচ্চ গুণ যুত সত্ত্ব রজো অভিহিত।

পক্ষান্তরে দেবে ভক্তি সত্ত্বগুণ বাচ্য হয়,
শ্রেষ্ঠে গুরুজনে তাহা হয় রজোগুণ ময়।

কিতব-শ্রেষ্ঠের প্রতি কিতবের ভক্তি হয়,
কিন্তু সেই ভক্তি সত্ত্ব-রজো-গুণান্বিত নয়।

আত্মপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ অহেতুক গুণাতীত,
ঈশ্বরে অর্পিত হ'লে হয় সত্ত্ব অভিহিত।

পত্নীতে স্থাপিত প্রেম রজোগুণান্বিত হয়,
বারবনিতায় পুন হয় তাহা তমোময়।

বিষয়-বৈরাগ্যে জীব সংসার সাগরতরে,
সাধনায় বিতরাগী মোহকূপে ডুবে মরে।

সত্ত্ব রজো আখ্য বৃত্তি হ'লে নীচে সংযোজিত,
হয় নীচ গুণযুত তমো নামে অভিহিত।

মায়া বা মনের মত বৃত্তিও ত্রিগুণ ময়,
কোন বৃত্তি সত্ত্ব আদি এক গুণযুত নয়।

শিষ্য। কোথা হ'তে সমুদিত মনোবৃত্তি কি কারণে,
উপদেশ কর প্রভো, অনুগত অজ্ঞজনে।

গুরু॥ অদ্বিতীয় ভূমা আত্মা শাশ্বত আনন্দময়,
মায়ার কুহকে তাতে জীব অধ্যাসিত হয়।

পশ্চাতে রাখিয়া জীব আনন্দস্বরূপ তার,
"কোথায় আনন্দ" বলি' খুঁজিতেছে অনিবার।

আনন্দ-কামনা জীবে স্বতঃ সমুদিত হয়,
তাহা হ'তে নানাবিধ মনোবৃত্তি উপজয়।

বহির্মুখি-ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রলুব্ধ মন,
বহির্দেশে সে আনন্দ করে সদা অন্বেষণ।

অনিত্য বিষয়ে জীব সে আনন্দ নাহি পায়,
কভু ভোগে সুখ, কভু দুঃখে করে হায় হায়।

সুখদ বিষয়ে সদা অনুরাগ উপজয়,
রাগ, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম নামে অভিহিত হয়।

দুঃখদ বিষয়ে হয় সদা দ্বেষ সমুদিত,
সুখে বিঘ্নকারি প্রতি হয় ক্রোধ উপজিত।

অপরের ভোগ দেখি হিংসার উদ্রেক হয়,
ভোগে লোভ, ভোগ্যে মোহ, বাসনার ফলদ্বয়।

বাসনা ব্যাধিতে বহু উপসর্গ উপজয়,
বৈরাগ্য ঔষধপানে হয় সে সকল ক্ষয়।

বিষয় বিচারে মনে বৈরাগ্য উদিত হয়,
কিংবা পরিতৃপ্তি হ'তে হয় বাসনার ক্ষয়।

শিষ্য। সংসারে নিরত কত করিছে ধর্ম্ম সাধন,
সাধিছে উভয় ব্রত, বৈরাগ্যে কি প্রয়োজন?

গুরু। বৈরাগ্যের নামে ভীত মোহমুগ্ধ জীবগণ,
ত্যাগের নিগূঢ় তত্ত্ব নাহি জানে কদাচন।

জগ, জাগতিক ক্রিয়া দেখ করি বিশ্লেষণ,
বিনা ত্যাগ এ জগতে নাহি হয় আহরণ।

শীর্ণ ত্যজি' নব পত্রে সুশোভিত তরুগণ,
হইতেছে জীব দেহে নিয়ত ত্যাগ গ্রহণ।

করি' স্বীয় দেহে হেলা সুখ শান্তি বিসর্জ্জন,
করিতেছে বিরাগিণী সন্তান প্রতিপালন।

না হ'লে ত্যাগী, বিরাগী, জগতে জননী যত,
জনমিয়া শিশুগণ হ'ত কাল-গ্রাস-গত।

বাল্যক্রীড়া ক্রীড়নকে না হ'লে বৈরাগ্যোদয়,
বালকের বিদ্যালাভ কভু সম্ভাবিত নয়।

স্বীয় ভোগ স্বার্থ ত্যাগ না করিলে গৃহিগণ,
হয় কি সংসার সুখ, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন?

স্বদেশ উদ্ধার কিংবা দেশের মঙ্গল তরে,
সাংসারিক সুখ ভোগ দেশসেবী ত্যাগ করে।

সেই জন লভে যশঃ, মহাবীর গণ্য হয়,
আপন জীবন ত্যাগে যে জন কুণ্ঠিত নয়।

ত্যজিয়া বিষয় সুখ না হ'লে একাগ্র মন,
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'তে কি পারে কখন?

হ'লেও মোহ বন্ধন, প্রেম-ব্রত উদ্যাপন,
করিছে প্রেমিক, ত্যজি' স্বার্থ যশো মান ধন।

সলিল পূরিত পাত্রে করিতে তৈল গ্রহণ,
অগ্রে জল পরিত্যাগ হয় যথা প্রয়োজন।

সেইরূপ নব ভাব গ্রহণ, ধারণ তরে,
পুরাতন ভাব-বৃত্তি মন পরিত্যাগ করে।

সজল আধারে যদি তৈলাদি রক্ষিত হয়,
মিশ্রণে বিকৃত হয় যেরূপ পদার্থ দ্বয়।

সেইরূপ যোগ, ভোগ দুই আশা যার মনে,
উভয় বিকৃত হয় উভয়ের সংমিশ্রণে।

না ত্যজিয়া ভোগ-আশা যোগে যে করে যতন,
হয় পণ্ডশ্রম তার মহা দুঃখী সেই জন।

বৈষয়িক ভাব, বৃত্তি সামঞ্জস্য নাহি হয়,
ইন্দ্রিয়ার্থে, পরমার্থে হইবে কি সমন্বয় ?

বহির্ম্মুখী মনেন্দ্রিয় করে বস্তু আহরণ,
হ'লে অন্তর্ম্মুখা রুদ্ধ, হয় আত্ম দরশন।

ভোগী সদা বহির্ম্মুখী, যোগী অন্তর্ম্মুখী হয়,
যোগ, ভোগ, একাধারে সেহেতু সম্ভব নয়।

শিষ্য। কিন্তু প্রভো ! ছিল মুক্ত গৃহস্থ মহর্ষিগণ,
জনকের জীবন্মুক্তি করে শাস্ত্র নিরূপণ।

লভিয়াছে জ্ঞান, মুক্তি, সম্ভোগী সংসারী যত,
কেন এবে প্রয়োজন কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ?

গুরু। ছিল পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন,
বিলাস-সম্ভোগ-ত্যাগ, সংযমাদি আচরণ।

করি' বাল্যকাল হ'তে সতত ব্রহ্ম-বিচার,
হইত কখনো কারো স্ফুরিত পূর্ব্ব সংস্কার।

"ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" হয় দৃঢ় জ্ঞান যার,
সে জন সংসার পাশে বদ্ধ নাহি হয় আর।

সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে ছিল সেই জ্ঞানিজন,
যথা হংস শুষ্ক দেহে করে জলে সন্তরণ।

লুপ্ত এবে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ব্রহ্মবিচার,
অনার্য্য ঈশ্বরে আস্থা করে চিত্ত অধিকার।

বিষয়বিজ্ঞান-চর্চ্চা শব্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন,
অর্থকরী বিদ্যালাভে সকলে করে যতন।

জীবনের লক্ষ্য ভোগ, ধন মান উপার্জ্জন,
অবসর কালে কেহ করিছে ধর্ম্ম সাধন।

একালে গার্হস্থ্য, গৃহী নহে সেকালের মত,
সেই হেতু প্রয়োজন কঠোর বৈরাগ্য ব্রত।

যুগান্তরে গৃহী জ্ঞান লভিলেও কোন জন,
সকলের সে দৃষ্টান্ত নহে যোগ্য কদাচন।

বিমূঢ় বিষয়ে রত নাহি যার কাণ্ড-জ্ঞান,
করে সে বিতণ্ডা কালে জনকের অভিমান।

তণ্ডুল গ্রহণ করি' ত্যজে তুষ সেই জন,
করে দেহ-মল ত্যাগ করি' জলে প্রক্ষালন।

ত্যজি' ত্বক বীজ করে স্বাদু আম্র আস্বাদন,
করি' শুক্তি পরিত্যাগ করে মুক্তা আহরণ।

করিয়া গ্রহণ সার ত্যজ্য পরিত্যাগ করে,
তাহাকে বিরাগী ত্যাগী, কেহ নাহি মনে করে।

ত্যজিয়া তণ্ডুল যার তুষেই তুষ্ট অন্তর,
দেহ-মলে আকিঞ্চন দেহে যার অনাদর।

যেজন অমৃত ত্যজি' ত্বকাদি ভোজন করে,
করি মুক্তা পরিহার শুক্তি হার গলে পরে।

ত্যজি' সার মূল্যবান ত্যজ্যে পরিতৃপ্তি যার,
ত্যাগী বা বিরাগী আখ্যা হয় উপযোগী তার।

অসার অনিত্য দেহে না করিয়া আকিঞ্চন,
নিত্য, সার আত্মতত্ত্বে যিনি সদা নিমগন।

করি ধৌত প্রজ্ঞাজলে রাগ দ্বেষ চিত্তমল,
ভোগিছে যেজন শান্তি সন্তোষাদি জ্ঞান-ফল।

অপূর্ণ অনিত্য ভোগ্য করি' ত্যাগ যেই জন,
নিত্য, পূর্ণ আত্মানন্দ করে সদা আস্বাদন।

ত্যজি' মিথ্যা যশোমান ত্যজিয়া অনিত্য ধন,
তত্ত্বজ্ঞান মহারত্ন হৃদয়ে করে ধারণ।

ত্যজ্য ত্যাগী সারগ্রাহী সেই পরাজ্ঞানিজনে,
সন্ন্যাসী, বিরাগী, ত্যাগী বিষয়ী ভাবিছে মনে।

দেখে জ্ঞানী এসংসার অসার স্বপ্ন সমান,
অসৎ অবস্তু বিশ্বে নাহি হয় বস্তু জ্ঞান।

মায়ার কুহক জালে অবিমুগ্ধ জ্ঞানিগণ,
"আমি ত্যাগী" অভিমান নাহি করে কদাচন।

আত্মতত্ত্বে হেলা যার জড় দেহে আকিঞ্চন,
বিবেকাদি ত্যজ্য যার মোহে বিমোহিত মন।

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে লোভ ব্রহ্মানন্দে নাহি আশ,
ত্যজি জ্ঞান-রত্ন যার ধনাদিতে অভিলাষ।

হ'বে ধ্বংস দেহেন্দ্রিয় ধন মান পরিজন,
হ'বে ছিন্ন স্নেহ প্রেম অনিত্য ভাব-বন্ধন।

জানিয়াও যার মন বিষয়ে আসক্ত হয়,
করি পরিত্যাগ নিত্য, ভূমা আত্মা সুখময়।

সে জন প্রকৃত ত্যাগী করে সত্য পরিহার,
মিথ্যার গ্রহণ ত্যাগ স্বপ্নতুল্য একাকার।

ত্যজিয়া বিষয় যার "ত্যাগী" অভিমান হয়,
নহে সে ত্যাগী বা জ্ঞানী তার ত্যাগ ভ্রান্তিময়।

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি" হয় যার ধ্রুবজ্ঞান,
বিষয় গ্রহণ ত্যাগ উভয় দেখে সমান।

প্রকৃত সন্ন্যাসী ত্যাগী বিষয়ী সংসারী গণ,
নহে ত্যাগী কিংবা ন্যাসী আত্মবিদ্ যোগিজন।

শিষ্য। কোন্ বৃত্তি সুখপ্রদ কিবা দুঃখপ্রদ হয়,
বল পদানত জনে ভগবান জ্ঞানময়।

গুরু। সত্ত্বাদি গুণের ভেদে মনের বৃত্তি নিচয়,
কভু সুখপ্রদ, কভু দুঃখের কারণ হয়।

কিন্তু গুণত্রয়যুত যদিও জীবের ভয়,
সর্ব্ব অবস্থায় ইহা দুঃখের কারণ হয়।

শিষ্য। ভীতির উৎপত্তি স্থিতি লয়াদির বিবরণ,
উপদেশ কর দীনে কৃপাসিন্ধু ভগবন্।

গুরু। দেহ অভিমান সহ হয় সমুদিত ভয়,
জরা ব্যাধি মৃত্যু সেই ভয়ের কারণ হয়।

সুখ-আশা–তৃপ্তি-তরে করে যবে আকিঞ্চন,
বদ্ধ করে জীবগণে বিষম ভাববন্ধন।

"বাসনা না হ'বে তৃপ্ত" ভাবি' জীব হয় ভীত,
প্রিয়ের অপ্রীতি ভয়ে হয় সদা সন্তাপিত।

ভোগ্যের ক্ষরত্ব দেখি হয় সদা সশঙ্কিত,
ধন জন মান ধ্বংস ভয়ে থাকে আকুলিত।

"কর্ত্তব্য না হ'বে কৃত" মনে করি' হ'য়ে ভীত,
কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব হয় সদা সন্তাপিত।

হতাশ স্বরগ লাভে নরকের ভয়ে ভীত,
হ'য়ে অজ্ঞ জীবগণ হইতেছে সন্তাপিত।

উপাস্য দেবের বুঝি পাইবে না দরশন,
এই ভয়ে হয় ভীত সদা উপাসকগণ।

মনের বিক্ষিপ্তি দেখি, যোগী সশঙ্কিত হয়,
"হইবে না মোক্ষ" ভাবি হয় মুমুক্ষুর ভয়।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তি সহযোগে,
হ'য়ে ভীত, দুঃখ তাপ জীবগণ সদা ভোগে।

সর্ব্ব-বৃত্তি অবসন্ন অভিভূত হয় মন,
দুঃখময় ভীতি যবে করে জীবে আক্রমণ।

অবিদ্যা হইতে হয় ভয় বৃত্তি সমুদিত,
সদা সর্ব্ব অবস্থায় করে জীবে সন্তাপিত।

মৃত্যু ধ্রুব সত্য, ইহা জানিয়াও জীবগণ,
সদা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতেছে অকারণ।

শ্বাপদ বা শস্ত্রে কেহ, কেহ রোগে ভীত হয়,
করে কেহ অন্ধকারে ভূত প্রেতাদির ভয়।

দয়া, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, অনিত্য ভাব-বন্ধন,
ছিন্ন হ'বে ভয়ে ভীত হইতেছে কত জন।

প্রিয়তম প্রিয়তমা ভাই বন্ধু পরিজন,
হ'বে কালগ্রাসগত জানিয়াও ভীত মন।

অনিত্য বিষয় যত রাজ্য ধন যশো মান,
জানিয়াও জীবগণ হয় ভয়ে ম্রিয়মাণ।

অদৃশ্য নরক স্বর্গ কর্ম্মফল ভোগতরে,
বৃথা ভীত জীবগণ হৃদয়ে কল্পনা করে।

ভৌতিক, দৈবিক আর আধ্যাত্মিক তাপত্রয়,
একমাত্র· ভয় হ'তে মনে সমুদিত হয়।

বদ্ধ সে, বন্ধন যার সুখপ্রদ কণ্ঠহার,
"বদ্ধ আমি" জানে যেই বন্ধন কি থাকে তার ?

মুষ্টিমেয় অন্নতরে যথা সারমেয়গণ,
হয় পর-অনুগত গলায় পরে বন্ধন।

সেইরূপে জীবগণ ক্ষণিক সুখের তরে,
হয়ে পর মুখাপেক্ষী ভাবের বন্ধন পরে।

বিষয়ের নাহি শক্তি জীবগণে বদ্ধ করে,
ভোগবাসনায় জীব আপনিই বাঁধা পড়ে।

বন্ধনে গৌরব যার পাশ যার সুখময়,
এহেন জীবের তরে বন্ধন, বন্ধন নয়।

বন্ধন যাতনা জীবে হ'য়ে যবে সমুদিত,
ছিন্ন করে ভাব গ্রন্থি, তাহা মুক্তি অভিহিত।

রাগদ্বেষে বদ্ধ মন বৈরাগ্যে বিমুক্ত হয়,
আত্মজ্ঞ যোগীর তাতে নাহি হর্ষ নাহি ভয়।

আত্ম-জ্ঞানোদয়ে যবে লুপ্ত দেহ অভিমান,
জরা ব্যাধি মৃত্যুভয়ে তত্ত্বজ্ঞানী পায় ত্রাণ।

বৈরাগ্য প্রসাদে হ'লে বাসনা আসক্তি ক্ষয়,
ব্রহ্মাণ্ডের বিধ্বংসেও যোগিজন ভীত নয়।

গতি, প্রাপ্তি, বন্ধ, মোক্ষ, মানব-মন-কল্পিত,
জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ তাতে কভু নাহি হয় ভীত।

অভয় স্বরূপ "আমি" কোথায় আমার ভয়,
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, ভূতজ দেহের হয়।

অসাধ্য ব্যাধিতে যদি এদেহ বিনষ্ট হয়,
দেহাতীত আত্মা আমি তাতে মম কিবা ভয় ?

শানিত অস্ত্রে যদ্যপি এদেহ বিচ্ছিন্ন হয়,
পঞ্চকোষাতীত আমি, তাতে মম কিবা ভয় ?

ভীষণ আগ্নেয় শস্ত্রে যদি দেহ চূর্ণ হয়,
অজর অমর আমি তাতে মম কিবা ভয়।

সর্ব্বরূপে স্থিত 'আমি' কি আছে বিশ্বে আমার,
কাহার অভাব হবে, দুঃখ ভীতি হবে কার ?

কল্পান্ত বাত্যায় যদি এ বিশ্ব বিধ্বস্ত হয়,
কল্প, বাত্যা, বিশ্ব, আমি কাহার হইবে ভয় ?

কল্পান্ত সলিলে যদি হয় বিশ্ব নিমজ্জিত,
আমি কল্প, বারি, বিশ্ব, বিপ্লাবক, বিপ্লাবিত।

দ্বাদশ মার্ত্তণ্ডতাপে যদি বিশ্ব দগ্ধ হয়,
আমি সূর্য্য, বিশ্ব, দাহ, কাহার হইবে ভয় ?

মনরূপে বিকশিতা ক্রীড়াশীলা মায়া মম,
রাগাদি মনের, আমি গুণাতীত গুহ্যতম।

লূতাতন্তু-ন্যায় ভাব ব্যক্ত সঙ্কুচিত হয়,
শান্ত মনাতীত আমি তাতে মম কিবা ভয়।

স্বপ্রকাশ আত্মা আমি স্বীয় মহিমায় স্থিত,
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, ত্রয় আমাতেই অধ্যাসিত।

নাহি দৃশ্য, গম্য, প্রাপ্য, সর্ব্ববস্তু মায়াময়,
দর্শন, গমন, প্রাপ্তি, অভাবে কি আছে ভয়?

বন্ধ, মোক্ষ, তাহে ভয় মনের বিকল্প হয়,
ভয়া-ভয় দ্বন্দ্বাতীত আমি শান্ত চিন্ময়।

আহার।

আহার বিষয়ে নিরামিষামিষ
রয়েছে দ্বিবিধ মত।
আমিষ ভোজন হয় হেয় ঘৃণ্য
বলে ধর্ম্মধ্বজী যত॥

আমিষ আহারে রাক্ষস তামস
বিশেষণ যুক্ত করে।
বলে নিরামিষ খাদ্য প্রয়োজন
সাধন ভজন তরে॥

কেহ অনভিজ্ঞ কেহ বা অল্পজ্ঞ
শাস্ত্রার্থ বিদিত নয়।
সে হেতু আহার শাস্ত্র যুক্তিসহ
বিচার্য্য বিষয় হয়॥

রচি, শ্লোক ত্রয় সপ্তদশাধ্যায়ে
ভগবত গীতাকার।
গুণত্রয় ভেদে আহার বিভেদ
করেছেন অঙ্গীকার॥

"আয়ুঃ সত্ত্ব বল সুখ-প্রীতিপ্রদ
স্নিগ্ধ স্থির রসময়।
উত্তম আহারে সাত্ত্বিক জনের
মন পরিতৃপ্ত হয়॥।১।

অতি কটু অম্ল লবণ অত্যুষ্ণ
তীক্ষ্ণ রূক্ষ দাহকর।
দুঃখ রোগ প্রদ আহারে সন্তুষ্ট
রজোগুণী নিরন্তর॥।২।

অপক্ক নীরস উচ্ছিষ্ট দুর্গন্ধ
অপবিত্র পর্য্যুষিত।
কদর্য্য আহারে তামস জনের
হয় মন প্রফুল্লিত"॥।৩।

কিন্তু খাদ্যভেদে গুণের পার্থক্য
গীতার উদ্দেশ্য নয়।
গুণের পার্থক্যে রুচির প্রভেদ
ইহাতে সিদ্ধান্ত হয়॥

আমিষ ভোজন সাত্ত্বিকের প্রিয়
কিংবা নিরামিষাহার।
ব্যাস বিরচিত এই শ্লোকত্রয়ে
নাহি নিরূপণ তার॥

গুণের প্রভেদে আহারের রুচি
উত্তম অধম হয়।
এই গীতামত জল্পনা কেবল
কভু যুক্তিযুক্ত নয়॥

সাত্ত্বিক আহারে রাজস তামস
কেবা প্রফুল্লিত নয়।
তামস আহার সকল জীবের
অস্পৃশ্য ঘৃণিত হয়॥

কে আছে জগতে পূতি পর্য্যুষিত
তামসিক খাদ্য চায়।
পবিত্র সুস্বাদু স্নিগ্ধ প্রীতিকর
আহার্য্য যদ্যপি পায়॥

নাহি লক্ষে এক হেন তামসিক
কুরুচি সম্পন্ন জন।
সাত্ত্বিক আহার্য্যে যার অবহেলা
তামসে প্রফুল্ল মন॥

সুস্বাদ বিস্বাদ সুগন্ধ দুর্গন্ধ
খাদ্যাখাদ্য ব্যবহার।
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সমাজে
দৃষ্ট হয় ভিন্নাকার॥

শৈশব হইতে যার যে সমাজে
যে খাদ্য অভ্যস্ত হয়।
সেই খাদ্য কভু তাহার নিকটে
বিস্বাদ দুর্গন্ধ নয়॥

ব্রহ্ম দেশে "নাপ্পি" অতি উপাদেয়
খাদ্যরূপে গণ্য হয়।
ভারতের স্বাদু ঘৃতপক্ক অন্ন
ব্রহ্মে তৃপ্তিপ্রদ নয়॥

পলাণ্ডুর গন্ধে হয় প্রফুল্লিত
পলাণ্ডু ভোজীর মন।
দুর্গন্ধ ঘৃণিত হয় তার কাছে
অনভ্যস্ত যেই জন॥

সমাজবিশেষে যাহা তৃপ্তিপ্রদ
অন্যে তাহা হেয় হয়।
সাত্ত্বিক আহার সকলের তরে
কভু একরূপ নয়॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুসভ্য প্রদেশে
শুষ্ক মৎস্য প্রচলিত।
পলাণ্ডু রসুন পনীরাদি দ্রব্যে
হয় সবে প্রফুল্লিত॥

উন্নত সমৃদ্ধ এসকল জাতি
যদি তমো-গুণান্বিত।
ভীরু স্বার্থপর পদানত হিন্দু
কোন্ গুণে অবস্থিত ?

আমিষ আহারে হয় তমাধিক্য
বলে হেন কত জন॥
কিন্তু এই মত নহে যুক্তিযুক্ত
সপ্রমাণ কদাচন।

আহার্য্য বিশেষে হয় সত্ব বৃদ্ধি
তমোগুণ নিবারিত।
বল কোন্ বেদে বেদান্তে দর্শনে
হইয়াছে নিরূপিত ?

মৎস্য মাংস ভোক্তা ঈশা খৃষ্ট যবে
ত্যজেছিল ক্রূশে প্রাণ।
প্রফুল্ল বদনে আততায়িগণে
করেছিল ক্ষমা দান॥

ছিল মাংস-ভোক্তা রাম-কৃষ্ণ বুদ্ধ
বিষ্ণু অবতার গণ।
ভারতাদি গ্রন্থে বুদ্ধ জীবনীতে
আছে তার নিদর্শন॥

খৃষ্টাদি মহাত্মা সত্ত্বগুণান্বিত
কর যদি অঙ্গীকার।
আমিষ আহারে হয় তমাধিক্য
কেমনে কহিবে আর?

তমোগুণান্বিত খৃষ্টাদি মহাত্মা
অবতার ঋষিগণ।
না হ'লে সিদ্ধান্ত আমিষ তামস
সম্ভবে না কদাচন॥

জীবদেহ আর উদ্ভিদাদি যদি
গুণত্রয়ে বিরচিত।
সে ভোজ্যের গুণ সংক্রামিত মনে
হয় যদি অঙ্গীকৃত॥

প্রকাশক শক্তি সত্ত্ব রজো গুণ
জীবদেহে প্রকটিত।
জঙ্গমের দেহে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে
হয় তাহা প্রমাণিত॥

স্থাবর পদার্থ সত্ত্ব রজো গুণে
নাহি হয় বিভাসিত।
ঘোর তমোগুণে সুপ্তপ্রায় জড়
মহা মোহে আবরিত॥

জড় আহার্য্যের গুণাগুণ যদি
মনে সংক্রামিত হয়।
মাংসে সত্ত্ব রজ নিরামিষে তম
হয় বুদ্ধি নিঃসংশয়॥

বুঝি সেই হেতু জীবন্ত তেজস্বী
বিদেশী আমিষী যত।
নব্য নিরামিষী নিশ্চেষ্ট স্থাবরে
হইতেছে পরিণত॥

বংশ পরম্পরা নিরামিষ ভোজী
জাতি কিংবা সম্প্রদায়।
মাংসাশী হইতে সত্ত্ব গুণান্বিত
কভু নাহি দেখা যায়॥

তৃণ ভোজী ছাগ মহিষ হরিণ
কণভুক পক্ষিগণ।
ফল ভোজী কপি সিংহ ব্যাঘ্র হ'তে
নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন॥।৪।

হিংসা ক্রোধ বৃত্তি চরিতার্থ হেতু
মহিষ, সংহার করে।
করে সিংহ ব্যাঘ্র খাদ্য আহরণ
উদর পূরণ তরে॥

মৃগ ছাগ চড়া দুষ্ট-বুদ্ধি-কপি
ভয় কাম ক্রোধময়।
জিতেন্দ্রিয় বীর সিংহ ব্যাঘ্র বৃক
তামস প্রধান নয়॥

হস্তী মহিষাদি তৃণ-শস্য-ভোজী
বলবান পশু যত।
হয় ভারবাহী পর মুখাপেক্ষী
দাসরূপে পরিণত॥

মাংসভোজী সিংহ ব্যাঘ্র বৃকগণ
নহে পর অনুগত।
হ'লেও আবদ্ধ তেজঃ প্রভাবাদি
নাহি হয় প্রতিহত॥

মাংসাশি সিংহাদি হয় পশুরাজ
তাদের সাম্রাজ্য বন।
মানব সমাজে করিছে রাজত্ব
আমিষ আহারিগণ॥

নিরামিষাহারী হীনবীর্য্য ভীরু
মৃদুল স্বভাব হয়।
ভোগ কিংবা যোগ হেন পুরুষের
কদাপি আয়ত্ত নয়॥

আমিষ আহারী বীর্য্যবান শূর
শূর-ভোগ্যা বসুন্ধরা।
স্বর্গ শূর-ভোগ্য হয় শূর-সাধ্যা
মোক্ষপ্রদ-বিদ্যা পরা॥

প্রার্থনা ক্রন্দন স্তব স্তুতি নতি
যাদের সাধন হয়।
অশ্রুস্বেদ কম্প স্তম্ভন মূর্চ্ছাদি
মহাত্মার পরিচয়॥

হীনতা দীনতা ভাতি যাহাদের
সাত্বিকের নিদর্শন।
মস্তিষ্কালোড়নে তত্ত্ব নিরূপণে
নাহি কোন প্রয়োজন॥

দেহ মস্তিষ্কের বল, ওজস্বিতা
যে ধর্ম্মে বিরোধী হয়।
সেই ধার্ম্মিকের আমিষ আহার
অবশ্যই যোগ্য নয়॥

ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের দিনে
যত আর্য্য ঋষিগণ।
ভোজনের তরে পশু পক্ষী মৎস্য
করিতেন সংহনন॥।৫।

সমুদ্র শোষক মহর্ষি অগস্ত্য
ছিলেন মৃগয়ারত ॥ । ৬ ।
বাল্মীকি আশ্রমে বশিষ্ঠাগমনে
হয়েছিল বৎস হত ॥ । ৭ ।

যাজ্ঞবল্ক্য যম অত্রি পরাশর
ব্যাস বিষ্ণু কাত্যায়ন।
অঙ্গিরা হারীত বশিষ্ঠ শঙ্খাদি
নামে স্মৃতিকারগণ ॥

করেছে বিধান আমিষ আহার
জল স্থল ব্যোমচর।
আমিষ ভোজন ছিল না তখন
সাধনের বিঘ্নকর ॥ । ৮ ।

স্থাবর নিচয় জঙ্গমের খাদ্য
দংষ্ট্রির অদংষ্ট্রী যত।
সহস্ত নরের হস্ত-হীন মীন
হয় অন্নে পরিণত ॥

মনুস্মৃতি মতে নিরামিষামিষ
কিছু দোষাবহ নয়।
প্রাকৃতিক ক্রমে দুর্ব্বল বলীর
খাদ্য রূপে গণ্য হয় ॥ । ৯ ।

সংহিতা স্মৃতিতে অধ্যয়ন-কালে
দেখে শাস্ত্রাধ্যায়ী যত।
আমিষ আহারে বিধি প্রতিষেধ
রয়েছে দ্বিবিধ মত॥

আমিষ আহারী করে বিধি বাক্যে
স্বীয় মত সমর্থন।
প্রতিষেধ বাক্য করিছে গ্রহণ
নিরামিষ ভোজিগণ॥

বলিছে প্রক্ষিপ্ত বিধিবাক্য যত
প্রতিষেধ-বাদিগণ।
নিষেধ প্রক্ষিপ্ত কিংবা বিধিবাক্য
কর এবে নিরূপণ॥

অভ্যাগত জনে শ্রাদ্ধে পিতৃগণে
মধুপর্কে, মাংস দান।
যজ্ঞে পশু বধে বেদাদি শাস্ত্রেও
বিধিবাক্য বিদ্যমান॥

এবে মধুপর্কে ঘৃত দধি মধু
দুগ্ধাদি মিশ্রিত করে।
মন্বাদির মতে মাংসের বিধান
আছে মধুপর্কতরে॥ । ১০ ।

হইলে অখাদ্য কিংবা অশ্রদ্ধেয়
'আমিষ আহার্য্য যত।
পিতৃগণে কিংবা অভ্যাগতে দান
নহে শিষ্ট অভিমত॥

আয়ুর্ব্বেদ মতে মাংসের মতন
পুষ্টিকর বলাধান।
বৃষ্য দার্ঢ্যকর ভোজ্যের ভিতরে
নাহি কিছু বিদ্যমান॥

গবাদি পর্য্যন্ত পশু পক্ষী মৎস্য
আয়ুর্ব্বেদে বিধি হয়। ১১।
অখাদ্য বস্তুতে ঋষির ব্যবস্থা
কভু যুক্তিযুক্ত নয়॥

মন্বাদি শাস্ত্রেও ভক্ষ্যাভক্ষ্যরূপে
মৎস্য মাংস নির্ব্বাচিত।
না করি আহার গুণ নির্ব্বাচন
নহে কভু সম্ভাবিত॥

কাষ্ঠ লোষ্ট্রাহারে শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রে
নাহি বিধি প্রতিষেধ।
অভক্ষ্য পদার্থ সকলের ত্যজ্য
নাহি তাতে মতভেদ॥

বিধি প্রতিষেধ দ্বিবিধ বচনে
হইতেছে নিরূপিত।
আমিষ আহার আছে এ ভারতে
চিরকাল প্রচলিত ॥

বেদ অনুসারে যজ্ঞাদি করমে
পশু বধ বিধি হয় ॥১২।
বেদান্তশাস্ত্রেও বহু মন্ত্র তার
করিতেছে সমন্বয় ॥১৩।

ছাগ গবাদির পুরোডাশ সহ
দেবগণে সোমদান।
বিধায়ক মন্ত্র আছে চতুর্ব্বেদে
শত শত বিদ্যমান ॥১৩ক

সংস্কারে আবদ্ধ সায়ণাদি কত
নব্য ভাষ্যকারগণ।
ধেনু, গো, শব্দের দুগ্ধার্থ গ্রহণে
করিয়াছে প্রাণপণ ॥১৩খ

মহীধর ভাষ্যে গবার্থ ব্যঞ্জক
শব্দার্থে লক্ষিত হয়।
করিয়াছে মহী সত্যার্থ প্রকাশ
না করি' সমাজভয় ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে যজ্ঞাশ্ব সহিত
নবাধিক ষট্‌শত।
গ্রাম্য বন্য পশু পক্ষী মৎস্য বধ
হয় শ্রুতি অভিমত ॥১৪

করেছিল যজ্ঞ রাজা দশরথ
যবে পুত্রলাভ তরে।
বহু পশু পক্ষী হনন তাহাতে
বাল্মীকি বর্ণন করে ॥১৫

অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব ঋষভাদি
পশু পক্ষী মীন কত।
করেছিল বধ রাজা যুধিষ্ঠির
বলিছে মহাভারত ॥১৬

ভরদ্বাজাশ্রমে শ্রীরামে 'গামর্ঘ্য'
ভরতে ভোজন তরে।১৭
বরাহ কুক্কুট ছাগ মাংস দান
বাল্মীকি বর্ণন করে ॥১৮

ছিল বনবাসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সীতার জীবনোপায়।
মৃগ, গোধা, সেধা বরাহের মাংস
রামায়ণে দেখা যায় ॥১৯

কিন্তু কীর্ত্তিবাস তুলসীদাসাদি
সংস্কারান্ধ কবি যত।
করেছে কল্পনা ফল মূলাহার
করি' সত্য পরাহত ॥

গোমাংস সম্ভূত মধুপর্কে কৃষ্ণ
হয়েছিল অভ্যর্থিত।
দুর্য্যোধন গৃহে ভারতে এ কথা
আছে স্পষ্ট উল্লিখিত ॥২০

বনবাস কালে নিত্য দ্বিজসেবা
করিত পাণ্ডবগণ।
নানাবিধ মৃগ অন্য মেধ্য পশু
করি' সদা সংহনন ॥

যদি বল এই গবাদি হনন
কলিতে প্রসিদ্ধ নয়।
জন্মেজয় গৃহে 'গামর্ঘ্য' গ্রহণে
ব্যাস জাতিভ্রষ্ট হয় ॥ ২২

মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক
তার পূর্ব্ব মীমাংসায়।
যজ্ঞে পশু বধ বিধায়ক সূত্র
কত শত দেখা যায় ॥২৩।

ব্যাস বিরচিত বেদান্ত দর্শন
করিয়াছে নিরূপণ।
যজ্ঞে পশুবধ বেদানুমোদিত
নহে হিংসা কদাচন॥ । ২৪ ।

আচার্য্য শঙ্কর ছান্দোগ্যের ভাষ্যে
ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্যে আর।
শ্রৌত-যজ্ঞে বধ নহে হিংসাবাচ্য
করিয়াছে অঙ্গীকার॥

নিরামিষাহারি ধর্ম্মধ্বজিগণ
সত্যার্থ গোপন ক'রে।
করেছে শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা পরে
স্বমত পোষণ তরে॥

ব্যাকরণে দ্রব করি' শ্রৌতপশু
ছাগাশ্ব গবাদি যত।
কল্পনার ছাঁচে বিবিধ আকারে
করিয়াছে পরিণত॥

এক বেদাধ্যায়ি পুত্র লাভ তরে
পুত্রার্থি দম্পতী যত।
ঋতুরক্ষা কালে ক্ষীরান্ন ভোজন
করিবেন বিধিমত॥

দধি পক্ক অন্ন করিবে ভোজন
দ্বিবেদি-পুত্রের তরে।
জন্মিবে ত্রিবেদী হ'লে গর্ভধান
ঘৃতান্ন ভোজন ক'রে॥

যশস্বী সুবক্তা সর্ব্ব বেদাধ্যায়ী
পুত্রতরে প্রয়োজন।
বৃষমাংস সহ পক্ক অন্নাহার
ইহা শ্রুতি প্রবচন॥।২৫।

আরণ্যক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর
করিয়াছে নিরণয়।
উক্ষা বা ঋষভ পুংগব বোধক
তন্মাংস তাৎপর্য্য হয়॥।২৬।

"মাংসৌদন" শব্দে করিয়াছে শ্রুতি
মন্ত্র অর্থ সুনিশ্চয়।
উক্ষা ঋষভের করিলে ভিন্নার্থ
হয় ভাষা বিপর্য্যয়॥

বিনা শ্রাদ্ধে যজ্ঞে ঘৃতাদির ন্যায়
গবাহার প্রচলিত।
ছিল পূর্ব্বকালে শ্রুত্যাদি প্রমাণে
হইতেছে প্রমাণিত॥

হে গৌণ ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতি বলি'
কর যদি অভিমান।
তবে গো-খাদক খৃষ্ট মুসলমানে
কেন কর হেয় জ্ঞান?

তাহাদের খাদ্য প্রতিষেধ হেতু
করি' বৃথা আব্‌দার।
বিদ্বেষ অনল জ্বালিয়া ভারত
করিতেছ ছারখার॥

উক্ষা ও ঋষভ এই শব্দ দ্বয়
গবার্থ-ব্যঞ্জক নয়।
উক্ষা এই শব্দে বার্ত্তাকু নামক
উদ্ভিদ আখ্যাত হয়॥

এই রূপ ছলে পাণ্ডিত্যাভিমানি
নিরামিষ ভোজিগণ।
করিছে খণ্ডন শঙ্করাদি ভাষ্য
স্বীয় মত সমর্থন॥

মাংসৌদন শব্দে উদ্ভিদ ব্যবস্থা
কদাপি সঙ্গত নয়।
বার্ত্তাকুর মাংস এরূপ বচনে
ভাষা বিপর্য্যস্ত হয়॥

সামান্য আহারে যেই দম্পতীর
ক্ষীণ দেহেন্দ্রিয়গণ।
সুস্থ বীর্য্যবান্ পুত্র তাহাদের
সম্ভবে না কদাচন॥

সেই হেতু শ্রুতি পরম্পরা-ক্রমে
করিয়াছে নিরূপণ।
গোরস সম্ভূত খাদ্য শ্রেষ্ঠতর
শ্রেষ্ঠতম মাংসৌদন॥

দুগ্ধ ঘৃতাদিতে শ্রেষ্ঠতম পুত্র
যদ্যপি সম্ভব নয়।
অসার বেগুনে হেন পুত্রোৎপত্তি
কিরূপে সঙ্গত হয়?

এই শ্রুতিমত গোখাদকগণ
করিবে যথার্থ জ্ঞান।
ছাগে এই বিধি ছাগ-মাংস-ভোক্তা
করিবেনা প্রত্যাখ্যান॥

গোহত্যা- সংস্কারে বদ্ধ, নব্য হিন্দু
পাপ ভয়ে মুহ্যমান।
বলে পক্ষান্তরে শ্রুতি ব্রহ্ম-বাক্য
করে ধ্রুব সত্য জ্ঞান॥

উভয় সঙ্কটে নিপতিত হিন্দু
'স্বমত পোষণ তরে।
বহ্বর্থ-ব্যঞ্জক অক্ষর শব্দের
বিপরীত ব্যাখ্যা করে॥

ইহুদি রোমাণ গ্রীকাদি প্রাচীন
আর্য্য বংশধরগণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মাহারে গবাদি পর্য্যন্ত
করিতেন সংহনন॥

সেই আর্য্যজাতি এই ভারতেও
হয়েছিল নিবেশিত।
দেখি' শ্রুতিবিধি গোমাংসের তরে
কেন হও বিচলিত?

সেই শাখাজাত নব্য ইউরোপ
আমেরিকাবাসিগণ।
পূর্ব্ব ধর্ম্মত্যাগী কিন্তু তাহাদের
শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাংসৌদন॥

গোভোজী পাশ্চাত্য শারীরিক বলে
বীর্য্যবান্ সুর হয়।
মানসিক বলে বিজ্ঞান চর্চ্চায়
করিতেছে ভূত জয়॥

জলে জল—তলে জলচর সম
করিতেছে বিচরণ।
ব্যোমচর প্রায় করে গতাগতি
করি' উৰ্দ্ধে আরোহণ॥

দূরস্থ অথবা মৃত গায়কের
সঙ্গীত শ্রবণ তরে।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য শব্দ, সুর, তান
গ্রামোফোনে বদ্ধ করে॥

রেখেছে তড়িতে ক্রীতদাসী প্রায়
চির বশীভূত ক'রে।
শকট বহন বার্ত্তা আহরণ
ব্যজনাদি সেবা তরে॥

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যাদি
সমৃদ্ধি, সাম্রাজ্য বল।
দৈহিক মানস শক্তি, সত্ত্ব রজো
গুণ সমন্বয় ফল॥

বিনা ব্রহ্মচর্য্য বিনা একাগ্রতা
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার।
বিনা সংযমন পারে কি হইতে
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার?

প্রাচ্য শাস্ত্র-চর্চ্চা করিছে পাশ্চাত্য
. গোভোজি মানবগণ।
শ্রুতি ভাষ্য, ভাষা বৈদান্তিক গ্রন্থ
করিতেছে প্রচলন॥

যে যোগজ-সিদ্ধি অলৌকিক শক্তি
লভে সিদ্ধ যোগিজন।
সে শক্তির ফল জাতি নির্ব্বিশেষে
ভোগিছে পাশ্চাত্যগণ॥

দেখ পক্ষান্তরে মাংসৌদন ত্যাগি
বার্ত্তাকু-ভক্ষক যত।
শৌর্য্য বীর্য্য বিদ্যা বিজ্ঞান বিহীন
দাসরূপে পরিণত॥

নবীন যৌবনে জীর্ণ দেহেন্দ্রিয়
মস্তিষ্ক কর্দ্দম প্রায়।
বেদ বেদান্তের সুগভীর তত্ত্ব
না করে প্রবেশ তায়॥

বৈদিক ভাষাও হয়েছে দুর্জ্ঞেয়
পশুর ভাষার মত।
করে আলম্বন এবে বেদাধ্যায়ী
ভাষ্য, অনুবাদ যত॥

চতুর্ব্বেদ ভাষ্য করে অধ্যয়ন
আছে হেন কত জন ?
বার্ত্তাকু ভক্ষণে কুষ্মাণ্ডের প্রায়
এবে ঋষি সুতগণ ॥

ত্যজিলে গোরস ঘৃত দুগ্ধ দধি
নিরামিষ ভোজিগণ।
হ'ত এতদিনে কিসে পরিণত
কে করিবে নিরূপণ ?

জাতি নির্ব্বিশেষে বার্ত্তাকু ভক্ষণ,
ক'রে নব্য হিন্দুগণ।
শ্রুতি-উল্লিখিত চতুর্ব্বেদি পুত্র
নাহি হয় কি কারণ ?

বার্ত্তাকুর গুণে বেদজ্ঞ-সন্তান
হয় যদি সম্ভাবিত।
ঋষিদের স্থানে ভীরু মূঢ়গণ
কেন এবে বিরাজিত ?

অসার আহারে ক্ষীণ দেহেন্দ্রিয়
দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যার।
না হয় সে ভোগী বিজ্ঞানী বা যোগী
বিফল জনম তার ॥

ত্যজি' আধুনিক সঙ্কীর্ণ সংস্কার
করহ যদি সুবিচার।
ঋষির উদ্দেশ্যে শ্রুতি প্রবচনে
থাকিবে না ভ্রম আর॥

সভ্যাসভ্য যত মানব সমাজ
দেখ করি' সুবিচার।
অসভ্য সমাজ করে বন্য পশু
ফল মূল ব্যবহার॥

প্রজাবৃদ্ধি সহ খাদ্যের অভাবে
হয় ক্রমে প্রয়োজন।
কৃষি বাণিজ্যাদি ছাগ গো অশ্বাদি
নানাবিধ পশুগণ॥

সুসভ্য সমাজে বন্য গ্রাম্য পশু
শস্যাদি আহার্য্য হয়।
আর্য্য জাতি তরে প্রাকৃতিক বিধি
কি হেতু প্রযুজ্য নয়?

'আমিষ' এ শব্দ করি আলম্বন
নিরামিষ সিদ্ধ হয়।
প্রথমে আমিষ পরে নিরামিষ
হইয়াছে নিঃসংশয়॥

শ্রুতি স্মৃতি মতে গবাদি পর্য্যন্ত
ছিল খাদ্য প্রচলিত।
পরে কৃষিতরে গোরক্ষণ-হেতু
হইয়াছে নিবারিত॥

বিদেশীয়গণ বৈজ্ঞানিক-ক্রমে
গোসেবায় নিয়োজিত।
হস্তিতুল্য বৃষ পয়স্বিনী গাভী
জনমিছে অগণিত॥

ভারতের গাভী ক্ষীণা দুগ্ধহীনা
শীর্ণ বৎস্য বৃষগণ।
হিন্দুর গোসেবা মাতৃ সম্বোধন
সিন্দুরাদি বিলেপন॥

পাশ্চাত্য সংস্কার করিছে ক্রমশ
প্রাচ্য-মন অধিকার।
করে পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আয়ত্ব
প্রাচ্য-নীতি ব্যবহার॥

পশুলোম কিংবা রেশম নির্ম্মিত
বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদিত।
চর্ম্ম হস্তচ্ছদ চর্ম্ম পাদুকায়
হস্তপদ সুসজ্জিত॥

শিরে পক্ষিপুচ্ছ হস্তে চর্ম্মস্থলী
চর্ম্মের কটি-বন্ধন।
নিত্য সজ্জা যার সে পাশ্চাত্য এবে
ত্যজিতেছে মাংসাশন॥

হয়েছে উদ্ভূত দয়া, পাপবোধ
ভোজ্য মৎস্য মাংসতরে।
চর্ম্ম, লোম ঊর্ণা এ নব্য করুণা
উন্মেষণ নাহি করে॥

উইলিয়েমস্ মেট্‌ল্যাণ্ড আদি
গৌণ নিরামিষী যত।
করে উদ্যাপন দুগ্ধ মৎস্য অণ্ডে
নব্য নিরামিষ ব্রত॥

এনা কিংস্‌স্ফোর্ড গ্রেহাম প্রভৃতি
মুখ্য নিরামিষিগণ।
মাংসাপেক্ষা শস্য পাচ্য পুষ্টিকর
করিয়াছে নিরূপণ॥

ভীষক মাইল্‌স ডেন্‌স্মোর আদি
অন্য নিরামিষিগণ।
উক্ত ভ্রান্তমত খণ্ডনের তরে
করিয়াছে প্রদর্শন॥

শস্যাদি অপেক্ষা আম মাংসে সার
যদিও অধিক নয়।
পক্ক অবস্থায় আমিষে "প্রোটীড্"
বহুল বর্দ্ধিত হয়॥

হয় ন্যূনতর সারাংশ প্রোটীড্
শস্যে পক্ক অবস্থায়।
মাংসে শস্যাদিতে পক্কাপক্ক ভেদে
ভিন্ন গুণ দেখা যায়॥

পাকাশয় মধ্যে শস্যাদি উদ্ভিদ্
কভু পরিপাচ্য নয়।
হ'য়ে অর্দ্ধ জীর্ণ বৃহদন্ত্র মধ্যে
মলে পরিণত হয়॥

মৎস্য মাংস ডিম্ব বাদামাদি ফল
পাকাশয়ে জীর্ণ হয়।
"শাকে বৃদ্ধি মল" প্রচলিত বাক্য
নিতান্ত অলীক নয়॥

আচার্য্য গন্নার এস রোবাথাম্
ইভান্সাদি বৈদ্যগণ।
বহু গবেষণা পরীক্ষার ফলে
করিয়াছে নিরূপণ॥

শাক শস্যাদিতে ভৌম পদার্থের
আধিক্য লক্ষিত হয়।
এ সকল ভোজ্যে অকাল বার্দ্ধক্য
জনমিছে নিঃসংশয়॥

ভিষক রেমণ্ড পাশ্চাত্য প্রদেশে
করিয়াছে দরশন।
অত্যল্প বয়সে হয় জরাগ্রস্ত
নিরামিষি-সাধুগণ॥

বলে বৈদ্য ফ্রীল্ এ ভারতে আসি'
করিয়াছে দরশন।
শাক শস্যাহারে অকাল বার্দ্ধক্য
লভিতেছে হিন্দুগণ॥

বলিছে আপনি নিরামিষ-ভোজী
ভিষক্ উইন্ ক্লার।
শাক শস্যাহারে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন
হয়েছিল দেহে তার॥

মার্কিণ ভিষক সেলিস্‌বেরীর
সুধু মাংস উষ্ণ জল।
করি ব্যবহার শত শত রোগী
লভিতেছে সদা ফল॥

মৃগয়া অর্জ্জিত মাংস উপজীবী
মার্কিন পাম্পাস যত।
উষ্ট্র-দুগ্ধ মাংস খর্জ্জুরে আরব
লভে আয়ু বর্ষ শত॥

ডাক্তার ডিক্রুজ বহু পরীক্ষায়
করিয়াছে সুনিশ্চয়।
হইলে সুপক্ক মৃত পশ্বাদির
মাংসও অখাদ্য নয়॥

পার্ক, হাচিসন্ বোমণ্ট প্রভৃতি
করিয়াছে নিরণয়।
দেহ উপাদান প্রোটীড্ উদ্ভিদে
স্বল্প পরিমাণ হয়॥

হাক্স্লী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ
করিয়াছে নিরূপণ।
নিরামিষামিষ দ্বিবিধ ভোজ্যই
মানবের প্রয়োজন॥

এল্ ফিজিয়ার কিউভিয়ারাদি
জন্তু-তত্ত্ববিদ্‌গণ।
ডার-উইনবৎ মানবের আদি
করিবারে নিরূপণ॥

করিছে সিদ্ধান্ত মানব সকল
. কপি-বংশধর হয়।
কিংবা কপি নর উভয়ের আদি
এক জন্তু নিঃসংশয় ॥

এই কৌলিন্যের রক্ষিতে গৌরব
নব্য নিরামিষিগণ।
বলে মানবের স্বাভাবিকখাদ্য
বাদামাদি ফলৌদন ॥

কিন্তু ফিজিয়ার "মেমেলিয়া,, গ্রন্থে
করিয়াছে নিরূপণ।
ক্ষুদ্র পক্ষী, অণ্ড কীট পতঙ্গাদি
খায় বন্য কপিগণ ॥

শক্তি অনুসারে সর্ব্বজাতি কপি
আমিষ ভোজন করে।
নাহি শক্তি,শস্ত্র মানবের প্রায়
পশ্বাদি হনন তরে ॥

প্রেষ্ট,ইচ, পেট্রী ডুমণ্ট, লায়েল
বুচার, ডিপারথিস।
লুবক্, পেঞ্জেলো ফরেল্, ইভান্স
রিবেরো, পীট্ ডকিন্স্ ॥

এই নামান্বিত বিখ্যাত পাশ্চাত্য
ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণ।
যেই নিম্ন স্তরে আদি মানবের
পাইয়াছে নিদর্শন॥

নর—অস্থিসহ পশুর কঙ্কাল
অস্ত্র শিলা-নিরমিত।
আছে সেই স্তরে তাহে সে জাতির
হয় খাদ্য নিরূপিত॥

সে পশু-কঙ্কালে অস্ত্রচিহ্ন, আর
অগ্নিচিহ্ন দেখা যায়।
আদি মানবের ভোজ্য অবশেষ
হয় প্রমাণিত তায়॥

করিয়া খনন শিবালিক গিরি
ডাক্তার ফ্যাল্‌কোনার।
এই ভারতেও পাইয়াছে অস্থি
শিলা-অস্ত্র সে প্রকার॥

লৌহাদি ধাতুর ব্যবহারে অজ্ঞ
আদিম মানবগণ।
শিলা-অস্ত্র শস্ত্রে করিত মৃগয়া
আছে তার নিদর্শন॥

ফলভোজি পশু মানবের আদি
হইলেও অঙ্গীকৃত।
মানবাবস্থায় ফলাহার তার
নাহি হয় প্রমাণিত ॥

প্রাকৃতিক ক্রমে বানর যখন
নরে পরিণত হয়।
তার প্রয়োজন ভাব, ভোজ্যাদির
হয় ক্রমে বিপর্য্যয় ॥

কিংবা দেহ মন ভাব ভোজ্যাদির
হয়ে ক্রমে বিপর্য্যয়।
প্রাকৃতিক ক্রমে বানরাদি পশু
নরে পরিণত হয় ॥

প্রাচীন জাতির ভূগর্ভে নিহিত
চিহ্ন যাহা বিদ্যমান।
আদিকাল হ'তে আমিষ ভোজনে
করিতেছে সাক্ষ্যদান ॥

হ'য়ে প্রণোদিত নব্য করুণায়
যদ্যপি মানবগণ।
করে পরিত্যাগ গ্রাম্য ছাগমেষ
পক্ষ্যাদির মাংসাশন ॥

নিরামিষ ভোজী ছাগাদি পোষণ
নাহি করে কদাচন।
সংহার রক্ষণ দ্বিবিধ কর্ম্মেই
নাহি তার প্রয়োজন॥

অরক্ষ্য অহিংস্য ছাগমেষ-বংশ
হ'লে ক্রমে বিবর্দ্ধিত।
হইবে তাড়িত নতুবা শস্যাদি
নহে রক্ষা সম্ভাবিত॥

অরণ্য চরণে রাজ-প্রতিষেধ
ছাগ মেষাদির তরে।
নাহি হেন শক্তি শ্বাপদাক্রমণে
আপনাকে রক্ষা করে॥

ত্যজি' জনপদ ত্যজিয়া অরণ্য
গ্রাম্য পশু অগণন।
শুষ্ক মরুভূমে অনশন ব্রত
করিবে কি উদ্যাপন?

লক্ষ লক্ষ পশু শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র
করে যদি আক্রমণ।
করুণ হৃদয়ে উদিবে জিঘাংসা
হবে শস্ত্র প্রয়োজন॥

কিংবা দয়াবশে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র
'করি' ছাগে সমর্পণ।
ত্যজি ছার দেহ যাবে স্বর্গধামে
সহ পুত্র পরিজন?

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে
খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচিত।
আমিষ ভোজনে বিধি প্রতিষেধ
হইয়াছে নির্দ্দেষিত॥

আমিষ বিষয়ে একচত্বারিংশ
শ্লোক আছে নিবেশিত।
চতুস্ত্রিংশবিধি সপ্তপ্রতিষেধ
হয় তাহে নিরূপিত॥

বিধিবাক্য যত শ্রেণিবদ্ধ ক্রমে
আদি অন্তে নিবেশিত।
দ্ব্যর্থ অসংলগ্ন প্রতিষেধ বাক্য
স্থানে স্থানে সংযোজিত॥

এ সকল শ্লোক ছিল পূর্ব্ব হ'তে
যদ্যপি স্বীকৃত হয়।
অবৈধ আমিষে নিষেধ, এ অর্থে
হয় গ্রন্থ সমন্বয়॥

ব্রহ্মচর্য্যকালে আমিষ ভোজনে
নাহি শুধু নিবারণ।
মধু মাংস রস তৈল গন্ধ মাল্য
শিরে ছত্র নেত্রাঞ্জন॥

নৃত্যগীত বাদ্য পাদুকাধারণ
অক্ষ নারী দরশন।
মন-প্রীতিকর বস্তু ব্যবহার
মনু করে নিবারণ॥ ২৭।

করি' আলম্বন এই মত বাক্য
নিরামিষ ভোজিগণ।
আমিষ ভক্ষণ অশাস্ত্রীয় বলি
করে বাদ অকারণ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ
শ্লোক করে নিরণয়
মাংস-ভোক্তৃগণ অপর জনমে
ভোজ্যের আহার্য্য হয়॥

পূর্ব্ব জনমের ভোক্তা তবে, এবে
ভক্ষ্যরূপে হত হয়।
তার পূর্ব্ব জন্মে ভোক্তা ছিল ভক্ষ্য
ভক্ষ্য, ভোক্তা নিঃসংশয়॥

ভোজ্য ভক্ষকের আদি অন্ত বল
কিরূপে নির্ণীত হয়।
অনবস্থা দোষে দুষ্ট, এই মত
কদাপি প্রামাণ্য নয়॥

প্রথম ভোক্তার অপরাধে ভক্ষ্য
জন্মে জন্মে বার বার।
ভোজ্য, ভোক্তৃরূপে ভোগে দুঃখ তাপ
কি মহান্ সুবিচার!!

ভোজ্য ভক্ষকের এরূপ সম্বন্ধ
যদি সতঃ সিদ্ধ হয়।
অনন্ত জন্মেও খাদ্য ত্যাগ কিংবা
মুক্তি যুক্তিযুক্ত নয়॥

শ্রুতি অনুসারে স্থাবর সকল
জঙ্গমের দেহ ধরে।
জঙ্গম সকল কর্ম্ম অনুসারে
স্থাবরত্ব লাভ করে॥

নিরামিষ ভোজী তবে পর জন্মে
উদ্ভিদের দেহ ধরে।
ভক্ষিত উদ্ভিদ্ ধরি' জন্তু দেহ
ভোক্তাকে ভোজন করে॥

পূর্ব্বকালে জৈন তৎপরে বৈষ্ণব
নিরামিষ ভোজী যত।
করেছে প্রক্ষেপ শ্রুতি স্মৃতি গ্রন্থে
বাক্য স্বীয় অভিমত॥

বলে কত জন সত্ত্ব রজো তম
প্রাকৃতিক গুণ ত্রয়।
জীবের শরীরে বায়ু পিত্ত কফ
রূপে পরিণত হয়॥

আহার প্রভেদে সে বায়্বাদি যদি
হয় উগ্র প্রশমিত।
ভোজ্য ভেদে মনে গুণের বৈষম্য
নহে কেন সম্ভাবিত?

বায়ু পিত্ত কফ জড় ধাতু ত্রয়
খাদ্য হ'তে জাত হয়।
তাই ভোজ্য ভেদে সাম্য বা বৈষম্য
বায়্বাদিতে উপজয়॥

হইলে বিষম কোন এক ধাতু
দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়।
সাম্যে দেহ রক্ষা বৈষম্যে বিলয়
হইতেছে নিঃসংশয়॥

পক্ষান্তরে মন নহে ভূতজাত
মায়া ব্যষ্টি রূপান্বিত।
তাই খাদ্য ভেদে গুণের বৈষম্য
নহে মনে সম্ভাবিত॥

গুণের বৈষম্যে মন ক্রিয়াশীল
সাম্য বৃত্তি রুদ্ধ হয়।
জড় ধাতু ত্রয় সূক্ষ্মরূপী মন
কভু সমধর্ম্মী নয়॥

সম অবস্থায় হয় মন লুপ্ত
সাম্য যোগী আকাঙ্ক্ষিত।
সত্ত্বাদি গুণের উৎকর্ষাপকর্ষে
নহে মোক্ষ সম্ভাবিত॥

ফল মূলাহারে শীর্ণ কলেবর
কঠোর সাধনে রত।
তাপস জনের কামাদি প্রবৃত্তি
থাকে তীব্র অসংযত॥

কত অশনন ইন্দ্রিয় সংযম
কঠোর তপস্যা কত।
উর্ব্বশী রম্ভার বিলোল কটাক্ষে
হইয়াছে পরাহত॥

উপাখ্যান ছলে পুরাণ প্রণেতা
করিয়াছে শিক্ষাদান।
আহার সংযমে কামাদি বৃত্তির
নাহি হয় নিরবাণ॥

তামস সংজ্ঞক যত হীন বৃত্তি
আছে মনে নিবেশিত।
সবার অধম মানবের ভয়
করে সদা সন্তাপিত॥

আমিষ আহারী করে মৃগয়ায়
অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চালন।
অভ্যাস প্রভাবে সাহসিক কর্ম্মে
নহে ভীত কদাচন॥

নিরামিষ ভোজী বঁটি ছুরি সুধু
করে সদা ব্যবহার।
হনন হাননে অস্ত্র সঞ্চালনে
নাহি প্রয়োজন তার॥

হয় রোমাঞ্চিত দেখে রক্ত বিন্দু
নিরামিষ ভোজিগণ।
কোন সম্প্রদায় রক্ত শব্দ কভু
নাহি করে উচ্চারণ॥

এ হেন জীবের সাহস বীরত্ব
কদাপি সম্ভব নয়।
পরের দাসত্ব প্রভুপদ সেবা
ইহাদের ধর্ম্ম হয়॥

নিরামিষাহারে রিপুর সংযম
কভু সম্ভাবিত নয়।
মৃদুল অভ্যাসে হয় বিবৰ্দ্ধিত
ঘোর তামসিক ভয়॥

অন্ন উপচিত নহে কভু মন
নহে ভূত বিরচিত।
নাহি হয় বৃত্তি জড় খাদ্য দ্রব্যে
উত্তেজিত প্রশমিত॥

প্রবর্ত্তক মন শরীর ইন্দ্রিয়
অনুগত ভৃত্য তার।
মনের নিরোধে রুদ্ধ দেহেন্দ্রিয়
বৃথা খাদ্য পরিহার॥

আমিষ আহারে হত্যা-জন্য পাপ
বলে হেন কত জন।
জানে না তাহারা জীব হত্যা শব্দ
নহে সত্য কদাচন॥

অজ, নিত্য, আত্মা কোন অবস্থায়
কভু নাহি হত হয়।
অগ্নির অগ্রাহ্য মারুতে অশোষ্য
অস্ত্র শস্ত্রে ছেদ্য নয়॥।২৮।

দেহে যেই আত্মা উদ্ভিদেও তাহা
উভয়ে সংস্থিত মন।
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি হয় উদ্ভিদের
সক্রিয় ইন্দ্রিয়গণ॥

মায়া বিজৃম্ভিত স্থাবর জঙ্গম
যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়।
একের বিনাশে অন্য জাত পুষ্ট
ইহাই লক্ষিত হয়॥

স্বাভাবিক ক্রমে এক অপরের
খাদ্য রূপে গণ্য হয়।
বিনাশ ব্যতীত নিরামিষামিষ
আহার সম্ভব নয়॥

দুগ্ধ ঘৃত মধু সাত্বিক আহার্য্য
শুদ্ধ, সদা গণ্য হয়।
দুগ্ধ আহরণ ঘোর নিষ্ঠুরতা
সাত্বিকের কার্য্য নয়॥

গোরস সম্ভূত দুগ্ধ ঘৃতাদিতে
হয় নিরামিষাহার,
অথবা আমিষ নিরামিষ ভোজী
করে কি বিচার তার?

ঘৃত সর দধি উপাদান রূপ
দুগ্ধ হ'তে ভিন্ন নয়।
ঘৃতাদি ভোজীর দুগ্ধে ঘৃণা দ্বেষ
মনের বিকৃতি হয়॥

গর্ভস্থ ভ্রূণের শরীর গঠনে
হয় রক্ত উপাদান।
হইয়া প্রসূত করে শিশুগণ
রক্ত জাত দুগ্ধপান॥

পশু রক্ত হ'তে মাংস, মজ্জা, দুগ্ধ
সকল উদ্ভূত হয়।
সেই রক্ত পুনঃ তৃণের বিকার
তৃণ হ'তে ভিন্ন নয়॥

দেহ উপযোগী যে হাইড্রোজেন্
অক্সিজন্ কারবন্।
নিরামিষামিষ ভোজ্যেস্থিত তাহা
করে দেহ আহরণ॥

মৎস্য মাংস কিংবা তৃণ শস্য হ'তে
বৰ্দ্ধন পোষণ তরে।
স্বীয় উপযোগী একই পদার্থ
শরীর গ্রহণ করে॥

দুগ্ধ ঘৃতভোজী মাংসাহারিগণে
বৃথা করে হেয় জ্ঞান।
উভয়ের ভোজ্যে রূপের প্রভেদ
কিন্তু এক উপাদান॥

আমিষ শরীর অত্যল্প আমিষে
পুষ্ট বিবৰ্দ্ধিত হয়।
রাত্র দিনাহারে করে দেহ রক্ষা
তৃণভোক্তি পশুচয়॥

বৎসের পানীয়, স্বীয় প্রয়োজনে
করিতেছে আহরণ।
হয় মৃত-কল্প, কভু হয় মৃত
অনাহারে বৎসগণ॥

বৎসের সাহায্যে যে ভাবে দোহন
করে দুগ্ধ গোপগণ।
সে নৃশংস কৰ্ম্ম হ'তে শ্রেয়তর
বৎস-প্রাণ সংহনন॥

কত ক্লেশে অলি ভ্রমি' ফুলে ফুলে
করে মধু আহরণ।
নহে অনুতপ্ত করি অগ্নি দগ্ধ
অপহারি দস্যুগণ॥

প্রতি পাদক্ষেপে হস্ত সঞ্চালনে
ধ্বংস হয় কীট কত।
পানীয় সলিল শ্বাস বায়ু সহ
কত জীব হয় হত॥

স্বাভাবিক ক্রমে জনম মরণ
হইতেছে সঙ্ঘটিত।
কর্ত্তৃত্বাভিমানে হয় মূঢ়গণ
পাপভয়ে বিমোহিত॥

দেহাত্মক জ্ঞানে স্বীয় মৃত্যুভয়ে
থাকে মূঢ় আকুলিত।
সেই ভয় হ'তে জনমে করুণা
করে সদা সন্তাপিত॥

জানে জ্ঞানী, সৃষ্টি মরীচিকা প্রায়
মায়া হ'তে বিরচিত।
আপনার কিংবা অন্যের মরণে
নাহি হয় বিচলিত॥

জীবের দশন প্রকৃতি নির্ম্মিত
দন্তে খাদ্য নিরূপিত।
সিংহ ব্যাঘ্রাদির উদ্ভিদ আহার
নহে কভু সম্ভাবিত॥

ছাগ মহিষের দশন গঠিত
উদ্ভিদ ভোজন তরে।
মনুষ্যের দন্তে দ্বিবিধ গঠন
দ্বিবিধ আহার করে॥

প্রাকৃতিক ক্রমে বিভিন্ন ভোজন
করে ভিন্ন জীবগণ।
একের আহার্য্য অপরের তরে
নহে যোগ্য কদাচন॥

মানবগণের দন্ত পাকস্থলী
কোথাও বিভিন্ন নয়।
স্বাভাবিক ক্রমে খাদ্যের পার্থক্য
কিরূপে সম্ভব হয়?

দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজে
সমাজ-স্থাপকগণ।
নিরামিষামিষ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য
করিয়াছে প্রচলন॥

বংশ ক্রমাগত অভ্যাস ক্রমশঃ
সংস্কারে বিকৃত হয়।
একের আহার্য্য তাই অপরের
স্পৃশ্য গ্রহণীয় নয়॥

সামাজিক ধর্ম্মে হয় ক্রমে খাদ্য
পাপ পুণ্যে পরিণত।
আপন রচিত সংস্কার বন্ধনে
বদ্ধ অজ্ঞ জীব যত॥

মদিরা সেবনে মত্ততা দেখিয়া
বলে যত অজ্ঞজন।
মদিরার গুণে মন বিকলিত
করি সদা দরশন॥

বিভিন্ন খাদ্যের বিচিত্র আস্বাদ
ভিন্ন ভিন্ন গুণ হয়।
খাদ্যের পার্থক্যে মনের বৈচিত্র
কেন সম্ভাবিত নয়?

এক সুরা পাত্রে ঢালি এক সুরা
সুরা-পায়ি বহুজন।
করি' তাহা পান ভিন্ন ভাবান্বিত
হয় বল কি কারণ?

কেহ কামাতুর কেহ ক্রোধে মত্ত
কেহ শোকে অভিভূত।
করে উচ্চ কণ্ঠে বিভুগুণ গান
যেজন ভকতি যুত॥

এক সুরা পানে প্রতি জন মনে
ভিন্ন ভাব উপজয়।
মদিরার গুণ ক্রিয়া করে মনে
কিরূপে প্রামাণ্য হয়?

মাদক সেবনে জীবের মস্তিষ্ক
হয় সদা উত্তেজিত।
উত্তপ্ত মস্তিষ্কে হয় মনোবৃত্তি
তীব্রবেগে প্রবাহিত॥

যাহার মনের যেরূপ প্রবৃত্তি
সেই রূপ ক্রিয়া হয়।
মদিরার গুণে মন বিকলিত
একথা সঙ্গত নয়॥

পঞ্চেন্দ্রিয় যোগে শব্দাদি বিষয়
করে জীব আহরণ।
তাহাই আহার বলে শাস্ত্রবেত্তা
সূক্ষ্মদর্শি বিজ্ঞগণ॥২৯।

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে আহার দ্বিবিধ
স্থূলদেহে স্থূলাশন।
ইন্দ্রিয় সংযোগে বিষয় সম্ভোগে
সূক্ষ্মাহার করে মন॥

স্থূল আহারের পরিণতি দেহে
মন ফলভোগী নয়।
অধম মধ্যম উত্তম প্রভেদে
স্থূলও ত্রিবিধ হয়॥

বিচার বিহীন লুব্ধ বিলাসীর
আহার অধম হয়॥
রসনার লোভে দেহের দৌর্ব্বল্য
রোগ দুঃখ উপজয়॥

দেহ প্রয়োজনে করি' পরিমাণ
গুণাগুণ নির্ব্বাচন।
স্নিগ্ধ স্থির লঘু মধ্যম আহার্য্য
ভোগিছে নির্লোভ-জন॥

ক্ষুন্নিবৃত্তি তরে অনায়াস লব্ধ
করে ভোগ যোগিজন।
নাহি শৌচাশৌচ বিচার সংস্কার
আকিঞ্চন আহরণ॥

লোভী বিলাসীর অধম আহার
স্বাস্থ্য বলপ্রদ নয়।
মধ্যম ভোজীর খাদ্য নির্ব্বাচনে
মনের বিক্ষিপ্তি হয়॥

ত্যজি অহঙ্কার প্রারব্ধে নির্ভর
করে প্রাজ্ঞ যোগিজন।
উত্তম আহারে নিরোগ প্রশান্ত
থাকে সদা দেহ মন॥ ৩০।

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম, এই
মানস আহার ত্রয়।
আহার বৈচিত্রে মানসিক ভাব
হয় বিচিত্রতা ময়॥

বাসনা ক্ষুধায় অভিভূত জীব
ক্ষুধা নিবৃত্তির তরে।
ইন্দ্রিয় সংযোগে শব্দ স্পর্শ রূপ
রসাদি আহার করে॥

সে জঠরানল উপভোগে কভু
নাহি হয় নির্ব্বাপিত।
রাগ দ্বেষ ক্রোধ হিংসা লোভ মোহ
রোগে হয় সন্তাপিত॥

বিষয় আহারে সন্তাপিত জীব
রোগ নিবৃত্তির তরে।
শম দম শ্রদ্ধা তিতিক্ষা বিরতি
যতনে আহার করে॥

সূক্ষ্মতর সেই সুপথ্য সেবনে
হয় রোগ প্রশমিত।
বৈরাগ্য প্রভাবে বাসনা অনল
হয় পূর্ণ নির্ব্বাপিত॥

সমাহিত যোগী আত্মানন্দামৃতে
করে সূক্ষ্মতমাহার।
আহারী আহার আহার্য্য মিলনে
হয় তিন একাকার॥

ভোগ্য ভোগ ভোক্তা একের বিকাশ
তিন একে হয় লয়।
মুমুক্ষুর তরে স্থূল খাদ্যাখাদ্য
বিচার্য্য বিষয় নয়॥

স্থূল দরশনে ভোগ্য ভোগ ভোক্তা
কর ভিন্ন দরশন।
একের বিকাশ হয় এই তিন
নহে ভিন্ন কদাচন॥

বহুরূপী আমি বরাহাদি রূপে
পুরাযে প্রফুল্ল মন।
সারমেয় রূপে শুষ্ক অস্থি খণ্ড
করি' সুখে চরবণ॥

সিংহ বৃক রূপে ভোজনের তরে
করি' প্রাণি-সংহনন।
অলি রূপে পুন ভ্রমি ফুলে ফুলে
করি' মধু আহরণ॥

গো মহিষ রূপে তৃণ ভোজী আমি
পক্ষি-রূপে কীট যত।
কীট রূপে পুন ক্ষুদ্রতর কীট
খাইতেছি অবিরত॥

নরনারী রূপে বিভিন্ন সমাজে
মম ভোজ্য অনিশ্চিত।
কোথা' নিরামিষ কোথা' বা সামিষ
যথা যাহা প্রচলিত॥

ত্যজি' অহঙ্কার দ্রষ্টৃ রূপে পুন
করি সবে দরশন।
দেখি মায়াময় ভোগ্য ভোগ ভোক্তা
আমি শান্ত নিরঞ্জন॥ ৩১।

পুনর্জ্জন্ম। (১)

প্রদীপ্ত রবিরকরে দেখে অন্ধকার,
সেই হতভাগ্য জীব নেত্র অন্ধ যার।

অশনি নিনাদ কিংবা কামান গর্জ্জন,
নিঃশব্দ তাহার কাছে বধির যে জন।

স্বপ্রকাশ আত্মা যথা মধ্যাহ্ন তপন,
অবিদ্যান্ধ জীব নাহি পায় দরশন।

আদি কাল হ'তে এই অবনি ভিতরে,
আছিল নাস্তিকগণ এবেও বিহরে।

বৃহস্পতি চার্ব্বাকাদি জড়বাদিগণ,
চৈতন্যের স্বতঃ সত্বা করেছে খণ্ডন।(২)

"ক্ষিতি অপ্ তেজ বায়ু চারি ভূতযোগে,
জীবের উৎপত্তি হয় সুখ দুঃখ ভোগে।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ স্বীকৃত,
অতীন্দ্রিয় ব্যোম সত্বা না হয় নির্ণীত।

নাহি স্বর্গ মোক্ষ ব্রহ্ম আত্মা পরকাল,
দেহ ধ্বংসে জীব ধ্বংস ফুরায় জঞ্জাল।

জীবিকা অর্জ্জন তরে ধূর্ত্ত ঋষিগণ,
শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র করেছে সৃজন।

ইন্দ্রিয় সম্ভোগ স্বর্গ রাজা ঈশ হয়,
শারীরিক দুঃখ যাহা তাহাই নিরয়।

নাহি পুনর্জন্ম আর, মৃত্যু মোক্ষ হয়,
ঋণ করে খাও ঘৃত নাহি কোন ভয়।"

পাশ্চাত্য নাস্তিকগণ করে নিরূপণ,
"পরমাণু সংমিলন সৃষ্টির কারণ।

পরমাণু বিশ্লেষণে দেহ ধ্বংস হয়,
চৈতন্য দেহের গুণ অন্য কিছু নয়।

দেহ ধ্বংসে জীবরূপি চৈতন্যের লয়,
স্বর্গ ঈশ পাপপুণ্য কিছু সত্য নয়।"

নাহি মানে পুনর্জন্ম খৃষ্ট মুসলমান,
স্বরগ নরক নামে মানে দুই স্থান।

"শেষ দিনে জগদীশ করিবে বিচার,
পাপের হইবে দণ্ড পুণ্যে পুরস্কার।

কর্ম্ম অনুসারে জীব চিরদিন তরে,
নরকে সন্তাপ, স্বর্গে সুখ, ভোগ করে।"

বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর শাস্ত্র বহির্ভূত,
ক্রমোন্নতি বাদ এক হয়েছে উদ্ভূত।

"ঈশ্বর স্বতন্ত্র, পূর্ণ, স্রষ্টা, দয়াময়,
সৃজিত অপূর্ণ নিত্য জীবগণ হয়।

ত্যজি' দেহ মৃত্যুকালে যত নারী নর,
অনন্ত উন্নতি পথে হয় অগ্রসর।

ক্রমে যত অগ্রসর হয় জীবগণ,
হয় তত সুখ লাভ দুঃখের মোচন।

পূর্ণত্ব সসীম জীবে সম্ভাবিত নয়,
নাহি হয় জীবমুক্ত, কিংবা ব্রহ্মে লয়।"

প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র হইলে স্বীকৃত,
চার্ব্বাকের মত-বাদ হয় তিরোহিত।

স্বেদ অণ্ডে কীট পক্ষী সরীসৃপ হয়,
জরায়ুজ পশুগণ মানব নিচয়।

প্রাকৃতিক এই রীতি চির প্রচলিত,
ইহার কারণ যাহা ইন্দ্রিয় অতীত।

চারিভূত সম্মিলনে দেহের সৃজন,
মানব ইন্দ্রিয় নাহি করে দরশন।

অপ্রত্যক্ষ সংমিলন স্বীকৃত যখন,
ব্যোম অস্বীকার কর কিসের কারণ?

ব্যোম আর কাল দুই ইন্দ্রিয় অতীত,
কেন ব্যোম হয় ত্যক্ত সময় গৃহীত?

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ মাত্র মানে মূঢ়গণ,
কার্য্যই প্রত্যক্ষ কিন্তু প্রচ্ছন্ন কারণ।

স্থূলজ্ঞানে যাহা হয় যথার্থ প্রত্যয়,
সূক্ষ্মজ্ঞানে তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

দূরত্বে প্রকাণ্ড ভানু থালার মতন,
সামীপ্যে অদৃশ্য হয় নয়ন-অঞ্জন।

সূক্ষ্মতায় পরমাণু দৃষ্ট নাহি হয়,
অভিভবে কাষ্ঠে বহ্নি অভিব্যক্ত নয়।

সমানাভিহার হেতু সর্ষপ রাশিতে,
নিক্ষিপ্ত সর্ষপ পুন না পার চিনিতে।

রবির উদয় অস্ত দেখে জীবগণ,
পৃথ্বী ঘোরে চক্রাকারে না দেখে কখন।

আকাশে নক্ষত্র সদা আছে অবস্থিত,
নিশায় প্রত্যক্ষ দিনে হয় অন্তর্হিত।

আকাশের রূপ কভু দেখা নাহি যায়,
দেহ ঊর্দ্ধে আবরণ কটাহের প্রায়।

অমনস্ক হ'লে চক্ষু দেখিতে না পায়,
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নহে, গবাক্ষের প্রায়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ মাত্র কর অঙ্গীকার,
ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নহে ইন্দ্রিয় তোমার।

ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ মাত্র হইলে প্রমাণ,
হইত মানবজাতি পশুর সমান। (৩)

প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ হয়, লৌকিক দর্শন,
আর এক অলৌকিক জানে যোগিজন।

সংস্কার ইন্দ্রিয় দোষে ভ্রান্ত জীবগণ,
সেহেতু অভ্রান্ত নহে লৌকিক দর্শন।

নির্লিপ্ত সংস্কার হীন প্রাজ্ঞ যোগিজন,
যোগ দৃষ্টি বলে করে সম্যক দর্শন। (৪)

নিশ্চল নিস্পন্দ হয় জড় বস্তু যত,
তাদের মিলন নহে বিচার সম্মত।

নাস্তিক ভূতেরযোগ প্রমাণের তরে,
যোজক শকতি এক অঙ্গীকার করে।

কিন্তু তাহা সচেতন কিংবা অচেতন,
নাহি করে নিরূপণ জড়বাদিগণ।

বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণ যুত ভূতগণ,
কেন নাহি হয় ধ্বংস হইলে মিলন ?

কেন তেজে নাহি হয় সলিল শোষিত ?
কেন জলে নাহি হয় তেজ নির্ব্বাপিত ?

করি মাত্রা পরিমাণ গুণ নির্ব্বাচন,
যে শকতি করে এই সুখ সম্মিলন।

যে শকতি হ'তে ভিন্ন রূপ গুণ যুত,
স্থাবর জঙ্গম যত হ'তেছে উদ্ভূত।

সে শকতি জড় ইহা সম্ভাবিত নয়,
চেতন শকতি কর্ত্তা জানিবে নিশ্চয়।

অন্ধ অচেতন হ'লে যোজক শকতি,
হ'ত একরূপ বস্তু এক পরিণতি।

পঞ্চ ভূত হ'তে শক্তি হইলে উদ্ভূত,
হইত শকতি পঞ্চ ভিন্ন গুণ যুত।

ভিন্ন গুণ যুত বস্তু মিলিত না হয়,
এক অন্য-দ্রোহী তবে হইত নিশ্চয়।

পঞ্চ ভূতে পঞ্চ শক্তি নহে সম্ভাবিত,
হয় সর্ব্বভূতে এক শক্তি বিরাজিত।

ভূতাদি বিচারে ইহা হ'তেছে সুস্থির,
চেতন শকতি এক নিয়ন্ত্রী সৃষ্টির।

বিচার করিতে হ'লে অণু সংমিলন।
কর অগ্রে পরমাণুসত্তা নিরূপণ।

সূক্ষ্ম পরমাণু জীব-ইন্দ্রিয় অতীত,
যন্ত্রাদি সাহায্যে তাহা না হয় লক্ষিত।

ইন্দ্রিয় অতীত যাহা তাহা মনাতীত,
একত্ব বহুত্ব কিসে হয় নিরূপিত ?

অপ্রত্যক্ষ পরমাণু কি প্রকার হয়,
কিবা রূপ গুণ তার কে করে নির্ণয় ?

জলের গাঢ়ত্বে যথা তুষার সৃজিত,
অণুর ঘনত্বে যদি জগৎ রচিত।

এক অণু হ'তে ভিন্ন রূপ গুণ যুত,
স্থাবর জঙ্গম কেন হতেছে উদ্ভূত ?

পরমাণু অন্তরালে আছে লুক্কায়িত,
নিয়ামক-শক্তি করে অণু নিয়মিত।

হারবার্ট স্পেন্‌সার করিয়াছে স্থির,
অদৃশ্য অজ্ঞেয় যাহা কারণ সৃষ্টির।

জড়, জড়শক্তি, গতি, কিছু সত্য নয়,
সত্যাভাস মাত্র, সত্য হতেছে প্রত্যয়।

কর যদি বিশ্লেষণ জড় বস্তু যত,
অজ্ঞেয় সত্তায় তাহা হয় পরিণত।

নাস্তিকের সংযোজক শক্তি যাহা হয়,
বৈজ্ঞানিক সত্য-সত্তা হ'তে ভিন্ন নয়।

শক্তি, অণু, সত্তা, যাহা সৃষ্টির কারণ,
প্রকৃতি বা মায়া কহে আর্য্য ঋষিগণ। (৫)

তীর হ'তে জলনিধি করি দরশন,
গভীরতা পরিমাণ না হয় কখন।

জানু, উরু, কটি, কণ্ঠ যত দূর যায়,
বিনা নিমজ্জনে নাহি পরিমাণ পায়।

নির্ম্মল সলিল কিংবা পূরিত লবণ,
কিরূপে জানিবে নাহি ক'রে আস্বাদন ?

বৈজ্ঞানিক করে মাত্র তীরে অবস্থান,
নাহি জানে তত্ত্ব স্বধু করে অনুমান।

চৈতন্য সাগরে ডুবে তত্ত্ব-জ্ঞানিগণ,
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব করে নিরূপণ।

যাহার প্রকৃতি তাহা শাশ্বত চিন্ময়,
অজ ভূমা মনাতীত অব্যক্ত অব্যয়।

উত্থান পতন-শীল লহরির প্রায়,
ব্রহ্মে বিশ্ব অধ্যাসিত হ'তেছে মায়ায়।

নহে জড় চৈতন্যের সৃষ্টির কারণ,
চৈতন্য জড়ের স্রষ্টা হয় নিরূপণ।

অনন্ত চৈতন্য যাহা ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
তাই জীব রূপে ব্যক্ত কভু ভিন্ন নয়।

অজ, নিত্য, অবিকার্য্য, ইন্দ্রিয় অতীত,
এই চারি ধর্ম্মে হয় চৈতন্য নির্ণীত।

ভূতেরমিলনে জীব নহে বিরচিত,
জীবের অজত্ব তাতে হতেছে নিশ্চিত।

যাহা অজ তাহা নিত্য ধ্বংসশীল নয়,
অব্যয়·শাশ্বত জীব সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।

বার্দ্ধক্য, যৌবন, প্রৌঢ় বাল্য, অবস্থায়,
সুখ শান্তি স্বাস্থ্য রোগ দুঃখ যাতনায়।

মন বুদ্ধি শরীরের ব্যতিক্রম হয়,
"আমি আছি" বোধে জীব এক ভাবে রয়।

পরিবর্ত্তশীল যাহা তাই ধ্বংস হয়,
অক্ষয় চিণ্ময় আত্মা ধ্বংসশীল নয়।

জীবের জীবত্ব যদি কর বিশ্লেষণ,
পাবে তিন বস্তু তাতে আত্মা, দেহ, মন।

আত্মার নিত্যত্ব পূর্ব্বে হয়েছে নির্ণীত,
দেহ জড় ধ্বংসশীল চির প্রচলিত।

মানবের মন এবে বিচার্য্য বিষয়,
দেহ ধ্বংসে থাকে মন কিংবা লুপ্ত হয়।
উৎপন্ন অস্থির মন অনিত্য নিশ্চয়,
কিন্তু দেহসহ ধ্বংস সম্ভাবিত নয়।

উৎপত্তি বিকাশ আর সঙ্কোচ বিলয়,
এই চারি ক্রিয়া বিশ্বে সদা দৃষ্ট হয়।

স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা দেখা যায়,
যাইতেছে বিকাশের চরম সীমায়।

পূর্ণ বিকাশের পরে সঙ্কুচিত হয়,
সঙ্কোচের পরিণাম স্বকারণে লয়।

বিকাশ উন্মুখ আর অর্দ্ধ বিকশিত,
কত মনোবৃত্তি মনে থাকে অবস্থিত।

কত আশা অভিলাষ তৃপ্ত নাহি হয়,
অসম্ভুক্ত থাকে মনে মরণ সময়।

দেহ ত্যাগে অতৃপ্ত সে বৃত্তির বিলয়,
নহে স্বাভাবিক, কভু যুক্তি যুক্ত নয়।

মরণেও নাহি হয় দেহের বিনাশ,
ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে হয় নূতন বিকাশ।

তরু লতা আদি যত উদ্ভিদ নিচয়,
সঙ্কুচিত হ'য়ে হয় মৃত্তিকায় লয়।

কিন্তু তার সত্ত্বা নাহি হয় বিনাশিত,
নূতন আকারে পুন হয় অভ্যুদিত।

বাপী কূপ তড়াগাদি যবে শুষ্ক হয়,
নাহি হয় তাতে কভু জলের বিলয়।

বাষ্পরূপ ধরি করে উর্দ্ধে আরোহণ,
হইয়া বারিদ পুন করে বরিষণ।

নিয়ত পদার্থ হয় অবস্থান্তরিত,
একরূপ ত্যজি অন্য রূপে প্রকাশিত।

সঙ্কোচ বিকাশ শক্তি সদা ক্রিয়া করে,
নাহি হয় ধ্বংস কিছু অবনি ভিতরে।

ওষধি বীজের ক্রম যেইরূপ হয়,
দেহ মনে সেই ক্রম জানিবে নিশ্চয়,

বীজরূপে থাকে মন মরণ সময়,
সে বীজ হইতে নব দেহ জাত হয়।

বিষয় ভোগেরস্পৃহা আছে যেই মনে,
কিরূপে হইবে তৃপ্ত ইন্দ্রিয় বিহনে?

যতকাল ভোগতৃষ্ণা থাকে বিদ্যমান,
জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, না হয় নির্ব্বাণ।(৬)

শূয়া পেকা গুটি পেকা প্রজাপতি হয়,
কাচ পেকা-রূপ ধরে অস্থুলা নিচয়।

দেখ যদি সৃষ্টিক্রম করিয়া বিচার,
পুনর্জন্মে দ্বিধা জ্ঞান থাকিবে না আর।

গর্ভ হ'তে কপিশিশু বৃক্ষ শাখা ধরে,
প্রসূত গণ্ডার-শিশু পলায়ন করে।

ভূমিষ্ঠ হইয়া বৎস দুগ্ধ করে পান,
অজানিত ভয়ে ভীত মানব সন্তান।

কে শিখায় এসকল কেন ভীত হয়?
পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি ইহা জানিবে নিশ্চয়।

অতীব তামস ভয় বৃত্তির ভিতরে,
হয় তাহা বিকশিত প্রথমে অন্তরে।

আঘাত পতন মৃত্যু কিছু না হি জানে,
কোথা হ'তে আসে ভয় শিশুর পরাণে ?

পূর্ব্ব জনমের শেষে মরণ সময়,
প্রবল আছিল মনে যেই মৃত্যুভয়।

প্রথম সংস্কার রূপে বৃত্তির স্ফুরণে,
জাগরিত হয় তাহা শিশুদের মনে।(৭)

পূর্ব্বের সংস্কার সদা জাগরিত মনে,
বুঝিতে না পারে তাহা অবিদ্যান্ধজনে।

"আত্মাবৈ জায়তে পুত্র" বলে কতজন,
পিতা মাতা হ'তে জাত হয় দেহ মন।

নহে উপাদান কিংবা নিমিত্ত কারণ,
জনক জননী. যদি কর নিরূপণ।

খাদ্য বস্তু হ'তে শুক্র শোণিত জন্ময়,
সে শুক্র শোণিতযোগে ভ্রূণজাত হয়।

জীবদেহ অন্নে জাত অন্নে পুষ্ট হয়,
সেহেতু দেহের নাম কোষ অন্নময়।

হয় খাদ্য বস্তু যত দেহ উপাদান,
পিতা মাতা উপাদান আছে কি প্রমাণ ?

সঙ্কল্প কামাদি শত বৃত্তি সমন্বিত,
দেহচ্যুত মন সূক্ষ্ম দেহ নামান্বিত।

মৃত্যুকালে দেহহীন হইলেও মন,
আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অনুক্ষণ।

আহার্য্য পাণীয় সহ সূক্ষ্ম দেহিগণ,
প্রবেশে শরীরে শাস্ত্র করে নিরূপণ। (৮)

শুক্র মধ্যে সূক্ষ্ম কীটে পরিণত হয়,
সচেতন কীটে মন আছে নিঃসংশয়।

জরায়ু ভিতরে কীট হয়ে বিবর্দ্ধিত,
হয় পশু পক্ষী নর রূপে প্রসবিত।

পিতৃ-মাতৃ-কীট-মন বিভিন্ন যখন,
কোন্ মন শিশুদের মনের কারণ ?

ভাবী যত বাগ্মী বীর কবি যোগী জ্ঞানী,
শুক্রমধ্যে সূক্ষ্মকীট-দেহ অভিমানী।

নিমিত্ত কারণ কভু পিতামাতা নয়,
অনিচ্ছায় কেন সদা শিশু জাত হয় ?

পক্ষান্তরে পুত্রহীন পুত্র কামনায়,
ভোগে কত মনস্তাপ করে হায় হায়।

আশা আকিঞ্চনে পুত্র জন্মেনা যখন,
জনক জননী নহে নিমিত্ত কারণ।

চক্রের সাহার্য্যে কুম্ভ গড়ে কুম্ভকার,
মাটী কুম্ভকার দুই কারণ তাহার।

কুলাল নিমিত্ত, মাটী উপাদান হয়,
চক্রটী সাহায্যকারী অন্য কিছু নয়।

বিনা চক্রে সুনিপুণ কুম্ভকারগণ,
মৃণ্ময় পুতুল কুম্ভ করিছে গঠন।

পিতামাতা যন্ত্র মাত্র খাদ্য উপাদান,
মনরূপী মায়া করে দেহ নিরমান।

গোময় দধিতে জন্মে বৃশ্চিক নিচয়,
স্বেদ হ'তে কতরূপ জীব জাত হয়।

স্বেদজ জীবের নাহি জননী জনক,
হয় স্বেদ উপাদান মন নিয়ামক।

আছে দধি গোময়েও সূক্ষ্ম কীট যত,
হয় তাহা ক্রমে স্থূল কীটে পরিণত।

কারণ বিহনে কার্য্য সম্ভাবিত নয়,
ভয় আদি ভাব পূর্ব্ব সংস্কার নিশ্চয়।

জন্ম দাতা বলি কভু পিতৃ ভক্তি নয়,
তাঁহাদের স্নেহ যত্নে ভক্তি উপজয়।

নহে জাত পিতা মাতা হ'তে দেহ মন,
মন পূর্ব্বাগত অন্ন দেহের কারণ। (৮ক)

মানবের হয় সুধু মানব-জনম,
নাহি·প্রকৃতিতে হেন নিশ্চিত নিয়ম।

পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ লতা গুল্ম যত,
জনম মরণ যার হতেছে নিয়ত।

সর্ব্ববিধ দেহে জীব আছে প্রতিষ্ঠিত,
মন অনুসারে হয় দেহ নিয়মিত।

আহার বিহার ভয় অনুরাগ দ্বেষ,
হিংসা ক্রোধ কৃতজ্ঞতা স্নেহ সুখ ক্লেশ।

যে সকল মনোবৃত্তি নরে বিদ্যমান,
পশু পক্ষী কীটে তাহা আছে দীপ্যমান।

পিপীলিকা মক্ষিকার সমাজ গঠন,
মধুচক্র নিরমান খাদ্য আহরণ।

দেখি যদি এ সকল করি' প্রণিধান,
আছে কীটে চিন্তাশক্তি হিতাহিত জ্ঞান।

আছে ভাষা শিল্প শিক্ষা সমাজ সংস্কার,
মনোরাজ্যে পশু নর কীট একাকার।

যে মানবে মনোবৃত্তি পশুর অধম,
কেন নাহি হবে পশু-যোনিতে জনম?

যে প্রোটোপ্লাজম্ হ'তে মানব সৃজিত,
তাহাতেই উদ্ভিদাদি হ'তেছে গঠিত।

শৈত্য তেজে তরুলতা হয় সংক্ষুভিত,
স্পর্শে লজ্জাবতী যেন লাজে সঙ্কুচিত।

তরুলতা শৈত্য তাপ স্পর্শ বোধ করে,
ত্বগিন্দ্রিয়ে নাহি ভেদ বৃক্ষ লতা নরে।

অশনি নির্ঘোষে ফল পুষ্প শীর্ণ হয়,
স্থাবরে শ্রোত্রের ক্রিয়া অসম্ভব নয়।

ঊর্দ্ধে চারিদিকে বল্লী বহু দূর যায়,
বৃক্ষাদি অচল নহে, প্রস্তরের প্রায়।

সম্মুখে থাকিলে বাধা বল্লী ফিরে যায়,
আছে যেন নেত্র তার দেখিবারে পায়।

অপবিত্র গন্ধে বৃক্ষ হয় রুগ্ন ম্লান,
হ'য়ে সুস্থ ধূপগন্ধে করে ফুল দান।

শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বৃক্ষে লক্ষ্য হয়,
আহার বা পানে তরু কভু ভিন্ন নয়।

উদ্ভিদ জীবের ভোজ্য কর দরশন,
গুল্ম তরু করে কীট পতঙ্গ ভক্ষণ।

স্ত্রী পুরুষ জাতি তাল বৃক্ষে বিদ্যমান,
পুরুষ নিস্ফল নারী করে ফল দান।

স্ত্রী পুরুষ সহযোগে দেহ জাত হয়,
তরু লতা জন্ম ক্রম কভু ভিন্ন নয়।

দ্বিবিধ কেশর পুষ্পমধ্যে দেখা যায়,
একের গঠন হয় নারী-যোনি প্রায়।

ক্লেদ যুক্তি দ্বার তার থাকে বিকশিত,
অভ্যন্তরে গর্ভাশয় থাকে অবস্থিত।

অপরের রেণু হ'লে যোনিতে পতিত,
নিবদ্ধ জরায়ু মুখ হয় প্রসারিত।

মধ্যে প্রবেশিলে রেণু হ'য়ে লম্বমান,
হয় মুখ সঙ্কুচিত ফুলে গর্ভাধান।

সেই গর্ভে ফল বীজ হতেছে গঠিত,
বীজ হ'তে তরু লতা গুল্মাদি সৃজিত।

ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ফুলে জীবে এক হয়,
কুসুমে সম্ভোগ সুখ অসম্ভব নয়।

বৃক্ষের ইন্দ্রিয় নহে মানবের প্রায়,
কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বৃক্ষে দেখা যায়।

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়,
গ্রহণ করিছে তরু লতা নিঃসংশয়।

যত্র ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া তত্র মন স্থিত,
চৈতন্য মনের ভিত্তি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত।

মনোযুক্ত চৈতন্যের জীব সংজ্ঞা হয়,
বৃক্ষ লতা আদি জীব অন্য কিছু নয়

মূঢ়ত্ব জড়ত্ব যার মনের ধরম,
কেন নাহি হবে বৃক্ষ যোনিতে জনম।(৯)

থাকে যদি পুনর্জন্ম, বলে কত জন,
পূর্ব্ব বিবরণ কেন না হয় স্মরণ?

অল্পাধিক পরিমাণে পূরব সংস্কার,
থাকে জাগরিত সদা মনে সবাকার।

শিশুকাল হ'তে হয় বহির্ম্মুখী মন,
নব শিক্ষা নব সঙ্গ সংযোগ নূতন।

বর্ত্তমান ভবিষ্যত সহ ক্রিয়া করে,
পূর্ব্ব-জন্ম-কথা কভু না ভাবে অন্তরে।

বাহ্য যোগে নব ভাব হয় সংগৃহীত,
পূর্ব্ব-জন্ম-স্মৃতি ক্রমে হয় আবরিত।

বাল্যের ঘটনা কত হয়েছে বিস্মৃত,
আশা কর পূর্ব্ব স্মৃতি, নহে সম্ভাবিত।

হয় ক্রোধে লুপ্ত স্মৃতি সহজ সংস্কার,
ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা কৃত উপকার।

বর্ত্তমানে ভাব করে ভাব আবরণ,
কিরূপে হইবে পূর্ব্ব জনম স্মরণ?

শৈশব হইতে নব ভাব স্তরে স্তরে,
পূর্ব্বজন্ম-ভাব রাশি আবরণ করে।

পূর্ব্ব স্মৃতি লাভে যদি কর আকিঞ্চন,
কর বিমোচন যত আছে আবরণ।

সংস্কার বিচ্যুত সুধী বিরাগী যে জন,
যোগবলে রুদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধিত মন।

ভূত কালে তার মন হইলে সংস্থিত,
পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি হয় জাগরিত।

সংস্কার সাক্ষাতে হয় নির্দ্ধ অন্তর,
সেই যোগি জনে লোকে বলে জাতিস্মর। (১০)

পূর্ব্ব জন্ম পুনর্জন্ম না হ'লে স্বীকৃত,
ঈশ স্রষ্টা জীব সৃষ্ট হইলে নির্ণীত।

পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ঈশ্বর নিশ্চয়,
ভিন্ন রুচি মতি গতি কেন জীবে হয় ?

দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তাহার সৃজন,
পাপ পুণ্য করমের তিনিই কারণ।

জীবের স্বাধীন ইচ্ছা হয় অপ্রমাণ,
বিচিত্র বাসনা বৃত্তি তাহার বিধান।

ঈশকৃত কর্ম্মহেতু জীব দায়ী নয়,
বিচার নরক স্বর্গ কল্পিত নিশ্চয়।

জন্মাবধি পঙ্গু মূক ক্লীব অন্ধগণ,
কোন্ পাপে ভোগে দুঃখ কিসের কারণ ?

ঈশ্বর জীবের স্রষ্টা কভু সত্য নয়,
ঈশ সৃষ্ট হ'লে জীব ধ্বংসশীল হয়।

উৎপন্ন করমফল নশ্বর নিশ্চয়,
স্বরগ নরক ভোগ তাই নিত্য নয়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে আছে স্বরগ নিরয়,
কিন্তু কর্ম্মফল-ভোগ চিরস্থায়ী নয়।

পাপ পুণ্য কর্ম্মফল ভোগি' জীবগণ,
করে পুন ধরাধামে জনম গ্রহণ। (১১)

সূক্ষ্ম দেহ অপ-তাপে ক্লিষ্ট নাহি হয়,
যুক্তি শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্র করিছে নিশ্চয়।

নরকে অনলে শূলে পাপীর শাসন,
কবির কল্পনা কিংবা প্রলাপ বচন। (১২)

পূর্ব্ব-জন্ম-কর্ম্ম-ফল হ'লে ভোগে ক্ষয়,
সর্ব্বজীব একাকার কভু ভিন্ন নয়।

কেন তবে দেখ বিশ্বে বিচিত্র সৃজন,
কেহ ভোগে সুখ, কেহ দুঃখে নিমগন ?

সমাজ রক্ষার তরে শাস্ত্রকারগণ,
স্বরগ নরক ভোগ করেছে সৃজন।

সংযত করিতে মূঢ় অবিদ্যান্ধ জন
দ্বিবিধ উপায় মাত্র, ভয়, প্রলোভন।

স্বর্গ নরকাদি স্থান কভু সত্য নয়,
জীবের অবস্থা ইহা জানিবে নিশ্চয়।

মনের প্রশান্তি স্বর্গ, অশান্তি নিরয়,
বাসনা আসক্তি পাপ, ত্যাগ পুণ্য হয়।

চারিবেদ ঋক্ যজু সাম অথর্বনে,
সকল বেদান্ত শাস্ত্রে ষড় দরশনে।

রামায়ণ ভারতাদি সকল পুরাণে,
প্রোত পুনর্জন্মবাদ আছে সর্ব্বস্থানে।

নাহি মানে ইহা নব্য খৃষ্টধর্ম্মিগণ,
কিন্তু বাইবেল গ্রন্থে করি দরশন।

পূর্ব্ব গ্রীক্‌গণ ইহা করেছে স্বীকার,
সুফীগণ পুনর্জন্ম করে অঙ্গীকার।
বৌদ্ধধর্ম্মে এই মত হয় সম্মানিত,
আদিকাল হ'তে ইহা আছে প্রচলিত।

ক্রমোন্নতি বাদ সর্ব্ব শাস্ত্র বিগর্হিত,
ষড়্‌বিধ প্রমাণে নাহি হয় প্রমাণিত।
বিজ্ঞান যুক্তিতে ইহা সিদ্ধ নাহি হয়,
কিরূপে যথার্থ বলি' করিছে প্রত্যয়?
কাহার উন্নতি কিংবা অবনতি হয়,
তত্ত্ব নিরূপণ তরে কর সুনিশ্চয়।

আত্মা নিত্য অবিকার্য্য শাশ্বত চিন্ময়,
তাহার উন্নতি নতি সম্ভাবিত নয়।

জড় দেহ ধ্বংসশীল প্রত্যক্ষ বিষয়,
অনন্ত উন্নতি বাদে দেহ লক্ষ্য নয়।

জীবত্বে তৃতীয় বস্তু "মন" অবস্থিত,
উৎপন্ন মায়িক তাহা হয় নিরূপিত।

কার্য্যের কারণে লয় স্বাভাবিক হয়,
সেহেতু অনন্ত কিংবা নিত্য ইহা নয়।

সত্ত্বাদি ত্রিগুণ যুত মানবের মন,
ত্রিবিধ সুখ বা দুঃখ ভোগে জীবগণ।

তম গুণাধিক্য হেতু তমোগুণিগণ,
তামসিক সুখ দুঃখ ভোগে অনুক্ষণ।

রাজসিক কর্ম্মাকর্ম্মে সংযোগ বিয়োগে,
রজোগুণী রাজসিক সুখ দুঃখ ভোগে।

ঐকাগ্র্যেবিক্ষেপে ইষ্ট দর্শনাদর্শনে,
সাত্ত্বিক দুঃখাদি হয় সাত্ত্বিকের মনে।

একের দুঃখাদি নহে অপরের তরে,
কিন্তু সুখ দুঃখ সবে সমভোগ করে।

গুণভেদে সুখ দুঃখে তারতম্য হয়,
অজ্ঞের কল্পনা ইহা যুক্তি-যুক্ত নয়।

হইলে ত্রিগুণ সাম্য নিরোধ সময়,
হয় মন সহ সুখ দুঃখের বিলয়।

নিয়ত নূতন জীব করিয়া সর্জ্জন,
উন্নতির পথে ঈশ করেন প্রেরণ।

কিংবা জীব হ'তে নব জীব জাত হয়,
ক্রমোন্নতি বাদে ইহা বিচার্য্য বিষয়।

সৃষ্ট, সাদি জীব যদি কর অঙ্গীকার,
কিরূপে নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে তাহার ?

যার আছে আদি পুন অন্ত আছে তার,
আদ্যন্ত বিহীন বস্তু হয় গোলাকার।

হইলে উৎপন্ন জীব ধ্বংসশীল হয়,
অনন্ত উন্নতি তার যুক্তি-যুক্ত নয়।

অনন্ত উন্নতি পথ শেষ নাহি যার,
তার আদি কি যুক্তিতে কর অঙ্গীকার ?

যত গতি শক্তি আছে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
বলিছে বিজ্ঞান তাহা ঘোরে চক্রাকারে।

অনন্ত উন্নতি পথে এ মহা প্রস্থান,
বিজ্ঞান বিরুদ্ধ সুধু ভ্রান্ত অনুমান।

দেখ এই বিচিত্র বিশ্ব, করিয়া বিচার,
উত্থান পতন লয় হতেছে সবার।

প্রত্যক্ষানুমানে কর তত্ত্ব নিরূপণ,
অনন্ত উন্নতি কারো হয় কি কখন ?

অতৃপ্ত বাসনা রাশি পাথেয় যাহার,
অনন্ত উন্নতি পথে কি উপায় তার ?

পশ্বাদি হইতে শ্রেষ্ঠ মানব নিচয়,
কিন্তু সুখাধিক্য নরে সম্ভাবিত নয়।

অসভ্য মানব হতে সভ্য নরগণ,
সমধিক সুখী নাহি হয় কদাচন।

উন্নতির সহ হয় অভাব বর্দ্ধিত,
নূতন অভাবে নিত্য হয় সন্তাপিত।

করিয়া বাণিজ্য শিল্প সাম্রাজ্য বিস্তার,
করি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যন্ত্র আবিষ্কার।

সভ্যজাতি বলি যারা করে অভিমান,
দুঃখ শোক-তাপে তারা নাহি পায় ত্রাণ

ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, মন হ'লে সংযোজিত,
হয় দর্শনাদি কার্য্য বিষয় গৃহীত।

সত্ত্বাদি গুণের ক্রিয়া জড় যোগে হয়,
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি কামাদি উদয়।

হইলে মস্তিষ্ক পিষ্ট অথবা পীড়িত,
যার সংজ্ঞা স্মৃতি ধৃতি হয় অন্তর্হিত।

মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয় হীন সে বিদেহিগণ,
পারে কি করিতে কোন বিষয় গ্রহণ ?
যদি বল "করে দূর দর্শন শ্রবণ।
ইন্দ্রিয় সাহায্য বিনা সিদ্ধ যোগিগণ"।

দেহ অভিমান পাশ যার ছিন্ন হয়,
সর্ব্ব অভিমানে যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্বময় ॥

সর্ব্বজ্ঞ মায়াবী যিনি, মায়া যার মন,
মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়ে তার নাহি প্রয়োজন।

দেহধ্বংসে হেন যোগী ব্রহ্মভূত হয়,
উন্নতের ক্রমোন্নতি সম্ভাবিত নয়।

হয় যার তত্ত্বজ্ঞান বৈরাগ্য উদয়,
বিষয় বাসনা সহ রাগ দ্বেষ ক্ষয়।

ভোগ তরে দেহে যার নাহি প্রয়োজন,
পরলোকে ক্রম মুক্তি লভে সেই জন।

কিন্তু মূঢ় ভোগাসক্ত অবিবেকিগণ,
ভোগ তৃপ্তি তরে করে জনম গ্রহণ।

অনন্ত উন্নতি জীবে যদি সিদ্ধ হয়;
পশ্বাদিও জীব ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়।

তাহাদের উন্নতির কিরূপ বিধান,
করিছেন পরলোকে ঈশ ন্যায়বান ?

অতীতের সুখ দুঃখ স্বপন সমান,
ক্ষণেকে ব্যতীত হয় যাহা বর্ত্তমান।

ভবিষ্যতে সুখলাভ দুঃখ নিবারণ,
সকল জীবের লক্ষ্য হয় সর্ব্বক্ষণ।

লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে যার হয়েছে মরণ,
ক্ষণ পূর্ব্বে দেহ ত্যাগ করেছে যেজন।

প্রবুদ্ধ সংযত সিদ্ধ বিরাগী সাধক,
কামিনী-কাঞ্চন যশো-মান উপাসক।

সকলের এক দশা এক স্থানে স্থিত,
সম্মুখে অনন্ত পথ রয়েছে বিস্তৃত।

নাহি অন্ত, নাহি মধ্য, নাহি লক্ষ্য স্থান,
কি মনোজ্ঞ পথ ঈশ করেছে নির্ম্মাণ।

বিষয় বাসনা মনে যত দিন রবে,
পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু পুনর্জন্ম হবে।
অনলে দগধ বীজে অঙ্কুর না হয়,
সঙ্কুচিত হ'য়ে হয় স্বকারণে লয়।

বৈরাগ্য অনলে দগ্ধ হয় যবে মন,
নাহি হয় কভু পুন জন্মের কারণ।

যেইরূপ জলবিন্দু জলে লীন হয়,
সেইরূপে হয় মন মায়ায় বিলয়।

মায়ারূপী হলে মন জীব ঈশ হয়,
যাহার কল্পনা এই সৃষ্টি স্থিতি লয়।

মায়া সাম্য হ'লে ব্রহ্ম অব্যক্ত অব্যয়,
জীব, ঈশ, ব্রহ্ম, এক চিৎসত্তা হয়।(১৩)

জীব জন্ম পুনর্জন্ম মায়ার বিকাশ,
পরমার্থে এক ভূমা আত্মা স্বপ্রকাশ।

যেরূপ স্বপন মিথ্যা জাগ্রত সময়,
জ্ঞানোদয়ে জন্ম পুনর্জন্ম মিথ্যা হয়।

জীব জন্ম পুনর্জন্ম কিছু সত্য নয়,
বৃথা তর্ক শাস্ত্র যুক্তি বৃথা বাক্য ব্যয়।(১৪)

কর্ম্ম।

মায়ার বিকাশে জগ মরীচিকা
হইতেছে প্রকাশিত।
এক ব্রহ্ম সত্তা বহু জীবরূপে
হয় তাতে অধ্যাসিত॥

অবিদ্যা প্রভাবে হয় সর্ব্বজীবে
জড় দেহ অভিমান।
জনম মরণ সুখ দুঃখ বোধ
আত্ম আত্মেতর জ্ঞান॥

আত্ম আত্মেতর অবিদ্যা হইতে
কর্ত্তৃত্ব উৎপন্ন হয়।
কর্ত্তৃত্বাভিমান করমের ভিত্তি
ইহা সত্য নিঃসংশয়॥ ১।

দুঃখের নিবৃত্তি সুখ প্রাপ্তি আশে
হয় কর্ম্ম প্রয়োজন।
স্বেচ্ছা পরেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়
করে কর্ম্ম জীবগণ॥

কর্ম্মহীন জীব জীব বিনা কর্ম্ম
কভু সম্ভাবিত নয়।
করমের লয়ে জীবত্বের লোপ
জীব লয়ে কর্ম্ম লয়॥ ২।

আত্ম তৃপ্তি তরে উদিত কামনা
কামে চেষ্টা উপজয়।
চেষ্টাতে করম হয় সম্পাদিত
তাহে সুখ দুঃখ হয়॥ ৩।

বিধি প্রতিষেধ শাস্ত্রবলে কর্ম্ম
হইয়াছে নিয়মিত।
প্রথমে করম পরে শাস্ত্র যত
হইয়াছে বিরচিত॥

জীবত্ব কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম বিধি শাস্ত্র
অবিদ্যার খেলা হয়।
অবিদ্যাপগমে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে
হয় এ সকল লয়॥ ৪।

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ করম
সূক্ষ্ম কর্ম্ম মানসিক
স্থূল কর্ম্ম পুন হয় দ্বিপ্রকার
বাচনিক শারীরিক॥

সঙ্কল্প কামাদি সূক্ষ্ম কর্ম্ম হ'তে
স্থূল কর্ম্ম জাত হয়।
সূক্ষ্মের সাহায্য বিনা স্থূল কর্ম্ম
কভু সম্ভাবিত নয়॥

সূক্ষ্মের বিকাশে স্থূল প্রকাশিত
হয় স্থূল সূক্ষ্মে লয়।
সূক্ষ্ম কর্ম্ম হ'তে স্থূল বিকাশিত
পুন সূক্ষ্মে লয় হয়॥ ৫।

কর্ম্ম হ'তে জীব জীব হ'তে কর্ম্ম
বীজ অঙ্কুরের ন্যায়।
হইতেছে জাত সর্ব্ব শ্রুতি স্মৃতি
শাস্ত্রের এ অভিপ্রায়॥

কায়িক বাচিক আর মানসিক
শুভাশুভ কর্ম্মতরে।
উত্তম মধ্যম অধম জনম
জীবগণ লাভ করে॥

সাংখ্যশাস্ত্র আর জৈমিনির মতে
ঈশ ফলদাতা নয়।
কর্ম্মের সামর্থ্যে কর্ম্ম অনুরূপ
শুভাশুভ জন্ম হয়॥ ৬

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে কর্ম্মের জড়ত্ব
মানি' ভাষ্যকারগণ।
ব্যবহার ক্ষেত্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব
করিয়াছে নিরূপণ॥

"ফল মত" সূত্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্ব
যদি প্রতিপাদ্য হয়।
তবে এ সূত্রের বহু সূত্র সহ
নাহি হয় সমন্বয়॥ । ৭ ।

কায়িক বাচিক করম সকল
যদিও জড়াখ্য হয়।
স্থূলকর্ম্ম-মূল সঙ্কল্প কামনা
সূক্ষ্ম কর্ম্ম জড় নয়॥

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে কর্ম্ম ফল দ্বয়
হইতেছে নিরূপিত।
সূক্ষ্ম স্বীয় মনে স্থূল আত্মেতরে
হয় সদা সংযোজিত॥

দুঃখ অনুতাপ সুখ তৃপ্তি রাগ
দ্বেষাদি সংস্কার যত।
সূক্ষ্ম কর্ম্ম ফল মনোবৃত্তি রূপে
হয় মনে পরিণত॥

সংহার রক্ষণ গ্রহণ বর্জ্জন
অবহেলা আকিঞ্চন।
স্থূল কর্ম্ম ফল ভোগে জড় বস্তু
কিংবা অন্য জীবগণ ॥

সৎসঙ্কল্প হ'তে অশুভ করম
হয় যদি সঙ্ঘটিত।
সে কর্ম্মের তরে কর্ত্তার হৃদয়
নাহি হয় সন্তাপিত ॥

অশুভ সঙ্কল্পে কৃত শুভ কর্ম্ম
কভু তৃপ্তিপ্রদ নয়।
পাপ পুণ্য বোধ সুখ দুঃখ তৃপ্তি
সঙ্কল্পের ফল হয় ॥

দেহ অবসানে থাকে সংযোজিত
সূক্ষ্মদেহি জীবে মন।
মন অনুসারে শুভাশুভ জন্ম
লভিতেছে জীবগণ ॥

নহে মন জড় চৈতন্যের শক্তি
মায়ার বিকাশ হয়।
বিশ্ব মায়াময় মনে পুনর্জন্ম
কেন সম্ভাবিত নয়?

ব্যবহার ক্ষেত্রে জড় জীব ঈশ
চিৎসত্তায় অধ্যাসিত।
কোন অবস্থায় দ্বৈত অনুভূতি
নহে ঈশে সম্ভাবিত॥

মায়া উপহিত চৈতন্য সত্তায়
বিশ্ব অধ্যাসিত হয়।
জীব হ'তে ভিন্ন ঈশের অস্তিত্ব
কদাপি প্রামাণ্য নয়॥

সর্ব্ব অভিমানী চৈতন্য ঈশ্বর
সর্ব্বদেহে বিরাজিত।
খণ্ড অভিমানে জীবরূপে পুন
সর্ব্ব কর্ম্মে নিয়োজিত॥

কর্ম্ম ফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর
বেদান্ত সিদ্ধান্ত নয়।
কর্ত্তা কর্ম্ম ফল জন্ম পুনর্জন্মে
হয় ঈশ সর্ব্বময়॥

"ব্রাহ্মণো যজেৎ" এই শ্রুতি বাক্য
অজ্ঞান জীবের তরে।
বর্ণ অভিমানে ব্রাহ্মণ সন্তান
যজ্ঞাদি করম করে॥।৮।

নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনাদি
না করিলে পাপ হয়।
এইরূপ বাক্য আছে প্রচলিত
কিন্তু যুক্তি যুক্ত নয়॥

"না করা" অভাব অভাব হইতে
"ভাব" রূপ পাপোদয়।
হইবে কিরূপে? অসৎ হইতে
'সদ্বস্তু' কি জাত হয়?

অবিদ্যা হইতে হয় দেহ বুদ্ধি
বর্ণাশ্রম অভিমান।
বিধি প্রতিষেধ শাস্ত্রের বন্ধন
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান॥

সে কর্ত্তব্যে যদি করে অবহেলা
তবে অনুতাপ হয়।
অকর্ত্তব্যজ্ঞানে অকরণে পাপ
কভু যুক্তি যুক্ত নয়॥

জ্ঞানানলে ভস্ম হয় কর্ম্ম যত
অগ্নিতে ইন্ধন ন্যায়।
চতুর্থ আশ্রমে ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ
শ্রুতি স্মৃতি অভিপ্রায়॥

তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে করি' শিখাসূত্র
নাম গোত্র বিসর্জ্জন।
ত্যজি ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রহ্ম জ্ঞানাশ্রয়ে
লভে শান্তি ন্যাসিগণ ॥

'ব্রাহ্মণো যজেৎ" এই শ্রুতিবাক্য
গৌণ ব্রাহ্মণের তরে।
শিখা সূত্র হীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ
কিরূপে করম করে ?। ৯।

যাবত জীবন অগ্নিহোত্র করা
শ্রুতি উপদেশ করে।। ১০।
এই বেদ বিধি অবিদ্যাভিভূত
বিষয়িজীবের তরে ॥

বিচার ব্যাধিতে হয় মৃতা যার
মায়া মাতৃ স্বরূপিনী।
বিবেকিতা জায়া প্রসবে তনয়া
প্রজ্ঞা মুক্তি প্রদায়িনী ॥

মৃতক সূতক দ্বিবিধ অশৌচে
অশুচি সে জ্ঞানি জন।
পারে কি করিতে সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র
বল হে শাস্ত্রজ্ঞগণ ?

অনেকের মতে নিত্য নৈমিত্তিক
করম সকাম নয়।
সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম ফলে
ম্লান চিত্ত শুদ্ধ হয়॥

সঙ্কল্প কামনা বিহীন করম
জীবে সম্ভাবিত নয়।
নিষ্কাম করম বন্ধ্যা-পুত্র প্রায়
বাক্য আড়ম্বর হয়॥। ১১।

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অন্তরালে
আত্মতৃপ্তি লুক্কায়িত।
সেই হেতু জীব থাকে আজীবন
নিত্য কর্ম্মে নিয়োজিত॥

প্রাত্যহিক খাদ্যে আনন্দানুভব
নাহি করে কোন জন।
রোগে উপবাসে সে খাদ্যের তরে
ব্যাকুলিত হয় মন॥

কর্ত্তব্য সংস্কারে নিত্য নৈমিত্তিক
কর্ম্মে জীব হয় রত।
অভ্যাসে ক্রমশ হয় নিত্য কর্ম্ম
প্রকৃতিতে পরিণত॥

দৈব দুর্ব্বিপাকে দিনেকের তরে
নিত্য কৰ্ম্ম বন্ধ হ'লে।
কত আত্মগ্লানি অনুতাপানলে
কৰ্ম্মীর হৃদয় জ্বলে ॥

অভাবে যাহার হয় দুঃখ তাপ
ভাবে তৃপ্তি আছে তার।
নহে নিত্য কৰ্ম্ম নিস্বার্থ নিষ্কাম
ইহাই সিদ্ধান্ত সার ॥ । ১২ ।

বিকচ কুসুম করে গন্ধ দান
কোরক সুরভি নয়।
নহে গন্ধ দান স্ফুটনের হেতু
স্ফুটনে সুরভি হয় ॥

শুদ্ধচিত্ত জন নিষ্কাম করম
করিতেছে অনুক্ষণ।
নিষ্কাম করম চিত্তশুদ্ধি হেতু
নাহি হয় কদাচন ॥

বিষ্ণুপ্রীতি হেতু করম নিষ্কাম
বলে হেন কত জন।
বিচার বিহীন অজ্ঞের এ মত
নহে সত্য কদাচন ॥

ঈশ্বর প্রীতির অন্তরালে থাকে
আত্ম প্রীতি লুক্কায়িত।
আত্ম তৃপ্তিতরে সদা জীবগণ
হয় কর্ম্মে নিয়োজিত॥

মানবের কর্ম্মে প্রীতি বা অপ্রীতি
যদি ঈশ্বরের হয়।
ঈশ্বরত্ব হীন সে কল্পিত ঈশ
জীব হ'তে ভিন্ন নয়॥

আত্মেতর বোধে প্রীতি বা অপ্রীতি
নহে ঈশে সম্ভাবিত।
সর্ব্ব অভিমানে চৈতন্য ঈশ্বর
খণ্ডে জীব নামান্বিত॥

জ্ঞানের স্ফুরণে জানে যবে জীব
কর্ম্ম মোক্ষপ্রদ নয়।
অভ্যস্ত করম কর্ম্মজ আনন্দ
ত্যাগ সুকঠিন হয়॥

অবিদ্যাভিভূত নরাধম সুধু
সংসার সেবায় রত।
পরমার্থ তরে মধ্য অবস্থায়
করে ধর্ম্ম কর্ম্ম যত॥

তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে কর্ম্ম ফলাফল
করি' স্থির নিরূপণ।
নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্টাপূর্ত্ত ব্রত
ত্যজিছে পণ্ডিতগণ ॥। ১৩।

যে রূপ যাহার অবস্থা চিত্তের
সে রূপ করম তার।
বাসনা আসক্তি বিবেক বৈরাগ্য
যে ভাব অন্তরে যার ॥

আত্মা স্বতঃ শুদ্ধ দেহ নিত্যাশুদ্ধ
শুদ্ধাশুদ্ধ জীব-মন।
'ওঁ বিষ্ণু' স্মরণে কি হয় বিশুদ্ধ
কেন কর আচমন?

জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি তুরীয়
এ অবস্থা চতুষ্টয়।
অকার উকার মকার অমাত্র
সংযোগে নির্ণীত হয় ॥

দেখিয়া তুরীয়ে আপন ভূমত্ব
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণ।
স্বীয় বিষ্ণুপদ দ্যোতক 'ওঁ বিষ্ণু'
করিতেন উচ্চারণ ॥

নিম্নাবস্থা ত্রয়ে স্থিত অজ্ঞ জীব
দেহে অভিমান যার।
"নমোবিষ্ণু" বলি করিত সে জন
দ্বৈত জ্ঞানে নমস্কার॥

এবে শূদ্রাধম তত্ত্বজ্ঞান হীন
ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ।
না বুঝিয়া মর্ম্ম ওঁ বিষ্ণু এবাক্য
করে বৃথা উচ্চারণ॥

বর্ণ অভিমানে আপন শূদ্রত্ব
অনুভব নাহি করে।
তাহে "নমোবিষ্ণু" করিছে ব্যবস্থা
অপর বর্ণের তরে॥

করে না আত্মজ্ঞ শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ
নির্ব্বিকার তার মন।
বিষ্ণুপদে স্থিত, 'ওঁ বিষ্ণু' স্মরণে
কি করিবে আচমন?

বিষয় পরশে রাগদ্বেষে দুষ্ট
হ'লে বহির্ম্মুখী মন।
স্মরিয়া স্বরূপ ব্যাপ্ত বিষ্ণুপদ
হয় শুদ্ধ জ্ঞানিগণ॥

রাগ দ্বেষ মোহে চির কলুষিত
বিমূঢ় বিষয়ি-মন।
মন্ত্র উচ্চারণে হয় শুদ্ধ, ইহা
সম্ভবে না কদাচন॥

তত্ত্ব উপদেশ ধারণে অক্ষম
শিশুর কোমল মন।
ব্রহ্মচর্য্যারম্ভে তাহাদের তরে
গায়ত্রীর প্রচলন॥

ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক যাতে প্রতিভাত
তাহার মনন তরে।
গায়ত্রীর অর্থ অবোধ শিশুর
মন উন্মেষণ করে॥

না জানি' ভাবার্থ হয়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট
বিমূঢ় ব্রাহ্মণগণ।
পোষাপাখী প্রায় আজীবন সবে
করে মন্ত্র উচ্চারণ॥

মন্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের মননে
না করি' নিবিষ্ট মন।
গায়ত্রীর জপ পুরশ্চরণাদি
করে এবে অকারণ॥

কে বরেণ্য দেব কি তাহার ভর্গ
না হইলে নিরূপিত।
তাহার মনন অথবা ধ্যানাদি
নহে কভু সম্ভাবিত।।

না করি' মনন "ধীমহি" বাক্যেই
যদি শ্রেয়লাভ হয়।
"ভক্ষয়ামি" জপে উদর পূরণ
কেন সম্ভাবিত নয়?

আছে বহু মন্ত্র গায়ত্রী ছন্দের
বেদ মধ্যে নিবেশিত।
এই মন্ত্রটীর বিশেষত্ব কিবা
কেন এত সম্মানিত?

চতুর্ব্বেদাধ্যায়ি মন্ত্রবিদ্‌গণ
নাহি লভে তত্ত্ব জ্ঞান।
গায়ত্রী মন্ত্রের কি আছে শকতি
করে মূঢ় জীবে ত্রাণ?

যেই সন্ধিস্থলে চরাচর বিশ্ব
সর্ব্বভূত হয় লয়।
জীব, পরমের সে সন্ধির ধ্যান
সন্ধ্যার তাৎপর্য্য হয়॥

প্রাতে সায়ংকালে দিন যামিনীর
সন্ধি করি' দরশন।
হইত ব্রাহ্মণ ব্যক্ত অব্যক্তের
সন্ধিধ্যানে নিমগণ॥

মধ্যাহ্ন সময়ে বিশ্ব প্রকাশক
রবি করি' দরশন।
রবি প্রকাশক আত্মসূর্য্য ধ্যানে
হ'ত দ্বিজ নিমগণ॥

জ্ঞানসূর্য্য অস্তে অবিদ্যা সন্ধ্যায়
তাদের সন্তানগণ।
মন্ত্র, অঙ্গভঙ্গী জল সিঞ্চনাদি
করিয়াছে প্রচলন॥

হর্ষ, শোক মোহ রাগ, দ্বেষ মলে
অশুচি জীবের মন।
বৈরাগ্য প্রবাহে হইলে বিধৌত
হয় শুচি জীবগণ॥

হ'লে সুত জাত হর্ষাদি জনিত
সূতক অশৌচ হয়।
শোক তাপাদিতে হয় মৃতাশৌচ
হইলে স্বজন ক্ষয়॥

স্বপ্নদৃশ্য সম জনম মরণ
দেখি' তত্ত্বজ্ঞানিগণ।
মৃতক সূতক অশৌচে অশুচি
নাহি হয় কদাচন॥

বিবেক বুদ্ধির তারতম্য হেতু
দেখ জীব-সাধারণ।
অল্পাধিক কাল ভোগে হর্ষশোক
যেরূপ যাহার মন॥

শোকাদি জনিত অশৌচে অশুচি
থাকে মূঢ় আজীবন।
হর্ষাদি জনিত সূতক অশৌচে
শুচিহীন সর্ব্বক্ষণ॥

গৌণ ব্রাহ্মণের রক্ষিতে প্রাধান্য
মূঢ় স্মৃতিকার গণ।
বর্ণের বিভেদে অশৌচের কাল
করিয়াছে নিরূপণ॥

মৃতক সূতক অশৌচ মনের
কদাপি দৈহিক নয়।
ক্ষৌরকর্ম্মে স্নানে হর্ষ শোকদূর
কভু কি সম্ভব হয়?

সুবিচার ক্ষুরে আসক্তি বাসনা
কেশ করি' বিমুণ্ডন।
হ'য়ে স্নাত, স্বচ্ছ বৈরাগ্য প্রবাহে
শুদ্ধ হয় জীবগণ॥

কার শৌচাশৌচ কিবা শৌচাশৌচ
না করিয়া নিরূপণ।
সন্ধ্যা, সন্ধ্যাবাধে করে বৃথা বাদ
বিমূঢ় ব্রাহ্মণগণ॥

হর্ষ শোকাদিতে বিহ্বল বিক্ষিপ্ত
অশুচি হৃদয় যার।
সন্ধি-ধ্যানরূপ মুখ্য সন্ধ্যাকর্ম্মে
হয় নিত্য বাধা তার॥

হে গৌণ ব্রাহ্মণ মানস অশৌচ
তব বিঘ্নকর নয়।
কর অঙ্গভঙ্গী জলসেক সহ
নিত্যসন্ধ্যা মন্ত্রময়॥

বাসনা আসক্তি মলে বিমলিন
জীবের অশুদ্ধ মন।
মল অপগমে হয় চিত্ত শুদ্ধ
ইহা শ্রুতি প্রবচন॥

সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম কিংবা
নৈমিত্তিক কর্ম্ম যত।
আসক্তি বাসনা বিনাশে সমর্থ
নহে ইহা সুসঙ্গত॥

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম আজীবন
করে যা'রা অনুষ্ঠান।
তাদের মনেও আসক্তিবাসনা
হিংসা ক্রোধ দীপ্যমান॥

বিষয় সংযোগে আসক্তিবাসনা
ক্রীড়া করে অবিরত।
বিষয় বিচারে বৈরাগ্য উদয়ে
হয় কাম অপহত॥

বিচার হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্য
তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়।
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি
কভু যুক্তি-যুক্ত নয়॥।১৪।

স্বরগ নরক কর্ম্মফল নিত্য
খৃষ্ট মহম্মদ বলে।
অনন্ত নরক অনন্ত স্বরগ
ভোগে জীব কর্ম্মফলে॥

করম হইতে কর্ম্মফল জাত
'তাহে ধ্বংসশীল হয়।
করম ফলের অনন্তত্ব কভু
বিচার-সম্মত নয়॥

শ্রুতি স্মৃতিমতে স্বরগ নরক
কর্ম্ম ফল নিত্য নয়।
স্বর্গ নরকাদি ভোগ অবসানে
পুনরায় জন্ম হয়॥।১৫।

পাপ পুণ্য ফল ভোগিবার তরে
স্বর্গ নরকাদি স্থান।
কোথা অবস্থিত কে দেখেছে তাহা
আছে বল কি প্রমাণ?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঊর্দ্ধদিকে সবে
করে স্বর্গ প্রদর্শন।
কোথা কত দূরে আছে বা কি ভাবে
নাহি তার নিরূপণ॥

দিবস রজনী গোলাকার পৃথ্বী
হয় সদা বিঘূর্ণিত।
দিবসে নির্দ্দিষ্ট ঊর্দ্ধ দিক্ হয়
নিশাকালে বিপরীত॥

আমেরিকা আর ভারত বাসীর
ঊৰ্দ্ধদিক এক নয়।
কিন্তু স্বর্গ লোক উভয় প্রদেশে
ঊর্দ্ধে নিরূপিত হয়॥

নহে স্বর্গ ঊর্দ্ধে অধে দক্ষ বামে
সম্মুখে পশ্চাতে স্থিত।
অজ্ঞানীর মনে সুখের আশায়
স্বর্গ লোক বিকল্পিত॥

স্থূলদর্শী জীব করে জড় নেত্রে
জড় রাজ্য দরশন।
সূক্ষ্মতর রাজ্যে করিতে প্রবেশ
প্রতিহত হয় মন॥

জড় জ্ঞানে তাই জড় রাজ্য রূপে
স্বর্গাদি কল্পনা করে।
নরকের ভয়ে হয়ে প্রকম্পিত
লোলুপ স্বর্গের তরে॥

স্বপনে যখন দেখ তুমি যুদ্ধ
অগণিত সেনাগণ।
মনোময় সেনা তব চিত্ত ক্ষেত্র
করে মাত্র আবরণ॥

আছে জড় দেহে ব্যাপ্তি পরিমাণ
করে স্থান আবরণ।
সূক্ষ্ম দেহী করে মনোরাজ্যে বাস
নাহি স্থানে প্রয়োজন ॥

স্বরগ নরক ভোগ অবসানে
যদি পুনর্জন্ম হয়।
পূর্ব্ব জন্ম কৃত কর্ম্ম ফলাফল
পরজন্মে ভোগ্য নয় ॥

স্বরগ নরকে পাপ পুণ্য ফল
ভোগে যদি হয় ক্ষ ।
পুনর্জন্মে জীব সকল সমান
ভিন্ন গতি কেন হয় ?

সৃষ্টি বৈচিত্রের সন্তাপ সুখের
আছে আর কি কারণ ?
কেন জন্মাবধি কেহ অন্ধ দীন
ধনী মানী অন্য জন ?

নর-পশু হ'তে রক্ষিতে সমাজ
পূর্ব্ব শাস্ত্রকারগণ।
করেছে কল্পনা নরকের ভয়
স্বরগের প্রলোভন ॥

সংযত করিতে তম গুণান্বিত
নররূপিপশুগণ।
রয়েছে জগতে দ্বিবিধ উপায়
ভয় আর প্রলোভন॥

স্বরগ নরক জীবের হৃদয়ে
আছে সদা সর্ব্বক্ষণ।
ভাগ্য বশে কেহ ভোগে সুখশান্তি
কেহ দুঃখে নিমগণ॥

ভূ র্ভু ব স্ব মহ জন তপ সত্য
এই সপ্ত স্বর্গ স্থান।
জ্ঞানের অবস্থা, জ্ঞান তারতম্যে
স্তরে স্তরে বিদ্যমান॥

সাধন প্রভাবে সপ্ত জ্ঞানভূমি
ক্রমে অতিক্রম ক'রে।
ব্রহ্মবিদ্ যোগী হয় নিমজ্জিত
জ্ঞানময় পরাবরে॥

অতল বিতল পাতাল সুতল
তলাতল মহাতল।
রসাতল নামে নরক সকল
বাসনা আসক্তি ফল॥

হিংসা ক্রোধ দ্বেষ লোভ মোহ শোক
বিচ্ছেদ নিরাশা যত।
নরক অনল, আসক্তি বাসনা
উগারিছে অবিরত॥

আসক্তি বাসনা জীবের হৃদয়ে
যত দিন বিদ্যমান।
সদা দগ্ধ জীব নরক অনলে
নাহি হয় নিরবাণ॥

আসক্তি বাসনা মহাপাপ আখ্য
বৈরাগ্যই পুণ্য হয়।
শান্তি স্বর্গভোগ অশান্তি নরক
কভু স্থান বাচ্য নয়॥ ১৬।

"নিত্য নৈমিত্তিক ইষ্টাপূর্ত্ত ব্রত
ভজন পূজন যত।
এ সকলে শ্রেয় নাহি হয় লাভ"
শ্রুতির এ অভিমত॥ ১৭।

"কর্ম্মে জ্ঞান লাভ নহে সম্ভাবিত
তাই ব্রহ্মজ্ঞান তরে।
ত্যজি' কর্ম্ম, লও ব্রহ্মবিদাশ্রয়"
শ্রুতি উপদেশ করে॥ ১৮।

"যজ্ঞাদি করমে হয় শ্রেয় লাভ
মূঢ়গণ মনে করে।
পুনঃ পুন জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু
রয়েছে তাদের তরে" ॥ ১৯।

ভক্তি সূত্র মতে কর্ম্ম হ'তে ভক্তি
কভু সম্ভাবিত নয়। ২০।
বেদান্তের মতে জ্ঞান অঙ্গ নিত্য
জ্ঞানে কর্ম্ম ধ্বংস হয়॥

নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য আদি ভেদে
ধর্ম্ম কর্ম্ম আছে যত।
যোগ বিঘ্নকারী যোগি জন ত্যজ্য
যোগ শাস্ত্র অভিমত॥ ২১।

কায়িক বাচিক আর মানসিক
শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম যত।
পুরাকাল হ'তে ধর্ম্ম আখ্যা তার
জৈমিনির অভিমত॥ ২২।

পূর্ব্ব মীমাংসার প্রাথমিক সূত্র
"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"।
করেছে জৈমিনি যজ্ঞাদি করম
ফলাফল সুমীমাংসা॥

বেদান্ত দর্শনে প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম
শ্রুতি সমন্বয় আশা।
তাই ব্রহ্মসূত্রে সূত্রের প্রারম্ভে
"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"॥

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর ধর্ম্মই উদ্দেশ্য
ধর্ম্মই জিজ্ঞাস্য হয়।
ধর্ম্মাভিলাষীর ব্রহ্মজ্ঞানোদয়
কদাপি সম্ভব নয়॥

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান
নাহি ধর্ম্মে আকিঞ্চন।'
নহে ব্রহ্মজ্ঞান ধরম সাপেক্ষ
কর্ম্মে কিবা প্রয়োজন?

উৎপত্তি, সংস্কার প্রাপ্তি ও বিকার
কর্ম্ম-পরিণাম হয়।
নিত্য নির্ব্বিকার ভূমা ব্রহ্মজ্ঞান
কভু কর্ম্ম-ফল নয়।

নিত্য নির্ব্বিকারে উৎপত্তি, বিকার
সংস্কার সম্ভব নয়।
অহং-জ্ঞান·গম্য স্বতঃ আপ্ত আত্মা
কিরূপে প্রাপ্তব্য হয়?

১৭

অবিদ্যা কল্পিত দেহাত্মক জ্ঞানে
আত্মা জীব আখ্য হয়।
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে স্বরূপাধিগমে
আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বময়॥

আত্মজ্ঞান কভু সংস্কার্য্য, বিকার্য্য
উৎপাদ্য বা আপ্য নয়।
জ্ঞান, কর্ম্ম মার্গে বিভিন্ন সাধন
সাধ্যও বিভিন্ন হয়॥

করম ব্যতীত ক্ষণমাত্র জীব
নাহি রহে কদাচিত।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম্ম বায়ুভরে
হয় সদা আকর্ষিত॥

বিষয়ে আসক্ত মোহ-মুগ্ধ জীব
কভু যোগ-ক্ষম নয়।
রূপাদি কল্পনা পূজা, জপ, তপ
তাহাদের তরে হয়॥

শুভ কি অশুভ কর্ম্ম যতদিন
থাকে জীবে বিদ্যমান।
নাহি হয় যোগ তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি
তাপ রয় নিরবাণ॥

অধম জীবের দুর্ম্মতি নিবৃত্তি
ধর্ম্মে প্রবৃত্তির তরে।
শিব-বাক্য ছলে তন্ত্রগ্রন্থ যত
কর্ম্ম উপদেশ করে॥ ২৩।

তৄধাতু হইতে তীর্থ সংসাধিত
অর্থ তার উত্তরণ॥
পাপ তাপ হ'তে হইতে উত্তীর্ণ
হয় তীর্থ প্রয়োজন॥

গয়া কুরুক্ষেত্র প্রভাস পুষ্কর
জগন্নাথ পশুপতি।
গঙ্গোত্রী যম্নোত্রী সাগর সঙ্গম
গোদাবরী সরস্বতী॥

গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অযোধ্যা দ্বারকা
হরিদ্বার বৃন্দাবন।
কামাখ্যা কেদার হিংলাজ অমর
কৈলাস নৈমিষবন॥

তীর্থের মহিমা পাপক্ষয় মুক্তি
পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত।
প্রমাণের তরে বহু আখ্যায়িকা
হইয়াছে প্রকল্পিত॥

কল্পিত কাহিনী করি' সত্য জ্ঞান
যত অজ্ঞ জীবগণ।
সহি' নানা ক্লেশ কত শত তীর্থ
করিতেছে পর্য্যটন ॥

করে দেহ ধৌত যমুনা জাহ্নবী
সিন্ধু নর্ম্মদার জল।
হয় ধৌত জলে দেহের মালিন্য
কিন্তু থাকে চিত্তমল ॥ ২৪।

জ্ঞান নেত্র যার রহেছে আবৃত
অবিদ্যার আবরণে।
কি ফল তাহার স্বধু জড় নেত্রে
জড় মূর্ত্তি দরশনে ?

আজীবন কিংবা বংশ পরম্পরা
আছে তীর্থবাসী যত।
আসক্তি বাসনা কাম ক্রোধ লোভ
মোহ মাৎসর্য্যাদি রত ॥

আজীবন যারা করে তীর্থবাস
তারা পাপ-মুক্ত নয়।
কিরূপে হইবে তীর্থ পর্য্যটনে
পুণ্য লাভ পাপ ক্ষয় ?

করি' পর্য্যটন বহুল আয়াসে
শত শত তীর্থস্থান।
নাহি হয় পুণ্য কিংবা পাপ ক্ষয়
বাড়ে ধর্ম্ম অভিমান॥

মানস জঙ্গম ভৌম তীর্থ ভেদে
আছে শাস্ত্রে তীর্থত্রয়।
যাহা আলম্বনে ব্যাধি, ভ্রম, তাপ
জীব সমুত্তীর্ণ হয়॥

প্রাকৃতিক দৃশ্যে শোভিত যে ভূমি
জল বায়ু স্বাস্থ্যকর।
ফল শস্যপূর্ণ সাধুজন যথা
করে বাস নিরন্তর॥

সে সকল ভূমি ভৌম তীর্থ নামে
হইয়াছে নির্দ্দেশিত।
ভূমির মাহাত্ম্যে হয় ব্যাধি দূর
দুঃখ ক্লেশ অন্তরিত॥

ভৌম তীর্থ বাসে হয় সুস্থ সুখী
রোগমুক্ত জীবগণ।
পাপ তাপ ক্ষয় পুণ্য মোক্ষ লাভ
আশা করে অকারণ॥। ২৫।

অসুস্থের তরে এখনো ব্যবস্থা
করিছে ভীষকগণ।
পার্ব্বত্য প্রদেশ সমুদ্রের তীর
স্বাস্থ্যপ্রদ নদী বন॥

তত্ত্ব-জ্ঞানিগণ জঙ্গম তীরথ
নামে হয় অভিহিত।
যার বাক্যোদকে হয় মন ধৌত
চিত্ত-মল বিদূরিত॥ ২৬।

জঙ্গম তীর্থের নিয়ত সেবায়
সদ্যঃফল লাভ হয়।
ভ্রম দ্বিধা মোহ হ'য়ে বিদূরিত
হয় তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়॥

জীবন্ত জাগ্রত এ সদ্যঃফলদ
তীর্থে করি' অনাদর।
করে প্রক্ষালন দেহ, গঙ্গাজলে
যত অনভিজ্ঞ নর॥

শম দম শ্রদ্ধা তিতিক্ষা বিরতি
মুমুক্ষুত্ব সমাধান।
মানস তীরথ, যাহার সেবায়
লভে জীব নিবারণ॥ ২৭।

ত্রিবিধ তীর্থের ভিন্ন অধিকারী
ফল ভিন্ন ভিন্ন হয়।
শারীরিক স্বাস্থ্য ভ্রম দ্বিধা দূর
ত্রিবিধ দুঃখের লয়॥

অজ্ঞানতা বীজে কর্ত্তৃত্বাভিমান
বিটপী উৎপন্ন হয়।
শুভাশুভ কর্ম্ম শাখাপত্র তার
সুখ দুঃখ ফল দ্বয়॥

কর্ত্তৃত্ব, করম, কর্ম্মফল, সুখ,
দুঃখাদি অবিদ্যাময়।
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অবিদ্যাপগমে
হয় এ সকল লয়॥।২৮।

সকাম নিষ্কাম দ্বিবিধ করম্
করে সদা জীবগণ।
কামনা হইতে উৎপন্ন সকাম
কর্ত্তৃরূপে স্থিত মন॥

সকাম করমে কর্ত্তৃরূপে মন
করে দেহ নিয়োজিত।
মনের আদেশে দেহেন্দ্রিয় হ'তে
হয় কর্ম্ম সম্পাদিত॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শৌচ প্রস্রাবাদি
কামনা সম্ভূত নয়।
স্বাভাবিক ক্রমে শরীরে উৎপন্ন
সেহেতু নিষ্কাম হয়॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শৌচ প্রস্রাবাদি
দেহ সহ বিদ্যমান।
দৈহিক করম কর্ম্মফল হয়
দেহসহ অবসান॥

স্রক চন্দনাদি ইন্দ্রিয় সম্ভোগে
মন প্রবর্ত্তক হয়।
বৈরাগ্য উদয়ে বাসনাপগমে
হয় এসকল লয়॥

সংস্কার কামনা জাত নিত্য, কাম্য,
নৈমিত্তিক কর্ম্ম যত।
হয় রবি করে অন্ধকার প্রায়
জ্ঞানালোকে ধ্বংস গত॥

জ্ঞানী অজ্ঞানীর দৈহিক করম
কামনা বিহীন হয়।
অজ্ঞানীর অন্য নিষ্কাম করম
বিচার সম্মত নয়॥

করে জীবন্মুক্ত নিষ্কাম করম
নাহি কর্ত্তৃত্বাভিমান।
নাহি লাভালাভ আসক্তি বাসনা
হরষ বিষাদ জ্ঞান॥

বিষয় প্রপঞ্চে নহে অভিভূত
কভু তত্ত্বজ্ঞের মন।
বায়ু সঞ্চালিত শুষ্কপর্ণ প্রায়
করে ভবে বিচরণ॥

নাহি করে স্তুতি জপতপ নতি
নাহি পূজ্য কোন জন।
জটিল কুটিল শ্রুতি স্মৃতি পথে
নহে ভ্রান্ত কদাচন॥

ঐহিক সম্ভোগ পারত্রিক সুখ
স্বর্গ মোক্ষ নাহি চায়।
নিশ্চেষ্ট সে জন প্রারব্ধ প্রবাহে
অনন্তে মিশিয়া যায়॥

ইহ পরকালে সুখের কামনা
দুঃখ নরকের ভয়।
নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যাদি সকল
করমের ভিত্তি হয়॥

মুমুক্ষুর তরে বিচার বৈরাগ্য
এই দুই আলম্বন।
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ধর্ম্ম কর্ম্মে
নাহি কোন প্রয়োজন ॥ । ২৯ ।

ভক্তি।

দুঃখের নিবৃত্তি আর সুখ প্রাপ্তি আশে,
আজীবন লালায়িত যত জীবগণ।
তাই তাতে হয় বদ্ধ অনুরাগ পাশে,
করে যাহা সুখদান দুঃখ নিবারণ॥

পাত্র ভেদে অনুরাগ ভিন্ন নামান্বিত,
রমণীতে প্রেম, স্নেহ সন্তানে অনুজে।
শ্রেষ্ঠে গুরুজনে হয় শ্রদ্ধা সমুদিত,
ভক্তি প্রেম উপহারে জগদীশে পূজে॥

যতদিন থাকে সুখ, সুখের প্রত্যাশা,
থাকে ততদিন তাতে দৃঢ় অনুরাগ।
হ'লে ধ্বংস সুখ, কিংবা সুখ লাভ আশা,
অনুরাগ হয় দূর, জনমে বিরাগ॥

পতি পত্নী, পিতা পুত্রে, অগ্রজ অনুজে
করে ত্যাগ, হয় যদি দুঃখের কারণ।
এক দেবে ত্যজি, কেহ অন্য দেবে পূজে,
হয় আত্ম-সুখ হেতু ঈশ প্রয়োজন॥

তোমার সুখের তরে জগত সংসার,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধন ভজন।
সুখ অপগমে বিশ্বে কেহ নহে কার,
সুখের বাসনা জাত আসক্তি বন্ধন ॥ ১।

তব নেত্র তৃপ্তিকর পদার্থ সুন্দর,
অন্যের সুন্দর নহে সুন্দর তোমার।
তব কর্ণ তৃপ্ত যাতে তাহাই সুস্বর,
তাই উপাদেয় যাহা প্রীতিকর যার ॥

অপরের ধর্ম্ম নহে ধরম তোমার,
অপরের ঈশ নহে ঈশ তব তরে।
বিদেহ কৈবল্য মুক্তি করি' পরিহার,
বৃন্দাবনে শৃগালত্ব কেহ বাঞ্ছা করে ॥ ২।

সুখরূপী ভূমা আত্মা সুখের আধার,
মায়ার বিকাশে সুধু পরিচ্ছিন্ন হয়।
তাই চাহে জীবগণ সুখ অনিবার,
আত্মার স্বভাব সুখ, আত্মানন্দময় ॥ ৩।

মনরূপী মায়া যবে করে আবরণ,
দেখে জীব আত্মেতর জগত সংসার।
বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের সংযোগে তখন,
হয় বহির্মুখী ভুলে স্বরূপ তাহার ॥

চাহে সুখ শব্দ স্পর্শ রসাদি বিষয়ে,
ধন মান যশ হ'তে সুখ পেতে চায়।
করে কত যত্ন, ভীত হয় ধ্বংস ভয়ে,
অনিত্য বিষয়ে জীব সুখ নাহি পায়॥

বিদ্যা বল শৌর্য্য বীর্য্য ক্ষমা দয়া ধৃতি,
সৌন্দর্য্য লাবণ্য লজ্জা সারল্য বিনয়।
তিতিক্ষা বিরতি দম বিজ্ঞান প্রভৃতি,
গুণযুত নরনারী সকলে কি হয়?

গুরু পিতা মাতা দারা অনুজ সন্তান,
শারীরিক মানসিক অপূর্ণতাময়।
অপূর্ণে সম্পূর্ণ ভাব করিতে প্রদান,
নাহি পারে জীব, কভু স্বাভাবিক নয়॥

হ'য়ে রূপে গুণে মুগ্ধ প্রেমে নিমগন,
ভুজ পাশে হ'য়ে বদ্ধ প্রিয় জন সনে।
নিশিদিন প্রেম ভোগে করিয়া যাপন,
নাহি হয় তৃপ্তি কভু প্রেমিকের মনে॥

বিস্মৃতি সাগর গর্ভে বিশ্ব লীন হয়,
প্রিয়া প্রিয় বিনা কিছু না থাকে সংসারে।
প্রেমময় দেহেন্দ্রিয়, মন প্রেমময়,
নিমজ্জিত হয় 'দুহু' প্রেম পারাবারে॥

গাঢ় হ'তে গাঢ়তর আলিঙ্গন করে,
প্রাণের পিপাসা তবু নাহি মিটে তায়।
অজ্ঞাত অভাব এক হৃদয় কন্দরে,
থাকে বিদ্যমান সদা, সুখ নাহি পায়॥

যেখানে মিলন তথা বিরহের ভয়,
মিলনে বিরহ ভয় করে সন্তাপিত।
বিচ্ছেদ অনলে দগ্ধ প্রেমিক হৃদয়,
বিচ্ছেদ মিলন দুই সুখবিরহিত॥

প্রেম পারাবারে ডুবে লুব্ধ জীবগণ,
সুখ রত্ন আহরণ করিবারে যায়।
নাহি মিলে সুখ হয় বৃথা আকিঞ্চন,
মিটেনা পিপাসা সুধু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়॥ ৪।

অপূর্ণ বিষয় তা'তে পরিচ্ছিন্ন সুখ,
পরিচ্ছিন্ন অনুরাগ ভক্তি প্রেম যত।
অতৃপ্ত হৃদয় হ'য়ে বিষয়ে বিমুখ,
হয় পূর্ণতম সুখ সন্ধানে নিরত॥

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নিয়ন্তা বিধাতা,
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দয়া প্রেম বিভূষিত।
সুখশান্তি কর্ম্মফল স্বর্গ মোক্ষ দাতা,
অন্তর্যামী জগদীশ হয় প্রকাশিত॥ ৫।

সুখ উপাদানে হয় স্বরগ কল্পিত,
সুধা পেয়, যজ্ঞহবিঃ নৈবেদ্য আহার।
পারিজাত গন্ধে দিক্ হয় আমোদিত,
উর্ব্বশী মেনকা সহ সতত বিহার॥

নাহি তথা জরা ব্যাধি নাহি মৃত্যুভয়,
নাহি শোক পরিতাপ বিচ্ছেদ যাতনা।
নাহি তথা প্রবঞ্চনা, নিরাশ-প্রণয়,
নাহি শ্রম আকিঞ্চন আশার ছলনা॥

পিতা মাতা পতি সখা সুত সম্বোধনে,
ডাকে জীব জগদীশে চাহে দরশন।
সালোক্য সামীপ্য আশা থাকে কারো মনে,
সারূপ্য সাযুজ্য মুক্তি চাহে কোন জন॥

ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য, মুক্তি পাইবার তরে,
করে জীব আজীবন কঠোর সাধন।
বিষয়সম্ভোগসুখ পরিহার ক'রে,
ভক্তি উপহারে পূজে ঈশের চরণ॥ ৬।

আধার আধেয় হ'তে হ'লে ক্ষুদ্রতর,
ধারণ করিতে কভু সক্ষম কি হয়?
মন হ'তে গ্রহণীয় বস্তু হ'লে বড়,
গ্রহণ ধারণ করা সম্ভাবিত নয়॥

মন হ'তে বড় বিশ্ব জীবের আশ্রয়,
বিশ্ব হ'তে বড় মায়া জগত আধার।
মায়া হ'তে মায়াধীশ ঈশ বড় হয়,
তাই তিনি মনাতীত অগম্য অপার॥

যে ঈশ্বর জীবমনে হয় প্রকল্পিত,
যে ঈশের ধ্যান সদা করে ভক্তগণ।
সে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন মন-পরিমিত,
পরিমিত বস্তু ঈশ নহে কদাচন॥

গুণ মনোগ্রাহ্য কিন্তু গুণী মনাতীত,
অতীন্দ্রিয় জগদীশ মনোগম্য নয়।
তাই মূর্ত্তি অবতার হয় প্রকল্পিত,
চৈতন্য স্বরূপ শেষে জড়রূপী হয়॥৭।

স্থাণুতে পুরুষ, কাচে হীরক দর্শন,
বিষয়ে বিষয়ান্তর হইলে প্রত্যয়,
অধ্যাস বা ভ্রম তাহা বলে সর্ব্বজন,
বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানে ভ্রম দূর হয়॥

শালগ্রামে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু দরশন,
শিলা লিঙ্গে চিন্ময় শিবের প্রত্যয়।
ধাতু বা দারু বিগ্রহে ঈশ নিরূপণ,
ইচ্ছাকৃত ভ্রম ইহা আকস্মিক নয়॥

মনেন্দ্রিয় দোষে কিংবা অপর কারণে,
বিষয়ে·বিষয়ান্তর হইলে প্রত্যয়।
স্বরূপাধিগমে কিংবা তত্ত্ব নিরূপণে,
অনায়াসে অল্পকালে ভ্রান্তি দূর হয় ॥

কোষকার কীটপ্রায় অজ্ঞ জীবগণ,
স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তিকোষে দৃঢ় বদ্ধ হয়।
করে জড় উপাসনা পূজা আমরণ,
নাহি হয় ইচ্ছাকৃত ভ্রমের বিলয় ॥

যে রূপের উপাসনা করে ভক্তগণ,
কল্পিত, মায়িক তাহা কভু ব্রহ্ম নয়। ৮।
যেই নাম করে ভক্ত জপ সঙ্কীর্ত্তন,
জীবের প্রদত্ত তাহা নাহিক সংশয় ॥

মায়ায় জীবত্ব হয় ব্রহ্মে অধ্যাসিত,
প্রকাশিতে জীবভাব হইয়াছে ভাষা।
বর্ণ শব্দ বাক্য ভাষা জীব প্রকল্পিত,
রাম-কৃষ্ণ নামে মুক্তি বিফল প্রত্যাশা ॥

এক হ'তে অপরের প্রভেদ রক্ষণে,
বিচিত্র পদার্থ হয় ভিন্ন নামান্বিত।
বিনা বস্তুজ্ঞান স্তুধু নাম উচ্চারণে,
বস্তুর স্বরূপ নাহি হয় নিরূপিত ॥

অন্ধ যদি সূর্য্যনাম যপে অবিরত,
হয় কি তাহাতে তার সূর্য্যদরশন ?
অদ্বয় চৈতন্য সর্ব্বরূপী সর্ব্বগত,
অনামক তারে শ্রুতি করে নিরূপণ ॥

"কলির জীবের তরে যোগ জ্ঞান নয়,
হয় হরিনামে মুক্তি" বলে ভক্তগণ।
সত্য ত্রেতা নহে কাল অবস্থা নিচয়,
ঐতরেয়, ভারতাদি করে নিরূপণ ॥

সুপ্তিতুল্য মোহাবস্থা কলি নামান্বিত,
দ্বাপর, যখন হয় কিঞ্চিৎ স্পন্দন।
ত্রেতা অবস্থায় জীব হয় সমুত্থিত,
লভি' তত্ত্বজ্ঞান সত্যে করে বিচরণ ॥ । ৯ ।

জ্ঞান অজ্ঞানের এই স্তর চতুষ্টয়,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি যুগে বিকল্পিত।
দ্বাপরে সে দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাশয়,
হয়েছিল 'পূর্ণ—কলি' নামে অভিহিত ॥

দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ চরণে দলিত,
ধর্ম্মভ্রষ্ট কাপুরুষ ভারত সন্তান।
হয় কলি-কবলিত অবিদ্যা আবৃত,
কিন্তু সর্ব্বদেশে কলি নহে বিদ্যমান ॥

সত্যতেজে জাপানের তরুণ তপন,
উজলিয়া পূর্ব্বদিক্ হতেছে উদিত।
দেখ ইউরোপ আদি দেশ বাসিগণ,
শকতি বিজ্ঞানে জ্ঞানে সত্যে বিরাজিত ॥

কালের বিবর্ত্তে দেখ জগত ভিতরে,
হইতেছে মানবের উত্থান পতন।
পতিত ভারতবাসী কলি মনে করে,
মানে বর্ত্তমানে 'সত্য' সমুন্নতগণ ॥

নহে যথা এবে বিশ্ব কলি-কবলিত,
দেশভেদে সত্য, কলি কর দরশন।
সেইরূপে সত্য, কলি অবস্থায় স্থিত,
মনোবৃত্তি অনুসারে যত জীবগণ ॥

এইরূপ কলিগ্রস্ত মূঢ় জীব তরে,
যোগ কিংবা জ্ঞান মার্গ উপযুক্ত নয়।
কিন্তু অজ্ঞানীর মুক্তি, নাম জপ ক'রে,
শ্রুতি মতে, যুক্তি বলে, সিদ্ধ নাহি হয় ॥

জ্ঞানবিনা মুক্তি নাহি হয় কদাচন,
দর্শন, বেদান্ত, বেদে দেখিয়া প্রমাণ।
করিয়াছে, করিতেছে প্রাজ্ঞ ভক্তগণ,
"জ্ঞানের স্বরূপ ভক্তি" এই সমাধান ॥ ৯ক।

দর্শনাদি অনভিজ্ঞ অজ্ঞ ভক্তগণ,
জ্ঞানরূপা শ্রেষ্ঠা ভক্তি করি হেয় জ্ঞান।
দাস্য, কামরূপা ভক্তি করে আলম্বন,
বিদেহ কৈবল্য দেখে পিশাচী সমান॥

নিশাচর প্রমুদিত হয় অন্ধকারে,
রবিকর তাহাদের প্রীতিপ্রদ নয়।
দিবা হেয়, নিশা প্রিয় তাদের বিচারে,
তাই প্রিয় যাহা যার উপযোগী হয়॥

পরকীয়া-প্রেম, ছল, অভিসার তরে,
অবিদ্যার অমানিশা হয় প্রয়োজন।
তাই দীপ্ত জ্ঞানালোক হেয় মনে করে,
বলে উহা বিষভাণ্ড নব্য ভক্তগণ॥

যোগী ন্যাসী জ্ঞানিগণে করে পরিহার,
বিরাগি ভোগীর সহ কিবা প্রয়োজন।৯খ
ইন্দ্রিয় সেবায় মত্ত আরাধ্য যাহার,
দূতী সখী সহ তার সুখ সম্মিলন॥

পবিত্র জ্ঞানের সম নাহি কিছু আর,
ব্রহ্মভূত হয় যোগী গীতার বচন।৯গ
শ্রেষ্ঠতম যাহা কৃষ্ণ করেছে স্বীকার,
কিরূপে তা হেয় বলে কৃষ্ণ-ভক্তগণ॥

কত মহাভক্ত কত প্রেম অবতার,
হ'য়ে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত কৃষ্ণ কামনায়।
ত্যজি' ধন জন মান ত্যজিয়া সংসার,
কাঁদিয়াছে পথে পথে করি' হায় হায়॥

ভাসিয়াছে আজীবন নয়ন সলিলে,
রোদন মূর্চ্ছা কি শান্তি. মুক্তির লক্ষণ ?
যাহার অস্তিত্ব নাই প্রেমে কি তা মিলে ?
বিফল ভকতি প্রেম দ্বৈত আরাধন॥

"অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর,
কাহাঁ যাও কাহাঁ পাও মুরলী বদনে।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর,
রাত্রিদিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে॥

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার,
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সঙ্ঘর্ষণ।
আবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্ত ধার,
স্বরূপ গোসাঞি শব্দ শুনিল তখন॥

প্রভু কহে ক্ষোভে ঘরে না পারি রহিতে,
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে।
দ্বার না পাইয়া মুখ লাগে চারিভিতে,
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে॥

শঙ্কর প্রভুর ঘরে করেন শয়ন,
তার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
যেই করে সেই বোলে উন্মাদ লক্ষণ,
তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাব্জ ঘষিতে" ॥

ঈশ্বর, প্রেরিত, মুক্ত, সিদ্ধ, অবতার,
কাহার অবস্থা শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত ?
হয় তার এই দশা, প্রেমাদি যাহার,
কল্পিত অলীক দেবে হয় সমর্পিত ॥

"অহম্ মমাদি" যত গীতার বচন,
দেবকী নন্দন তার প্রতিপাদ্য নয়।
এই অহঙ্কারাদেশে আর্য্য ঋষিগণ,
করিতেন উপদেশ অধ্যাত্ম বিষয় ॥

ঋষি প্রচলিত চির প্রথা অনুসারে,
তদুক্ত বেদান্ত বাক্য করি' উচ্চারণ।
অবতাররূপে কৃষ্ণ আরাধ্য সংসারে,
নহে কেন অবতার সেই ঋষিগণ ?

যোগে আত্মবিদ্ যোগী ব্রহ্মভূত হয়,
সে বিভুত্ব বুথানেও না হয় বিস্মৃত।
তার অহমাদি উক্তি দেহাত্মক নয়,
অহং পদে ভূমা আত্মা হয় নিরূপিত ॥

যোগীর আত্মিক বাক্য করিয়া শ্রবণ,
দেখি' জড় দেহ তার অনাত্মজ্ঞ যত।
অহং প্রতিপাদ্য দেহী করি' নিরূপণ,
হয় অবতার জ্ঞানে সাধনে নিরত॥

"অহং ব্রহ্ম অস্মি" বক্তা ঋষির সন্তান,
হীনচিত্ত দীন দাসে এবে পরিণত।
সেবায় আনন্দ, দাস্যে মুক্তি অভিমান,
হীন দাসত্বের ধর্ম্মে অহঙ্কার কত॥

জনম হইতে করে দাসত্ব ভীতির,
জীবিকা অর্জ্জন তরে দাস্যবৃত্তি করে।
সমাজে রীতির দাস করমে স্মৃতির,
বহিছে দাসত্ব স্রোত ধমনী ভিতরে॥

নহে তৃপ্ত দাস্য-ভাব সেবার বাসনা,
করিয়া দাসত্ব স্তুতি সেবা আজীবন।
পরলোকে পুন দাস্য করিছে কামনা,
কল্পনায় সেব্য প্রভু করিয়া সৃজন॥ ৯৫।

সন্ধ্যাকালে কুঞ্জবনে করিয়া শয়ন,
সুমধুর প্রেমালাপ হাস্য পরিহাস।
করেন যে কালে রাধা রাধিকারমণ,
সে সময়ে পদসেবা কারো অভিলাষ॥৯৬

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, নামে, দাস ভারত সন্তান,
দাসত্বের পঙ্কে দেখ করিছে লুণ্ঠন।
ত্যজিয়া বেদান্ত বেদ দর্শন বিজ্ঞান,
প্রভু প্রভু বলি' বৃথা করিছে রোদন॥

সুধু দাসত্বেও সবে পরিতৃপ্ত নয়,
দাসী, উপপত্নী ভাবে করিছে সাধন।
হাব ভাব রমণীর নারীর আশয়,
ললনা কটাক্ষ, গতি, বসন, ভূষণ॥

ভীরু কাপুরুষ হিন্দু নপুংসক প্রায়,
সভ্যাসভ্য যত জাতি করিছে ঘোষণা।
নাহি অপমান, ঘৃণা, নাহি লাজ তায়,
রমণী হইতে পুন করিছে বাসনা॥ ৯৮।

রমণীর বেশে হায়! করিছে নর্ত্তন,
জাতি ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ঋষির সন্তান।
ইহা হ'তে সমধিক সমাজপতন,
মানবের ইতিহাসে নাহি বিদ্যমান॥

তুমি কিহে সেই ভানু? যাহার কিরণে,
হ'ত উদ্ভাসিত পূর্ব্ব আর্য্য ঋষিগণ।
কি দেখিছ এবে আর কি ভাবিছ মনে,
হও অস্তমিত, রশ্মি কর সম্বরণ॥

হউক ভারত চির আঁধারে মগন,
এ বীভৎস দৃশ্য যেন নাহি দেখি আর।
কিংবা দীপ্ত জ্ঞানরশ্মি করি' বিকীরণ,
কর দূর অবিদ্যার অমা-অন্ধকার ॥

দুর্দ্ধর্ষ অগস্ত্য ঋষি নাহি এবে আর,
কেন ভীত, স্তব্ধ, তুমি ভারত সাগর ?
উত্তাল তরঙ্গ মালা করিয়া বিস্তার,
ডুবাও ভারতে সহ গহন নগর ॥

তব জলে দাসগণ হ'লে বিপ্লাবিত,
সহ কলঙ্কের রাশি স্মৃতি ইতিহাস।
নব ঋষিগণ পুন হ'য়ে অভ্যুদিত,
জ্ঞানালোকে ত্রিভুবন করিবে প্রকাশ ॥

কি দেখিছ উচ্চ শিরে ওহে হিমাচল,
দেখি ভারতের দশা নাহি হয় লাজ ?
গড়াও দক্ষিণ দিকে যথা সিন্ধুজল,
কর নিষ্পেষিত হীন দাসের সমাজ ॥

কিংবা কেশে ধরি সবে করিয়া উদ্ধার
রাখ তব ক্রোড়ে যথা ঋষিদের স্থান।
উদ্ঘাটিয়া তাহাদের জ্ঞানরত্নাগার।
তত্ত্বজ্ঞান-রত্ন দানে কর পরিত্রাণ ॥

কৃষ্ণ অন্বেষণ সুধু চিত্তের বিভ্রম,
দ্বাপরে ব্যাধের শরে কৃষ্ণ হত হয়।
অজ্ঞানী হইলে কৃষ্ণ লভেছে জনম,
হ'লে জ্ঞানী হইয়াছে ভূমা জ্ঞানে লয়॥

হয় পুনর্জন্মে নব দেহ অভিমান,
ভূমাজ্ঞানে "আমিকৃষ্ণ" বোধ নাহি আর।
নাহি তথা দ্বৈত বোধ যথা ভূমাজ্ঞান,
বৃথা কৃষ্ণ সম্বোধন ভক্তি উপহার॥

যদি বল রাম-কৃষ্ণ করিছে বিহার,
সূক্ষ্ম দেহে, স্থূল দেহ করি বিসর্জ্জন।
তাহা হ'লে পৌরাণিক দশ অবতার,
যুক্তি অনুসারে সিদ্ধ হয় কি কখন?

ছিল যবে সূক্ষ্ম মীনরূপে নারায়ণ,
কূর্ম্মরূপে কোনজন করিল বিহার?
বরাহ, নৃসিংহ সূক্ষ্ম স্বরূপে যখন,
বলিকে ছলিতে কেবা বামনাবতার?

ছিল যদি রামরূপে পূর্ণ ভগবান,
পরশুরামের দেহে ছিল কোন জন?
সূক্ষ্ম রামদেহে যবে ছিল অভিমান,
কে করিল গোপিকার বসন হরণ?

যদি বৃন্দাবনে সূক্ষ্ম কৃষ্ণরূপে স্থিত,
কে করিল বুদ্ধরূপে জনম গ্রহণ ?
স্থূল সূক্ষ্ম বহুরূপে যদি বিরাজিত,
নহে কেন সর্ব্বদেহে স্থিত নারায়ণ ?

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ—বপু বলে ভক্তগণ,
প্রকৃতি বা পঞ্চভূত-জাত ইহা নয়।
বন্ধ্যাপুত্র প্রায় ইহা প্রলাপ বচন,
বিজ্ঞান বা যুক্তি বলে সিদ্ধ নাহি হয় ॥

দেবকী-শোণিত, বসুদেব-শুক্র যোগে,
প্রাকৃতিক ক্রমে কৃষ্ণ দেহ জাত হয়।
বাল্যাদি অবস্থা আর ইন্দ্রিয় সম্ভোগে,
কৃষ্ণ দেহ অন্য হ'তে কভু ভিন্ন নয় ॥

শ্যামল কিশোর রূপ কভু নিত্য নয়,
শুক্রমধ্যে কীট, গর্ভে ভ্রূণরূপ ধরে।
কৈশোর শৈশবাবস্থা যে দেহের হয়,
প্রৌঢ় বার্দ্ধক্যাদি তার কিসে রোধ করে ?

ত্রিবিধ সত্তার শাস্ত্র করে নিরূপণ,
এক পরমার্থ সত্তা ব্রহ্ম নিরমল।
দ্বিতীয় ব্যবহারিক জড় জীবগণ,
তৃতীয় আভাস সত্তা যথা মরুজল ॥

বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানে বিলুপ্ত আভাস,
ব্রহ্মজ্ঞানে মায়াময় বিশ্ব লুপ্ত হয়।
পরমার্থে এক আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ,
আভাস ব্যবহারিক কিছু সত্য নয়॥

রূপ গুণ হীন ব্রহ্ম ভূমা নির্ব্বিষয়,
হয় প্রকৃতিতে রূপ গুণের অধ্যাস।
অপ্রাকৃত রূপ গুণ সিদ্ধ নাহি হয়,
ভ্রান্তের কল্পনা অজ্ঞ করিছে বিশ্বাস॥

দর্শনাদি শাস্ত্রে ষট্ প্রমাণ স্বীকৃত,
প্রত্যক্ষ, অনুপলব্ধি, শব্দ, উপমান।
অর্থাপত্তি, অনুমান নামে নির্দ্দেশিত,
অপ্রাকৃত বপু তাহে হয় কি প্রমাণ?

বহু জন্ম তব মম হয়েছে ব্যতীত,
নহ তুমি জ্ঞাত, আমি জানি সমুদয়।
গীতার এ কৃষ্ণবাক্যে হতেছে নিশ্চিত,
জন্মে, দেহাদিতে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত নয়॥

হইলে ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্ম প্রবল,
যুগে যুগে মায়াযোগে হয়েছে সৃজিত।
অবতার রাম কৃষ্ণ বুদ্ধাদি সকল,
চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা হয় প্রমাণিত॥

রাম কৃষ্ণ বুদ্ধাদির জনম মরণ,
শব্দঅনুমান যোগে হয় প্রমাণিত।
দেহিরূপে সর্ব্বদেহে নিত্য নিরঞ্জন,
অপ্রাকৃত নিত্যদেহ অজ্ঞের কল্পিত॥

করেছিল গোপবেশে গোলোকে ভ্রমণ,
আদিকালে, পঞ্চরাত্র গ্রন্থে উল্লিখিত।
শিরে শিখিপুচ্ছ, করে মুরলী মোহন,
পীতধড়া, নূপুরাদি নিত্য কি প্রাকৃত ?

বিনা শিখী শিখিপুচ্ছ সম্ভাবিত নয়,
শিখির আহার্য্য, স্থান, হয় প্রয়োজন।
বাঁশরির তরে বংশ প্রয়োজন হয়,
ক্ষিতি অপ তেজ আদি বংশের কারণ॥

সূত্রযোগে পীতধড়া হয় নিরমিত,
বয়নের তরে তন্তুবায় প্রয়োজন।
ধাতু উপাদানে হয় নূপুর গঠিত,
নিমিত্ত কারণ তার স্বর্ণকারগণ॥

আদিকালে গোপবেশ করিলে স্বীকার,
নিমিত্তোপাদন তার নিত্য সিদ্ধ হয়।
তন্তুবায়' শিখী, স্বর্ণ, বংশ, স্বর্ণকার,
হয় নিত্য, নহে স্থধু কৃষ্ণ রসময়॥

রতিরসে মাতোয়ারা রসিক নাগর,
ললিত লাবণ্য লতা রাই বিনোদিনী।
নিভৃত নিকুঞ্জ, সখী, দূতী, কামশর,
অভিমান, অভিসার, চাঁদণীযামিনী॥

সহ নিত্য বৃন্দাবন যদি চিন্ময়,
জড়বস্তু অঙ্গীকারে কিবা প্রয়োজন?
চিৎসত্তায় জড় জীব অধ্যাসিত হয়,
এই ধ্রুবসত্য কেন না করে গ্রহণ?

বিচিত্র জীবন রুচি চরিত্র আশয়,
ভিন্নসুখ উপাদান সুখের কামনা।
ইহ পরকাল মোক্ষ স্বরগ নিরয়,
ভাব অনুরূপ জীব করিছে কল্পনা॥

অপ্রাকৃত চিন্ময় মনের অতীত,
প্রাকৃত রূপাদি জড় মনোগম্য হয়।
ভক্তমনে জড়মূর্ত্তি সদা বিরাজিত,
বিতণ্ডার কালে শুধু হয় চিন্ময়॥

অবৈদিক ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তন তরে,
ভক্তি প্রবর্ত্তক যত অবিবেকিগণ।
অপলাপ, প্রক্ষেপ বা অর্থবাদ ক'রে,
করিয়াছে শ্রুতিব্যাখ্যা সত্যার্থ গোপন॥

"যথা নদ্যঃস্যন্দমানা" শ্রুতি প্রবচনে,
"বিহায়ে" সংযোগ করি "বিলুপ্ত অকার"।
"বিমুক্ত" পদের অর্থ "অমুক্ত গ্রহণে,
করিয়াছে মধ্বাচর্য্য অনর্থ তাহার ॥

পূর্ব্বের "একীভবন্তি" কর দরশন,
দেখ সেই মন্ত্র সহ করি সমন্বয়।
"অবিহায়, অবিমুক্ত" উভয় বচন,
স্বমত পোষণ তরে চাতুরী নিশ্চয় ॥

ইহাতেও যদি দ্বিধা দূর নাহি হয়,
পারাবারে নাম রূপ কর অন্বেষণ।
সিন্ধুগর্ভে নাম রূপ হতেছে বিলয়,
যতক্ষণ নাম রূপ নদী ততক্ষণ" ॥

জলত্বে সমুদ্র, নদী কভু ভিন্ন নয়,
তট, গতি, নাম, রূপে ভেদ বিকল্পিত।
এই উপমায় শ্রুতি করিছে নিশ্চয়,
উপাধি বিগমে জ্ঞানী ব্রহ্মত্বে সংস্থিত ॥

"পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" শ্রুতি আলম্বনে,
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের যোনি" বলে ভক্তগণ।
"কৃষ্ণ-তনু আভা ব্রহ্ম" এরূপ বচনে,
করিয়াছে কৃষ্ণদাস তাহা সমর্থন ॥

"সমাস কর্ম্মধারয়" করিলে গ্রহণ,
পূর্ব্বাপর সর্ব্বশ্রুতি হয় সমন্বয়।
"ষষ্ঠিতৎপুরুষ" যদি কর নিরূপণ,
ব্রহ্ম শব্দে প্রথমজ ব্রহ্মা লক্ষ্য হয়॥

"ব্রহ্ম অজ" শ্রুতি স্মৃতি করে নিরূপণ,
তার যোনী অহো ? একি চিত্তের বিকার ?
না হ'লে বাতুল, কেহ বলে কি কখন,
পরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ, ভূমাব্রহ্মের আধার ?

কৃষ্ণদেহ জড়, ব্রহ্ম হয় চিন্ময়,
সকল প্রমানে ইহা হয় প্রমানিত।
"চৈতন্য জড়ের আভা" যদি সত্য হয়,
চার্ব্বাকের মত কেন হয় উপেক্ষিত ?

রূপকে স্বরূপচ্যুত তত্ত্বসম্মিলিত,
"অজ্ঞান মল পূর্ণত্বাৎ" মলিন পুরাণ।
ব্রহ্মে সিত-কৃষ্ণ কেশ হয়েছে কল্পিত,
ভাগবত ভারতাদি তাহার প্রমাণ॥

বিষ্ণুপুরাণের কথা মানে ভক্তগণ,
তাহাতেও কৃষ্ণজন্ম হয়েছে বর্ণিত।
করেছিল ব্রহ্ম স্বীয় কেশ উৎপাটন,
ব্রহ্মাদি দেবতা দ্বারা হ'য়ে উপাসিত॥

"কেশৌসিতকৃষ্ণৌ" সংখ্যা নিরূপণ করে,
সিতকৃষ্ণ বর্ণ কেশে হয় বিশেষণ।
সে কেশ রোহিণী আর দেবকী উদরে
করেছিল রাম, কৃষ্ণ স্বরূপ গ্রহণ॥

কেশত্ব গোপন করি' ঈশত্ব স্থাপনে,
বল্লভ, শ্রীধর, জীব, ভাষ্যকারগণ।
দ্যোতনার্থ, শোভার্থাদি যুক্তি আলম্বনে,
করিয়াছে ভাগবতে অনর্থ সাধন॥

না হইয়া তাহাতেও পরিতৃপ্ত মন,
শ্রীধরবল্লভাদির মত পরিহরি'।
করিয়াছে বিশ্বনাথ কত আকর্ষণ,
কেশে সে 'ক + ঈশ' অর্থ বিলেপন করি'॥

কিন্তু হইয়াছে তার বৃথা আকিঞ্চন,
পদার্থ স্বভাবচ্যুত কভু নাহি হয়।
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গী যদি কর দরশন,
হইবে তাৎপর্য্য বোধ পুরাণে প্রত্যয়॥

স্থাবর জঙ্গম যাহা করে বিলোকন,
তাহাতেই কৃষ্ণরূপ অনুভূত হয়।
রজ্জু-সর্পবৎ ইহা ভ্রম দরশন,
মস্তিষ্কবিকৃতি, কিংবা অন্য কিছু নয়॥১০।

জীবের কল্পিত যত মূর্ত্তি মনোময়,
আকাশ কুসুম-প্রায় চিদ্ঘন মূরতি।
জড় মূর্ত্তি পরিচ্ছিন্ন নেত্র গ্রাহ্য হয়,
মূর্ত্তির ব্যাপিত্বে বল কি আছে যুকতি ?

শ্রীকৃষ্ণের ঈশরূপ গীতায় বর্ণিত,
করেছিল দিব্য চক্ষে পার্থ দরশন।
বিশ্বরূপ অনাত্মজ্ঞ কবির কল্পিত,
করে সত্য জ্ঞান যত অনাত্মজ্ঞ জন॥

বহু নেত্র বাহু উরু পদ সমন্বিত,
বহু বক্ত্র, বহু তীক্ষ্ণ করাল দশন।
মাল্য আভরণ যুত গন্ধানুলেপিত,
সহস্র সূর্য্যের আভা জিনিয়া বরণ॥

যিনি গদা চক্র আদি আয়ুধে সজ্জিত,
উজ্জ্বল কিরীট যার শিরের ভূষণ।
স্থাবর জঙ্গম সহ বিশ্ব যাতে স্থিত,
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেব ঋষি নাগগণ॥

বিকট বদন যার রয়েছে ব্যাদিত,
অভ্যন্তরে জীবগণ করিছে প্রবেশ।
করাল দশনে শির হতেছে চূর্ণিত,
দে'খে তারে ভীত লোক ভীত গুড়াকেশ

কৃষ্ণ হ'তে দিব্য নেত্র লভি' ধনঞ্জয়,
করেছিল হেন ঈশ রূপ দরশন।
অপরের জড়নেত্রগ্রাহ্য ইহা নয়,
লোকত্রয় প্রব্যথিত কিসের কারণ?

হস্তপদ শিরোদর করিলে দর্শন,
কেমনে আদ্যন্ত মধ্য নেত্র গ্রাহ্য নয়?
রূপ সীমাবদ্ধ, নহে অনন্ত কখন,
ব্যাপ্তিতে স্বরূপ-চ্যুত সত্তাহান হয়॥

জগত হইতে ভিন্ন এই রূপ হয়
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত নহে কদাচন।
দেখেছিল আত্মেতর রূপে ধনঞ্জয়,
যক্ষ রক্ষ রুদ্র বসু ঋষি দেবগণ॥১১।

যদি ইহা জড়রূপ অতীন্দ্রিয় নয়,
দিব্য চক্ষু প্রদানের কিবা প্রয়োজন?
চিন্ময়ের অঙ্গ অস্ত্র সজ্জা নাহি হয়,
নাহি দেখে দ্বৈতবোধে ইন্দ্রিয় বা মন॥

মনোময় মূর্ত্তি ইহা করিলে স্বীকার,
দেখেছিল রথে বসি কৌন্তেয় স্বপন।
কিংবা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল করিয়া বিস্তার,
করেছিল অভিভূত অর্জ্জুনের মন॥

যেই রূপ দরশনে জীবন্মুক্তি হয়,
যাহা দেখি কৃতকৃত্য জ্ঞানি-যোগিজন।
দেখিলে যেরূপ হয় ত্রিতাপ বিলয়,
তাহা দেখি' সন্তাপিত পার্থ কি কারণ?

সর্ব্বদেহে যে চৈতন্য করে অভিমান,
বিশ্ব যার দেহ, যাতে বিশ্ব অধ্যাসিত।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যার অধিষ্ঠান,
শ্রুতিতে রূপকে যার স্বরূপ বর্ণিত ॥১২।

দেখে নাই সেইরূপ পার্থ কদাচন,
ইদংজ্ঞানে বিশ্বরূপ কভু গ্রাহ্য নয়।
অহংজ্ঞানে বিশ্বরূপ দেখে যোগিগণ,
হয় হবে চরাচর বিশ্ব আত্মময় ॥১৩।

বিষয় গন্তব্য পথ, অশ্ব-রজ্জু মন
ইন্দ্রিয় ঘোটক বুদ্ধি সারথি তাহার,
দেহ-রথে আত্মারথী করি' দরশন.
বলে শ্রুতি হয় জীব ভবসিন্ধু পার ॥১৪।

জ্ঞান-নেত্রহীন যত অজ্ঞ জীবগণ,
দেহ-রথে আত্মা-রথী দেখিতে না পায়।
দারুময় রথে দারুনির্ম্মিত বামন
দেখে ভক্ত জড় নেত্রে মুক্তির আশায় ॥১৫।

কালাপাহাড়ের কৃত দাহ নিমর্জ্জন,
ভক্তকৃত আরাধনা স্তুতি নমস্কার।
দারুমূর্ত্তি অনুভব করেনা কখন,
অবিদ্যান্ধ জীব তার করে কি বিচার?

করি' অগ্নিদগ্ধ মূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জনে,
হয় নাই দুঃখক্লেশ কোন মন্দ ফল।
দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ক্রন্দন কীর্ত্তনে,
হয়েছিল মহাভক্ত চৈতন্য পাগল॥

শ্রীকৃষ্ণের সখী সখা ভক্ত অনুগত
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা পাণ্ডু-পুত্রগণ।
ছিল কৃষ্ণ-প্রাণ, কৃষ্ণ-সেবায় নিরত,
কৃষ্ণমুখে উপদেশ করিত শ্রবণ॥

করেছিল যুধিষ্ঠির নরক দর্শন,
ছলনা জনিত পাপ আছিল সঞ্চিত।
করিয়া জীবন্ত কৃষ্ণ দর্শন স্পর্শন,
না হইল ধর্ম্ম-পুত্র পাপ বিরহিত॥১৫ক

শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতা করিয়া শ্রবণ
জ্ঞানামৃত লাভে পার্থ কি হেতু বঞ্চিত?
না হইল মোক্ষ লাভ, স্বর্গ আরোহণ
নরকে শ্রীকৃষ্ণ-সখা হইল পতিত॥

ম্লেচ্ছদস্যুকৃত কৃষ্ণ-কামিনীহরণ,
কৃষ্ণপ্রিয়তমা সখী কৃষ্ণার নিরয়।
দেখিয়াও নব্য রসে মত্ত ভক্তগণ
সখী, উপপত্নী ভাব করিছে আশ্রয় ॥

জীবন্ত কৃষ্ণের সেবা দর্শন স্পর্শন,
ভক্তি প্রেম সখ্যভাব হইল বিফল।
মূর্ত্তি-পূজা নাম জপ অঙ্কন কীর্ত্তন,
হবে শ্রেয়পদ! ইহা জল্পনা কেবল ॥১৬।

বিষ্ণুশব্দ ব্যাপ্তি অর্থ করিছে জ্ঞাপন,
বিষ্ণু উপাসকগণ "বৈষ্ণবাখ্য" হয়।
রাধা-পদসেবিকৃষ্ণ, তার দাসগণ,
"কাষ্ণ" পদবাচ্য, কভু "বৈষ্ণবাখ্য" নয় ॥

মূর্ত্তি অবতার আর ব্যূহের পূজন,
ভক্ত রামানুজ মতে মোক্ষ-প্রদ নয়।
করি' জীব ক্রমে ক্রমে এ সব সাধন,
শ্রেষ্ঠতর সাধনের অধিকারী হয় ॥১৭।

কে আমি কোথায় আমি না হ'লে নির্ণীত
না হয় নির্ণয় সাধ্য কিংবা প্রয়োজন।
শ্যেনের পশ্চাতে কেন হও প্রধাবিত,
আছে, কি না কর্ণ দেখ করি হস্তার্পণ ॥

বৃথা গড্ডলিকান্যায়ে না করি' সাধন,
করিলে সাধক স্বীয় স্বরূপ নির্ণয়।
সাধ্য সাধনের নাহি থাকে প্রয়োজন,
স্বাত্মজ্ঞানে স্বস্বরূপে স্বতঃস্থিত হয়॥

ত্রিতাপে তাপিত হ'য়ে রুগ্ন শিশু প্রায়,
মা মা বলে বৃথা কেন করিছ রোদন।
কে তব জননী, তিনি আছেন কোথায়,
সম্যক দর্শনে তাহা কর নিরূপণ॥

সর্ব্বগতা ব্রহ্মশক্তি যদি মা তোমার,
নাহি তার আবাহন কিংবা বিসর্জ্জন।
পরিচ্ছিন্ন বলি তারে করিলে স্বাকার,
সর্ব্ব মূর্ত্তে অধিষ্ঠান না হয় কখন॥

নিত্য-বুদ্ধ-চিন্ময়ী যদি মা তোমার,
কি হেতু তাহার পুন করিছ বোধন।
নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার স্বরূপ যাহার,
কেন তার অভিষেক গো-মূত্রে শোধন?

মূরতি নির্ম্মাণ করি' প্রদানি জীবন,
রাখি কিছু কাল যারে করিছ সংহার।
তারে তব সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ,
মুক্তি প্রদায়িনী কেন কর অঙ্গীকার?

"সাধকানাং হিতার্থায়" রূপের কল্পনা,
এ সাধক অবিবেকী অবিদ্যান্ধগণ।
মূর্ত্তি পূজি' শ্রেয় লাভে নাহি সম্ভাবনা,
স্বপ্নলব্ধ রাজ্যে রাজা হয় কোন জন? ১৮।

"নিত্যরূপ" অঙ্গীকার করে ভক্তগণ,
রূপের নিত্যত্ব কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয়।
দেখ করি' সুবিচারে তত্ত্ব নিরূপণ,
পরিচ্ছিন্ন সাদি বস্তু ধ্বংসশীল হয়॥

হ'লেও আরাধ্যরূপ ব্রহ্ম-প্রকল্পিত,
রূপের নিত্যত্ব নাহি প্রতিপন্ন হয়।
প্রথমে সাধকগণ না হ'লে সৃজিত,
তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা যুক্তিযুক্ত নয়॥

প্রথমে সাধক, পরে রূপ প্রকল্পিত,
সে হেতু অনাদি কিংবা নিত্য ইহা নয়।
উপাসক-অনুরোধে যে রূপ "ভজিত",
সে রূপ অনাদি ইহা সিদ্ধ নাহি হয়॥

ব্রহ্ম-প্রকল্পিত কিংবা জীবের কল্পিত,
রূপের নিত্যত্ব কভু সিদ্ধ নাহি হয়।
জীবের কল্পিত ইহা হইলে স্বাকৃত,
মনোময় পদার্থের সত্তা সিদ্ধ নয়॥

প্রকৃতি হইতে জাত দেহেন্দ্রিয় মন,
কিন্তু তুমি অজ নিত্য চিন্ময় অব্যয়।
ব্রহ্ম বা প্রকৃতি নহে তোমার কারণ,
মহাকাশ হ'তে ঘটাকাশ জাত নয়॥

অব্যক্তা প্রকৃতি গুণময়ী অচেতনা,
অবিবেকি-অন্তর্ব্বত্না-সামান্যা-বিষয়।
শ্রুতি দর্শনাদি শাস্ত্র করিছে বর্ণনা,
কারিকায় কৃষ্ণ পুনঃ করেছে নিশ্চয়॥

প্রকৃতির উপাসনা করে ভক্তগণ,
দেহাত্মক জ্ঞানে করি' রূপের কল্পনা।
অনুভূতি প্রকৃতিতে নাহি কদাচন,
বৃথা মাতৃ-সম্বোধন পূজা আরাধনা॥

প্রকৃতির উপাসনা করে যেই জন,
কিংবা প্রাকৃতিক বস্তু সাধনে নিরত।
অজ্ঞান আঁধারে সেই হয় নিমগন,
নাহি হয় শ্রেয় লাভ শ্রুতির এ মত॥ ১৯।

মৃন্ময় বিচিত্র মূর্ত্তি করি নিরমান,
সহ লক্ষ্মী সরস্বতী কুমার গণেশ।
পূজে দশভূজা দুর্গা ভারত সন্তান,
আশা করে সুখ শান্তি শ্রেয় নির্ব্বিশেষ॥

জড়রূপা লক্ষ্মী মূর্ত্তি পূজি' হিন্দুগণ,
অন্ন বস্ত্র ধনাভাবে সদা দুঃখ পায়।
শিল্প বাণিজ্যাদি যথা করিছে সাধন,
ভারতের ধন ধান্য সেই দেশে যায়॥

পূজি' সরস্বতী-মূর্ত্তি ঋষির সন্তান,
ভুলেছে বেদান্ত বেদ বিজ্ঞান দর্শন।
বিশ্ব বিদ্যালয়ে যথা বিদ্যার বিধান,
বিদ্যার্থী সে সব দেশে করিছে গমন॥

বিঘ্ন-হর গণদেবে করি উপাসনা,
বিপদ পাথারে ভাসে আর্য্যসুতগণ।
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য দার্ঢ্য যারা করিছে সাধনা,
সর্ব্বত্র তাদের জয় সাম্রাজ্য শাসন॥

পূজি' দেব-সেনাপতি বীরেন্দ্র কুমার,
হীন-বীর্য্য কাপুরুষ আর্য্যসুতগণ।
করিয়া বিজ্ঞানবলে শস্ত্র আবিষ্কার,
শৌর্য্যে বীর্য্যে ম্লেচ্ছগণ জয়ী ত্রিভুবন॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা পূজি' হিন্দুগণ,
ভোগিতেছে দুঃখ তাপ দুর্গতি অশেষ।
করে যথা শক্তিরূপা একতা সাধন,
সেই দেশ সুখ পূর্ণ নাহি দুঃখ ক্লেশ॥

করি' যেই দেব দেবী সদা আরাধন,
অনিত্য ঐহিক সুখ লাভ নাহি হয়।
হবে তাতে শ্রেয় লাভ ত্রিতাপ মোচন,
বিফল জল্পনা ইহা সম্ভাবিত নয়॥

শরতে দেবীর পূজা করিয়া বোধন,
করেছিল রামচন্দ্র পুরাণে বর্ণিত।
কিন্তু ইহা নাহি বলে মূল রামায়ণ,
বাল্মীকি এ পূজাতত্ত্ব ছিল কি বিদিত?

কেমনে জানিল তাহা কবি কীর্ত্তিবাস,
কে লিখিল এই কথা কালিকা পুরাণে। ২০।
কোন যুক্তি বলে তাহা করিছে বিশ্বাস
রামের যে ক্রিয়াকৃত্য বাল্মীকি না জানে॥

জীবের স্বভাব আত্ম-আত্মেতর জ্ঞান,
আত্মেতর বোধ ঈশে নহে সম্ভাবিত।
সাধকের ভক্তি প্রেম স্তব স্তুতি ধ্যান,
জ্ঞানহীন দ্বৈত ঈশ হয় কি বিদিত?

কারুণ্য কাঠিন্য প্রীতি রোষাদি সকল,
বিষয় সংযোগে জীবে হয় সমুদিত।
করুণার তরে স্তুতি প্রার্থনা বিফল,
অদ্বয় ঈশ্বর দ্বৈত ভাব বিরহিত॥

দীনচিত্ত বলহীন ভ্রান্ত ভক্তগণ,
প্রার্থনার প্রয়োজন করিয়া স্বীকার।
বলে "সে প্রার্থনা প্রভু করেন পূরণ,
প্রার্থনা জীবের ধর্ম্ম প্রার্থনাই সার" ॥

প্রার্থনা বিহনে তোমা করেছে সর্জ্জন,
মাতৃ-স্তন্য-দুগ্ধ নহে প্রার্থনার ফল।
বিনা যাচ্ঞা লভিয়াছ দেহেন্দ্রিয় মন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা খাদ্য পেয় সম্ভোগ্য সকল ॥

অন্ধত্বাদি ভিক্ষা নাহি করে কোন জন,
কেন জন্মে অন্ধ পঙ্গু বধির বিকল ?
নাস্তিকের আয়ু, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন,
ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, নহে প্রার্থনার ফল ॥

করিলেও প্রতিদিন প্রার্থনা ক্রন্দন,
বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান উদিত না হয়।
নিত্যানিত্য করি ভেদ দেখ সুধীগণ,
র ভবসিন্ধু করি' রাগ দ্বেষ ক্ষয় ॥

করিয়া প্রার্থনা, কিংবা প্রার্থনা বিহনে,
হয় পূর্ণ, একতান কামনা সকল।
যাচ্ঞা দীনের ভাব, থাকে হীনমনে,
প্রার্থনার ইচ্ছা নহে প্রার্থনার ফল ॥

স্তুতিতে যাহার হয় করুণা সঞ্চার,
নিন্দায় বিরক্তি তার অবশ্যই হয়।
হ'তে পারে শ্রেষ্ঠ জীব বহুগুণাধার.
পরিচ্ছিন্ন সেই জন, জগদীশ নয়॥

ভূমা জ্ঞানে মুক্তি, খণ্ড জ্ঞানই বন্ধন,
আছে আত্ম আত্মেতর খণ্ড জ্ঞান যার।
সেই জন বদ্ধজীব, বৃথা আরাধন,
তোমায় মুকতি দিতে নাহি শক্তি তার॥ ২১।

সালোক্য সামীপ্য যার কর আকিঞ্চন,
স্বর্গলোকে সে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ হয়।
যেই ঈশে চাহ তুমি সাযুজ্য মিলন,
তোমার বাহিরে তাহা, সর্ব্বব্যাপী নয়॥

বিজাতীয় স্বজাতীয় স্বগত প্রভেদ,
মায়াময় পদার্থের বিশেষ লক্ষণ।
ত্রিবিধ প্রকারে মায়া করে ব্যবচ্ছেদ,
স্থাবর জঙ্গম যত চেতনাচেতন॥

মানবে পশুতে ভেদ বিজাতীয় হয়,
নরে নরে ভেদ স্বজাতীয় নামান্বিত।
মূল কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্প ফলচয়,
স্বগত বিভেদ বৃক্ষে হয় নিরূপিত॥

ত্রিবিধ প্রভেদ বিশ্বে কর দরশন,
জীব ব্রহ্মে কোন্ ভেদ কর অঙ্গীকার।
মায়ার কুহকে ভ্রান্ত অজ্ঞ ভক্তগণ,
তত্ত্ব নিরূপণ তরে কর সুবিচার!

দেখ পুন ভেদ, দেশ কাল বস্তুগত,
যাতে দৃশ্য পদার্থের পরিচ্ছেদ হয়।
দেশাদিতে সীমাবদ্ধ হয় জীব যত,
কিন্তু তবু জীব ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নয়॥

নিত্য বিভু পূর্ণ ব্রহ্ম বলে সর্ব্বজন,
নতুবা ব্রহ্মত্ব কভু সিদ্ধ নাহি হয়।
করে জীব স্থূল নেত্রে জীবত্ব দর্শন,
সেই হেতু ভেদ বোধ হতেছে নিশ্চয়॥

কালে সীমাবদ্ধ জীব অনিত্য নিশ্চয়,
দেশে সীমাবদ্ধ বিভু নহে কদাচিত।
পাত্রে সীমাবদ্ধ জীব কভু পূর্ণ নয়,
জীবের ব্রহ্মত্ব তাহে হয় অস্বীকৃত॥

কিন্তু যদি ব্রহ্মত্বের কর বিশ্লেষণ,
জীবত্ব অধ্যস্ত ব্রহ্মে হবে প্রমাণিত।
দেশ, কাল, পাত্রে, ব্রহ্ম অনন্ত যখন,
তাহা হ'তে ভিন্ন কিছু নহে সম্ভাবিত॥

জৈব আয়ু নিত্যত্বের অন্তর্ভূত হয়,
ব্রহ্মের পূর্ণত্বে জৈব অস্তিত্ব নিহিত।
বিভু হ'তে জৈব ব্যাপ্তি কভু ভিন্ন নয়,
অনন্তের জ্ঞানে ভেদ হয় তিরোহিত॥

ত্রিবিধ প্রভেদ সিদ্ধ না হয় যখন,
বল এবে কোন ভেদ করিবে প্রমাণ ?
মায়িক প্রভেদ জ্ঞানী করে নিরূপণ,
অবিদ্যায় জীব ব্রহ্মে হয় ভেদ জ্ঞান॥ ২২।

একত্বে বৈচিত্র্য ভেদ বিকাশ সময়,
একত্ব বৈচিত্র্যে ভেদে সঙ্কোচ যখন।
সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, কিংবা বিকাশ বিলয়,
মায়ার বিবর্ত্ত, জ্ঞানী করে নিরূপণ॥

জীব ঈশে ভেদ যদি কর অঙ্গীকার, ২৩।
সাযুজ্য মুকতি তবে নহে সম্ভাবিত।
দুই বস্তুযোগে হয় নূতন আকার,
বাষ্পদ্বয় যোগে যথা সলিল সৃজিত॥

তারল্যে সলিল দুগ্ধ সহধর্ম্মী হয়,
স্থূল দরশনে দুই হয় সংমিলিত।
এরূপ সংযোগ কভু পূর্ণযোগ নয়,
যন্ত্রের সাহায্যে পুন হয় বিয়োজিত॥

জীব ঈশ হ'লে ভিন্ন মুক্তির সময়,
জীবের সংযোগে হয় ঈশ্বর বিকৃত।
সাযুজ্য মুকতি তবে চিরস্থায়ী নয়,
ঈশ হ'তে জীব পুন হয় বিশ্লেষিত॥

মোক্ষকালে জীব ব্রহ্ম হয় একাকার,
সংসার দশায় দুই ভিন্ন ভিন্ন হয়।
এরূপ সিদ্ধান্ত করে কত শাস্ত্রকার,
অর্ব্বাচীন মত ইহা, সমীচীন নয়॥

স্বরূপের ভেদ কিংবা উপাধির ভেদ,
জীব ব্রহ্মে, এই তত্ত্ব কর নিরূপণ।
স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মে হ'লে ব্যবচ্ছেদ,
মুক্তিতে মিলন নাহি হয় কদাচন॥

স্বর্ণ নিরমিত আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত,
ঘটাদি, যদিও নাম রূপে এক হয়।
উপাধি বিগমে যোগ নহে সম্ভাবিত,
স্ব স্ব ভিন্ন উপাদানে হয় দুই লয়॥

স্বরূপে বিভিন্ন বস্তু যুক্ত নাহি হয়,
উপাধির একত্বেও থাকে ভিন্নাকার।
মুক্তিতে ব্রহ্মত্ব জীবে সম্ভাবিত নয়,
ব্রহ্ম হতে যদি ভিন্ন স্বরূপ তাহার॥

উপাধি সংযোগে ভিন্ন স্বর্ণ অলঙ্কার,
স্বর্ণ পিণ্ড হ'তে, ইহা কর দরশন।
হইলেও নাম রূপে ভিন্ন "বালা" "হার'
স্বরূপ স্বর্ণত্ব দূর হয় কি কখন ?

সলিল বুদ্বুদ নাম রূপে ভিন্ন হয়,
স্বরূপে বিভিন্ন কিন্তু নহে কদাচন।
জলত্বে বিম্বত্বে কিংবা যে কোন সময়,
বিম্বের জলত্ব দূর হয় কি কখন ?

স্বরূপ-চৈতন্যে জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নয়,
মায়িক উপাধি যোগে ভেদ বিকল্পিত।
স্বরূপে, উপাধিগত বন্ধন সময়,
জীব ব্রহ্মে ভেদ সিদ্ধ নহে কদাচিত॥

প্রতি দেহে আত্মারূপে যিনি বিরাজিত,
এক দেহ অভিমানে জীব সংজ্ঞা তার।
সর্ব্ব অভিমানে তিনি ঈশ নামান্বিত,
উপাধি বিগমে তিনি ব্রহ্ম নির্ব্বিকার॥

পিতা পুত্র পতি ভ্রাতা নানা বিশেষণ,
বিভিন্ন সংযোগে এক জীবে প্রকল্পিত।
সেইরূপ মায়া যোগে আত্মা সনাতন,
জীব ঈশ ব্রহ্ম এই ভিন্ন নামান্বিত॥

মনের বৈষম্যে ভিন্ন অবস্থা যেমন,
জীবের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ত্রিতয়।
যে জাগ্রত সেই করে স্বপ্ন দরশন,
সেই পুন অচেতন সুষুপ্তি সময়॥

মায়ার বৈষম্যে হয় চৈতন্যে কল্পিত,
জীবত্ব ঈশত্ব আর ব্রহ্মত্ব তেমন।
অবস্থা ত্রিতয়ে এক চৈতন্য রাজিত,
করে ভেদাভেদ বাদ অনাত্মজ্ঞগণ॥

অনাদি ও নিত্য জড় জীব ঈশ হয়,
এরূপ সিদ্ধান্ত পুন করে ভক্তগণ। ২৪
তাহা হ'লে ঈশ কভু স্রষ্টাপাতা নয়,
অনাদির সৃষ্টি লয় না হয় কখন॥

জীবের নিত্যত্ব যদি কর অঙ্গীকার,
ব্রহ্মত্ব ও তার তাতে অঙ্গীকৃত হয়।
সময়ে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ যাহার,
দেশাদিতে তার সত্তা সীমাবদ্ধ নয়॥

ত্রিবিধ অনন্ত বস্তু সিদ্ধ নাহি হয়,
হয় দুই অপরের অন্তের কারণ।
পরিচ্ছিন্ন বস্তু যত কভু নিত্য নয়,
যাহা অল্প তাহা মর্ত্য শ্রুতির বচন॥

জীবত্ব ও নিত্য যদি জীব নিত্য হয়,
অগ্নিসহ দাহ দীপ্তি থাকে বিদ্যমান।
ত্রিতাপ বন্ধন তবে ধ্বংসশীল নয়,
জীবের মুকতি তাহে হয় অপ্রমাণ॥

উৎপন্ন অনিত্য জীব হইলে স্বীকৃত। ২৫।
অনিত্যের অমৃতত্ব যুক্তি যুক্ত নয়।
সেবক সেব্যাদি ভাব ভক্তের বাঞ্ছিত,
সেবকের ধ্বংস হেতু নিত্য নাহি হয়॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ যবে হয় অধ্যাসিত,
উৎপন্নও নহে তাহা অনাদিও নয়।
ভ্রমকালে সত্যানৃত রূপে বিতর্কিত,
ভ্রান্তি লোপে সর্প লুপ্ত রজ্জু ব্যক্ত হয়॥

নহে জীব অনাদি বা উৎপন্ন কখন;
নহে জীব নিত্য কিংবা অনিত্যও নয়।
মরীচিকা প্রায় ইহা ভ্রম দরশন,
অবিদ্যায় বিদ্যমান, জ্ঞানে লুপ্ত হয়॥

এক অজ ভূমা আত্মা অনন্ত অব্যয়,
মায়ার কুহকে জীব-রূপে অধ্যাসিত।
অবিদ্যায় জড় জীব সত্য বোধ হয়,
জ্ঞানকালে এক ভূমা আত্মা বিরাজিত॥ ২৬

কেহ বলে "এইরূপ দ্বিবিধ প্রত্যয়,
একই বিষয়ে নাহি হয় সম্ভাবিত"।
হয় রজ্জু সর্প পুন সর্প রজ্জু হয়,
এক যবে অন্য রূপে হয় অধ্যাসিত ॥

জাগ্রতে প্রত্যক্ষ বস্তু স্বপ্নে মিথ্যা হয়,
স্বাপ্নিক বিষয় হয় মিথ্যা জাগরণে।
অবিদ্যায় যাহা হয় যথার্থ প্রত্যয়,
হয় মিথ্যা সে বিষয় জ্ঞানের স্ফুরণে ॥

"আয় চাঁদ আয়" বলি' ডাকে শিশুগণ,
দেখিয়া মেঘের কোলে চন্দ্র ছুটে যায়।
অধ্যাত্ম-রাজ্যের শিশু অজ্ঞ ভক্তজন,
যাহা দেখে যাহা বলে তাই শোভা পায় ॥

চিনি হয়ে নাহি সুখ, সুখ আস্বাদনে,
ভক্তের ব্রহ্মত্ব তাই স্পৃহনীয় নয়।
অতীন্দ্রিয় মনাতীত চৈতন্যের সনে,
ভোগ্য জড় শর্করার উপমা কি হয়?

চেতনের সহ হয় উপমা চেতন,
সম্রাটের সহ করি ব্রহ্মের তুলনা।
দেখ হ'য়ে সুখ কিংবা সেবিয়া চরণ,
রাজ্যেশ্বর করে তার সাম্রাজ্য কামনা।

কেহ মন্ত্রী কেহ ভৃত্য দ্বারী হ'তে চায়,
যেইরূপ অধিকারী আকাঙ্ক্ষা তেমন।
কেহ তৃপ্ত দাস্য ভাবে চরণ সেবায়,
চাহে কেহ ব্রহ্মপদ সাযুজ্য মিলন॥

"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে লভ্য নয়",
বলি' ভক্ত জ্ঞান নেত্র করি' নিমীলন।
অন্ধ বিশ্বাসের যষ্টি করিয়া আশ্রয়,
মোহময় অন্ধকূপে করিছে গমন॥

প্রত্যক্ষানুমান শাস্ত্র আচার্য্য বচন,
মন্বাদি মনীষী বলে করিতে বিচার।
করি' যুক্তিযুক্ত তর্কে তত্ত্বনিরূপণ,
লভি' সত্য হয় জীব ভবসিন্ধু পার॥২৭॥

"বিমল স্বর্গীয় শান্তি অনুভূত হয়,
থাকি যবে ইষ্টদেব-ধ্যানে নিমগন।
দ্বৈত উপাসনা শান্তি মুক্তিপ্রদ নয়,
কিরূপে বিশ্বাস করি" বলে ভক্তগণ॥

সৌন্দর্য্য দর্শনে কিংবা সঙ্গীত শ্রবনে,
ভুলি' শোক তাপ হয় একাগ্র হৃদয়।
শান্তি পায় জীবগণ সন্তাপিত মনে,
কিন্তু গীত সৌন্দর্য্যাদি মুক্তিপ্রদ নয়॥

ধ্যেয় ঈশ কিংবা ধ্যান শান্তিপ্রদ নয়,
বিষয় বিস্মৃতি হয় শান্তির কারণ।
ভুলি' ধ্যান-কালে দুঃখ, দুঃখের বিষয়,
সাময়িক শান্তি ভোগ করে জীবগণ ॥

অনিত্য বিষয় সুখ ত্যজি' জীবগণ,
অবিচ্ছিন্ন নিত্য সুখ পাইবার আশে।
গুণময় জগদীশ করিয়া গঠন,
পুন বদ্ধ হয় তাতে প্রেম ভক্তি পাশে ॥

এক মনোবৃত্তি-ভক্তি পাত্রে ব্যবচ্ছেদ,
জগদীশ আর পিতা মাতা গুরুজন।
এক মনোবৃত্তি প্রেম সুধু পাত্রে ভেদ,
প্রিয়তমা নারী, ঈশ হৃদয় রঞ্জন ॥

ঈশ বা প্রিয়া বিরহে বিচ্ছেদ যাতনা
তাহাদের প্রীতিপ্রদ কর্ম্মে আকিঞ্চন।
ঈশ্বর করুণা প্রিয়া প্রেমের কামনা,
জীবের বন্ধন, দুঃখ দেয় অনুক্ষণ ॥

করুণা ভিখারী দাস কভু সুখী নয়,
প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব নহে সুখের কারণ।
অপরাধ ভয়ে দাস সদা ভীত রয়,
দৃষ্টান্ত দ্বারপ জয় বিজয় পতন ॥২৮।

লৌহের শৃঙ্খল আর স্বর্ণের শৃঙ্খলে,
বন্ধনের ক্লেশে নাহি ইতর বিশেষ।
অন্ধকূপ হ'তে জীব উঠি ভাগ্য ফলে,
অন্য অন্ধকার কূপে করিছে প্রবেশ ॥২৯।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রেম সকল সময়,
অহৈতুক প্রেম ইহা বিনা প্রয়োজন।
আত্মেতরে অনুরাগ অহৈতুক নয়,
আত্মসুখ হয় ভক্তি প্রেমের কারণ ॥

জ্ঞানী যোগী ভক্ত কর্ম্মী যত জীবগণ,
সবে আত্ম অনুরাগ সদা বিদ্যমান।
পশু পক্ষী কীট আত্মপ্রেমে নিমগন,
আত্ম অনুরাগে জীব সকল সমান ॥৩০।

কেন কুব্জ রুগ্ন দেহে বিরাগ তোমার ?
কুরূপ পীড়িত দেহ সুখপ্রদ নয়।
কিহেতু ইন্দ্রিয়গণে করহ ধিক্কার ?
ইন্দ্রিয়ের দোষে যবে সুখ নাহি হয় ॥

কেন তুমি স্বীয় মনে কর তিরস্কার ?
ক্ষিপ্ত মূঢ় মন হ'লে দুঃখের কারণ।
কিহেতু আপন বুদ্ধি নিন্দ বারংবার ?
করে যবে বুদ্ধি স্বীয় দুঃখ উৎপাদন ॥

কেন হয় প্রিয়তমা ফণিনী সমান ?
সুধা মাখা প্রেমে যদি ঢালে হলাহল।
কেন ত্যজ ভ্রাতৃবন্ধু আপন সন্তান ?
তাহা হ'তে সুখ আশা হইলে বিফল॥

কেন হও ভক্তি হীন কর গুরুত্যাগ ?
অবিদ্যা বঞ্চনা মোহ করি' দরশন।
কেন এক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা অপরে বিরাগ ?
এক দেখি' ভ্রমপূর্ণ অন্যে তৃপ্ত মন॥

আরাধ্য দেবতা কেন কর পরিত্যাগ ?
ঈপ্সিত বিষয় লাভে হইয়া বঞ্চিত।
নব ধর্ম্মে নব ঈশে কেন অনুরাগ ?
স্বর্গ মোক্ষ সুখ লাভে হ'য়ে আশ্বাসিত॥

আত্মেতরে রাগ দ্বেষ জনমে উভয়,
সুখ হেতু অনুরাগ দুঃখ হেতু দ্বেষ।
আত্মাতে তোমার দ্বেষ কভু নাহি হয়,
নাহি কভু আত্মপ্রেমে ইতর বিশেষ॥

করে আত্ম উপাসনা সদা জীবগণ,
আত্ম বিনা দেব বিশ্বে কেবা আছে আর।
গড্ডালিকা ন্যায়ে সদা প্রবাহিত জন,
উপাস্য উপাসনার করে কি বিচার ?৩১।

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শান্ত নিরঞ্জন,
দেবরূপী আত্মা দেহ দেবালয়ে স্থিত।
অহৈতুক মহাভক্ত উপাসক মন,
সদা আত্ম উপাসনা কর্ম্মে নিয়োজিত॥

জগ উপাদানে করি' নৈবেদ্য গঠন,
আত্ম উপাসনা মন করে অবিরত।
চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-ত্বগিন্দ্রিয়গণ,
উত্তর সাধক তারা আহরণে রত॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়,
করে মন আত্মদেবে সদা নিবেদন।
বিষয় নৈবেদ্যে আত্মা কভু তৃপ্ত নয়,
হয় পণ্ড উপাসনা যত্ন আকিঞ্চন॥

বিবেকাখ্য যূপ কাষ্ঠে করিয়া বন্ধন,
বাসনা আসক্তিরূপ যজ্ঞ পশুদ্বয়।
বৈরাগ্য খড়গে মন করে সংহনন,
কিন্তু তবু আত্মাদেব তৃপ্ত নাহি হয়॥

জ্বালি' ভক্তি-দীপ করি' প্রেম ধূপদান,
দেব দেবী পুষ্প পত্র করে নিবেদন।
করে মন কতরূপ পূজার বিধান,
নাহি হয় আত্মা তাহে প্রসন্ন কখন॥

নিঃশেষিত হয় সর্ব্ববিধ উপহার,
আত্মার সন্তোষ তাতে না হয় যখন।
করে মন নিবেদন সত্তা আপনার,
আত্মা মনে হয় তবে সাযুজ্য মিলন॥

"সুধু জ্ঞানে মুক্তি লাভ সম্ভাবিত নয়।
ব্রহ্মসংস্থ হয় মুক্ত শ্রুতির বচন।
ব্রহ্মজ্ঞানী যদি ব্রহ্মে দ্বেষ যুক্ত হয়,
সেই জ্ঞান নহে ব্রাহ্মী স্থিতির কারণ" ॥

সেহেতু শাণ্ডিল্য সূত্র করেছে নির্ণয়,
"পরাভক্তি হয় ব্রহ্মে সংস্থিতি কারণ।
ঈশে পরা অনুরক্তি ভক্তি বাচ্যা হয়,
ভক্তি যোগে মুক্তিলাভ করে জীবগণ" ॥৩২।

"ক্রিয়া কৃত্য হ'তে ভক্তি কভু জাত নয়"
সেই হেতু ভক্তি নিত্যা করে নিরূপণ।
"ব্রহ্মকে জানিলে হয় ভক্তির উদয়",
"জানিবার তরে সুধু জ্ঞান প্রয়োজন॥"

শান্ত-মনাতীত-ব্রহ্ম ভূমা-নির্ব্বিষয়,
তার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রলাপ বচন।
বদ্ধ জীবে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভাবিত নয়,
ব্রহ্ম হ'য়ে জানে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-বিদ্‌গণ॥

আপন কল্পিত রূপ গুণে নিরমিত,
অলীক আরাধ্যে ভক্ত ভাবে মুগ্ধ হয়।
মানসিক ভাব নিত্য নহে কদাচিত,
সন্তোষ নির্ভর হ'তে ভক্তি জাত হয়॥

বলে লোকে মূর্চ্ছা ভঙ্গে হইয়াছে জ্ঞান,
শিশুর উপজে জ্ঞান যৌবন সময়।
বিষয়-বিজ্ঞানী লভে জ্ঞানী অভিধান,
ভক্তি সূত্রে উক্ত জ্ঞান সেইরূপ হয়॥

আছে ব্রহ্ম এবিশ্বাস ব্রহ্মজ্ঞান নয়,
"ইদং ব্রহ্ম" উপলব্ধি না হয় কখন।
ইন্দ্রিয় নিরোধ করি' করি' মন লয়,
অপরোক্ষ জ্ঞানে ব্রহ্ম-সংস্থ জ্ঞানিগণ॥

মনের বিলয়ে যোগী ব্রহ্ম রূপে স্থিত,
রাগদ্বেষে আত্মেতরে মনঃ সংস্থ হয়।
ইদং জ্ঞানগম্য যাহা হয় উপাসিত,
জীবের কল্পিত তাহা, কভু ব্রহ্ম নয়॥৩৩।

বৃংহ ধাতু হ'তে ব্রহ্ম শব্দ সংসাধিত,
ব্রহ্ম শব্দে আত্মেতর অন্য কিছু নয়।
অনন্ত বৃহৎ অর্থে হয় প্রযোজিত,
"অহং ব্রহ্মে" ব্রহ্ম শব্দ বিশেষণ হয়॥৩৪।

অবিদ্যান্ধ অনাত্মজ্ঞ যত জীবগণ,
দ্বৈত জ্ঞানে মনযোগে ব্রহ্ম পেতে চায় ॥
"অহং ব্রহ্মাস্মি"'র অর্থ বুঝেনা কখন,
দেহ জ্ঞানে বদ্ধ জীব ব্রহ্ম নাহি পায় ॥

রজ্জুবদ্ধ তরণীতে ক্ষেপণি ক্ষেপণ,
করে যেই মূঢ়, নাহি হয় অগ্রসর।
করি' সদা কারাগারে পদ সঞ্চালন,
থাকে বন্দী আজীবন কারার ভিতর ॥

দেহ অভিমান পাশে বদ্ধ যেই জন,
থাকে তার "তুমি ঈশ আমি জীব" ভ্রম।
করে যেই রূপে যত সাধন ভজন,
নাহি করে জীবত্বের গণ্ডী অতিক্রম ॥

ত্রিতাপ মনের ধর্ম্ম জীবত্বে মিশ্রিত,
প্রভুর শকতি নাহি করিতে মোচন।
ধর্ম্মী হ'তে ধর্ম্ম নাহি হয় বিশ্লেষিত,
প্রার্থনা মিনতি বৃথা, বিফল রোদন ॥

বৈরাগ্য অনল যবে হ'য়ে প্রজ্বলিত,
করে ভস্ম রাগ দ্বেষ ভাবের বন্ধন।
যোগ বলে শান্ত মন করি' অস্তমিত,
আত্মানন্দে বিরাজিত থাকে যোগিগণ ॥

বিজ্ঞান করম জ্ঞান উপাসনা ভেদে,
চারিটী বিষয় বেদে আছে নিবেশিত।
ভক্তি মার্গ বলি, কিছু নাহি কোন বেদে,
আধুনিক পন্থা ইহা, বেদ বিরহিত ॥৩৫।

শাণ্ডিল্যের জগদীশ পরিচ্ছিন্ন হয়,
শাণ্ডিল্যের জ্ঞান নহে অপরোক্ষ জ্ঞান।
আত্মা আর ব্রহ্ম কভু ভিন্ন বস্তু নয়,
আত্মসংস্থ হয় মুক্ত শ্রুতির বিধান ॥৩৬।

আত্ম প্রেম সিদ্ধ, নহে সাধ্য কদাচিত,
আত্মেতরে অনুরাগ জীবের বন্ধন।
আত্মেতর ঈশ হয় জীবের কল্পিত,
বন্ধন-কারণ, নহে মুক্তির কারণ ॥

অনাত্মজ্ঞ নারদাদি মহা ভক্তগণ,
ভক্তি যোগে মুক্তি লাভে হইয়া বঞ্চিত।
আত্মজ্ঞ গুরুর পদে লইয়া শরণ,
হয়েছিল ভূমা জ্ঞানে শোক বিরহিত ॥৩৭।

একাদশ বিধা-ভক্তি মুক্তির কারণ,
অজ্ঞানীর উক্তি ইহা কভু সত্য নয় ।৩৮।
আত্ম জ্ঞানে মুক্তি শ্রুতি করে নিরূপণ,
"নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" নিশ্চয় ॥৩৯।

আঁচলে মুকতা বেঁধে যদি কোন জন,
ভুলে যায় কোথা আছে মুকতা তাহার।
সলিলে কর্দ্দমে বনে করে অন্বেষণ,
হয় পণ্ডশ্রম স্থধু কাদা মাখা সার॥

দেহ-মন আবরণে রয়েছে আবৃত,
অহং-জ্ঞান-গম্য আত্মা সূক্ষ্ম নিরঞ্জন।
বহির্ম্মুখী জীব ইহা হইয়া বিস্মৃত,
ইদংজ্ঞানে বহির্দ্দেশে করে অন্বেষণ॥

ভাবময় জগদীশ করিয়া কল্পনা,
কিংবা জড় মূর্ত্তি, কিংবা ঈশ অবতার।
করে পূজা উপাসনা ধ্যান আরাধনা,
হয় স্থধু ভক্তি প্রেম কাদা মাখা সার॥

আত্মাই প্রেমিক, প্রেম' আত্মা প্রিয়জন,
আত্মা স্নেহ স্নেহবান স্নেহাস্পদ হয়।
আত্মা ভক্ত ভক্তি আর ভক্তিভাজন,
সাধক, সাধন, সাধ্য সর্ব্ব আত্মময়॥

যুষ্মদ্ প্রত্যয় গম্য যে কিছু বিষয়,
"নেতি নেতি" স্থবিচারে করিয়া বর্জ্জন।
অস্মদ্প্রত্যয় গম্য চিন্ময় অব্যয়,
আনন্দ স্বরূপ আত্মা কর আলম্বন॥

দেখিবার ইচ্ছা বৃথা, দৃশ্য মায়াময়,
নাহি কিছু প্রাপ্য, প্রাপ্তি-বাসনা বিফল।
গমন গন্তব্য স্থান কিছু সত্য নয়,
স্বর্গ মোক্ষ বন্ধনাদি বিকল্প কেবল ॥

উত্তীর্ণ হইয়া নদী পান্থ দশ জন,
গণেছিল "নয়" হ'য়ে আপনা বিস্মৃত।
নদী গর্ভে মগ্ন সঙ্গী করি' নিরূপণ,
কেঁদেছিল উচ্চ রবে হয়ে সন্তাপিত ॥

অপর পথিক এক হ'য়ে উপনীত.
করেছিল দশ সংখ্যা যবে নিরূপণ।
হয়েছিল পান্থগণ শোক বিরহিত,
বিনা দরশন, প্রাপ্তি, গমন, মোচন ॥

সেইরূপ ভবপারে ভ্রান্ত জীবগণ,
হ'য়ে আত্মহারা হায় গণিছে নিয়ত।
আয়ুঃ স্বাস্থ্য দারাসুত যশো মান ধন,
ঈশ্বর নরক স্বর্গ বন্ধ মোক্ষ যত ॥

করে জপ তপ যোগ পূজা আরাধনা,
তীর্থ ব্রত যজ্ঞ দান সাধন ভজন।
নানা ভাবে নানা রূপে করিয়া গণনা,
নাহি হয় সংখ্যা পূর্ণ তাপ নিবারণ ॥

আত্মবিদ্ গুরু যবে হ'য়ে কৃপাবান,
করে "তত্ত্বমসি" বাক্যে স্বরূপ নির্ণয়।
হয় আত্ম-অনুভূতি "সোহহংস্মি" জ্ঞান,
ভ্রম-দূর, সংখ্যা পূর্ণ, ত্রিতাপ-বিলয়॥

যোগ।

শ্রুতি মতে যোগ স্থির ইন্দ্রিয় ধারণ, ১।
চিত্তবৃত্তি রোধ যোগ বলে পাতঞ্জল।২।
জীব ব্রহ্মে ঐক্য-যোগ তন্ত্রের বচন, ৩।
সংহিতায় যোগ ত্যাগে সঙ্কল্প সকল॥৪।

মন্ত্র, হঠ, লয়, রাজ, যোগ চতুষ্টয়,
মৃদু, মধ্যমাদি চারি সাধক তাহার।
নিম্ন যোগ শাস্ত্র ইহা করিছে নির্ণয়,
রাজযোগী শ্রেষ্ঠ, হয় ভবসিন্ধু পার॥৫।

চিত্তবৃত্তি রোধে হয় ইন্দ্রিয় সংযত,
সঙ্কল্প বিহনে মন স্বতঃ লুপ্ত হয়।
মনরূপী মায়া যবে হয় অপগত,
জীব ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান সম্ভাবিত নয়॥৬।

অভ্যাস বৈরাগ্য এই দুই আলম্বনে,
নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় পঞ্চ, হয় মন লয়।৭।
আত্ম আত্মেতর রূপ অবিদ্যা বিহনে,
জীব-আত্মা পরমাত্মা একাকার হয়॥

দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি করি' প্রত্যাখ্যান্,
আত্ম-সংস্থ হইবার প্রযত্ন অভ্যাস।৮।
সমাহিত-চিত্ত লভে স্বরূপে সংস্থান,
স্বরূপ, চিন্ময় নিত্য আত্মা স্বপ্রকাশ॥৯।

বৈরাগ্য অনলে যার দগ্ধ চিত্তমল,
অন্য সাধনের তার নাহি প্রয়োজন।
ত্যজি' দেহেন্দ্রিয় আর বিষয় সকল,
অনায়াসে আত্ম-সংস্থ হয় তার মন॥১০।

নিম্ন-অধিকারী তরে হয়েছে কল্পিত,
বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ, দ্বিবিধ সাধন।
বহিরঙ্গে অন্তরায় হ'লে বিদূরিত,
অন্তরঙ্গে যোগক্ষম হয় জীবগণ॥

আসন, নিয়ম, যম, প্রাণায়াম, ধ্যান,
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, সমাধি ধারণা।
অষ্ট-অঙ্গ যোগ পতঞ্জলির বিধান।১১।
মিম্ন যোগশাস্ত্রে ষড় অঙ্গের কল্পনা॥

আসন, প্রাণের রোধ, প্রত্যাহার, ধ্যান,
ধারণা, সমাধি, এই ষড় অঙ্গ যোগ।১২।
সম্যক সাধনে জীব লভে তত্ত্বজ্ঞান,
স্বরূপে সংস্থিতি, হয় ত্রিতাপ বিয়োগ॥১৩।

সংযম সাধনে নানা সিদ্ধি লাভ হয়,
কিন্তু তাহা মুক্তি পথে বিঘ্নের কারণ।১৪।
সিদ্ধিতেও হয় যবে বৈরাগ্য উদয়,
পরম কৈবল্য তবে লভে যোগিজন॥১৫।

আয়ুর্ব্বেদ জ্যোতিষাদি বিজ্ঞানের প্রায়,
যোগলব্ধ সিদ্ধি মনোবিজ্ঞান বিশেষ।
কভুবা সফল কভু ব্যর্থ দেখা যায়,
সিদ্ধি জীব-শক্তি, নহে অমোঘ অশেষ॥

প্রাণায়াম আসনাদি দৈহিক সাধনে,
হয় দেহ লঘু দৃঢ় শাস্ত্রের বচন।১৬।
ব্রহ্মচর্য্য আর বিজ্ঞ আচার্য্য বিহনে,
দৈহিক সাধন হয় রোগের কারণ॥

"প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং" যুক্তিযুক্ত নয়, ১৭।
প্রবৃত্তির তরে উহা রোচক বচন।
বিশ্বাসের বশে অজ্ঞ প্রতারিত হয়,
মিথ্যাবাক্যে প্রতারণা করে ধূর্ত্তগণ॥'

ভূবায়ু হইতে লঘু বাষ্প প্রপূরিত,
ব্যোমযান করে শূন্য-মার্গে বিচরণ।
বায়ুপূর্ণ "বল" সূক্ষ্ম চর্ম্ম বিনির্ম্মিত,
কভু কি করিতে পারে ঊর্দ্ধে আরোহণ?

অস্থি মাংস পূর্ণ গুরু দেহের ভিতরে,
"ফুটবল" তুলনায় অতি অল্প স্থান।
বাষ্পের পূরণে জীব দেহ ত্যাগ করে,
"প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং" সিহীন প্রমাণ॥

কুম্ভকে মনের লয়? বিফল জল্পনা,
মনের কর্ত্তৃত্বে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়।
যতকাল থাকে বায়ু নিরোধ কামনা,
কুম্ভকের স্থিতি তত, সমধিক নয়॥

যদিও করমেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ।
মনের কর্ত্তৃত্বে হয় করমে নিরত।
যন্ত্রাদির কার্য্য, বায়ু, রক্ত সঞ্চালন,
প্রাকৃতিক ক্রিয়া, নহে মন অনুগত॥

মনের কর্ত্তৃত্বে, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সাধনে,
প্রাকৃতিক ক্রিয়া রুদ্ধ না হয় কখন।
নিরোধে বিফল চেষ্টা করে অজ্ঞ জনে,
প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে সমাধি সাধন॥

আজীবন প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়,
জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন সর্ব্ব অবস্থায়।
প্রাণের নিরোধ কভু স্বাভাবিক নয়,
যাতনা উদিত হয় নিরোধ চেষ্টায়॥

সুষুপ্তি সময়ে চিত্ত নিরুদ্ধ যখন,
প্রাণবায়ু সমভাবে থাকে প্রবাহিত।
আধার আধেয় ভাবে নহে প্রাণ মন,
প্রাণ লয়ে মন লয় নহে সম্ভাবিত ॥

বায়ুস্রোত রোধ করি' কুম্ভক সাধন,
অনর্থক পরিশ্রম, বৃথা কাল ক্ষয়।
সঙ্কল্প বিকল্প স্রোত রোধি' যোগিগণ,
মনের কুম্ভকে হয় পরমে বিলয় ॥

বিষয় বৈরাগ্য বিনা, বিনা তত্ত্বজ্ঞান,
চিত্তবৃত্তি রোধ, যোগ সম্ভাবিত নয়।
প্রাণায়ামী লভে যদি যোগী অভিধান,
লৌহকার-ভস্ত্রা তবে যোগেশ্বর হয় ॥

জগত প্রপঞ্চ ত্যজি' প্রাণ আলম্বনে,
মনের ঐকাগ্র্য সিদ্ধ অবশ্যই হয়।
প্রণব শবদ, জ্যোতি, নাসাগ্র, গ্রহণে,
সেইরূপ একাগ্রতা জনমে নিশ্চয় ॥

নায়িকা নায়ক-রূপ গুণের চিন্তনে,
বিদ্যার্থী জটিলশাস্ত্র সিদ্ধান্ত সময়।
সুদৃশ্য দর্শনে কিংবা সঙ্গীত শ্রবণে,
ত্যজি অন্য বস্তু, মন তনময় হয় ॥

অপর বিষয় হ'তে ঐকাগ্র্য সাধনে,
প্রাণায়ামে বিশেষত্ব দৃষ্ট নাহি হয়।
একাগ্রতা ফল সর্ব্ব বিষয় গ্রহণে,
হয় একরূপ, কভু ন্যূনাধিক নয়॥

পঞ্চভূত যোগে জীবশরীর গঠিত,
বায়ুর শ্রেষ্ঠত্ব কেন কর নিরূপণ।
হইলে একটী গত অথবা বিকৃত,
চারি ভূতে দেহ রক্ষা হয় কি কখন ?

শ্বাস রোধে মৃত্যু সদা কর দরশন,
হ'লে ক্ষীন অপ তাপ কিংবা অন্য ভূত।
হয় তাহা শ্বাস বায়ু রোধের কারণ,
জীবদেহে পঞ্চভূত সমশক্তিযুত॥

শ্রুতি শাস্ত্রে প্রাণ শব্দ আছে ব্যবহৃত,
কিন্তু সেই প্রাণ কভু প্রাণ বায়ু নয়।
শারীরিক মীমাংসায় আছে মীমাংসিত,
প্রাণ শব্দ পরমের নামান্তর হয়॥১৮।

যে বিষয়ে পুনঃপুন একাগ্রতা হয়,
হয় তার সহ দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত।
সমাধি সাধনে চিত্ত নিরোধ সময়,
চিত্তক্ষেত্রে সে বিষয় হয় উপস্থিত॥

বায়ু, শব্দ, মূর্ত্তি, জ্যোতি, গুণাদি, বিষয়,
যাহাতে যে জন করে ঐকাগ্র্য সাধন।
সমাধি সাধনে তাহা বিঘ্নকারী হয়,
নহে কভু একাগ্রতা নিরোধ কারণ॥

সবিকল্প সমাধি বা ঐকাগ্র্য সময়,
জ্ঞান জ্ঞাতা প্রভাহীন, জ্ঞেয় প্রকাশিত।
জ্ঞান জ্ঞাতা বিনা জ্ঞেয় অনুভব্য নয়,
সবিকল্পে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বিরাজিত॥

সুধু মন লয় নহে সমাধি কারণ,
হয় মূর্চ্ছা সুপ্তিতেও সদা মন লয়।
আত্মাতে সম্যক স্থিতি সমাধি লক্ষণ,
অনাত্মজ্ঞ জীবে তাহা সম্ভাবিত নয়॥

অনন্ত বিষয়ে সদা ভ্রমে "ক্ষিপ্ত" মন,
উৎসাহ বিচার হীন "মূঢ়" মন হয়।
"বিক্ষিপ্ত" সতত ত্যজে স্বীয় আলম্বন,
"একাগ্র," ধাতব্যে হয় সম্যক তন্ময়॥

একাগ্র, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, ক্ষিপ্ত, অবস্থায়,
সত্ব, রজ, তম যোগে ক্রিয়া করে মন।
ত্রিগুণ হইলে সাম্য নিরুদ্ধ দশায়,
হয় লুপ্ত, আত্মসত্তা করি' আলম্বন॥

দৈহিক সাধন কিংবা ঐকাগ্র্য সাধন,
বহিরঙ্গ ক্রিয়া, কভু যোগবাচ্য নয়।
'কা'দি বর্ণ যথা শাস্ত্র বোধের কারণ,
যোগমার্গ লাভে ইহা সেইরূপ হয় ॥১৯॥

শিক্ষা করি' বর্ণ, করি শাস্ত্র পরিহার,
কাব্য নাটকাদি যদি করে অধ্যয়ন।
কিংবা কাদিবর্ণে বিদ্যা সমাপ্ত যাহার,
বর্ণ শিক্ষা নহে তার বোধের কারণ ॥

অধমাধিকারী যত মূঢ় জীবগণ,
জীবজ্ঞানে পরব্রহ্মে যুক্ত হ'তে চায়।
দেহাত্মক জ্ঞানে করে দৈহিক সাধন,
সূক্ষ্মতম যোগ-মার্গ কভু নাহি পায় ॥

শাণিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের মতন,
যোগের সে সূক্ষ্ম পথ দুস্তর দুর্গম।
বৈরাগ্য বর্ম্মে হৃদয় করি' আবরণ,
করে জ্ঞানিগণ যোগ-মার্গ অতিক্রম ॥২০।

বৃথা নেতি ধৌতি বস্তি দৈহিক সংস্কার,
দৃঢ় লঘু দেহে তব কিবা প্রয়োজন।
রেচক পূরক সুধু বায়ুর বিকার,
দেহাত্মক জ্ঞানে বৃথা দৈহিক সাধন ॥

"আমিজীব" এই জ্ঞানে করিয়া বিয়োগ।
জীব ব্রহ্মে, যোগ চেষ্টা বৃথা পরিশ্রম,
জীব ব্রহ্ম এক, তার কি হবে সংযোগ।
যোগ বিয়োগাদি সুধু চিত্তের বিভ্রম,

"এক বৃক্ষে দ্রষ্টা ভোক্তা রূপে পক্ষীদ্বয়।
সখ্যভাবে যুক্ত" এই শ্রুতির বচন। ২১।
না পাইয়া তত্ত্ব তার, করিছে নির্ণয়,
পরমাত্মা, জীব আত্মা অনাত্মজ্ঞগণ ॥

যদি পরমাত্মা ভূমা ব্যাপ্ত সর্ব্বময়,
ভিতরে বাহিরে, জীবে, হয় বিরাজিত।
পরিচ্ছিন্ন বস্তু যদি পরমাত্মা হয়,
সর্ব্বদেহে পক্ষিরূপ নহে সম্ভাবিত ॥

ভূমাব্রহ্ম স্থান কাল পাত্রে বদ্ধ নয়,
বদ্ধের সর্ব্বত্র স্থিতি নহে সম্ভাবিত।
দেহ বৃক্ষে পরমাত্মা জীব পক্ষিদ্বয়,
শ্রুতির এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তি বিরহিত ॥

প্রতিদেহে পরামাত্মা, জীব পক্ষিদ্বয়,
স্বতঃসিদ্ধ সখ্যভাব যদি সুনিশ্চিত।
তবে পরমাত্মা ভূমা অদ্বিতীয় নয়,
বহু জীব সহ বহু পরমাত্মা স্থিত ॥

এক ভূমা পরমাত্মা অনন্ত মহান,
মায়ার কুহকে জীব রূপে অধ্যাসিত।
মনরূপী মায়া করে দেহ অভিমান,
পরমার্থে ভূমা আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিত ॥

দ্বিবিধ চৈতন্য দেহে উপলভ্য নয়,
আমি বিনা মম দেহে কেবা আছে আর ?
মনসহযোগে মম জীব আখ্যা হয়,
মনের বিলয়ে "আমি" ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ॥

সখ্য ভাবে সদা যুক্ত আত্মা আর মন,
মন কর্ত্তা ভোক্তা, আত্মা দ্রষ্টারূপেস্থিত।
বহির্ম্মুখী মন লিপ্ত বিষয়ে যখন,
সংযুক্ত থেকেও আত্ম-দর্শনে বঞ্চিত ॥

বিষয়বিরাগী সম অন্তর্মুখী মন,
আত্মার মহিমা দেখি' বীত-শোক হয়।
"জীবাত্মনোর্যোগে" যোগ নহে কদাচন,
বিষয়বিয়োগে যোগ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ॥ ২২।

কেন বৃথা একাগ্রতা করিছ সাধন,
কেন বহিতেছ শিরে বিভূতির ভার ?
যোগ পথে এসকলে কিবা প্রয়োজন।
এপথে বৈরাগ্য জ্ঞান সম্বল তোমার ॥ ২৩।

আছে যোগ- রাজ্য পথে মোহ পারাবার,
সুখ আশা ঝঞ্ঝাবাতে সদা আলোড়িত।
বাসনা-তরঙ্গ তাতে পর্ব্বত আকার,
আসক্তির খর স্রোত সদা প্রবাহিত ॥

উত্তাল তরঙ্গ মাঝে ভীম দরশন,
রাগ দ্বেষ ক্রোধ আদি জল জন্তু যত।
আকর্ণ করাল বক্ত্র করি'প্রসারণ,
ভক্ষ্য জীব অন্বেষণে ভ্রমিছে নিয়ত ॥

আছে যত জলযান মায়া বিনির্ম্মিত,
মনোময় জলযান আছে বিশ্বে যত।
একবার সে সাগরে হইলে পতিত,
নাহি পরিত্রাণ তার,হয় ধ্বংস গত ॥

নাহি দেখে জীবনেত্রে কভু পরপার,
এপারে তরণী এক আছে অবস্থিত।
নাহি পাল, গুণ, দণ্ড, ক্ষেপণি তাহার,
অতি ক্ষুদ্র বাষ্পপোত প্রজ্ঞা বিনির্ম্মিত ॥

বহিতে না পারে তরি জীবত্বের ভার,
মন বুদ্ধি চিত্ত ভারে করে টলমল।
অহঙ্কার বহিবার নাহি শক্তি তার,
দেহ ভারে ক্ষুদ্র তরি যায় রসাতল ॥

বৈরাগ্য বাষ্পে তরনী হয় সঞ্চালিত,
বিপরীত স্রোত, বায়ু, নাহি রোধে তায়।
মুমুক্ষুত্ব কর্ণে গতি হয় নিয়মিত,
নিরাপদে জ্ঞানতরি পরপারে যায়॥

যোগরাজ্য লাভে যদি কর আকিঞ্চন,
ত্যজ দেহ-জ্ঞান ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার।
দূর কর চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন,
অষ্টসিদ্ধি নবতুষ্টি কর পরিহার॥ ২৪।

আত্মেতররূপে বিশ্বে যে কিছু বিষয়,
নেতি নেতি সুবিচারে করিয়া বর্জ্জন। ২৫।
ত্যজি কোষত্রয় অন্ন প্রাণ মনোময়,
জ্ঞান- তনু ধরি' তরি কর আরোহণ॥

পার হ'লে মোহময় ভব পারাবার,
হবে লাভ যোগরাজ্য চির শান্তিময়।
নাহি তথা মায়ামেঘ দ্বৈত অন্ধকার,
রিপুর তাড়না আর ত্রিতাপের ভয়॥

আত্মজ্ঞান সূর্য্য তথা সদা প্রকাশিত,
আত্মানন্দানিল সদা প্রবাহিত হয়।
করে ক্রীড়া আত্মা তথা আত্মার সহিত,
রাজ্য রাজা প্রজা আত্মা, সর্ব্বআত্মময়॥ ২৬।

জ্ঞান।

যাহার মায়ায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
জীবের অজ্ঞেয় যাহা, বাক্য মনাতীত।
সেই অজ ভূমা ব্রহ্ম শাশ্বত চিন্ময়,
জ্ঞানের স্বরূপ, হয় জ্ঞান নামান্বিত ॥১।

মায়ার বিকাশে জ্ঞান হয় অধ্যাসিত,
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ আকারে।২।
"অপর" ও "পর" দুই ভাগে বিভজ্জিত,
হয় "অধ্যাসিত জ্ঞান" শ্রুতি অনুসারে ॥৩।

অপর বিকাশশীল অবিদ্যা মিশ্রিত,
বহির্মুখী পরিচ্ছিন্ন বন্ধন কারণ।
অবিদ্যাপগমে পর হ'য়ে বিকশিত,
করে তাপত্রয় দূর বন্ধন মোচন ॥

বিকাশ সঙ্কোচ শক্তি যোগে নিয়মিত,
স্থাবর জঙ্গম আখ্য জীবদেহ যত।
অপরও পর জ্ঞানে ব্যক্ত সঙ্কুচিত,
হতেছে জীবত্ব সেইরূপে অবিরত ॥

অপর কোরক প্রায় থাকে সঙ্কুচিত,
গর্ভহ'তে হয় জীব ভুমিষ্ঠ যখন।
ইন্দ্রিয় সংযোগে হ'লে বিষয় গৃহীত,
হয় ক্রমে বিকশিত কুসুম যেমন॥

শিশুকাল হ'তে জীবে থাকে বিদ্যমান,
সতত অপরজ্ঞান লাভের পিপাসা।
ইহা কেন, উহা কিবা, করে অনুমান,
করে পিতা মাতাগ্রজে সতত জিজ্ঞাসা॥

সভ্যতা বানিজ্য শিল্প বিষয় বিজ্ঞান,
গণিত জোতিষ কাব্য সাহিত্যাদি যত।
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ সমাজ বিধান,
প্রজাতন্ত্র রাজনীতি সঙ্গীতাদি কত॥

বেদ বাইবেল তন্ত্র কোরাণ পুরাণ,
দর্শন সংহিতা সূত্র ধর্ম্মশাস্ত্র যত।
ইহুদি ঈশাই বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান,
বর্ণাশ্রম জপতপ তীর্থ পূজাব্রত॥

ঈশ্বর নরক স্বর্গ পাপ-পুণ্য-জ্ঞান,
ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ চতুবর্গ ফল।
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগ বিবিধ সোপান,
অপরজ্ঞানের পরিণাম এসকল॥৪।

বিলাস প্রমোদ ভোগ সুখ উপাদান,
যাহা কিছু প্রয়োজন, জীবের বাঞ্ছিত।
অপর সকলি জীবে করিছে প্রদান,
নাহি হয় আশা তৃপ্ত, তাপ নিবারিত॥

সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান,
আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্ম-শাস্ত্র ঈশ দয়াময়।
যজ্ঞ পূজা তীর্থব্রত জপতপ ধ্যান,
জরা ব্যাধি মৃত্যু রোধে সক্ষম কি হয়?

জরা ব্যাধি মৃত্যুভয় করে সন্তাপিত,
নাহি শক্তি অপরের করে নিবারণ।
ধনমান যশো ধ্বংস ভয়ে জীব ভীত,
অপর জীবের ভয় করে কি মোচন?

ভৌতিকাদি তাপত্রয়ে সদা সন্তাপিত,
জগতের যত জীব করে হায় হায়।
ত্রিতাপ মনের ধর্ম্ম জীবত্বে মিশ্রিত,
অপর জ্ঞানে মানব শান্তি নাহি পায়॥

ক্ষুধিত কুক্কুর যবে নিরত চর্ব্বনে,
শুষ্ক অস্থিখণ্ড, হয় বিক্ষত রসনা।
হ'য়ে পরিতৃপ্ত স্বীয় লোহ আস্বাদনে,
নাহি করে অনুভব আঘাত যন্ত্রনা॥

মাংসখণ্ড মুখে শ্যেন শূন্য মার্গে ধায়,
অসংখ্য বিহগ তারে করে আক্রমণ।
নাহি ইচ্ছা ত্যাগে নাহি ভোগের উপায়,
কিংকর্ত্তব্য-মূঢ় ঘোর দুঃখে নিমগন ॥

অস্থিখণ্ডে ক্ষুন্নিবৃত্তি না হয় যখন,
ক্ষুব্ধ কুক্কুরের তাতে জনমে বিরাগ।
জানি মাংস-খণ্ড স্বীয় দুঃখের কারণ,
হতাশ বিহগ তাহা করে পরিত্যাগ ।।৫।

অবিদ্যায় অভিভূত যত জীবগণ,
বিষয় সম্ভোগে সদা সুখ পেতে চায়।
নাহি পায় সুখ, হয় বৃথা আকিঞ্চন,
সুখের আশায় জীব সদা দুঃখ পায় ॥

থাকে যতদিন তীব্র সুখের বাসনা,
না পায় দেখিতে জীব দোষ গুণ তার।
হ'লে সাম্য সুখ আশা ভোগের বাসনা,
ভোগ্য, ভোগ, বাসনার করে সুবিচার ॥

"কে আমি এ জড় দেহে আছি অবস্থিত,
কি এ বিশ্ব জাগরণে সদা দেখা যায়।
সুষুপ্তিতে পুনরায় হয় অন্তর্হিত,
কভু আছে কভু নাই মরীচিকা প্রায় ॥

জাগরণে দৃষ্ট বস্তু স্বপ্নে মিথ্যা হয়,
স্বপ্নের বিষয় হয় মিথ্যা জাগরণে।
সুষুপ্তিতে হয় মিথ্যা উভয় বিষয়"
কিবা সত্যকিবা মিথ্যা ভাবে সদা মনে ॥

বিষয় সংযোগে কেন সুখ দুঃখ হয়,
জগতের সহ কিবা সম্বন্ধ আমার।
নিত্য এই সুখ দুঃখ সম্বন্ধ বিষয়,
অথবা অনিত্য, তার করে সুবিচার ॥

ঈশ্বর, ঈশের কৃপা, বরণ, আশ্রম,
স্বরগ, নরক, পাপ, পুণ্যাদি সংস্কার।
ত্রিতাপ বন্ধন মুক্তি ধর্ম্ম অধরম,
দেখে জীব সত্যানৃত করিয়া বিচার ॥

বিচারের খর স্রোত হ'লে প্রবাহিত,
বিষয় বাসনা রাগ দ্বেষ দূর হয়।
লৌকিক অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয় অন্তর্হিত,
সংস্কার বিহীন হয় জীবের হৃদয় ॥

শম দম উপরতি তিতিক্ষা প্রভৃতি,
সম্পদ্ মুমুক্ষা স্বতঃ হয় সমুদিত।
ঐহিক বা পারত্রিকে জনমে অপ্রীতি,
তত্ত্বজ্ঞানামৃত-লাভে হয় লালায়িত ॥ ৬।

জিতেন্দ্রিয় শান্ত চিত্ত ষড় গুণান্বিত,
শিষ্যে ব্রহ্মবিদ্ গুরু করে উপদেশ। ৭।
অধ্যারোপ অপবাদ ন্যায়ে নিরূপিত ৮।
হয় অজ ভূমা আত্মা ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ॥ ৯।

ব্রহ্ম সত্য, এজগত মিথ্যা মায়াময়,
শ্রবণ মনন যোগে হ'লে সুনিশ্চিত।
যেই পরজ্ঞান জীবে সমুদিত হয়,
পরোক্ষ সংজ্ঞায় তাহা হয় অভিহিত॥

গুরুমুখে তত্ত্বমসি করিয়া শ্রবণ,
হয় জীব আত্ম-সত্তা সন্ধানে নিরত।
জাগতিক সর্ব্ববস্তু করিয়া বর্জ্জন,
করে নিদিধ্যাস আত্ম-স্বরূপ নিয়ত॥

মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সম্মিলিত,
থাকে আত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অবিষয়।
দেহাত্মক অভিমানে সদা আবরিত,
থাকে আত্মসত্তা, নাহি নিরূপিত হয়॥

তাই দেহরূপে কভু হয় অধ্যাসিত,
কভু মন বুদ্ধি, কভু চিত্ত অহঙ্কার।
যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা হয় মনাতীত,
নাহি জানে কভু জীব স্বরূপ তাহার॥১০।

মন্দদৃষ্টি হেতু যেই হতভাগ্য জন,
সূক্ষ্ম সরিষপ কণা না পায় দেখিতে।
ধান্য সহ সরিষপ করিয়া মিশ্রণ,
বল যদি সেই জনে বিবিক্ত করিতে॥

কিংকর্ত্তব্য নাহি পারে করিতে নির্ণয়,
দেখে ধান্য, সরিষপ দৃষ্টির অতীত।
কিন্তু যদি সেই জন বুদ্ধিমান্ হয়,
অক্লেশে কর্ত্তব্য তার হয় নিরূপিত॥

নেত্রগ্রাহ্য ধান্য ক্রমে করিয়া বর্জ্জন,
একে একে, যে সময় হয় নিঃশেষিত।
থাকে অবশিষ্ট মাত্র সর্ষপ তখন,
হয় অভিলাষ সিদ্ধ, কার্য্য সম্পাদিত॥

সেইরূপে অধিকারী পরজ্ঞানিগণ,
মনাতীত আত্মসত্তা উপলব্ধি তরে।
মনোগম্য চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন,
দেহ অভিমান আদি পরিত্যাগ করে॥

মায়ার অতীত আত্মা নিত্য মনাতীত,
মায়িক অনিত্য বস্তু মনোগম্য হয়।
মনোগ্রাহ্য সর্ব্ব বস্তু হ'লে অন্তরিত,
থাকে শুদ্ধ আত্মসত্তা শাশ্বত চিন্ময়॥১১।

নাহি তথা সৃষ্টিস্রষ্টা জীব কোষময়,
নাহি সুখ দুঃখ মুক্তি ত্রিতাপ বন্ধন।
সুষুপ্তির ন্যায় সর্ব্ব ভাব লুপ্ত হয়,
থাকে ভূমা আত্মসত্তা শান্ত নিরঞ্জন ॥১২।

নির্বীজ সমাধি ইহা বলে কোন জন,
কোথা' নির্ব্বিতর্ক, নির্ব্বিকল্প নামান্বিত।
নির্ব্বাণ অবস্থা ইহা বলে বৌদ্ধগণ,
অসম্প্রজ্ঞাত কোথা হয় অভিহিত ॥১৩।

এই আত্মা ব্রহ্ম, বলে বেদান্ত দর্শন,
সাংখ্যের পুরুষ-আখ্য আত্মা ইহা হয়।
পরমাত্মা, নৈয়ায়িক বৈশেষিক গণ,
জৈমিনির কর্ত্তা আত্মাভিন্ন বস্তু নয় ॥

"প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম" বলে ঋক্ বেদ,
" অহং ব্রহ্ম অস্মি" হয় যজুর বচন।
সামে "তত্ত্বমসি" জীব ব্রহ্মে নাহি ভেদ,
"অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি" বলে অথর্ব্বণ ॥

সমশ-তব্রেজ, রুম-মৌলানা, মন্সুর,
তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মুসল্মান্ গণ।
দেখিয়াছে ইন্সানে আল্লার জহুর,
বলে "সোহমস্মি" গেটে, কবি ইমারসন্ ॥১৪।

সমাধিতে যেই প্রজ্ঞা থাকে অবস্থিত,
অস্মদ্ প্রত্যয়-গম্য ব্রহ্ম তাহা হয়।
"তত্ত্বমসি" বাক্যে জীব স্বরূপ নির্ণীত,
এই আত্মাব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নয়॥

আত্ম উপলব্ধি রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানে,
আত্মবিৎ যোগিগণ জীবন্মুক্ত হয়।
সমাধিতে হয় ব্রহ্ম, সন্ন্যাসী ব্যুত্থানে,
হয় দেহ ধ্বংসে ভূমাচৈতন্যে বিলয়॥১৫।

শিব

সুরধুনী তীরে ভীষণ শ্মশান
ঘোর বিভীষিকাময়।
স্মরিতে যাহার বীভৎস আকার
জীবগণ ভীত হয়॥

নরমেধ যজ্ঞ হতেছে কোথায়
জ্বলিছে শ্মশানানল।
হইতেছে ভস্ম সৌন্দর্য্য লাবণ্য
যৌবন বীরত্ব বল॥

কোথা' স্তুপাকারে ভস্মরাশি সহ
দগ্ধ অস্থি সংমিলিত।
কোথা' বা বিচ্ছিন্ন বাহু উরুপদ
কঙ্কালাদি নিপতিত॥

নাসা নেত্র হীন শবমুণ্ড যেন
করিতেছে উপহাস।
জীবের জীবন সৌন্দর্য্য যৌবন
বাসনা আসক্তি আশ॥

নরমাংস তরে শিবা সারমেয়
নিরত আহবে সবে।
নিশীথ শ্মশান হতেছে ধ্বনিত
তাদের বিকট রবে॥

অমা-অন্ধকারে দেহের প্রভায়
করি' দিক উজলিত।
এভীষণ স্থানে কে তুমি হে দেব
বৃষোপরি অবস্থিত?

ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে ত্রিনেত্র তোমার
অঙ্গ ভস্মে বিভূষিত।
গলে হাড় মালা করতলে শূল
দিগম্বর পরিহিত॥

বিকট কঠোর ভৈরব মূরতি
সঙ্গে দুটী সহচর।
দেখি তাহাদের অলৌকিক ভাব
কাঁপে জীব থর থর॥

কেহ কহে শিব কেহ ত্রিলোচন
কেহ কহে মহেশ্বর।
কেহ ব্যোমকেশ কেহ ত্রিপুরারি
কেহ কহে ভব হর॥

কি নাম তোমার কোথায় জনম
জনক জননী কেবা।
সহচর দুটী শ্মশানে মশানে
কেন তব করে সেবা ?

কুবেরের ধন আয়ত্ত তোমার
কহে হেন কত জন।
দেবী অন্নপূর্ণা গৃহিনী তোমার
নাহি কোন অনাটন॥

কেন তবে দেব দীন হীন তুমি
ভিক্ষান্ন জীবিকা তব।
অল্প বুদ্ধি মোরা না পারি করিতে
এ রহস্য অনুভব॥

শ্মশান বিহারী সন্ন্যাসীর বেশ
বলে লোকে যোগেশ্বর।
সংসারীর প্রায় দারা সুত সহ
কৈলাসেও কর ঘর॥

জিতেন্দ্রিয় তুমি নয়ন অনলে
হ'ল ভস্ম পঞ্চশর।
সুত সুতাগণ কিরূপে সঞ্জাত
হইয়াছে মহেশ্বর॥

কি গোত্র কি বর্ণ কি আশ্রম তব
কিছুই বুঝিতে নারি।
বিরক্ত সন্ন্যাসী কিংবা বানপ্রস্থী
গৃহস্থ কি ব্রহ্মচারী ?

সিদ্ধি পানে মত্ত থাক তুমি সদা
ঢুলু ঢুলু ত্রিনয়ন।
চরিত্র তোমার নহে নিরমল
বলে হেন কতজন॥

সমুদ্র মন্থনে সুধাসহ যবে
উঠেছিল হলাহল।
সে বিষে এবিশ্ব করেছিল দগ্ধ
যেন ভীম দাবানল॥

দেবগণ যত তৃপ্ত সুধাপানে
কিন্তু তুমি মৃত্যুঞ্জয়।
করেছিলে পান সে বিষম বিষ
না করি' মরণ ভয়॥

ওহে সোমনাথ মাম্মুদ গজনি
কাফেরি ধ্বংসের তরে।
চূর্ণ করি মূর্ত্তি ধন রত্ন কত
লভেছিল তবোদরে॥

তব রক্ষাতরে কত শত হিন্দু
হয়েছিল হত রণে।
ছিল না কি শক্তি রক্ষিতে বিগ্রহ
কিংবা স্বীয় ভক্তগণে?

ওহে বিশ্বেশ্বর দিল্লীশ্বর যবে
করেছিল আক্রমণ।
হ'লে নিমজ্জিত জ্ঞানবাপী জলে
করি' ভয়ে পলায়ন॥

তব মন্দিরের প্রস্তরে হইল
মস্‌জিদ্‌ নিরমিত।
তোমার আবাস পুণ্য তীর্থ হ'ল
গো-শোনিতে বিপ্লাবিত॥

লক্ষ লক্ষ ভক্ত হতাশ হৃদয়ে
করেছিল হাহাকার।
বুঝি প্রাণভয়ে হ'লে না প্রকট
করিলে না প্রতিকার॥

হে ত্রাসে তাপিত কাপুরুষ শিব
করি' তব উপাসনা।
ত্রিতাপে তাপিত জীবের শান্তির
আছে কিবা সম্ভাবনা?

হ'য়ে জ্ঞান হারা করিলে ভ্রমণ
সতী দেহ স্কন্ধে ক'রে।
যুগ যুগান্তর নগরে গহনে
কত দেশ দেশান্তরে॥

বায়ান্ন বিভাগে যবে শব ছিন্ন
করেছিল সুদর্শন॥
পুন সংজ্ঞালাভ হয়েছিল তব
হে ত্রিপুর-নিসূদন।

দেখি এগজতে অজ্ঞ জীবগণ
আবার বিবাহ করে।
প্রাণ-প্রণয়িণী হইলে বিগতা
ভুলি' শোক কাল ভরে॥

যাহার হৃদয়ে ভোগের পিপাসা
নহে তীব্র অসংযত।
দারার অভাবে ত্যজিয়া সংসার
পরমার্থে হয় রত॥

কিন্তু নাহি দেখি কভু এজগতে
হেন তামসিক জন।
হইয়া উন্মত্ত মৃত নারী স্কন্ধে
করে পৃথ্বী পর্য্যটন॥

পরম বৈরাগী শ্মশান নিবাসী
যোগেশ্বর জ্ঞানময়।
রমণীর শোকে হইলে উন্মত্ত
কিরূপে প্রতীতি হয়॥

মূঢ় জীব হ'তে সমধিক মূঢ়
যদি শিব তুমি হও।
স্বর্গ-মোক্ষ-দাতা পাপতাপহারী
উপাস্য কদাপি নও॥

লোক শিক্ষা তরে করেছ একাজ
নাহি করি অনুমান।
হে জগত গুরো! আসক্তি বাসনা
করেছ কি শিক্ষাদান?

যদি বল ইহা কবির কল্পনা
যথার্থ ঘটনা নয়।
তান্ত্রিকের পূজ্য পীঠ স্থান গুলি
কিরূপে প্রামাণ্য হয়?

যদি তুমি পূজ্য ভণ্ডের জীবিকা
মিথ্যা পীঠ স্থান যত।
যদি পীঠ সত্য তুমি মূঢ় হেয়
আসক্তি বাসনা রত॥

দেবতা প্রতিমা করি' নিরমাণ
উপাসনা প্রচলিত।
ত্যজিয়া বিগ্রহ কেন লিঙ্গ তব
হইতেছে উপাসিত ?

মোহিনী মুরতি দেখে কামাতুর
হয়েছিলে ত্রিলোচন।
তাতে লিঙ্গচ্ছেদ হয়েছিল তব
বলে হেন কত জন ॥

পুরাণ কল্পিত এ বীভৎস কথা
হ'লে সত্য অনুমিত।
কেমনে বৈরাগী যোগেশ্বর রূপে
হইতেছ উপাসিত ? ১।

বলে শাস্ত্র, জীব সদ্যঃ শিব হয়
করি' তোমা দরশন।
তব অনুচর ভূত প্রেত মুক্ত
নাহি হয় কি কারণ ?

কাশীতে মরিলে জীব হয় শিব
কর তুমি মোক্ষদান।
ঘোর তামসিক অধম পাতকী
অনায়াসে পায় ত্রাণ ॥ ২।

বারাণসী ভূমি যদ্যপি সক্ষম
পাপতাপ বিনাশনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে অন্ধ কেন
দেখি কাশীবাসী জনে?

সাধন বিহীন তামসিক জন
আজীবন পাপে রত।
ভূমির প্রভাবে লভে শিবপদ
সঙ্গত কি এই মত?

কাশীধামে যদি সীমাবদ্ধ তুমি
অসীম অক্ষর নও।
হ'য়ে নিজে বদ্ধ জীবে মুক্তি দিতে
কিরূপে সক্ষম হও?

হইলে বিমুক্ত আত্ম আত্মেতর
অবিদ্যা সম্ভব নয়।
মুক্তিদাতা তুমি কিন্তু মুক্তি তব
কিরূপে সিদ্ধান্ত হয়?

শুনি জীব বাণী মধুর বচনে
বলিলেন ত্রিলোচন।
তন্ত্র পুরাণের প্রহেলিকা মোরে
করিয়াছে আবরণ॥

অবিদ্যা আঁধারে অজ্ঞ জীব তব
জ্ঞান-নেত্র আচ্ছাদিত।
আমার স্বরূপ সেই হেতু তুমি
নাহি দেখ প্রকটিত॥

বিবেক অনিলে বৈরাগ্য অনল
হয় যবে প্রজ্জ্বলিত।
জীবের হৃদয় শ্মশান আখ্যায়
হয় তবে অভিহিত॥

সৌন্দর্য্য লাবণ্য যৌবনাভিমান
দেহ জ্ঞান ভস্ম হয়।
ধন মান আশা আসক্তি বাসনা
সুখ দুঃখ হয় লয়॥

ভস্ম রাশিময় সে মহাশ্মশানে
মম সহচর দ্বয়।
নন্দি ভৃঙ্গিরূপ যোগ আর জ্ঞান
স্বতঃ উপজিত হয়॥

সহচর যোগ জ্ঞান হ'তে আমি
নহি দূরে কদাচন।
যথা যোগ জ্ঞান সেই স্থানে আমি
দেই সদা দরশন॥

ঋক্ যজু সাম অথর্ব্বণ নামে
চারিপদ সমন্বিত।
সূক্ত ছন্দ দেহ ব্রাহ্মণ নিরুক্ত
চর্ম্মে অঙ্গ আবরিত॥

কাঠক কপাল প্রশ্ন গণ্ডস্থল
ঈশ কেন শৃঙ্গ দ্বয়।
মুণ্ডক নয়ন মাণ্ডুক্য শ্রবণ
ছান্দোগ্য নাসিকা হয়॥

আরণ্যক জিহ্বা তৈত্তীরিয় ত্বক
ঐতরেয় ওষ্ঠদ্বয়।
জ্ঞান অস্থি মজ্জা উপনিষদাখ্য
বেদান্ত মস্তক হয়॥

শ্রৌত কল্প-সূত্র স্মৃতি গীতা তন্ত্র
পুরাণাদি অগণিত।
রোমরাজি রূপে, সর্ব্ব অঙ্গ তাহে
আছে হ'য়ে আবরিত॥

ষড় দরশন সে বৃষভ রব
করি' বিশ্ব নিনাদিত।
অবিদ্যার ক্রোড়ে সুপ্ত জীবগণে
করিতেছে প্রবোধিত॥

এই বেদ বৃষ বাহন আমার
জানে বেদবিদ্‌গণ।
বেদ বৃষে'পরি হ'য়ে সমাসীন
করি বিশ্ব বিচরণ ॥৩।

জ্ঞানরূপী আমি জ্ঞান বপু মম
তাই আমি দীপ্তিময়।
আমার প্রকাশে অবিদ্যা অস্মিতা
তম বিদূরিত হয় ॥

বিশ্ব প্রাজ্ঞ আর তৈজস সংগক
হয় মম ত্রিনয়ন।
তৈজসে স্বপন বিশ্বে বিশ্ব, প্রাজ্ঞে
করি আত্ম দরশন ॥

বিরাট্ আকারে যবে ব্যাপ্ত আমি
চরাচর বিশ্বময়।
সূর্য্য, সোম, অগ্নি, ত্রিনেত্রে আমার
দিক্ প্রকাশিত হয় ॥৪।

জ্ঞানানলে দগ্ধ হইলে এ বিশ্ব
মম ভস্ম বিভূষণ।৫।
জীবত্বাবশেষ চিহ্ন হাড়মালা
মম কণ্ঠ আভরণ ॥

ভৌতিক, দৈবিক, আধ্যাত্মিক শূল
হয় মম করতলে।
দিক্ ব্যাপী আমি নাহি আবরণ
তাই দিগম্বর বলে॥

নাহি জন্ম গোত্র অজ নিত্য আমি
নাহি বদ্ধ কালে স্থানে।
জীবের জল্পনা নাম যত, জ্ঞানী
অনাম আমায় জানে॥

মম মায়া জাত অন্নময় বিশ্ব
ধন রত্ন সমন্বিত।
নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী দ্রষ্টা মাত্র আমি
নহি ভোক্তা কদাচিত॥

লস ধাতু হ'তে কৈলাস সাধিত
জ্যোতির জ্ঞাপক হয়।
স্বতঃ প্রকাশিত প্রজ্ঞান কৈলাসে
হয় বটে মমালয়॥

হর গৌরী রূপে আমি মম মায়া
ভেদ মিথ্যা বিকল্পনা।
চঞ্চলা অবলা ক্রীড়াশীলা বালা
সদা ক্রীড়া-নিমগনা॥

বিচিত্র খেলনা স্থাবর জঙ্গম
গড়িয়া আপন হাতে।
পরিহাস ছলে আবরে আমায়
জীবসংজ্ঞ হই তাতে॥

নাহি কভু মম সন্তান সন্ততি
মায়ার খেলনা যত।
নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ আত্মারাম আমি
সদা আত্ম-ক্রীড়ারত॥

অষ্ট সিদ্ধি রূপ মাদক-সেবনে
মত্ত অজ্ঞ যোগী যত।
আত্মানন্দামৃত পানে পরিতৃপ্ত
থাকি আমি অবিরত॥

জগদ্রূপ দণ্ডে হইলে মথিত
রত্নাকর রূপ মন।
উঠে জ্ঞানামৃত হয় পরিতৃপ্ত
তাহে শুদ্ধ-সত্ত্ব জন॥৬।

আসক্তি বাসনা হলাহল হ'লে
সেমথনে সমুত্থিত।
দেহ বিশ্ব বাসী ইন্দ্রিয়াদি হয়
জর্জ্জরিত সংক্ষুভিত॥

আমি মৃত্যুঞ্জয় অজর অমর
সে গরল করি পান।
হয় অপহৃত দেহেন্দ্রিয় যত
আমি থাকি বিদ্যমান॥

মনস্থৈর্য্য তরে প্রতীকোপাসনা
হয়েছিল প্রচলিত।
ক্রমে প্রতীকের নাম, মাহাত্ম্যাদি
হইয়াছে প্রকল্পিত॥

সেই পণ্যে বৃত্তি ধর্ম্মের বিপণি
করিয়াছে সুসজ্জিত।
অজ্ঞ নর নারী সত্য বস্তু ভ্রমে
হইতেছে প্রবঞ্চিত॥

অধে, অন্তরীক্ষে সম্মুখে পশ্চাতে
দক্ষ, বামে যতস্থান।
অনল, অনিল জল স্থল ব্যোম
যাহা কিছু বিদ্যমান॥

সূর্য্য চন্দ্র তারা স্থাবর জঙ্গম
যাহা কিছু দেখা যায়।
জড় জীব দেহে আছে যে কীটানু
অণু পরমাণু প্রায়॥

এ সকল কার্য্য আছে দীপ্যমান
কারণ প্রকাশ তরে।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার প্রতীক
আমাকে প্রচার করে॥

গীর্জা মস্‌জিদে মন্দিরে, বাহিরে
কিংবা অপবিত্র স্থানে।
বিশ্বাসাবিশ্বাসে অভক্তি ভক্তিতে
অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে।

কল্পিত প্রতীকে অত্যাচারে রণে
ম্লেচ্ছ খড়্গ খরশানে।
গোহত্যা গোরক্তে ধুপ দীপ পুষ্প
চন্দনাদি উপাদানে॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে আমি
রহিয়াছি বিদ্যমান।
এক স্থানে আছি স্থানান্তরে নাই
কেন এই ভেদজ্ঞান॥

তব প্রশ্ন মধ্যে তাহার উত্তরে
মর্ম্মঘাতে অভিমানে।
ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত আমি
দেখ নির্ব্বিষয় ধ্যানে॥

আমার অস্তিত্বে জড় জীব বিশ্ব
হইতেছে অধ্যাসিত।
আমার বাহিরে পদার্থের সত্তা
নহে কভু সম্ভাবিত॥

ত্যজি' মোহময় বিশ্বাস সংস্কার
দেখ করি সুবিচার।
মূর্ত্তি বা প্রতীকে নহি বদ্ধ আমি
মম ব্যাপ্তি এ সংসার॥

আমার চৈতন্যে মায়ার চেতনা
কিন্তু মায়া অচেতন।
তাই ব্যক্ত মায়া মৃত দেহ রূপে
বর্ণিয়াছে কবিগণ॥

যবে লীলা ছলে মায়া সতী দেহ
স্কন্ধে করি' সংস্থাপন।
হ'য়ে আত্মহারা জীবরূপে আমি
করি বিশ্ব বিচরণ॥ ৭।

উন্মত্তের প্রায় কভু সুখী দুঃখী
কভু পাপী পুণ্যবান।
মরণের ভয়ে সতত কাতর
শোকে তাপে ম্রিয়মাণ॥

জ্ঞান সুদর্শন আঘাতে যখন
মায়া খণ্ড খণ্ড হয়।
জীবত্বের সহ হয় পুন লুপ্ত
সুখ দুঃখ মৃত্যু ভয়॥

আপন স্বরূপে থাকি প্রতিষ্ঠিত
শুদ্ধ শান্ত নিরঞ্জন।
অবিদ্যোপাদানে গড়ি পীঠ স্থান
পূজে অজ্ঞ জীবগণ॥

মায়ার আবেশে হ'য়ে কামাতুর
বহুত্ব কামনা করি।
তাতে ছিন্ন মম জীবরূপ লিঙ্গ
নানা নামরূপ ধরি॥

আমি শিব আর মম লিঙ্গ জীব
পরমার্থে ভিন্ন নয়।
মায়িক প্রভেদ, মায়া সাম্য হ'লে
শিবে লিঙ্গ যুক্ত হয়॥

অজ্ঞেয় অব্যক্ত লিঙ্গ হীন মোরে
জ্ঞাপন করার তরে।
শিব লিঙ্গ নামে প্রস্তর মৃন্ময়
প্রতীক নির্ম্মাণ করে॥

জীবের কল্পিত লিঙ্গ উপাসনা
কভু মোক্ষ-প্রদ নয়।
মায়া নিরমিত লিঙ্গ অধিগমে
জীবের মুকতি হয়॥

অকার উকার মকার সংযোগে
মম লিঙ্গ নিরমিত।
ওঁঙ্কার স্বরূপ সে লিঙ্গ উপরে
হয় বিন্দু বিরাজিত॥

দেহ অভিমান যোনি পীঠোপরি
জীবত্ব ওঁঙ্কার স্থিত।
জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি, ত্রিকালে
মাত্রাত্রয় বিরাজিত॥

তুরীয় সংজ্ঞক সে বিন্দু বা বজ্র
কারণ স্বরূপে স্থিত।
জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তি, তুরীয়
যোগে লিঙ্গ নিরমিত॥৮॥

সাধন প্রভাবে জাগ্রত স্বপ্নাদি
করিয়া ক্রমশঃ লয়।
চতুর্থ তুরীয়ে হইয়া সংস্থিত
জীবগণ শিব হয়॥

জড়, জীব, শিব মায়ার কুহকে
কর ভিন্ন দরশন।
মায়া সাম্য হ'লে লুপ্ত জড়, জীব
ব্যক্ত শিব নিরঞ্জন॥

আত্মরূপী আমি মম অনুচর
বহু বৃত্তিযুত মন।
সেই মনোবৃত্তি ভূতপ্রেত রূপে
বর্ণিয়াছে কবিগণ॥

বিকট দশন ব্যাদিত বদন
বহির্মুখিবৃত্তিগণ।
বিষয়ের মদে তাণ্ডব নর্ত্তন
করিতেছে সর্ব্বক্ষণ॥

ত্যজিয়া বিষয় শান্তবৃত্তিগণ
যবে অন্তর্মুখী হয়।
ধরি একাকার হয় আত্মসংস্থ
ভূত, ভূতনাথে লয়॥

বিবেক "বরণা" বৈরাগ্য "নাশীর"
অন্তরালে অবস্থিত।
জ্ঞান সুরধুনী তীরে অপরোক্ষ
মম ধাম বিরাজিত॥৯।

ভৌতিক দৈবিক আধ্যাত্মিক এই
ত্রিশূল উপরে স্থিত।
হয় মমালয় প্রজ্ঞা কাশীধাম
যোগিজন আকাঙ্ক্ষিত॥

পাতালে ভূতলে কিংবা অন্তরিক্ষে
কাশী অবস্থিত নয়।
জীবের ভিতরে পঞ্চকোষ ব্যাপী
হয় কাশী মমালয়॥

অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ
কোষ করি পরিক্রম।
লভে যোগিজন নিরালম্ব যোগে
কাশীধাম গুহ্যতম॥

যেই জ্ঞানে হয় সঞ্চিত প্রারব্ধ
ক্রিয়মান কর্ম্মক্ষয়।
ত্যজি দেহ সেই প্রজ্ঞা-কাশীধামে
জীবগণ শিব হয়॥১০

জীবন্মুক্ত জন লভে নিরবাণ
শাস্ত্র করে নিরূপণ।
দেহ ত্যাগে মুক্তি লভে নর পশু
যথা অজা, শুনীগণ॥১১।

জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি সংজ্ঞক
ত্রিবিধ অবস্থাতীত।
অদৃষ্ট অগ্রাহ্য অগোত্র অবর্ণ
জ্ঞানা-জ্ঞান বিরহিত ॥

প্রপঞ্চ অতীত শান্ত তুর্য্য শিব
বলে মোরে অথর্ব্বণ।
চৈতন্য স্বরূপ আত্মাবলে মোরে,
আত্ম-জ্ঞানি যোগিগণ ॥ ১২।

আত্মরূপী শিব মুখ্য, মোক্ষপ্রদ
করি' তারে অনাদর।
গৌণ জড় শিব আত্মেতর রূপে
পূজে অবিদ্যান্ধ নর ॥ ১৩।

সৃষ্টিরহস্য ।

রাত্র দিন পক্ষ সমন্বিতকাল   চন্দ্র সূর্য্যসহ জগত বিশাল
অগণিত গ্রহগণ ।
পশুপক্ষী কীট নর নারী যত   তরু লতা গুল্ম সাগর পর্ব্বত
নদনদী প্রস্রবণ ॥

রাজা প্রজা বাগ্মী মূক নীচ মানী   নিঃস্ব ধনীবীর ভীরু অজ্ঞ জ্ঞানী
ধার্ম্মিক পাতকী যত ।
স্বদেশ বিদেশ সামাজিক রীতি   বিজ্ঞান বাণিজ্য শিল্পরাজনীতি
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কত ॥

গ্রাম জনপদ সমৃদ্ধ নগর   কুটীর প্রাসাদ উদ্যান প্রান্তর
জল-যান ব্যোম-যান ।
ইহুদি ইশাই হিন্দু মুসল্‌মান   বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণ
তীর্থ ব্রত পূজাধ্যান ॥

দুঃখ শোক তাপে কেহ কাঁদিতেছে   আনন্দে উৎফুল্লকেহ হাসিতেছে
কেহ চিন্তা নিমগন ।
রত কেহ বিত্ত সম্পদ অর্জ্জনে   কেহ প্রবেশিছে বিজন কাননে
ত্যজি' বিত্ত পরিজন ॥

বিচিত্র এ বিশ্ব সৃষ্টির কারণ   নিরূপণ তরে পূর্ব্ব বুধগণ
করেছে সিদ্ধান্ত কত।
চার্ব্বাকের মতে ভূত সংমিলন   কপিলের মতে প্রকৃতি কারণ
মায়া বেদান্তের মত॥

কণাদের মতে অণুসংমিলন   শ্রুতিমতে ব্রহ্মকামনাঈক্ষণ
পুরাণে জল্পনা কত।
ঈশ্বরের ইচ্ছা বাইবেল্ কোরাণে শূন্য হ'তে সৃষ্টি বৌদ্ধগণ মানে
চতুর্ব্যূহ ভাগবত॥ ১।

জড় বাদী যত বৈজ্ঞানিকগণ   জানিবার তরে সৃষ্টির কারণ
করিছে সিদ্ধান্তকত।
একবার যাহাকরে সত্যজ্ঞান   মিথ্যাজ্ঞানে তাহা করে প্রত্যাখ্যান
বিফল বিজ্ঞান যত॥

চারি যুগ সৃষ্টি করেছে পুরাণ   মহাপ্রলয়াদি বাইবেল্ কোরাণ
গড়েছে কল্পনা বলে।
জল বিপ্লাবনে স্থলচর যত   আশ্রয় বিহনে হয় ধ্বংসগত
জলচর রহে জলে॥

যার মন বুদ্ধি যথা প্রধাবিত   করিয়াছে যুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত
স্বীয় অভিমত মত।
দৃশ্যমান এই সৃষ্টির অতীত   স্রষ্টারূপে ঈশ হয়েছে কল্পিত
স্বর্গ নরকাদি যত॥

নরকের ভয় স্বরগ কামনা ইহপরকালে সুখের বাসনা
ধরমের ভিত্তি হয়।
ভয় বাসনাদি নাহি চিত্তে যার অপরের স্তুতি পূজা নমস্কার
তাহাতে সম্ভব নয়॥

সীমাবদ্ধ জ্ঞানে, জাগ্রতাবস্থায় জগতের আদি অন্ত নাহি পায়
করিছে জল্পনা যত।
স্বপ্নে কাম্যবস্তু করিয়া কল্পনা ভোগিতেছে সুখ সহিছে যাতনা
বিভীষিকা দেখে কত॥

সুষুপ্তি সময়ে মনেন্দ্রিয় যত বিষয় ত্যজিয়া হয় লয় গত
বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়।
কোন অবস্থায় কভু জীবগণ না পারে জানিতে সৃষ্টির কারণ
জীব বাক্য সত্য নয়॥

বিরাট্ অবস্থা উপনীত হ'লে হয় সর্ব্বদেহে অনিলে অনলে
আত্মসত্তা প্রকাশিত।
আমি ভিন্ন তথা দ্বৈত কিছু নাই আমি সর্ব্বরূপে ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই
সমষ্টি স্বরূপে স্থিত॥

হেন অবস্থায় প্রশ্ন কে করিবে সৃষ্টির কারণ কেবা জিজ্ঞাসিবে
উত্তর কে দিবে তার।
বিরাটে বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় এক হয় সৃষ্টির কারণ তাহে বেদ্য নয়
ইহাই সিদ্ধান্ত সার॥

সমাধি সময়ে মনেন্দ্রিয় যত সুষুপ্তির ন্যায় হয় অস্তগত
ব্রহ্মসত্তা প্রকাশিত।
নাহি থাকে গ্রহ চন্দ্রমা তপন গিরি নদনদী বৃক্ষ জীবগণ
হয় বিশ্ব তিরোহিত॥

নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি পুণ্য পাপ নাহি সৃষ্টিস্রষ্টা বন্ধন ত্রিতাপ
জপতপ যোগধ্যান।
শুদ্ধ আত্মসত্তা বাক্য মনাতীত সমাধি সময়ে থাকে প্রতিষ্ঠিত
নাহি স্বর্গমোক্ষজ্ঞান॥

সৃষ্টি যথা নাই, সৃষ্টির কারণ কি উপায়ে বল করে নিরূপণ
কভু সম্ভাবিত নয়।
জগতের আদি জগতের লয় কোন অবস্থায় কভু জ্ঞেয় নয়
কিরূপে সিদ্ধান্ত হয়? ২।

দেখ যাহা কিছু জড়নামান্বিত স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জ্ঞানের অতীত
হয় আদি অন্ত তার।
হয় বর্ত্তমানে সদা বিবর্ত্তিত ত্রিকালে স্বরূপ না হয় নির্ণীত
ভ্রান্তি মাত্র এসংসার॥

জ্ঞান বিনা কভু জ্ঞেয় লভ্য নয় জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞান ব্যর্থ হয়
আপেক্ষিক এ উভয়।
জ্ঞানের প্রকাশে সত্তালুপ্ত যার ভূমাজ্ঞানে যাহা হয় শূন্যাকার
কিরূপে তা সত্য হয়?

হ'লে সত্য বস্তু জগত সংসার জ্ঞানের বিকাশে স্বরূপ তাহার
হ'ত ব্যক্ত প্রকাশিত।
জ্ঞান কালে যার সত্তালুপ্ত হয় হেন জ্ঞেয় বস্তু কভু সত্য নয়
তাই মায়া বিকল্পিত ॥ ৩।

দেখ সূক্ষ্মরূপে করিয়া বিচার সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপে আমার
হয় বিশ্ব অধ্যাসিত।
অস্তি ভাতি প্রীতি আর নাম রূপ এই পঞ্চ অংশে বস্তুর স্বরূপ
হইতেছে প্রকটিত ॥

অস্তি ভাতি প্রীতি স্বরূপ ত্রিতয় ব্যাপকআকারে হয় সর্ব্বময়
যথা বস্তু বিদ্যমান।
সৎ বা সত্তায় হয় অস্তি জ্ঞান চিৎ বা প্রকাশে ভাতি দীপ্যমান
আনন্দে প্রীতির ভাণ ॥

নাম আর রূপ এই অংশদ্বয় মায়ার কুহক বিচিত্রতাময়
জড়রূপে অধ্যাসিত।
হয় নাম রূপে দ্বৈত দরশন নাম রূপ সর্ব্ব মোহের কারণ
তাই সৃষ্টি নামান্বিত

অপার সচ্চিৎ আনন্দ সাগরে মায়ার উত্তাল তরঙ্গ নিকরে
নামাদির ভ্রম হয়।
অনিত্য নামাদি করি' অন্তরিত দেখ সৃষ্টিরূপে ব্রহ্ম বিকল্পিত
সৎ চিৎ আনন্দময় ॥

দরপণে মুখ করি' দরশন উৎফুল্ল হইয়া হাসে শিশুগণ
অন্য শিশু ক'রে মনে।
হস্তপ্রসারিয়া ধরিবারে যায় দর্পণ লুকালে শিশুও লুকায়
কাঁদে তার অদর্শনে ॥

দরপণে স্বীয় ছায়া প্রতিভাত হ'লে জ্ঞানোদয়ে এ তত্ত্ব বিজ্ঞাত
আর কি ধরিতে যায় ?
জেনে প্রতিবিম্ব দেখিয়া দর্পণ হাসিকান্না তার হয় নিবারণ
চিরন্তন শান্তি পায় ॥

আত্ম-ছায়া-সৃষ্টি, অজ্ঞ জীবগণ অবিদ্যাদর্পণে করি' দরশন
আত্মেতর মনে করে।
হেয় উপাদেয় করি' বিলোকন রাগদ্বেষ ভয়ে হইয়া মগন
দুঃখার্ণবে ডুবে মরে ॥

অবিদ্যা দর্পণ হ'লে অপগত লুপ্ত দ্বৈত দৃষ্টি বিলুপ্ত জগত
হেয় উপাদেয় জ্ঞান।
দূরে যায় যত আসক্তি বাসনা ইহ পরকালে সুখের কামনা
হয় দুঃখ অবসান ॥

মহামরুভূমি বিশাল বিজন প্রবেশিল তথা পান্থ দুই জন
ভীত উৎকণ্ঠিত মনে।
মহাগ্রীষ্ম রবিকর খরতর হ'য়ে পান্থ এক তৃষায় কাতর
চলে বারি অন্বেষণে ॥

অদূরে চকিতে দেখিতে পাইল পরিপূর্ণ স্বচ্ছ নির্ম্মলসলিল
জলধি রয়েছে স্থিত।
তৃষিত পথিক মৃগশিশু প্রায় অতি দ্রুত বেগে সেই দিকে ধায়
হ'য়ে মহা হরষিত॥

কোথা যাও বেগে, বলে সহচর নহে উহা বারিপূর্ণ সরোবর
মরু ভূমি বালুময়।
বালুকা সংযোগে রবির কিরণ করিছে এ মিথ্যা দৃশ্য সংঘটন
জল হেন ভ্রম হয়॥

বাসনা তৃষিত অজ্ঞ জীবগণ জগ-মরীচিকা করি' দরশন
তৃষা নিবারিতে ধায়।
অগ্নি সম পঞ্চ বিষয় নিকরে তৃষিত হৃদয় সদা দগ্ধ করে
সমধিক দুঃখ পায়॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রম যতক্ষণ হয় জীবভীত, স্বেদন কম্পন
নাহি হয় নিবারণ।
রজ্জুর রজ্জুত্ব হ'লে নিরূপিত ভীতি, কম্প, স্বেদ, হয় নিবারিত
লভে শান্তি ভ্রান্ত মন॥

যতক্ষণ ভ্রম, সর্প ততক্ষণ, রজ্জুতে সর্পত্ব থাকে না তখন
যবে ভ্রম দূর হয়।
জীব অবস্থায় দৃশ্য এ জগত রাগ দ্বেষ হর্ষ শোক মোহ যত
তুরীয়ে হয় বিলয়॥

আদিতেও রজ্জু, রজ্জু অন্তে হয় দেখি সর্প মধ্যে, ভীতির উদয়
তাহে ভ্রম আখ্যা তার।
না ছিল আদিতে জড় বস্তু যত অন্তে জড় যত হয় ধ্বংস গত
ভ্রান্তিমাত্র এ সংসার॥

অবিদ্যা প্রভাবে ভ্রান্ত জীবগণ করিয়া চৈতন্যে জড় দরশন
করে তাহা সত্য জ্ঞান।
ইন্দ্রিয়অতীত আকাশে যেমন নীলিমকটাহ কর দরশন
সেরূপ জগতভাণ॥

সমাধি বিরাট্ জাগ্রত স্বপন সকল অবস্থা করি' আলোড়ন
করেছেন জ্ঞানী স্থির।
মিথ্যা এ জগত মরীচিকা প্রায় কভু দৃশ্যমান কভু বা লুকায়
মরু ভূমে যথা নীর॥

আমা হ'তে বিশ্ব বিকাশিত হয় আমাতেই স্থিত, আমাতেই লয়
ইহাই দেখিতে পাই।
যত্র বিশ্ব অস্তি আমি বিশ্বময় যবে বিশ্ব নাস্তি, আমি চিন্ময়
আমি ভিন্ন কিছু নাই॥৪॥

সন্ন্যাসী

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ এসেছি এভবে
নাহি ছিল কোন জ্ঞান।
নাহি ছিল আশা ভাবনা কামনা
জাতি বর্ণ অভিমান॥

সরল উদাসী সন্ন্যাসীর প্রায়
হ'য়ে ধূলিধূসরিত।
থাকিতাম সদা ঘৃণা লাজ ভয়
করিত না বিচলিত॥

অতীতের স্মৃতি ভবিষ্য ভাবনা
ছিল না কোমল মনে।
স্বল্পেই সন্তুষ্ট সদা হৃষ্ট চিত্ত
খেলিতাম সাথিসনে॥

সে সুখের দিন দেখিতে দেখিতে
কালগর্ভে লুকাইল।
আসিল যৌবন নবীন জীবন
নবভাব উপজিল॥

বান্ধিল আমায় সুদৃঢ় বন্ধনে
বিষম কর্ত্তব্যজ্ঞান।
হইল কামনা করিতে অর্জ্জন
বিদ্যা ধন যশো মান॥

বাসনা অনল হ'ল উদ্দীপিত
আকুল করিল প্রাণ।
কত ভোগবারি ঢালিলাম তাতে
নাহি হ'ল নিরবাণ॥

হীরক ভাবিয়া কিনিলাম কাচ
এই ভব বিপণিতে।
গুরু উপদেশ হইল নিষ্ফল
বাসনা-পঙ্কিল চিতে॥

অবিদ্যা আঁধারে হ'য়ে দিশা হারা
সংসার কণ্টকবনে।
ঘুরিয়া ফিরিয়া হইলাম ক্লান্ত
বৃথা সুখ অন্বেষণে॥

অজ্ঞাত কাননে সহস্র কণ্টকে
হ'ল ক্ষত দু'চরণ।
নাহি অবসর লভিতে বিশ্রাম
দংশে বিষকীটগণ॥

না চিনিয়া পথ গভীর গহ্বরে
হইলাম নিপতিত।
কত যত্ন ক্লেশে উঠিলাম ধীরে
হ'য়ে ক্লান্ত প্রব্যথিত ॥

বিষয় পিয়াসে আপাত মধুর
বিষ করিলাম পান।
বাড়িল পিপাসা শুষ্ক কণ্ঠ বক্ষ
আকুল করিল প্রাণ ॥

সোমলতা ভ্রমে ধরিলাম ফণী
দংশিল বিস্তারি' ফণ।
সে বিষম বিষে হ'ল জর্জ্জরিত
কলেবর প্রাণ মন ॥

হতাশ হৃদয় অবসন্ন দেহ
অভিভূত যাতনায়।
তৃষায় কাতর বিষে জরজর
হইলাম মৃত প্রায় ॥

হৃদাকাশ হ'তে বিস্মৃতি বারিদ
হয়ে এবে অপনীত।
পূর্ব্ব জনমের সংসক্ত সংস্কার
হ'ল ক্রমে প্রকাশিত ॥

সায়াহ্ন গগনে যথা একে একে
হয় তারা সমুদিত।
মলিন হৃদয়ে গুরু উপদেশ
হ'ল ক্রমে জাগরিত॥

তীক্ষ্ণ অসিধারে মাখি' মধু কেহ
যদ্যপি লেহন করে।
মিষ্ট স্বাদ সহ ভোগে দুঃখ ক্লেশ
রসনা ছেদন তরে॥

দেখিলাম ভেবে সেরূপ সংসার
সুখ দুঃখ সমন্বিত।
সুখের বাসনা হ'ল প্রশমিত
চিন্তা শক্তি প্রস্ফুরিত॥

নদী স্রোত প্রায় কালের প্রবাহ
নিয়ত বহিয়া যায়।
কুসুমের মত জীবের জীবন
সতত ভাসিছে তায়॥

কোথা হ'তে আসে হেলিয়ে দুলিয়ে
ভাসি' কাল স্রোতে ধীরে।
দেখিতে দেখিতে কোথা চলে যায়
আর নাহি আসে ফিরে॥

কত মহাজন আসি' এজগতে
প্রদীপ্ত ভাস্কর প্রায়।
জ্ঞানের আলোকে উজলিয়া দিক্
কোথায় চলিয়া যায়॥

কত মহাজন ভক্তি প্রেমাধার
শারদ চন্দ্রমা প্রায়।
বিতরি জোছনা স্নিগ্ধ করি ধরা
কোথায় চলিয়া যায়॥

দিগ্বিজয়ি বীর প্রবেশি' জগতে
ভীম প্রভঞ্জন প্রায়।
করি' লণ্ড ভণ্ড সাম্রাজ্য সমাজ
কোথায় চলিয়া যায়॥

সুন্দরী সুন্দরী কত নর নারী
আসিয়া ধরায় হায়।
হাসিয়ে হাসায়ে কাঁদিয়ে কাঁদায়ে
কোথায় চলিয়া যায়॥

সম্পদে বিপদে মানে অপমানে
স্বাস্থ্যে রোগ যাতনায়।
দুদিনের তরে ভোগি' সুখ দুঃখ
কোথায় চলিয়া যায়॥

বিচিত্রতাময় অনন্ত জীবন
কাল প্রবাহের সনে।
যেতেছে ভাসিয়া কি জানি কোথায়
দে'খে ভাবিলাম মনে॥

কাল তটিনীর নহি তটে আমি
আমারো জীবন হায়।
কাল স্রোতগত, প্রবাহের সনে
নিয়ত ভাসিয়া যায়॥

শৈশব কৈশোর কৌমার যৌবন
হইয়াছে অপনীত।
এবে কাল স্রোতে প্রৌঢ় অবস্থায়
হইয়াছি উপনীত॥

বিষয় সম্ভোগে হইয়া বিভোর
ছিলাম বিমূঢ় প্রায়।
দেখি নাই চেয়ে কাল স্রোত সহ
জীবন ভাসিয়া যায়॥

জীবন প্রভাত শৈশব কৌমার
কৌতুক চাপল্যে গত।
জীবন মধ্যাহ্ন যৌবনে ছিলাম
ইন্দ্রিয় সেবায় রত॥

ক্রমে অপরাহ্ণ হ'ল জীবনের
বেলা অবসান প্রায়।
এবে আয়ু সূর্য্য পশ্চিম গগনে
ধীরে ধীরে অস্ত যায়॥

হয়েছি জড়িত মায়া মোহ জালে
লুব্ধ কুরঙ্গের মত।
না জানি কখন কালব্যাধি আসি'
করিবে জীবন হত॥

বিচার প্রবাহ লাগিল বহিতে
দিবা নিশি অবিরত।
মলিন মনের অবিদ্যাবরণ
হ'ল ক্রমে অপগত॥

দেখিলাম এই সংসার বৃক্ষের
মূলরূপে মন স্থিত।
মনের অভাবে সংসার বন্ধন
নাহি রহে কদাচিত॥

যেরূপ যাহার মনের গঠন
সংসার তাহার তরে।
সেইমত রূপ সেইমত গুণ
আকার ধারণ করে॥

রমণীর রূপ পতির হৃদয়ে
হয় সদা তৃপ্তি কর।
রূপের অনল লম্পটের মন
করে দগ্ধ নিরন্তর ॥

সপত্নীর প্রাণে বিদ্বেষের বিষ
করে সদা বরিষণ।
নাহি টলে রূপে কভু উদাসীর
গম্ভীর প্রশান্ত মন ॥

ধনের অভাবে এ সংসারে জীব
ভোগে কত মনস্তাপ।
অপব্যয়ে ধন ক'রে নিঃশেষিত
করে কেহ অনুতাপ ॥

চাহে না কৃপণ যশো মান ভোগ
সতত সঞ্চয়ে রত।
কেহ তৃপ্ত দানে কেহ সুখী, ক'রে
ইষ্টাপূর্ত্ত যজ্ঞব্রত ॥

ভোগে কারাবাস হয় অপহৃত
কেহবা ধনের তরে।
উদাসী যে জন ধন ধূলি-কণা
একাকার মনে করে ॥

অর্জ্জন করিতে যশো মান কেহ
করে সদা আকিঞ্চন।
নাহি চাহে যশ গৌরব সম্মান
বিনয়ী সুধীর জন॥

একের নিকটে স্পৃহনীয় যাহা
হেয় অপরের তরে।
বস্তুর বস্তুত্ব দোষগুণ যত
মন নির্ব্বাচন করে॥

দেখিলাম বিশ্বে হ'য়ে জীবগণ
লালায়িত সুখ তরে।
দেহি স্নেহ প্রেম দেহি ধন মান
নিনাদিছে উচ্চৈঃস্বরে॥

সদা দশ দিকে দেহি দেহি রব
শ্রবণ বধির করে।
নর নারী যত ভিক্ষুকের জাতি
ব্যাকুল ভিক্ষার তরে॥

অপরের হাতে সুখ দুঃখ যার
সে কখনো সুখী নয়।
পর মুখাপেক্ষী হয় চির দুঃখী
তাই ধরা দুঃখময়॥

দেখিনু বিচারি' শব্দ স্পর্শরূপ
রসাদি বিষয় যত।
জড় বিষয়ের নাহি শক্তি হেন
করে জীবে পরাহত ॥

দেখিনু বিচারি' চক্ষু কর্ণ নাসা
জিহ্বা ত্বগিন্দ্রিয়গণে।
সকলেই জড় নাহি শক্তি কোন
বিষয়ের আহরণে ॥

এই দেহ গৃহে ইন্দ্রিয় গবাক্ষ
গৃহীরূপে স্থিত মন।
বাতায়ন যোগে বিষয় সম্ভোগে
করে সদা আকিঞ্চন ॥

স্বপন সময়ে নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট
হয় বাহ্যেন্দ্রিয়গণ।
নাহি দেখে নেত্র নাহি শুনে কর্ণ
গতিহীন দুচরণ ॥

সে সময়ে মন বিযুক্ত ইন্দ্রিয়
বাসনা তৃপ্তির তরে।
কাম্য বস্তু কত করিয়া রচনা
সুখাদি সম্ভোগ করে ॥

স্বপন সময়ে প্রমুক্ত স্বাধীন
সৃষ্টি-কর্ত্তা-রূপী মন।
দুঃখভীতিপ্রদ বিষয় সকল
কেন করে নির্ব্বাচন?

আপন কল্পিত বিভীষিকা দেখি'
আপনিই হয় ভীত।
আপন কল্পিত দুঃখ শোক মোহে
আপনিই সন্তাপিত॥

জাগ্রত সময়ে বাহ্য সহযোগে
দুঃখে মন মুহ্যমান।
ভোগে স্বপ্নে দুঃখ শোক তাপ ভীতি
করি' নিজে নিরমাণ॥

প্রাসাদে সম্রাট রণ ক্ষেত্রে বীর
কুটীরে ভিক্ষুকগণ।
যত্র মন তত্র দুঃখ তাপ ভীতি
আছে সদা সর্ব্বক্ষণ॥

হইল সিদ্ধান্ত ত্রিতাপ মনের
স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।
জাগ্রত স্বপন কোন অবস্থায়
মন দুঃখমুক্ত নয়॥

বিচার অনিলে মায়া মোহ মেঘ
হ'য়ে এবে বিদূরিত।
হৃদয় গগনে বৈরাগ্য চন্দ্রমা
হ'ল ক্রমে সমুদিত॥

সে শশাঙ্ক আভা সুস্নিগ্ধ জোছনা
শীতল করিল প্রাণ।
অতীতের স্মৃতি বর্ত্তমান ভাব
হল মনে দীপ্যমান॥

সপ্তদশ বর্ষ ব্যাঘ্রগণ লয়ে
খেলিয়াছি অবিরত।
বাহুবলে মত্ত কত বীর-বরে
করিয়াছি পরাহত॥

লৌহের মুগদরে ভেঙ্গেছে পাষাণ
রাখি' মম বক্ষঃপরে।
সুবর্ণ পদকে হয়ে বিভূষিত
চলেছি গরব ভরে॥

ধন মান যশ আশার অতীত
করিয়াছি উপার্জ্জন।
করিয়াছি ভোগ ভোগ্য যাহা কিছু
নাহি আর প্রয়োজন॥

ইন্দ্রিয় নিচয় হয়েছে বিরক্ত
বিষয়ের আস্বাদনে।
দেখি যাহা কিছু এ মর জগতে
আর নাহি লাগে মনে ॥

বিলাস প্রমোদ সৌন্দর্য্য যৌবন
করিয়াছি ভোগ কত।
মিটেছে পিপাসা ভোগের বাসনা
হইয়াছে পরাহত ॥

দেখেছি অনেক রূপের মাধুরী
নেত্র আর নাহি চায়।
শুনি' সুমধুর সঙ্গীত লহরী
শ্রবণ বধির প্রায় ॥

আস্বাদন করি' সুমিষ্ট সুস্বাদ
নাহি তার রসনায়।
শুনেছি অনেক যশের কাহিনী
এবে শুনে হাসি পায় ॥

হয়েছে হৃদয় শুষ্ক ভাবহীন
ছিল প্রেম পারাবার।
স্নেহ প্রস্রবণ শুকায়েছে এবে
নাহি এক বিন্দু আর ॥

হৃদয় উদ্যানে ভক্তির কুসুম
নাহি হয় প্রস্ফুটিত।
বাল্য যৌবনের বন্ধুগণ যত
হইয়াছে অন্তরিত॥

স্নেহময়ী মাতা জ্ঞানবান্ পিতা
কালগ্রাসে নিপতিত।
ব্রহ্মবিদ্ গুরু জ্ঞান প্রভাকর
হইয়াছে অস্তমিত॥

আছে সহোদর ভগিনী সন্তান
পত্নী পোষ্য সঞ্জীবিত।
ছিন্ন মায়া পাশ তাহাদের তরে
হয়েছি জীবিতে মৃত॥

যে মাত্রায় যার স্বার্থের ব্যাঘাত
হইয়াছে মম তরে।
মাত্র তত টুকু দুঃখ মনস্তাপ
সেই জন ভোগ করে॥

অপরের তরে কাঁদে এজগতে
আছে হেন কোনজন।
আপন অভাবে আপনার দুঃখে
কাঁদে সকলের মন॥

ঝটিকাবসানে প্রকৃতি যেমন
প্রশান্ত গম্ভীর হয়।
বৈরাগ্য প্রভাবে হইল প্রশান্ত
দুর্নিবার সে হৃদয়॥

বিষয় ত্যজিয়া হ'য়ে সঙ্কুচিত
অন্তর্মুখ হ'ল মন।
আমার আমার ভাবনা প্রবাহ
হ'ল এবে নিবারণ॥

"আমিকে" জানিতে "আমির" সন্ধানে
হ'ল চিত্ত নিমগন।
হইল আরম্ভ আত্মানুসন্ধান
দিবা নিশি অনুক্ষণ॥

উজলিয়া দিক্ পূরব গগনে
যথা ভানু সমুদিত।
অবিদ্যা আঁধার হ'ল অন্তর্হিত
জ্ঞান সূর্য্য প্রকাশিত॥

দেখিলাম "আমি" নহি জড় দেহ
চক্ষুঃ কর্ণেন্দ্রিয়গণ।
নহি প্রাণ বায়ু নহি চিত্ত বুদ্ধি
নহি অহঙ্কার মন॥

ক্ষিতি তেজ আদি ভূত সম্মিলনে
নহি আমি বিনির্ম্মিত।
অনাদি অনন্ত চৈতন্য স্বরূপ
আমি নিত্য বিরাজিত॥

বাসনা আসক্তি পাপ পুণ্য জ্ঞান
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ফল।
জীবত্বের খেলা মনের কল্পনা
আমি শান্ত নিরমল॥

নাহি মম কোন কর্ম্ম এ জগতে
মোহজ কর্ত্তব্য জ্ঞান।
সুখ দুঃখ আদি সকলের মূল
এই দেহ অভিমান॥

নির্জ্জন নিভৃত হিমাদ্রি শিখর
ধবল তুষারাবৃত।
তরুলতা গুল্ম মৃত্তিকা প্রস্তর
যেন রৌপ্য বিনির্ম্মিত॥

নাহি পশুরব বিহগ কূজন
মানবের কণ্ঠস্বর।
নিবাত নিস্তব্ধ যেন মহাধ্যানে
মগ্ন হিমগিরিবর॥

নিস্পন্দ ধ্যানস্থ গিরি-শিরে বসি'
হইলে আত্মস্থ মন।
নাহি থাকে ধরা সাগর পর্ব্বত
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহগণ॥

হয় অস্তমিত মন বুদ্ধি চিত্ত
জড় দেহ অভিমান।
আত্মেতর রূপে আ'ছ যাহা কিছু
হয় পূর্ণ নিরবাণ॥

এক শুদ্ধ "আমি" শান্ত নিরমল
থাকি মাত্র বিদ্যমান।
বিকল্প বিহীন সমাধি সময়ে
নাহি থাকে জ্ঞানাজ্ঞান॥

যথা এ জগত নিশীথিনী গর্ভে
থাকে তম আবরিত।
প্রভাত সময়ে অতি ধীরে ধীরে
হয় পুন প্রকাশিত॥

সেইরূপ বিশ্ব নিবৃত্তি গহ্বরে
থাকে লুপ্ত সঙ্কুচিত।
সমাধি বিরামে, অতি ধীরে ধীরে
হয় পুনঃ বিকাশিত॥

বাল-সূর্য্য হ'তে যথা দীপ্ত রশ্মি
হয় ক্রমে বিকীরিত।
সেইরূপ বিশ্ব মম রশ্মি মাত্র
আমা হ'তে বিনিঃসৃত॥

সাগরের বক্ষে সাগরস্পন্দনে
যথা বীচি জাত হয়।
আমার স্পন্দনে হয় বিশ্ব সৃষ্টি
আমাতেই স্থিতি লয়॥

এক স্বর্ণ পিণ্ডে নানা অলঙ্কার
যেইরূপে বিরচিত।
আমা হ'তে এই বিচিত্রতা ময়
জড় জীব নিরমিত॥

আমিই কারণ আমি কার্য্য রূপে
আমি ভিন্ন কিছু নাই।
চেতনাচেতন জড় জীব রূপে
আমি ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই॥

আমাতে জগত জগদ্রূপে আমি
স্বীয় মহিমায় স্থিত।
কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্ম জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা
সর্ব্বরূপে বিরাজিত॥

স্বপ্ন জাত বস্তু মনের কল্পন
সকলই মনোময়।
আমার কল্পিত জগত সংসার
আমা হ'তে ভিন্ন নয়॥

ঈশ্বরানুভূতি হইলে বিগত
হয় পুন দেহ জ্ঞান।
ক্ষুধা পিপাসাদি দেহ ধর্ম্ম যত
হয় ক্রমে দীপ্যমান॥

কিন্তু এবে মন থাকিয়াও নাই
দগ্ধ বস্ত্র খণ্ড মত।
ইহাই সন্ন্যাস সকল সংস্কার
হয় যবে অপগত॥

নাহি সন্ন্যাসীর পিতা মাতা ভ্রাতা
পুত্র কন্যা পরিবার।
আত্মীয় অপর নহে কেহ তার
সকলেই একাকার॥

নাহি সন্ন্যাসীর আসক্তি বাসনা
হেয় উপাদেয় জ্ঞান।
নাহি সন্ন্যাসীর আকাঙ্ক্ষা কামনা
যশো মান অপমান॥

নাহি সন্ন্যাসীর ঘৃণা লাজ ভয়
ভাবনা ভবিষ্য তরে।
আশা নিরাশার উত্তাল তরঙ্গ
আলোড়িত নাহি করে॥

ঊর্দ্ধে নিরখিয়া আমার উপরে
নাহি দেখি কোন জন।
অধে, চারি দিকে, করি সর্ব্ব জীবে
আত্মরূপ দরশন॥

নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বরগ নরক
নাহি পাপ পুণ্য জ্ঞান।
নহি বন্ধ, নাহি মুক্তির কামনা
জপ তপ যোগ ধ্যান॥

নাহি মৃত্যু মম এদেহ পতনে
সর্ব্ব দেহে আমি স্থিত।
জগ মরীচিকা হ'লে অপগত
আত্মরূপে বিরাজিত॥

কভু ফণাধারী কভু লম্বমান
কখনো কুণ্ডল প্রায়।
এক অহি দেহ বিভিন্ন সময়ে
যেইরূপ দেখা যায়॥

জীব ঈশ ব্রহ্ম, সেরূপ আমার
বিভিন্ন অবস্থাত্রয়।
প্রকৃতি বিকাশে প্রকৃতি সঙ্কোচে
হ'তেছে উদয় লয়॥

নিয়তি।

নিভৃত শৈলেন্দ্র শৃঙ্গে বিজন কাননে,
রুদ্ধ চিত্ত সমাহিত আত্মজ্ঞানিগণ।
সাধক মন্দিরে মঠে ভক্ত্যাপ্লুত মনে,
আরাধ্য মুরতি ধ্যানে নিত্য নিমগন॥

নূতন খেলনাপ্রাপ্ত বালকের মত,
সিদ্ধিলাভে মত্ত যোগী করে আস্ফালন।
কেহ শিষ্য, খ্যাতি, বিত্ত আহরণে রত,
নাহি জানে পথ, তবু করে প্রদর্শন॥

কেহবা পৈতৃক বিত্ত করি' নিঃশেষিত,
ইন্দ্রিয় সম্ভোগে, শেষে করে হায় হায়।
অগণিত ধন রাশি আয়াসে অর্জ্জিত,
করে দান কেহ রুগ্ন দীনের সেবায়॥

আছে কারো বিদ্যা যশঃ সম্পদ স্বজন,
কেহ মূর্খ দীনহীন নিন্দিত ঘৃণিত।
কেহবা বিদ্বান, নাহি তাহে ধন জন,
কেহ ধনী, কিন্তু নহে বিদ্যা যশান্বিত॥

কেহ অন্নহীন আছে অনেক সন্তান,
নিঃসন্তান-ধনী করে সন্তান কামনা।
বহু পতি, বহু পত্নী কোথাও বিধান,
কোথা বা বাল বিধবা দুঃখে নিমগনা॥

কেহ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান মেধাবী সুধীর,
কেহ স্মৃতিশক্তিহীন নির্বোধ চপল।
কেহ বুদ্ধিমান কিন্তু সতত অস্থির,
কেহ ধীর বুদ্ধিমান, নাহি স্মৃতি বল॥

কেহ সচ্চরিত্র শান্ত নীতি পরায়ণ,
পরহিত আত্মোন্নতি সাধনে নিরত।
অসংযত দুষ্ট বুদ্ধি দুশ্চরিত্র জন,
পরের অহিত চিন্তা করিছে নিয়ত॥

পর্ণ-গৃহে জনমিয়া হয় রাজ্যেশ্বর,
সাম্রাজ্য হারায়ে কেহ পথের ভিখারী।
বিদ্বান দারিদ্র্য দুঃখ ভোগে নিরন্তর,
হয় মূর্খ অগণিত ধনে অধিকারী॥

কেহ প্রিয়প্রিয়া শোকে করে হাহাকার,
কেহ সুত সুতা শোকে করিছে রোদন।
কেহ দেখি' মায়াময় অনিত্য সংসার,
ছিন্ন করে অনায়াসে মোহের বন্ধন॥

স্বদেশ প্রেমিক বীর করে বিসর্জ্জন,
দেশের মঙ্গল তরে, প্রাণ অকাতরে।
নরাধম ভীরুগণ করে পলায়ন,
শত্রু হস্তে জন্মভূমি সমর্পণ ক'রে ॥

শোণিত প্লাবিত শত ভীষণ সমরে,
যুঝি' আজীবন কেহ অক্ষত শরীর।
প্রবেশি' সমর ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করে,
শত আশা বুকে ল'য়ে নব যুবা বীর ॥

অসাধ্য ব্যাধিতে কেহ রুগ্ন নিরন্তর,
কেহ আজীবন সুস্থ নিরোগ শরীর।
কেহ অতি স্থূল কেহ শীর্ণ কলেবর,
সুদৃঢ় সবল দেহে কেহ মহাবীর ॥

কেহবা জন্মান্ধ মূক নপুংস বধির,
কেহ কাল কদাকার পিশাচের প্রায়।
কাহারো লাবণ্যময় সুন্দর শরীর,
করে চিত্ত বিমোহিত রূপের আভায় ॥

কেহ সুললিত কণ্ঠে সহ লয় তান,
সরস সঙ্গীত সুধা করে বরিষণ।
নহে কেহ বোদ্ধা, নাহি সুরলয় জ্ঞান,
কেহবা কর্কশ কণ্ঠে বিদারে শ্রবণ ॥

পরকৃত পাপে কেহ দণ্ড ভোগ করে,
করি' নরহত্যা কেহ পায় অব্যাহতি।
সাধ্বী ভোগে অপবাদ অসতীত্ব তরে,
ভ্রষ্টার সতীত্ব যশ ভোগি' উপপতি॥

পররাজ্য পরধন করিয়া হরণ,
বলে ছলে, ভোগে কেহ সুখ যশো মান।
অপহৃত পরাজিত হতভাগ্যগণ,
জেতা-পদ সেবা করি' রক্ষা করে প্রাণ॥

কেহ রোগে কেহ যোগে দেহত্যাগ করে,
বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে কেহ হত হয়।
অনলে সলিলে কেহ কেহবা সমরে।
সর্প সিংহ ব্যাঘ্র মুখে হয় কেহ ক্ষয়॥

প্রসূত হইয়া কেহ ত্যজিছে জীবন,
হয় কেহ মৃত বাল্যে, কৌমার যৌবনে।
কেহ শতাধিক বর্ষ করিয়াছে যাপন,
শিশুগণ চ'লে যায় ত্যজি' বৃদ্ধগণে॥

জগতের জীব যত বিভিন্ন আকার,
সবল, দুর্ব্বল, বড়, ক্ষুদ্রকায়, যত।
কেহবা খাদক, কেহ খাদ্য হয় তার,
কেহবা আরোহী, কেহ বহনে নিরত॥

বিচিত্র জনম মৃত্যু বিচিত্র জীবন,
কেন বিশ্বে দুটী জীব একাকার নয় ?
এক মাতৃ-গর্ভে করি' জনম গ্রহণ,
ভিন্ন দেহ মতি গতি কেন জীবে হয় ?

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ যদি কর অঙ্গীকার,
কেন জীব ভাল মন্দ উচ্চ নীচ হয় ?
বিচিত্র জগত যদি সৃজন তাহার,
পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ঈশ্বর নিশ্চয় ॥

ত্রিতাপে তাপিত বিশ্বে যত জীবগণ,
জরাব্যাধি দুঃখ শোক সদা ভোগকরে।
শুন দিবাকর্ণে বিশ্ব করিছে রোদন,
নহে সুখী কেহ এই অবনি ভিতরে ॥

যদি ঈশ সুখরূপী যদি প্রেমময়,
কেন বিশ্ব দুঃখ তাপ শোকে নিমজ্জিত ?
নিষ্ঠুর পামর সেই নিয়ন্তা নিশ্চয়,
দুঃখময় এসংসার যাহার রচিত ॥

কারণের গুণাগুণ কার্য্যে দৃষ্ট হয়, ১।
যে গুণ কারণে নাই কার্য্যে অসম্ভব।
পাপ তাপ লোভ মোহ দুঃখ শোক ভয়,
হয় এসকল কি সে ঈশের বৈভব ?

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ যদি হয় গুণময়,
নহে শুধু দয়া প্রেম গুণ সমন্বিত।
হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ মোহ ভয়,
সর্ব্বগুণ জগদীশে রয়েছে নিহিত॥

আদম হবার দোষে যদি জীবগণ,
জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, ভোগকরে
জীবের তাপের তবে একই কারণ,
কেন এই বিচিত্রতা অবনি ভিতরে?

কেহ বলে সৃষ্টিরূপে ব্রহ্ম পরিণত,
চৈতন্য স্বরূপ যদি জড়রূপী হয়।
পরিবর্ত্তশীল বস্তু হয় ধ্বংসগত,
নহে ব্রহ্ম অবিকারী শাশ্বত অব্যয়॥

হয় যদি জীবরূপে ব্রহ্ম পরিণত,
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দুঃখ তাপ ভয়।
জীবরূপি ব্রহ্ম তবে ভোগিছে নিয়ত,
কেমনে সচ্চিদানন্দ পদবাচ্য হয়?

কেহ বলে কর্ম্ম সৃষ্টিবৈচিত্র কারণ।২।
কর্ম্ম অগ্রে, কিংবা অগ্রে জীবসৃষ্ট হয়?
লভিয়া জনম কর্ম্ম করে জীবগণ,
জনমের অগ্রে কর্ম্ম সম্ভাবিত নয়॥

সকল জীবের যদি সৃষ্টির সময়,
ছিল একরূপ দেহ, চিত্ত, বুদ্ধি, মন।
বিভিন্ন করম তবে সম্ভাবিত নয়,
কিরূপে হইবে কর্ম্ম বৈচিত্র কারণ?

“অনাদি করম জীব” বলে কতজন,
বীজাঙ্কুর ন্যায়ে এক প্রসারে উপরে।
সুসিদ্ধান্ত নহে ইহা বিতণ্ডা বচন।৩।
বিপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের তরে॥

বীজ বৃক্ষ এক, নহে ভিন্ন কদাচিত,
বৃক্ষে বীজ বীজে বৃক্ষ কর দরশন।
কর্ম্মই জীবত্ব, জীব কর্ম্মরূপে স্থিত
স্থূল চক্ষে দেখে ভিন্ন অনভিজ্ঞ জন॥

একদেহে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিচয়,
ভ্রূণ যুবা বৃদ্ধ যথা কর দরশন।
বিকাশে বিভেদ কিন্তু বস্তু এক হয়,
নহে বীজ বৃক্ষ কেহ কাহারো কারণ॥

যে বস্তুর আছে অন্ত, আদি আছে তার,
যার আছে আদি তা'র হয় অবসান।
আদ্যন্ত বিহীন বস্তু হয় গোলাকার,
জীবত্ব কর্ম্মারম্ভের অন্তই প্রমাণ॥

শমাদি সম্পত্তি যুত তত্ত্বজ্ঞানিগণ,
করি' ভস্ম জ্ঞানানলে ধর্ম্ম কর্ম্ম যত।
চৈতন্য সাগরে হয় চির নিমগন,
জীবত্ব করম উভ হয় ধ্বংসগত॥

অনাদি করম জীব হ'লেও স্বাকৃত,
করমের কারণত্ব প্রতিপন্ন নয়।
অগ্রে কর্ম্ম, পরে জীব, না হলে নির্ণীত,
বৈচিত্র কারণ কর্ম্ম, সিদ্ধ নাহি হয়॥

বীজ বৃক্ষ কর্ম্ম জীব করিয়া বিচার,
নাহি হয় কারণত্ব যবে নিরূপণ।
অনবস্থাদুষ্ট মত করি' পরিহার,
কর স্থির উভয়ের তাত্ত্বিক কারণ॥

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ করে নিরূপণ,
নিয়তি বা ঈশ বৈচিত্র্যের কর্ত্তা নয়।
মানসিক ভাব যত বৈচিত্র্য কারণ,
ভিন্ন চিন্তা যোগে জীব ভিন্নরূপ হয়॥৪।

অধ্যাত্ম চিন্তার হয় আধ্যাত্মিক ফল,
উত্তম চিন্তায় জীব ধর্ম্ম কর্ম্মে রত।
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য মানসিক বল,
সকল সদ্‌গুণ হয় চিন্তা অনুগত॥

চিন্তা ভেদে কেহ যতি কেহ কামাতুর,
কেহ লোভী, কেহ তৃপ্ত নির্লোভ-অন্তর।
কেহ নম্র কেহ ক্রো[illegible] বা নিঠুর,
কেহ ত্যাগী কেহ দাতা কেহ স্বার্থপর॥

অশিক্ষিত বুদ্ধিমান ধনে অধিকারী,
বিদ্বান বুদ্ধির দোষে দীন হীন হয়।
বুদ্ধিদোষে লক্ষপতি পথের ভিখারী,
যেইরূপ মতি, গতি সেরূপ নিশ্চয়॥

বুদ্ধিগুণে জ্ঞানী হয়, অভাবে অজ্ঞান
বুদ্ধিগুণে সুস্থ শূর, দোষে রোগী হয়।
বুদ্ধিগুণে লভে যশ, দোষে অপমান,
বুদ্ধি যোগে বিচিত্রতা, নিয়তিতে নয়॥

বুদ্ধির বৈচিত্র্য সদা করি' দরশন,
বলে বুদ্ধি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগে।
কিন্তু জন্ম-অন্ধ ক্লীব পঙ্গু মূকগণ,
লভিছে জনম তবে কোন বুদ্ধি যোগে ?

জনমি' কুষ্ঠীর ঘরে কুষ্ঠগ্রস্ত হয়,
রাজগৃহে জনমিয়া হয় রাজ্যেশ্বর।
বুদ্ধিযোগে জন্মভেদ সম্ভাবিত নয়,
জন্মভেদে পাশ্চাত্যের কি আছে উত্তর ?

স্বজন-বিয়োগ শোক কেন জীব ভোগে ?
বজ্রপাতে সর্পাঘাতে কেন মৃত্যু হয় ?
দৈবিক সন্তাপ পায় কোন্ বুদ্ধিযোগে ?
বুদ্ধিভেদে সুখ দুঃখ যুক্তিযুক্ত নয় ॥

সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি জীবে কেন উপজয় ?
কেন বুদ্ধি সর্ব্বজীবে নহে একাকার ?
জীবের ইচ্ছায় তাহা হয় কি ব্যত্যয় ?
নহে ইচ্ছা অনিচ্ছা ও আয়ত্ত তাহার ॥

পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী নব্য সভ্যগণ,
মায়া কিংবা নিয়তির পক্ষপাতী নয়।
বলে ইহা ভারতের পতন কারণ,
নিয়তি-বিশ্বাসী ভীরু নিরুদ্যমী হয় ॥

নিয়তি-বিশ্বাসী বৌদ্ধ মুসল্‌মান্‌গণ,
করিয়াছে করিতেছে সাম্রাজ্য বিস্তার।
শিবাজী প্রতাপ আদি আর্য্য বীরগণ,
বীরত্বের শীর্ষস্থান করে অধিকার ॥

ছিল নেপোলিয়নের অদৃষ্টে বিশ্বাস,
নিয়তি-বিশ্বাসী সদা প্রশান্ত নির্ভয়।
দুঃখ বা বিপদে কভু না হয় হতাশ,
সম্পদে বা সুখে মত্ত অহঙ্কারী নয় ॥

দলিত ভুজঙ্গ প্রায় অপমানে বীর,
যা থাকে কপালে বলি' করে আক্রমণ।
আহত লাঞ্ছিত ভীরু কম্পিত শরীর,
যা ছিল কপালে বলি' বিষণ্ণ বদন॥

গঠিত হৃদয় যার যেই উপাদানে,
সেইরূপ কার্য্য জীব করে সম্পাদন।
নিয়তি বিশ্বাসে কিংবা কর্ত্তৃত্বাভিমানে,
স্বভাবের তিরোভাব না হয় কখন॥৫।

চিন্তা, কর্ম্ম, কর্ত্তৃত্বাদি সকলের মূল,
সমষ্টিরূপিণী মায়া ব্যষ্টি যার মন।
সূক্ষ্মাময়া বিবর্ত্তণে হয় জড় স্থূল,
মায়া জীব-জগতের বৈচিত্র্য কারণ॥

যথা কাচ-যোগে রশ্মি বিবিধ বরণ,
মায়াযোগে ব্রহ্ম জীব-রূপে অধ্যাসিত।
মনরূপী মায়া করে বহুত্ব দর্শন,
সাক্ষিরূপে ভূমা আত্মা সমভাবে স্থিত॥

সত্ত্ব রজ তম গুণ মায়ায় নিহিত,
মনেও এ গুণত্রয় আছে বিদ্যমান।
গুণ-সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় বিচিত্রিত,
ভাল মন্দ উচ্চ নীচ বিবিধ বিধান॥

সত্ত্বগুণে ধর্ম্মজ সন্তাপ উপজয়,
রজোগুণ সাংসারিক দুঃখের কারণ।
দৈহিক যাতনা সুধু তমোযোগে হয়,
তাপত্রয় সমন্বিত হয় জীবমন॥

ধর্ম্মজ আনন্দ হয় সত্ত্বগুণ যোগে,
রজোগুণ যোগে সাংসারিক সুখ হয়।
দৈহিক আনন্দ সুধু তমোযোগে ভোগে,
এইরূপে হয় সুখ দুঃখ সমন্বয়॥

গুণত্রয় যোগে জীব সুখ দুঃখ ভোগে,
গুণভেদে মাত্রাভেদে বিচিত্রতা হয়।
বিষয় সংযোগে আর বিষয় বিয়োগে,
জীবের হৃদয়ে সুখ দুঃখের উদয়॥

জীব জন্ম পুনর্জন্ম মায়ার বিকাশ,
যা দেখায় মায়া, মন করে দরশন।
মায়ার ছলনা জাত ইচ্ছা অভিলাষ,
নিয়তি স্বরূপে মায়া জগত কারণ॥

পুরুষ কর্ত্তৃত্ব হীন কর্ত্তা অহঙ্কার,
অহঙ্কারযোগে বিশ্বে সর্ব্বকর্ম্ম হয়।
আমি কর্ত্তা এইরূপ বোধ নাহি যার,
তাহার কর্ত্তব্য, কর্ম্ম, সম্ভাবিত নয়॥

চৈতন্য আশ্রয়ে সদা ক্রিয়া করে মন,
কর্ত্তরূপে অহঙ্কার কর্ম্মে নিয়োজিত।
মন ভোগে সুখ দুঃখ জনম মরণ,
মন কর্ত্তা ভোক্তা, আত্মা সাক্ষিরূপে স্থিত

মায়িক এজড় বিশ্ব, মায়িক সংসার,
মায়িক এ জড় দেহ ইন্দ্রিয়াদি যত।
মায়াময় মনো বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার,
নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা অব্যয় শাশ্বত॥

মনের জনম মৃত্যু পুনর্জ্জন্ম হয়,
মন অনুরূপ হয় দেহের গঠন।
মনের বন্ধন মোক্ষ স্বরগ নিরয়,
অখণ্ড আত্মার নাহি বন্ধন মোচন॥

বারিহীন মরুভূমি রবির কিরণ,
ভুজঙ্গত্ব হীন রজ্জু. তবু দেখ তায়।
ব্রহ্ম বা মায়ায় জড় নাহি কদাচন,
মায়ার কুহকে সুধু জড় দেখা যায়॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ জীব দরশন করে
কিন্তু সেই অহি কভু করে কি দংশন?
দেখে বারি ভ্রান্তজীব মরুর ভিতরে,
নাহি করে সেই বারি তৃষ্ণানিবারণ॥

ঘট সহ ঘটাকাশ হ'তেছে ঘূর্ণিত,
ঘটের ঘূর্ণনে স্থধু কর দরশন।
হয় ঘট জাত, ধ্বংস, অবস্থান্তরিত,
আকাশের ইষ্টানিষ্ট না হয় কখন॥

অন্ধত্ব খঞ্জত্ব রোগ জরা মৃত্যু যত,
ধরম দেহের, উহা আত্ম-ধর্ম্ম নয়।
দুঃখ, শোক, তাপ মন ভোগিছে নিয়ত,
মানসিক দুঃখে আত্মা ক্লিস্ট নাহি হয়॥

যথা অতীন্দ্রিয় মন স্বপন সময়,
পশু পক্ষী নর রূপ করিয়া ধারণ।
মুগ্ধ হয় দ্বৈতবোধে ভোগে দুঃখ ভয়,
কোষকার স্বায় কোষে আবদ্ধ যেমন॥

সেইরূপ জগজ্জাল করিয়া বিস্তার,
মনোরূপ ধরি, মায়া পাশবদ্ধ হয়।
ভাল মন্দ দোষগুণ স্থখ দুঃখ তার,
কর্ত্তা কর্ম্ম কর্ম্মফল সর্ব্ব মায়াময়॥

নিয়তি স্বরূপে মায়া বিশ্ব নিয়ামক,
মনরূপে পুন স্থখ দুঃখ ভোগ করে।
মায়া জন্ম পুনর্জ্জন্ম সংহারকারক,
সমষ্টি ব্যষ্টিতে মায়া জগরূপ ধরে॥

সমষ্টিরূপিণী মায়া অরণ্যের প্রায়,
ব্যষ্টি বৃক্ষরূপে তাতে অগণিত মন।
বৃক্ষের উৎপত্তি অন্ত সদা দেখা যায়,
অরণ্যের ধ্বংস তাতে না হয় কখন॥

অনন্ত প্রকৃতি মহাসাগরের প্রায়,
তরঙ্গ বুদ্বুদ্ রূপে অগণিত মন।
উত্থিত হইয়া লুপ্ত হয় পুনরায়,
বিচিত্র সৃষ্টির এই প্রকৃতি কারণ॥

যত দুঃখ স্বপ্নে পুত্র কলত্র বিয়োগে,
যত ভয় তন্দ্রাঘাতে শ্বাপদ দংশনে।
যত সুখ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য রত্ন ভোগে,
যেইরূপ অন্তর্হিত হয় জাগরণে॥

সেরূপ পুরুষ যবে হয় প্রবোধিত,
কুহকী প্রকৃতি লাজে সঙ্কুচিতা হয়।
নিষ্কল চৈতন্য সত্তা থাকে বিরাজিত,
হয় দেহজ্ঞান সহ নিবৃত্তি বিলয়॥

ব্যষ্টিরূপী মন যবে করিয়া বিস্তার,
মায়ার স্বরূপ যোগী করে দরশন।
মায়িক বিষয়ে মুগ্ধ নাহি হয় আর,
দূরে যায় সুখ দুঃখ ভয় প্রলোভন॥

যোগী ভোগী সুখী দুঃখী মায়ার খেলনা,
নাহি বিশ্ব, নাহি জীব নামে কোন জন।
ব্যবহারে জন্ম মৃত্যু নিয়তি কল্পনা.
পরমার্থে ভূমা আত্মা শুদ্ধ সনাতন।।৬।

মায়া

স্থাবর জঙ্গম চেতনাচেতন
জগতে পদার্থদ্বয়।
স্থূল দরশনে স্বপ্ন জাগরণে
সতত লক্ষিত হয়॥

জঙ্গম সকল সক্ষম চলিতে
করিতেছে বিচরণ।
পাখাপদহীন বৃক্ষাদি স্থাবর
নাহি করে সঞ্চরণ॥

স্পন্দ অনুভব আছে যে পদার্থে
হয় তাহা সচেতন।
বোধ স্পন্দহীন পদার্থ নিচয়
বলে জড় অচেতন॥

সূক্ষ্ম দরশনে জগত ভিতরে
নাহি কিছু অচেতন।
সর্ব্ব পদার্থের মূলে অবস্থিত
চৈতন্যের প্রস্ফুরণ॥

রয়েছে উদ্ভিদে স্পন্দন প্রাণন
করিছে ভোজন পান।
করে অনুভব স্পর্শ শৈত্যতাপ
তাহে মন বিদ্যমান॥

স্বর্ণাদি ধাতুর স্পন্দ অনুভব
বিজ্ঞান করে নিশ্চয়।
নহে ধাতু জড় স্থূল দরশনে
হেন অনুমিত হয়॥

কারণে যে গুণ কার্য্যেও তাহাই
হয় সদা বিকাশিত।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুতাদি নহে
স্পন্দবোধ বিরহিত॥

হয় যদি ক্ষিতি স্পন্দন বিহীন
ভিন্ন ভিন্ন ধাতুচয়।
স্বর্ণ রৌপ্য লোহ তাম্র অভ্রকাদি
কিরূপে উৎপন্ন হয়?

মৃত্তিকা ভিতরে অস্থি কাষ্ঠ আদি
বিভিন্ন পদার্থ যত।
কোন্ শক্তি বলে কি কৌশলে হয়
শিলারূপে পরিণত?

ধাতু প্রস্তরাদি স্ৃজন করিতে
অণুনিয়মন তরে।
আছে লুক্কায়িত চেতন শকতি
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে॥

তেজঃ স্পর্শে জল বাষ্পরূপ ধরি
করে ঊর্দ্ধে আরোহণ।
ধরি মেঘরূপ পুন জল রাশি
করিতেছে বরিষণ॥

আছে গতি স্পন্দ অনিলে অনলে
নহে স্থির কদাচন।
জীব শরীরেও গতি স্পন্দ শীল
সদাকাল ভূতগণ॥

এ গতি স্পন্দন কোন শক্তি বলে
হইতেছে নিয়মিত?
ভূত অন্তরালে চেতন শকতি
নিয়ামক রূপে স্থিত॥

শুক্রের ভিতরে কীটাণু আকারে
চেতন শকতি স্থিত।
প্রবেশি' কীটাণু জরায়ুতে, হয়
নররূপে বিবর্ত্তিত॥

চেতন স্বরূপে দেহে তুমি শুধু
নাহি কর অবস্থান।
অগণিত জীব কীটাণু আকারে
তব দেহে বিদ্যমান॥

জীবের শরীরে ভিতরে বাহিরে
কীটগণ বাস করে।
জীবের শোণিত কীটপূর্ণ, তাই
লোহিত বরণ ধরে॥

প্রতি কীট অণু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
করিতেছে অনুভব।
তোমার চেতনা কীটাণুগণের
অনুভূতি অসম্ভব॥

তোমার শরীর কীটাণুর তরে
বিশ্বরূপে অবস্থিত।
দেহের বাহিরে জগতের সত্তা
কীটগণ অবিদিত॥

স্থূল দরশনে জড়রূপে যাহা
কর তুমি বিলোকন।
নহে তাহা জড় তাহার ভিতরে
জীবন্ত কীটাণুগণ॥

চেতন কীটাণু পূর্ণ সর্ব্বভূত
সর্ব্বত্র কীটাণুস্থিত।
জড় ভূত হ'তে চেতন কীটাণু
নাহি হয় বিশ্লেষিত॥

সূক্ষ্ম কীটদেহ সূক্ষ্মতর কীট
সূক্ষ্মতরে সূক্ষ্মতম।
সূক্ষ্মত্বের অন্ত জীবমনেন্দ্রিয়ে
নাহি হয় অধিগম॥

পরিচ্ছিন্ন মন পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি
সসীম ইন্দ্রিয়গণ।
তাই জীবগণ চৈতন্যে জড়ত্ব
করে সদা দরশন॥

কঠিন শীতল ধবল তুষার
জলে পরিণত হয়।
সেই জল সুধু অক্সিজন্ আর
হাড্রোজেন্ সমন্বয়॥

যবে বাষ্পাময় হয় পুনরায়
সূক্ষ্মভূতে পরিণত।
সেই পরিণতি জীবমনেন্দ্রিয়
নাহি হয় অবগত॥

ইন্দ্রিয় অতীত মনাতীত সত্তা
কারণ স্বরূপে স্থিত।
হয় তাহা হ'তে ব্যোম, বায়ু, তেজ,
জল ক্ষিতি বিবর্ত্তিত॥

মনাতীত সেই কারণ সত্তায়
না হইলে উপনীত।
সৃষ্টির রহস্য জগতের তত্ত্ব
নাহি হয় প্রকাশিত॥

জড় জীব পৃথ্বী গ্রহ নক্ষত্রাদি
হয় যদি অন্তরিত।
নিষ্কল অখণ্ড কাল আর ব্যোম
থাকে মাত্র অবস্থিত॥

কাল আর ব্যোম উভয়ের সত্তা
হয় যবে অন্তর্হিত।
অভাব জনিত এক নাস্তি জ্ঞান
থাকে মাত্র বিরাজিত॥

অতীতের স্মৃতি সহ নাস্তি জ্ঞান
হয় যবে অস্তমিত।
উপাধি বিহীন ভূমা চিৎসত্তা
থাকে মাত্র বিরাজিত॥

সে চৈতন্য হ'তে যে শক্তি কৌশলে
জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞানোদিত।
জগপ্রসবিণী সেই ব্রহ্মশক্তি
হয় মায়া নামান্বিত॥

অনন্ত নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ
কর ঊর্দ্ধে দরশন।
পৃথিবীর প্রায় পৃথ্বী হ'তে বড়
হয় এ জ্যোতিষ্কগণ॥

অপার সাগরে জল-বিন্দুসম
মরুভূমে রেণুপ্রায়।
তোমার আবাস এ ক্ষুদ্র পৃথিবী
ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়॥

কণিকা উপরে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম
আছ তুমি অবস্থিত।
অপার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব
তব জ্ঞান-মনাতীত॥

সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অণু তব দেহ
ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়।
দেহস্থ কীটাণু দেখে তব দেহ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রায়॥

স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম যেই দিকে তুমি
কর বিশ্ব দরশন।
অনন্ত অজ্ঞেয়, তত্ত্ব নিরূপণে
প্রতিহত হয় মন॥

নাহি পাবে কভু প্রত্যক্ষানুমানে
অনন্ত বিশ্বের পার।
ক্ষুদ্র দেহ বিশ্বে ভাবগ্ন তোমার
দেখ করি সুবিচার॥

গিরি উপত্যকা প্রান্তর শোভিত
দেহ-ধরা অবস্থিতা।
অসংখ্য ধমনী তরঙ্গিণী রূপে
হইতেছে প্রবাহিতা॥

তরুলতা গুল্ম রূপে রোমরাজি
করে দেহ আবরিত।
পৃথ্বী অভ্যন্তরে নিয়ামক যন্ত্র
সুকৌশলে সঞ্চালিত॥

স্থলচরগণ ভিতরে বাহিরে
করিতেছে বিচরণ।
জলচরগণ ধমনী-নদাতে
করিতেছে সন্তরণ॥

উড়িছে বসিছে রোম তরুপরে
কত ব্যোমচরগণ।
ভোজ্যরূপে কেহ হ'তেছে নিহত
ভক্ষিতেছে কোনজন॥

জনম মরণ বিচ্ছেদ মিলন
হইতেছে সঙ্ঘটিত।
ভোগিতেছে সুখ সহিছে যাতনা
শোকে তাপে বিমোহিত॥

এ জড় দেহের দেহস্থ কীটের
স্রষ্টাপাতা কোন্ জন?
কাহার ইচ্ছায় হয় জন্ম মৃত্যু
সুখ দুঃখ সংঘটন?

জলস্থল ময় এই ধরাতল
গ্রহ উপগ্রহ গণ।
আছে তাতে যত স্থল জলচর
খেচরাদি অগণন॥

এক শক্তি বলে একই নিয়মে
হয় সবে নিয়মিত।
হ'য়ে আবির্ভূত কিছুকাল পরে
হয় পুন অন্তর্হিত॥

জড় দেহ ভিন্ন জীবত্বে সংস্থিত
আছে আত্মা আর মন।
মনের স্বরূপ শক্তি আর গুণ
কর এবে নিরূপণ॥

সর্জ্জন শকতি সম্ভোগ বিশ্রাম
এই তিন গুণ মনে।
সুপ্তিতে বিশ্রাম সর্জ্জন সম্ভোগ
হয় স্বপ্ন জাগরণে॥

তুমি তব মন বিভিন্ন হ'লেও
অবিযুক্ত সর্ব্বক্ষণ
জাগ্রত স্বপন সুষুপ্তি সময়ে
তোমাতেই স্থিত মন॥

সলিলে তারল্য অনলে দাহন
যথা স্পর্শ সমীরণ।
মদে মাদকতা প্রস্তরে কাঠিন্য
সেরূপ তোমাতে মন॥

তারল্য, দাহন নহে জল, বহ্নি
স্পর্শ সমীরণ নয়।
নহে মদ মত্ত, কাঠিন্য প্রস্তর
কভু কি সঙ্গত হয়?

কিন্তু তারল্যাদি জলাদি হইতে
কদাপি বিযুক্ত নয়।
সলিল বিহনে তারল্যের সত্তা
কিরূপে সম্ভব হয়?

তোমার চৈতন্যে মনের চেতনা
নহে মন সচেতন।
তোমার আশ্রয়ে সুখ-দুঃখ-ভোক্তা
স্রষ্টা-কর্ত্তা-রূপী মন॥

তোমার অস্তিত্বে মনের অস্তিত্ব
তোমাতেই স্থিত মন।
নহ তুমি মন স্বতন্ত্রও নহ
কি আশ্চর্য্য সম্মিলন॥

বৈরাগ্য উদয় হয় যবে মনে
তুমি ত্যাগী বনবাসী।
উপজিলে ভক্তি তুমি ভক্ত দাস
প্রভুপদ অভিলাষী॥

প্রেম যোগে প্রেম স্নেহে স্নেহবান
দয়া যোগে দয়াময়।
মনোবৃত্তি যোগে নির্গুণ তোমাতে
গুণ অধ্যাসিত হয়॥

সুষুপ্তি স্বপন জাগ্রত অবস্থা
নহে তব কদাচন।
মনের স্বভাব, আত্মাতে আরোপ
করে অজ্ঞ জীবগণ॥

চৈতন্য স্বরূপ শান্ত তুর্য্য তুমি
অহং জ্ঞানে অবস্থিত।
মনের সংযোগে জীবত্ব তোমাতে
হইতেছে অধ্যাসিত॥

যথা নানা বর্ণে রঞ্জিত গাভীর
দুগ্ধ একরূপ হয়।
বিভিন্ন শরীরে অহং-গ্রাহী আত্মা
এক ভিন্ন বহু নয়॥

জীবাখ্য চৈতন্যে ব্যষ্টিরূপা মায়া
মন আখ্যা সমন্বিতা।
সমষ্টি চৈতন্যে মনের সমষ্টি
মায়া রূপে বিরাজিতা॥

ঘট অনুরূপ ব্যোম পরিমাণ
কর যথা দরশন।
মন অনুরূপ জীব পরিমাণ
করে জ্ঞানী নিরূপণ॥

পরমার্থে ব্যোম অপার অখণ্ড
কভু সীমাবদ্ধ নয়।
ব্যবহার ক্ষেত্রে ঘটাদি সংযোগে
খণ্ড খণ্ড দৃষ্ট হয়॥

সেইরূপ আত্মা অনন্ত অখণ্ড
পরমার্থে খণ্ড নয়।
মন সহযোগে বহু জীবরূপে
খণ্ড খণ্ড বোধ হয়॥

স্বপন সময়ে কল্পনা কৌশলে
অজড় অদৃশ্য মন।
স্থাবর জঙ্গম দেশ কাল কর্ম্ম
রূপে করে বিবর্ত্তন॥

স্বাপ্নিক বস্তুর মন উপাদান
মনই নিমিত্ত হয়।
মনে সৃষ্টি স্থিতি মনেই প্রলয়
সর্ব্ব বস্তু মনোময়॥

সেইরূপ বিশ্ব মায়া প্রকল্পিত
পরমার্থে সত্য নয়।
মায়া উপাদান মায়াই নিমিত্ত
সর্ব্ব বস্তু মায়াময়॥

এক ব্রহ্ম সত্তা বহুরূপে যেই
করিতেছে প্রদর্শন।
তার নাম মায়া বলে তত্ত্ববেত্তা
সূক্ষ্মদর্শি জ্ঞানিগণ ॥১।

অনাদি প্রসূতি সতী বা অসতী
কিংবা সদসতী নয়।
অজ্ঞানাবস্থায় আছে সত্তা যার
জ্ঞান কালে লুপ্ত হয় ॥

স্বয়ং অবিকারা কিন্তু যাহা সর্ব্ব
বিকারের হেতু হয়।
লক্ষণবিহীনা হেন শক্তি মায়া
করে শ্রুতি নিরণয় ॥২।

"স্বধা" এই নামে মায়ার স্বরূপ
করে ঋক্ নিরূপণ।
"ধীয়তে ধ্রীয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে"
সায়ণের বিভাষণ ॥৩।

পঞ্চরাত্র আদি বৈষ্ণব শাস্ত্রেও
রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন নয়।
বিশ্ব সৃষ্টি হেতু কৃষ্ণ দেহ হ'তে
রাধা প্রকাশিতা হয় ॥

কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গমে বা যোগে
মহাবিষ্ণু প্রসবিত।
বিষ্ণু মহত্তত্ত্ব হিরণ্য গর্ভাদি
নহে ভিন্ন কদাচিত॥ ৪।

প্রকৃতি,ভবানী রাধা,স্বধা, মায়া
নামে মাত্র ভিন্ন হয়।
দেখ করি ভেদ শাস্ত্র প্রহেলিকা
এই বিশ্ব মায়াময়॥

হর পার্ব্বতির প্রশ্নোত্তর ছলে
তন্ত্র শাস্ত্র বিরচিত।
মায়ার স্ত্রীমূর্ত্তি কালী কাত্যায়নী
হইয়াছে প্রকল্পিত॥

প্রস্তর বিহনে কাঠিন্যের সত্তা
অনুভূত নাহি হয়।
ব্রহ্মহ'তে ভিন্ন মায়ার অস্তিত্ব
কদাপি সম্ভব নয়॥

অনন্ত ব্রহ্মের অসীম প্রকৃতি
নারীরূপে প্রকল্পিত।
কর ভেদ এবে তন্ত্রের রূপক
হ'য়ে মোহ বিরহিত॥

নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট দিগম্বর শিব
আত্মানন্দে নিমগন।
ক্রিয়াশীলা মায়া শান্ত তুর্য্য শিবে
আছে করি আবরণ॥

দিগম্বর রূপ ভূমত্ব জ্ঞাপক
উলঙ্গ বাচক নয়।
জ্ঞান-শুভ্রশিব শ্যামার বরণ
অবিদ্যা বোধক হয়॥

উগ্র সুমধুর দ্বিবিধ রসের
প্রকৃতিতে সমন্বয়।
সুমধুর রসে হয় সৃষ্টিস্থিতি
উগ্ররসে হয় লয়॥

একরূপে মায়া ভুবন মোহিনী
ধন ধান্য প্রদায়িনী।
অন্যরূপে তিনি নৃমুণ্ডমালিনী
ভয়ঙ্করা সংহারিণী

সর্ব্বভূতে মায়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা
ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা।
স্মৃতি, বুদ্ধি, শ্রদ্ধা দয়া, ক্ষান্তি, তুষ্টি
বৃত্তিরূপে বিরাজিতা॥

বৃত্তির সমষ্টি মনরূপে, মায়া
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী ॥
মনের সমষ্টি ত্রিগুণা প্রকৃতি
মহামায়া জগদ্ধাত্রী ॥

অবিদ্যা রূপিণী মোহময়ী মায়া
জীবগণে বদ্ধ করে।
করে পুনরপি মুকতি প্রদান
ব্রহ্মবিদ্যা রূপ ধরে ॥ ৫।

কৈটভ অসুর জীবত্বাভিমান
ক্রোধের মহিষরূপ।
লোভ রক্তবীজ হয় কাম, মোহ
শুম্ভ ও নিশুম্ভ ভূপ ॥

চণ্ডমুণ্ড রূপে মদ প্রকল্পিত
মাৎসর্য্য ধূম্রলোচন।
সত্ব গুণদ্রোহা ষড়রিপু হয়
চণ্ডীর অসুরগণ ॥

শান্ত ব্রহ্মহ'তে কৈটভ স্বরূপ
জীবজ্ঞান সমুদিত।
ভূতলে সলিলে নাহি ধ্বংস তার
হয় ব্রহ্মে অস্তমিত ॥

ষড়রিপু রূপ অসুরের জয়ে
সত্ত্বগুণী সুর যত।
বিষয় বিচার উপহারে পূজে
মহামায়া অবিরত॥

সাধক হৃদয়ে বৈরাগ্য রূপিণী
দেবী আবির্ভূতা হয়।
ভীষণ সমরে করে একে একে
প্রবল অসুর জয়॥

ব্রহ্মের চৈতন্যে মায়ার চেতনা
কিন্তু মায়া অচেতন।
বৃথা ঢাকঢোল পূজা বলিদান
বৃথা মাতৃ সম্বোধন॥ ৬।

কামক্রোধ রূপ অজা মহিষাদি
বলিফলপ্রদ নয়।
নরবলি রূপ জীবত্বের লয়ে
দেবী আবির্ভূতা হয়॥

জীব অবস্থায় ব্রহ্ম অনুভূতি
নহে কভু সম্ভাবিত।
জীবত্বাবশেষে হয় তত্ত্বজ্ঞানী
ব্রহ্মরূপে বিরাজিত॥

বিনা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মশক্তি মায়া
কভু অনুভব্য নয়।
না দেখিলে বারি তারল্যের জ্ঞান
কিরূপে সম্ভব হয়?

প্রঃ জ্ঞানরূপ ব্রহ্মে অজ্ঞান মায়ার
নহে স্থিতি সম্ভাবিত।
এই যুক্তিবলে মায়াবাদ কেহ
করিতেছে নিরাকৃত॥

মীঃ এক ভূমাজ্ঞান অনন্ত অপার
ব্রহ্ম এই নামান্বিত।
অজ্ঞান আখ্যায় জ্ঞানেতর কিছু
নহে কভু সম্ভাবিত॥

অজ্ঞানী অজ্ঞান ব্যবহার ক্ষেত্রে
হইতেছে অনুমিত।
অজ্ঞান, জ্ঞানের বিকাশ বিশেষ
নহে জ্ঞান বিরহিত॥

অমা অন্ধকারে জ্যোতির অভাব
করিতেছ অনুমান।
নহে অন্ধকার জ্যোতি বিরহিত
জ্যোতি সদা বিদ্যমান॥

দিবাচর চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় দিবা
নিশা অন্ধকারময়।
নিশাচর নেত্রে দিবা অন্ধকার
নিশা জ্যোতির্ম্ময় হয়॥

তমোজ্ঞানহীন সিংহ ব্যাঘ্র বৃক
মার্জ্জারাদি পশুগণ।
তামস নিশায় দীপ্তরবি করে
করে সম দরশন॥

আলো অন্ধকার একের বিকাশ
পরমার্থে ভিন্ন নয়।
আলোকে আঁধার বিজ্ঞানে অজ্ঞান
একে অন্য দৃষ্ট হয়॥

কেহ দেখে জড় চিজ্জড় উভয়
বলে সত্য কোনজন।
অহং জ্ঞানগম্য শুদ্ধচিৎ দেখে
সমাহিত যোগিগণ॥

প্রঃ রজ্জু-সর্পভ্রমে রজ্জুর স্বরূপ
যবে নিরূপিত হয়।
পুন সে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস
কদাপি সম্ভব নয়॥

সমাধি প্রসাদে জানে যদি যোগী
সৃষ্টি মিথ্যা, মায়াময়।
ব্যুত্থান সময়ে পুন জড় জীব
কি হেতু প্রত্যক্ষ হয়?

মাঃ অপ্রত্যক্ষ ব্যোমে নীলাভ বরণ
বাস্তবিক সত্য নয়।
সে অধ্যস্ত রূপ কূপাদি ভিতরে
তথাপি বিম্বিত হয়॥

সলিল স্পন্দনে বিম্বিত আকাশ
হয় যেন বিচলিত।
অধ্যাসিত বস্তু নহে স্থিতি রূপ
স্পন্দনাদি বিরহিত॥

যে অজ্ঞ বালক ব্যোমের নীলিমা
করিছে যথার্থ জ্ঞান।
তাহার বিচারে সত্য, রূপ বিম্ব
স্পন্দনাদি সর্ব্বভাণ॥

হ'লেও প্রত্যক্ষ এ সকল দৃশ্য
বয়স্ক অভিজ্ঞগণ।
ব্যোমের নীলিমা বিম্ব স্পন্দনাদি
জানে ভ্রম দরশন॥

অজ্ঞ বা জ্ঞানীর থাকে যতক্ষণ
নেত্রদ্বয় উন্মীলিত।
নেত্রের স্বভাব এ ভ্রম দর্শন
নাহি হয় নিবারিত॥

স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়াময় বিশ্ব
জানিলেও জ্ঞানিগণ।
করে অনুভব থাকে যতক্ষণ
নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ॥

নেত্র-নীমিলনে রূপ বিম্বসহ
হ'লে স্মৃতি অন্তরিত।
কি থাকে তখন? অরূপ আকাশ
হৃদি মাঝে বিরাজিত॥

যবে ভ্রান্তি বশে স্থাণুতে পুরুষ
করে জীব দরশন।
দেখে ক্রমে তার চক্ষু কর্ণ জিহ্বা
হস্ত পদ প্রসারণ॥

এক ভ্রম হ'তে সংখ্যাতীত ভ্রম
হয় ক্রমে উপচিত।
সৃষ্টি ভ্রম হ'তে স্রষ্টা ধর্ম্মাধর্ম্ম
স্বরগাদি বিকল্পিত॥

নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মে মায়ার কুহকে
হয় বিশ্ব অধ্যাসিত।
বিশ্ব অভিমানে নীলাকাশ প্রায়
ব্রহ্ম ঈশ নামান্বিত॥

সেই ঈশ পুন কূপে ব্যোম প্রায়
দেহিরূপে বিরাজিত।
দেহেন্দ্রিয় মন হইলে স্পন্দিত
হয় যেন বিচলিত॥

সৃষ্টি ঈশ জীব অজ্ঞের বিচারে
হয় সত্য অনুমিত।
দয়া প্রেম আদি গুণ রাজি ঈশে
হয় ক্রমে প্রকল্পিত॥

হ'লে যোগ বলে ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ
মনোনেত্র নিমীলিত।
থাকে অহংগ্রাহী অখণ্ডৈক রস
ভূমা আত্মা বিরাজিত॥

আবরণ আর বিক্ষেপ সংজ্ঞক
মায়ার শকতিদ্বয়।
জীবত্বের মূল ত্রিতাপের হেতু
সংসারের ভিত্তি হয়॥

যথা বায়ুবেগে হ'লে বিদূরিত
জলদের আবরণ।
প্রদীপ্ত সূর্য্যের সমুজ্জ্বল প্রভা
করে জীব দরশন॥

তত্ত্ব-জ্ঞানানিলে হ'লে অপসৃত
মায়া রূপ আবরণ।
দেখে যোগিজন স্বতঃ প্রকাশিত
আত্মা ব্রহ্ম সনাতন॥

বিক্ষেপ শক্তিতে যবে পুন যোগী
জীবত্বে ব্যুত্থিত হয়।
করে অনুভব দেহ, দেহ ধর্ম্ম
ক্ষুধা তৃষ্ণা সমুদয়॥

কিন্তু জানি' সৃষ্টি মরীচিকা সম
অসার মায়ার ভাণ।
হয় নির্ম্মূলিত আসক্তি বাসনা
হরষ বিষাদ জ্ঞান॥

থাকে যতকাল প্রারব্ধের বেগ
ততকাল যোগিজন।
বিক্ষেপ শক্তিতে হইয়া ব্যুত্থিত
করে সৃষ্টি দরশন॥

অপরোক্ষ জ্ঞানে মায়া আবরণ
স্বতঃ তিরোহিত হয়।
প্রারব্ধের ক্ষয়ে বিক্ষেপ বিলয়ে
হয় যোগী ব্রহ্মে লয়॥

প্রঃ রজ্জুতে ভুজঙ্গ শুক্তিতে রজত
ভ্রম ক্ষণস্থায়ী হয়।
সৃষ্টি দরশন যদি ভ্রমমাত্র
কি হেতু ক্ষণিক নয়?

মাঃ উঠি দিবাকর পূরব গগনে
পশ্চিমে ডুবিয়া যায়।
পশু পক্ষী নর জ্ঞানী কি অজ্ঞানী
সকলে দেখিতে পায়॥

করিতেছে পৃথ্বী রবি প্রদক্ষিণ
বিজ্ঞান নির্ণয় করে।
এই ভ্রমদৃষ্টি চির প্রচলিত
নহে ক্ষণেকের তরে॥

আছে কত কীট ক্ষণমাত্র যার
জীবনের পরিমাণ।
হয় ক্ষণমধ্যে বাল্য বার্দ্ধক্যাদি
জীবনের অবসান॥

সে কীটের তরে তোমার জীবন
অনন্ত কালের প্রায়।
পক্ষান্তরে তব স্থিতি ক্ষণমাত্র
পৃথিবীর তুলনায়॥

অনন্তের সহ তুলনায় পুন
বিশ্ব ক্ষণস্থায়ী হয়।
অনন্তে সংস্থিত হ'য়ে দেখ বিশ্ব
ক্ষণস্থায়ী মায়াময়॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ ভ্রমের কারণ
কভু রজ্জু জ্ঞান নয়।
"ইহা রজ্জু" বোধে সর্প দরশন
কিরূপে সম্ভব হয়?

"কিছু আছে" এই অস্তি জ্ঞানাশ্রয়ে
হয় সর্পাদির ভান।
সত্তা ভ্রান্তি হীন আকারে জনমে
একে অপরের জ্ঞান॥

সচ্চিদানন্দের সদ্ভাব অস্তিত্ব
কভু ভ্রমাত্মক নয়।
"অহমস্মি" সং ইদমাদি যত
অস্তিত্বে অধ্যস্ত হয়॥

সর্পরূপ ভ্রম হ'লে বিদূরিত
হয় পুনঃ রজ্জুজ্ঞান।
ভ্রমে, রজ্জু জ্ঞানে থাকে "অস্তি" জ্ঞান
সমভাবে বিদ্যমান॥

চৈতন্য, আনন্দ স্বরূপ দ্বিভাগে
হয় বিশ্ব অধ্যাসিত।
চিৎসত্তায় জড় আনন্দে ত্রিতাপ
হয় তাহে প্রকটিত॥

মায়া আবরণ হ'লে বিমোচিত
চিদানন্দ বিরাজিত।
জড়বিশ্বসহ ইদমাদি ভ্রম
হয় পূর্ণ তিরোহিত॥

প্রঃ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় সকল
থাকে মনে সঙ্কলিত।
সে স্মৃতি সাহায্যে স্বপন সময়ে
হয় জড় প্রকল্পিত॥

অপ্রত্যক্ষ বস্তু করিতে কল্পনা
মন ক্ষমবান নয়।
মায়া হ'তে তবে বিচিত্র এ বিশ্ব
কিরূপে নিৰ্ম্মিত হয়?

মীঃ দেশকাল পাত্রে পরিচ্ছিন্ন হেতু
মন ব্যষ্টিরূপী হয়।
মনের শকতি মনের কল্পনা
সেহেতু অসীম নয়॥

অনাদি অনন্ত ব্রহ্মশক্তি মায়া
দেশকালে বদ্ধ নয়।
অনাদি প্রবাহে সৃষ্টির সংস্কার
মায়ায় সিদ্ধান্ত হয়॥

প্রঃ সাদৃশ্য বিহনে নাহি হয় ভ্রম
রজ্জুতে ভুজঙ্গ প্রায়।
বিপরীত ভাবে ভুজঙ্গমে রজ্জু
পক্ষান্তরে দেখা যায়॥

ব্রহ্মের সত্তায় যদি দৃশ্যমান
বিশ্ব অধ্যাসিত হয়।
পূর্ব্ব রীতিক্রমে বিশ্বে ব্রহ্ম ভ্রম
কেন সম্ভাবিত নয়?

মীঃ প্রত্যক্ষ বর্ণাদি অপ্রত্যক্ষ ব্যোম
স্বাপ্নিক বিষয় মন।
নহে সমধর্ম্মী তথাপি অধ্যাস
হইতেছে অনুক্ষণ॥

অপ্রত্যক্ষ ব্যোমে নীলিম কটাহ
অধ্যাসিত সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু নাহি হয় নীলিম, কটাহে
ব্যোমরূপ দরশন॥

স্বপন সময়ে অপ্রত্যক্ষ মনে
জড় অধ্যাসিত হয়।
কিন্তু জড় দ্রব্যে মন দরশন
কদাপি সম্ভব নয়॥

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্যে প্রত্যক্ষের ভ্রম
হয় সদা সজ্ঘটিত।
প্রত্যক্ষ বস্তুতে অপ্রত্যক্ষ বস্তু
নাহি হয় অধ্যাসিত॥

সেই হেতু বিশ্ব অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মে
যদিও প্রত্যক্ষ হয়।
দৃশ্যমান বিশ্বে ব্রহ্ম দরশন
কদাপি সম্ভব নয়॥

প্রঃ হয় যদি ব্রহ্ম মায়ারূপ শক্তি
কিংবা গুণ সমন্বিত।
সগুণ সে ব্রহ্মে নির্গুণ আখ্যায়
কেন কর অভিহিত?

মীঃ অনিলে স্পর্শাদি সলিলে তারল্য
বস্তুর স্বরূপ হয়।
স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে 'গুণ' বাচ্য
সেহেতু সগুণ নয়॥

সমিরণে গন্ধ সলিলে উষ্ণতা
স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়।
হয় অনুভূত ভিন্ন বস্তুযোগে
সেহেতু সগুণ হয়॥

বায়ু-স্পর্শ প্রায় ব্রহ্মে মায়া-শক্তি
স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।
মায়া সহযোগে সেই হেতু ব্রহ্ম
কদাপি সগুণ নয়॥

মন প্রকল্পিত রূপ, গুণ, নাম,
করি ব্রহ্মে আরোপণ।
সে নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ উপাধি
প্রদানে বিমূঢ়গণ॥

প্রঃ ব্রহ্ম আর মায়া দ্বিবিধ পদার্থ
কর যদি অঙ্গীকার।
"ভূমা অদ্বিতীয়" এই বিশেষণ
কিরূপে হইবে তার?

মীঃ বারি ও তারল্য উপাধির ভেদ
অস্তিত্বে বিভিন্ন নয়।
ব্রহ্মে মায়াশক্তি সেই ভাবে স্থিত
তাই অদ্বিতীয় হয়॥

রবি ও রশ্মিতে দৃশ্যতঃ বিভেদ
কিন্তু বস্তু দুই নয়।
ব্রহ্মে মায়াশক্তি সেইরূপ, তাহে
দ্বৈতাপত্তি ব্যর্থ হয়॥

প্রঃ ঈশের ইচ্ছায় হয় বিশ্ব সৃষ্টি
বলিতেছে কত জন।
ঈক্ষণ, কামনা জাত বিশ্ব, বলে
যত শ্রুতিকারগণ॥

অনাদি জীবের সুখ, দুঃখ ভোগে
হয় বিশ্ব বিরচিত।
এ সকল মতে নাহি হয় কেন
মায়াবাদ নিরাকৃত?

মীঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা সৃষ্টির কারণ
কর যদি অঙ্গীকার।
নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ
ঈশ, আর ইচ্ছা তার॥

তা হ'লে ঈশ্বরে হয় প্রমাণিত
ইচ্ছার আধার মন।
ইচ্ছা অভাবজ ইচ্ছাশীল নহে
পূর্ণ, তৃপ্ত, কদাচন॥

দুঃখের নিবৃত্তি সুখ প্রাপ্তি আশে
হয় ইচ্ছা সমুদিত।
একান্তের ভয় সঙ্গ, ভোগ স্পৃহা
ঈশ্বরে কি সম্ভাবিত?

অনাদি জীবের সুখ, শুভতরে
নহে বিশ্ব বিরচিত।
জগতের অগ্রে জীবের অস্তিত্ব
নাহি হয় প্রমাণিত॥

ভূতজাত দেহ দেহ অভিমান
নাহি ছিল যে সময়।
জীবে ঈশে আর জীবে জীবে ভেদ
কি রূপে সিদ্ধান্ত হয়?

বিষয় বিহনে ছিল সুপ্ত প্রায়
অসার নিশ্চেষ্ট মন।
শুভাশুভ জ্ঞান সুখ দুঃখ বোধ
নাহি ছিল কদাচন॥

সুখ, শুভতরে হইলে সৃজিত
বিশ্ব বিচিত্রতাময়।
মোহ, পাপ, তাপ অশুভ অসুখ
কি হেতু উৎপন্ন হয় ?

সুখাদি প্রদান সঙ্কল্পে রচিত
যদি এ সংসার তার।
হ'য়ে জীবগণ ত্রিতাপে তাপিত
কেন করে হাহাকার ?

সুখময় বিশ্ব দুঃখে পরিণত
করে যদি জীবগণ।
সৎসঙ্কল্প কিংবা সর্ব্বশক্তিমান
নহে ঈশ কদাচন॥

জৈব ইচ্ছা, কর্ম্মে ঈশের সঙ্কল্প
শক্তি, যদি ব্যর্থ হয়।
সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ উপাধি
কভু যুক্তি যুক্ত নয়॥

উপাদান হ'তে কার্য্যের পার্থক্য
কদাপি সম্ভব নয়।
নাম রূপে ভিন্ন স্বর্ণ অলঙ্কার
উভয় স্বর্ণত্বময়॥

নিমিত্তোপাদান উভয় কারণ
যদি এক বস্তু হয়।
সে কারণ হ'তে কার্য্যের স্বাতন্ত্র্য
কভু সম্ভাবিত নয়॥

স্বাপ্নিক বস্তুর মন উপাদান
মনই নিমিত্ত হয়।
মনে সৃষ্টি স্থিতি মনে ক্রিয়ালয়
সর্ব্ব বস্তু মনোময়॥

সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল এক আত্মা
নাহি ছিল কিছু আর।
সেই আত্মা ব্রহ্ম ভূমা চিন্ময়
কর যদি অঙ্গীকার॥

বিনা দৃশ্য, নেত্র চাক্ষুষ দর্শন
কদাপি সম্ভব নয়।
সঙ্কল্পিত বস্তু মনোনেত্রে দেখা
ঈক্ষণের অর্থ হয়॥

যদি ঐশ ইচ্ছা ঈক্ষণ কামনা
সৃষ্টি উপাদান হয়।
তার কার্য্য রূপ এই জড় বিশ্ব
তাহা হ'তে ভিন্ন নয়॥

বিষয় সংযোগে ইচ্ছার উদ্রেক
হয় সদা সজ্ঘটিত।
অঙ্কনের অগ্রে চিত্রকর মনে
হয় চিত্র প্রকল্পিত॥

অগ্রে ঈশমনে বিচিত্র এ বিশ্ব
হয়েছিল বিকল্পিত।
পরে ইচ্ছা বলে জড় জীব রূপে
হয়েছিল প্রকটিত॥

কিংবা সৃষ্টি তরে প্রথমেই ইচ্ছা
হয়েছিল সমুদিত।
পরে ঈশ মনে বিচিত্র এ বিশ্ব
হয়েছিল প্রকল্পিত॥

চিত্রকর মনে প্রকল্পিত চিত্র
পটে বিচিত্রিত হয়।
পট উপাদান অভাবে সে চিত্র
কাল্পনিক মনোময়॥

ঈশ মন হ'তে মনঃ প্রকল্পিত
বিশ্ব কভু ভিন্ন নয়।
কল্পিত বস্তুর মন উপাদান
মনই নিমিত্ত হয়॥

পরিচ্ছিন্ন জীবে যেই ব্যষ্টি শক্তি
মন নামে আখ্যায়িত।
ভূমা ঈশে তাহা সমষ্টি রূপিণী
মায়া নামে অভিহিত॥

সেই মায়া শক্তি বিচিত্র বিশ্বের
নিমিত্তোপাদান হয়।
হ'য়ে মোহমুক্ত দেখ প্রজ্ঞানেত্রে
এই বিশ্ব মায়াময়॥

প্রঃ শুক্তিতে রজত রজ্জুতে ভুজঙ্গ
মরুভূমি মাঝে জল।
প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের ভ্রম
হইতেছে এ সকল॥

অধ্যাস ঘ্রাণজ রাসন শ্রাবণ
চাক্ষুষ স্পার্শন হয়।
অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মে জড়ের অধ্যাস
কদাপি সম্ভব নয়॥

মীঃ অপ্রত্যক্ষ মনে জড় অধ্যাসিত
দেখ স্বপ্ন যতক্ষণ।
অপ্রত্যক্ষ ব্যোমে নালিম কটাহ
কর সদা দরশন॥

অধিষ্ঠান কভু অধ্যাসের দোষে
কুত্রাপি দূষিত নয়।
নহে রজ্জু সর্প আকাশ রঞ্জিত
যদিও প্রত্যক্ষ হয়॥

সেইরূপ ব্রহ্মে এজড় ব্রহ্মাণ্ড
যদিও প্রত্যক্ষ হয়।
মায়ার কুহকে ভ্রম দৃষ্টি ইহা
পরমার্থে সত্য নয়॥

প্রঃ ব্রহ্ম জ্ঞানময় জীব ব্রহ্মে ভেদ
নাহি কর অঙ্গীকার।
চিৎসত্তায় জড় কে করে দর্শন
অধ্যাস হ'তেছে কার?

মাঃ যেই রূপ স্বপ্নে জড় জীব রূপ
ধরি' স্বকল্পনা যোগে।
আত্মেতর বোধে সত্য বস্তুভ্রমে
মন সুখ দুঃখ ভোগে॥

সেই রূপে মায়া করিয়া বিস্তার
জগ-জাল মোহময়॥
ধরি' মন রূপ হয় বিমোহিত
অধ্যাস মনের হয়॥

প্রঃ গতি স্পন্দনাদি পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যে
করি সদা দরশন।
গমন, স্পন্দন, ক্রিয়াদির তরে
হয় স্থান প্রয়োজন॥

হইলে সসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজনে
প্রকৃতি সক্ষমা নয়।
যদি ভূমা ব্যাপী স্পন্দনাদি তাতে
কিরূপে সম্ভব হয়?

সোঃ জড় পদার্থের স্থিতি, গতি, স্পন্দ
হয় স্থান প্রয়োজন।
অজড় পদার্থ স্থানাদিতে বদ্ধ
নাহি হয় কদাচন॥

আধেয় পদার্থ আধারের মধ্যে
যদি সর্ব্বব্যাপী হয়।
স্থানাভাব হেতু গমন স্পন্দন
তাহাতে সম্ভব নয়॥

কিন্তু আধারের গতি স্পন্দনাদি
কভু নাহি রুদ্ধ হয়।
জগদ্ধাত্রী মায়া স্থানের আধার
কদাপি আধেয় নয়॥

মায়ার স্পন্দনে স্থান কাল ব্যাপ্তি
পদার্থ, প্রতীত হয়।
দ্বৈত **প্রতীতিও** মায়ার কুহক
পরমার্থে সত্য নয়॥

যন্ত্রের সাহায্যে যবে যন্ত্রী করে
প্রতিকৃতি উত্তোলন।
সেই প্রতি-ছায়া বিপরীত ভাবে
দেয় সদা দরশন॥

আত্ম-ছায়া সৃষ্টি আত্মেতর রূপে
দেখে সদা জীবগণ।
সেই হেতু বিশ্ব বিপরীত ভাবে
করে সবে দরশন॥

চিৎসত্তায় জড় একত্বে বহুত্ব
নিরাকারে রূপ যত।
নিরগুণে গুণ নিরাখ্যায় খ্যাতি
নিষ্ক্রিয়ে করম শত॥

বিপরীত ভাবে বিচিত্র আকারে
হয় বিশ্ব দরশন।
স্বরূপাধিগমে হয় দৃশ্য লুপ্ত
ব্যক্ত আত্মা সনাতন॥

ঘ্রাণজ রাসন চাক্ষুষ শ্রাবণ
স্পার্শন মানস জ্ঞান।
সেই জ্ঞান জ্ঞেয় জড় বস্তু যত
কর সত্য অনুমান॥

আগুন্তে অভাব সর্ব্ব পদার্থের
মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যত।
আদ্যন্ত বিহীন বস্তু মিথ্যা, ইহা
মনীষিগণের মত॥ ৭।

যাহা সত্য বস্তু তাহার অভাব
কদাপি সম্ভব নয়।
অসতের সত্তা নহে সম্ভাবিত
তাই বিশ্ব মায়াময়॥ ৮।

গম ধাতু হ'তে "জগত" সাধিত
কিছু স্থিতিশীল নয়।
করে সংসরণ সতত "সংসার"
সে হেতু অনিত্য হয়॥

জনম অবধি জড় জীব যত
সদা বিবর্ত্তিত হয়।
পরিবর্ত্তনের পরিণতি হয়
মৃত্যু বা কারণে লয়॥

প্রতি ক্ষণ এই জড় ভাব রাজ্য
হইতেছে বিবর্ত্তিত।
পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মতত্ত্ব হয়
জীব-মনেন্দ্রিয়াতীত॥

স্থূল দরশনে ইহা এই বস্তু
করে জীব দরশন।
দেখ জ্ঞান-নেত্রে এই বিশ্ব এক
অন্তহীন বিবর্ত্তন।

দে'খে পরিণাম বিষয় অনিত্য
করে জীব অঙ্গীকার।
মায়ার বিবর্ত্ত দে'খে জ্ঞানী বলে
মায়াময় এসংসার॥ ৯।

রজ্জুতে ভুজঙ্গ অধ্যাস সময়ে
রজ্জু-জ্ঞান তিরোহিত।
ব্রহ্মে জড় বিশ্ব অধ্যাস সময়ে
ব্রহ্ম-জ্ঞান লুক্কায়িত॥

রজ্জুর স্বরূপ হ'লে নিরূপিত
সর্প-জ্ঞান দূর হয়।
ভূমা ব্রহ্ম সত্তা হ'লে প্রকাশিত
হয় সৃষ্টিজ্ঞান লয়॥

ব্রহ্ম আর বিশ্ব যুগল দর্শন
কদাপি সম্ভব নয়।
একই সময়ে রজ্জু ও ভুজঙ্গ
কভু কি প্রত্যক্ষ হয়?
মায়ার কুহকে দে'খে জড় সৃষ্টি
বিমোহিত হয় মন।
মন সামা হ'লে লুপ্ত জড় বিশ্ব
ব্যক্ত ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥ ১০।

তত্ত্বমসি

"আমি" "আমি" মুখে বলি' অনুক্ষণ এভব ভবনে কর বিচরণ
বল তুমি কোন জন?
দেহ অভিমানে সতত স্পন্দিত স্বীয় মহিমায় সদা বিরাজিত
তুমি জড় কি চেতন?

ক্ষিতি তেজ আদি ভূত সম্মিলন হয় কি হে তব সৃষ্টির কারণ
দেহ সহ ধ্বংস হবে?
কিংবা চিৎসরূপ আত্মা স্বপ্রকাশ দেহের বিনাশে নাহি তব নাশ
তুমি চির কাল রবে?

শরীরে যখন কর অভিমান বল তুমি "মম আত্মা, মন, প্রাণ,
চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার"।
কভু বল "মম বাহু, উরু, কর, নাসা, নেত্র, কর্ণ, উপস্থ, উদর"
তখন চৈতন্যাকার॥

জননীর ক্রোড়ে শৈশবে যখন স্তন্য পানে হ'ত শরীর পোষণ
ছিল এই "আমি" জ্ঞান।
দেহ মন বুদ্ধি বিকশিত যবে কৌমারের ক্রীড়া আমোদ উৎসবে
সেই "আমি" অভিমান॥

কৈশোরে বিদ্যাদি অভ্যাস সময় উৎসাহ উদ্যম আশার উদয়
"আমি" এক ভাবে রহে।
যৌবনের মোহে ইন্দ্রিয় তাড়নে বিচ্ছেদ মিলনে প্রিয়জন সনে
কভু "আমি" শূন্য নহে॥

প্রবীন অবস্থা আসিল যখন চিন্তার আবেগে আলোড়িত মন
নহে "আমি" অন্তরিত।
বার্দ্ধক্যে শরীর জরাজর্জ্জরিত রোগ শোক তাপে মন বিকলিত
সেই "আমি" বিরাজিত॥

জ্ঞানাজ্ঞানে সুখ দুঃখ যাতনায় জাগ্রতে স্বপনে আশা নিরাশায়
তুমি সদা প্রতিষ্ঠিত।
বাহ্য সহ-যোগে দেহ বুদ্ধি মন করিতেছে কাল সদা আবর্ত্তন
তুমি সম ভাবে স্থিত॥

সুষুপ্তি সময়ে যবে লুপ্ত মন দেহাত্মক "আমি" থাকেনা তখন
দ্বৈতজ্ঞান লুপ্ত হয়।
সুপ্তিতে আমিত্ব হইলে উদিত তাহাই সমাধি যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত
তাই ব্রহ্ম চিন্ময়॥

অবিদ্যান্ধ হ'য়ে দেহ অভিমানে "আমি" যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ এ অজ্ঞানে
আছ মগ্ন অবিরত।
কভু ভাব "আমি" অসুস্থ দুর্ব্বল কুরূপ সুরূপ নারোগ সবল
দেহ ধর্ম্ম ইহা যত॥

আমার আমার বল সর্ব্বক্ষণ আমি যে কি তাহা ভাবনা কখন
আমি মমত্বের মূল।
আমিকে ত্যজিয়ে আমার লইয়ে পরের ভাবনা ভাবিয়ে ভাবিয়ে
আছ সদা চিন্তাকুল॥

পশুপক্ষী কীট আদি জীব যত "আমি আছি" বোধ করিছে নিয়ত
কেহ "আমি" শূন্য নয়।
জড় দেহ মন হ'লে অন্তর্হিত একভূমা "আমি" রহে প্রতিষ্ঠিত
বিশুদ্ধ চৈতন্যময়॥

যাহা ধ্বংসশীল তাহাই অস্থির নিত্যসিদ্ধ এই বিধি প্রকৃতির
বলে তত্ত্ব-বিদ্‌গণ।
দেহ বুদ্ধি মন হয় ধ্বংস গত সমস্থিতি হেতু চৈতন্য শাশ্বত
নহে ক্ষর কদাচন॥

সর্ব্ব অবস্থায় সকল সময় ক্ষয় বৃদ্ধি তব কভু নাহি হয়
সমভাব সর্ব্বক্ষণ।
দেহেন্দ্রিয় মন হইলে অন্তর অজ্ঞেয় অব্যক্ত তুমি পরাৎপর
তুমি নিত্য নিরঞ্জন॥

নহ তুমি নারী, নহ তুমি নর নহ জীব জল-স্থল-ব্যোমচর
তুমি আত্মা সনাতন।
মায়ার কুহকে হয় দেহ জ্ঞান দেহ অনুরূপ হয় অভিমান
অভিমান করে মন॥ ২।

সাধন ভজন প্রার্থনা প্রচার সকল কর্ম্মের কর্ত্তা অহঙ্কার

অহঙ্কার "আমি" নয়।

যে "অহং" হ'তে ব্যক্ত অহঙ্কার "তৎ"পদে নির্দ্দিষ্ট হয় সত্তা তার

তাই "ত্বং"বাচ্য হয়।

তব "আমি"বাক্যে লক্ষ্য অহঙ্কার মম "আমি"আত্মা সর্ব্ব মূলাধার

তাহে তব ভ্রম হয়।

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, কর অঙ্গীকার হ'য়ে অন্তর্মুখী দেখ সত্তা তার

দূরে যাবে ভ্রম ভয়॥

"তত্ত্বমসি" বাক্যে দ্বৈত-বাদিগণ ষষ্ঠীবিভক্তির করিয়া যোজন

"তৎ"পদে ভঙ্গ করে।

শ্রুতি বচনের না হয় লক্ষণা করে শ্রুতহানি অশ্রুতকল্পনা

স্বমত পোষণ তরে॥ *

সাক্ষাৎ সম্বন্ধ করিয়া বিচার বাক্যের তাৎপর্য্য না হ'লে উদ্ধার

লক্ষণার প্রয়োজন হয়।

মহাবাক্যে অর্থ ব্যক্ত পরিস্কার, স্বমত রাখিতে লক্ষণা তাহার

করে অবিবেকিগণ॥

* শ্রবণমাত্র বাক্যের যে অর্থবোধ হয় তাহা গ্রহণ না করিয়া ভিন্ন অর্থ কল্পনা করা।

আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য্য, যোগ্যতা সকল বিষয়ে রাখিয়া সমতা
লক্ষণা করিতে হয়।
“সৈন্ধবমানয়” ভোক্তার বচনে ত্যজিয়া “লবন” ঘোটক গ্রহণে
হয় অর্থবিপর্য্যয়॥

করিতে আত্মার তত্ত্ব-নিরূপণ শ্বেতকেতু প্রতি আরুণি বচন
সম্বন্ধ উদ্দেশ্য নয়।
“তস্যত্বং অসি” এই লক্ষণায় ভোক্তার বচনে ঘোটকের প্রায়
তাৎপর্য্যের হানি হয়॥

মহাবাক্যে যদি করিবে লক্ষণা অজহতী কিংবা জহতী কল্পনা
তাৎপর্য্যজ্ঞাপক নয়।
“ভাগত্যাগ” রূপ লক্ষণা গ্রহণে এই চতুর্বিধ বৈদিক বচনে
অর্থের সমতা হয়॥

গঙ্গাবাসী বাক্যে যবে লক্ষ্য তীর তাহাই লক্ষণ হয় জহতীর
সম্বন্ধ প্রতীত হয়।
“রৌদ্র উঠিয়াছে” এরূপ বচনে অজহতী যোগে সূর্য্যাংশ গ্রহণে
ধর্ম্মাধর্ম্মী ভিন্ন নয়॥

“এই সেই অশ্ব” এরূপ বচনে ত্যজি’ কাল এক ঘোটক গ্রহণে
যথা ভাগ ত্যাগ হয়।
করি সেইরূপে দেহাদি বর্জ্জন “অহং” “ত্বং” পদে চিৎসত্তা গ্রহণ
কর বাক্য সমন্বয়॥

"তৎ"পদের লক্ষ্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন নহে "ত্বং" পদের লক্ষ্য দেহ মন
চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার।
তদাখ্যাত আত্মা অগ্রাহ্য যেমন "ত্বং" বাচ্য আত্মাও অগ্রাহ্য তেমন
মনাতীত একাকার

ত্যজিয়া শব্দার্থ দ্বৈতবাদিগণ বর্ণে বর্ণে অর্থ করিছে গ্রহণ
মহাবাক্য ব্যাখ্যাতরে।
করিয়া অকারে নাস্ত্যার্থবিধান "হং" পদের অর্থ করি' হনুমান
অহমের অর্থ করে॥

'স্মি'পদে অপূর্ণ জীব লক্ষ্য হয় "অস্মি" অর্থ বিষ্ণু ব্যাপ্ত সর্ব্বময়
এই বিশেষণ দ্বয়।
ব্রহ্ম শব্দ সহ হ'য়ে সংযোজিত অহং ব্রহ্ম অস্মি মন্ত্র বিরচিত
"আমি ব্রহ্ম" অর্থ নয়॥

এইরূপ ব্যাখ্যা যদি যুক্ত হয় বহু শব্দার্থের হয় বিপর্য্যয়
সুধু "অহমস্মি" নয়।
গোলোক, গোস্বামী এই শব্দদ্বয়ে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, অর্থ,সমন্বয়ে
বিপরীত ব্যাখ্যা হয়॥

বলে ঋক্ যজু সাম অথর্ব্বণ এক মহাসত্য করিতে জ্ঞাপন
মহাবাক্য চতুষ্টয়।
তত্ত্বমসি অর্থ বল "তুমি তার" "অহং অয়ং" অর্থ হবে কি প্রকার
কর বাক্য সমন্বয়॥ ৪।

তচ্ছব্দে"পরোক্ষ" বস্তু নিরূপিত ত্বংপদে"প্রত্যক্ষ" হয় সম্বোধিত
দ্ব্যর্থ এই বাক্যদ্বয়।
সেই হেতু বলে দ্বৈতবাদিগণ তত্ত্বমসি এই বেদান্ত বচন
একত্ব জ্ঞাপক নয়॥ ৫।

আমি সেইজন যিনি সীতাপতি সীতা অপহারী তুমি দুষ্টমতি
সেই রক্ষ দশানন।
এরূপ বচন চিরপ্রচলিত তুমি, সেই, যিনি, হ'য়ে সমন্বিত
করে একে নিরূপণ॥

"অহংব্রহ্ম অস্মি" এরূপ মননে, কিংবা "সোহমস্মি" এরূপ বচনে
হয় পাপ প্রত্যবায়।
বলে এই কথা দৈতবাদি যত ভক্তি প্রবর্ত্তক গ্রন্থে এই মত
বহুস্থলে দেখা যায়॥

দৃষ্ট, জ্ঞাত জনে দ্রষ্ট্, জ্ঞাতৃগণ, তুমি তিনি বাক্যে করে সম্বোধন
এই রীতি বিশ্বময়।
অব্যক্ত, অদৃশ্য, অজ্ঞের যে জন, তারে তিনি, তুমি বাক্যে আবাহন
কিরূপে সঙ্গত হয়?

করিয়া "তৎত্বং" পদে ভক্তগণ ব্যক্ত অব্যক্তের একত্ব স্থাপন
সিদ্ধ করে অবতার।
তথাপি তৎত্বং এই বাক্যদ্বয় ব্যক্ত অব্যক্তের করে সমন্বয়
নাহি করে অঙ্গীকার॥

আত্মেতর জ্ঞানে তুমি সম্বোধন ব্রহ্মের ভূমত্ব করে নিরাসন
দেখ করি, সুবিচার।
"অহং ব্রহ্ম অস্মি" বলে যেই জন তিনি, তুমি, সর্ব্ব, ব্রহ্মসনাতন
এরূপ সংকল্প তার॥

যদি বল, যেই সিদ্ধ যোগিজন জীব ব্রহ্মে ঐক্য করে দরশন
ভেদ জ্ঞান নাহি যার।
অহং ব্রহ্ম অস্মি এরূপ বচনে তত্ত্বমসি বাক্যে অন্যে সম্বোধনে
অধিকার সুধু তার॥

না দেখিয়া ঈশে গুণ নির্ব্বাচনে নামরূপ যোগে ভেদ নিরূপণে
সাধন ভজনে তার।
পিতা, মাতা, সখা, সম্বন্ধ স্থাপনে স্তুতি, অনুরোধ কিংবা সম্বোধনে
আছে কোন্ অধিকার?

অনুমান মাত্র করি' আলম্বন তাঁর সম্বোধনে, সাধন ভজন
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রচলিত।
সেই অনুমানে ভোগাসক্ত জন বলে যদি "আমি", তাহার বচন
কেন হবে বিগর্হিত?

ইহামুত্র-ভীত, লুব্ধ দীনজন করে দাস্য ভাবে প্রার্থনা ক্রন্দন
করি' প্রভু নিরমাণ।
নির্লোভী, নির্ভীক, শান্ত দান্ত জন তব ঈশসম বীতপ্রয়োজন
তার "সোহমস্মি" জ্ঞান॥

যদিও মৃণ্ময় ঘট কুম্ভ যত "অহংমৃৎ" বাক্য কুম্ভে সুসঙ্গত
কিন্তু ঘটাদিতে নয়।
নহে এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কখন বাতুলের এই প্রলাপ বচন
অবজ্ঞার যোগ্য হয়॥

যোগী, ভোগী, জ্ঞানী মূঢ় জীবগণ বিকাশে বিভিন্ন, কিন্তু কোনজন
কারণে বিভিন্ন নয়।
কারণে একত্ব হইলে সুস্থির "সোহমস্মি" বাণী বিমূঢ় ভোগীর
পরমার্থে মিথ্যা নয়॥

যদি বল, বহু কর্ত্তা ভোক্তা জীবে শান্ত সাক্ষী ভূমা অদ্বিতীয় শিবে
একত্ব সম্ভব নয়।
বিচিত্র জীবন দেহ বুদ্ধি মন ভিন্ন কর্ম্মফল ভোগে অনুক্ষণ
জীব ব্রহ্ম ভিন্ন হয়॥

এক জীবন্মুক্ত, অন্য বদ্ধ হয় এক সুখী, অন্য ভোগে দুঃখ ভয়
দেখি সদা সর্ববক্ষণ।
এক আত্মা যদি সর্ব্বদেহে স্থিত একের সন্তাপে সকল দুঃখিত
নাহি হয় কি কারণ?

নীল পীত শ্বেত ক্ষুদ্র বড় ঘট সবব ঘটেই এক ব্যোম প্রকট
ভিন্ন কিংবা বহু নয়।
ঘটোপাধি ভেদে ভিন্ন নিরূপিত ঘটলোপে ভেদ হয় তিরোহিত
থাকে ব্যোম সর্ব্বময়॥

হ'লে এক ঘট স্পন্দিত পতিত, অন্যের স্পন্দন নহে সম্ভাবিত
ঘটাকারে ভিন্ন হয়।
ভিন্ন দেহেন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন মন ভিন্ন কর্ম্মফল ভোগে অনুক্ষণ
আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা নয়॥

সেই আত্মা তুমি ভূমা নিরমল মায়ার বিকার অপর সকল
বুদ্ধি দেহেন্দ্রিয় মন।
মনের অবস্থা বন্ধ মোক্ষ যত বন্ধ মোক্ষাতীত অব্যয় শাশ্বত
তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥

"অহংব্রহ্মঅস্মি" বলে যেইজন ব্রহ্মশব্দ তার হ'য়ে বিশেষণ
বিভুত্ব জ্ঞাপন করে।
আত্মা আর ব্রহ্ম এই শব্দদ্বয় শ্রুতিতে একার্থে ব্যবহৃত হয়
ভূমা চৈতন্যের তরে॥ ৬।

আমি জীব, তুমি ব্রহ্ম, এইজ্ঞান জীবব্রহ্মে যদি করে ব্যবধান
কিরূপে মিলন হবে?
বৃথা আজীবন সাধন ভজন উপাসনা ধ্যান প্রার্থনা ক্রন্দন
চিরকাল ভিন্ন রবে॥

নামরূপ যত করিয়া সর্জ্জন তাহাতে প্রবিষ্ট ব্রহ্ম সনাতন
ইহা শ্রুতি প্রবচন।
দাস কিংবা দাশ কিতবাদি আর স্ত্রী পুরুষ ষণ্ড কুমারী কুমার
সর্ব্ব ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥ ৭।

হার বলয়াদি স্বর্ণ অলঙ্কার ধরে যবে নামরূপে ভিন্নাকার
স্বর্ণত্ব কি দূর হয়?
আমি হার, নহি স্বর্ণ কদাচন এরূপ ভাবনা এরূপ বচন
কদাপি সঙ্গত নয়॥

যেমন বুদ্বুদ তরঙ্গ সকল নামে রূপে ভিন্ন পরমার্থে জল
জীব ব্রহ্ম তদাকার।
একভূমা আত্মা ব্যাপ্ত সর্ব্বময় উপাধি সংযোগে ভিন্ন বোধ হয়
দ্বিতীয় কে আছে আর?

তোমার মায়ায় তুমি অভিভূত তাই দ্বৈতবস্তু হয় অনুভূত
বাস্তবিক দ্বৈত নাই।
তুমি, আমি, ইহা, যাহা দৃষ্ট হয় তব মায়ামাত্র অন্য কিছু নয়
তুমি ব্যাপ্ত সর্ব্ব ঠাই॥

করি' অহঙ্কার আমিত্বে মিশ্রিত নানাবিধ ভাবে গাছ আবরিত
তাহে জীবত্বাভিমান।
শুনি' তত্ত্বমসি হও চমকিত অহংব্রহ্ম বোধ না হয় উদিত
মায়াবৃত তত্ত্বজ্ঞান॥

জ্বালিয়া হৃদয়ে বৈরাগ্য অনল করি' ভস্ম রাগ দ্বেষ চিত্তমল
কর লয় দুষ্ট মন।
হ'লে বিমোচিত মন আবরণ তুমি ভূমা আত্মা নিত্য নিরঞ্জন
তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥ ৮।

উপসংহার

বিষয় বিচারে অনিত্য বিষয়ে
বাসনা বিহীন জন।
সম্বন্ধ বিচারে পুত্র পরিজনে
অনাসক্ত যার মন॥

জাতি বর্ণাশ্রম করিয়া বিচার
সংস্কারাদি বিরহিত।
কর্ম্ম ফলাফল করিয়া বিচার
যিনি কর্ম্মবিবর্জ্জিত॥

স্বরগ নরক করিয়া বিচার
নাহি পারত্রিকে আশ।
ঈশ্বর বিচারে কল্পিত ঈশ্বরে
হয়েছে বিশ্বাস নাশ॥

জানিয়া বিচারে আত্মেতর জ্ঞান
নাহি ঈশে কদাচন।
সন্তাপে বিপদে প্রার্থনা মিনতি
নাহি করে যেই জন॥

সম্পদ বিপদে নিয়তি নিয়ন্তা
করি' স্থির নিরূপণ।
জানিয়া প্রারব্ধ প্রশান্ত নির্ভয়
হইয়াছে যেই জন॥

আত্মতৃপ্তি হেতু আরাধ্যে আসক্তি
ভাবে অভিভূত মন।
করিয়া নিশ্চয় দেবে ভক্তিহীন
হইয়াছে যেই জন॥

করিয়া বিচার ঈশ অবতার
জানিয়াছে যেই জন।
জাবে অবতারে আত্মিক প্রভেদ
নাহি হয় কদাচন॥

গুরুর দায়িত্ব শিষ্যের কর্ত্তব্য
করি' সদা সুবিচার।
তত্ত্বজ্ঞান হীন দীক্ষা-গুরু, মন্ত্র
করিয়াছে পরিহার॥

করিয়া বিচার সামাজিক ধর্ম্ম
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরহিত।
আহার বিচারে খাদ্যের সংস্কার
হইয়াছে অন্তরিত॥

মানস বিচারে মনের স্বভাব
জানিয়া যে বিজ্ঞজন।
পরিচ্ছিন্ন মনে ভূমা ব্রহ্মধ্যানে
নাহি করে আকিঞ্চন॥

যোগ নামান্বিত দৈহিক মানস
ক্রিয়া করি' সুবিচার।
যোগ যোগফল বিভূতির লোভ
করিয়াছে পরিহার॥

জানি' একাগ্রতা নিরোধ বিরোধী
ত্যজিয়াছে যেই জন।
শাস্ত্রের জটিল সত্যানৃত পথে
নহে ভ্রান্ত কদাচন॥

শাস্ত্রের রূপক করিয়া মীমাংসা
জানিয়াছে যেই জন।
কল্পিত মূরতি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ॥

অহং ব্রহ্ম অস্মি তত্ত্বমসি আদি
চতুর্ব্বিধ প্রবচন।
করিয়া বিচার জীব ব্রহ্ম এক
জানিয়াছে যেই জন॥

বিনা তত্ত্ব জ্ঞান প্রকৃত সন্ন্যাস
সম্ভবে না কদাচন।
সন্ন্যাস গ্রহণ অবিদ্যার খেলা
জানিয়াছে যেই জন॥

মায়ার স্বরূপ জগতের তত্ত্ব
করি' স্থির নিরণয়।
হয়েছে যাহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়
সৃষ্টি মিথ্যা, মায়াময়॥

পঞ্চবিধ কোষ করিয়া বিচার
জানিয়াছে যেই জন।
কোষাতীত আত্মা ভূমা অদ্বিতীয়
নহে খণ্ড কদাচন॥

চৈতন্যের ধর্ম্ম করিয়া বিচার
জেনেছে যে মহাশয়।
অহং জ্ঞান গম্য আত্মা কোন কালে
ইদং জ্ঞানে গ্রাহ্য নয়॥

তুমি তাহা পদে মনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য
বিষয় নির্ণীত হয়।
আমি এই বোধে গৃহীত বিষয়ী
ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়॥

সর্ব্ব অবস্থায় জ্ঞাতৃরূপী আমি
আমি কভু জ্ঞেয় নয়।
জ্ঞাতা জ্ঞেয় হ'লে পুন জ্ঞাতা কার
কেমনে সিদ্ধান্ত হয়?

আত্মার স্বরূপ মনেন্দ্রিয়াতীত
কভু অনুভব্য নয়।
আত্ম-দরশন আত্ম-অনুভূতি
ব্যবহারে বলা হয়॥

তুমি তিনি পদে নির্দ্দিষ্ট আরাধ্য
নহে ব্রহ্ম কদাচন।
হয় দ্বৈতবোধে জড় উপাসনা
জানিয়াছে যেই জন॥

মুক্তি বন্ধনের করিয়া বিচার
জানিয়াছে যেই জন।
বন্ধন মনের আত্মা চিরমুক্ত
নহে বদ্ধ কদাচন॥

মায়ার বিকাশে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা
চিৎসত্তায় অধ্যাসিত।
দেহেন্দ্রিয় মন মায়ার বিকার
আত্মা শান্ত গুণাতীত॥

সম্যক্ বিচারে　　　　রাগ, দ্বেষ, ভ্রম
　　সংশয় বিহীন মন।
সংযত হৃদয়　　　　পরোক্ষ সংজ্ঞক
　　জ্ঞানে জ্ঞানী সেই জন॥

অপরোক্ষ জ্ঞান　　　　লভিবার তরে
　　করিবেন প্রত্যাখ্যান।
"নেতিনেতি" বলি　　　　মায়িক প্রপঞ্চ
　　জড় দেহ অভিমান॥

"অহং" এই জ্ঞানে　　　　হইলে সংস্থিত
　　নিরোধ করিয়া মন।
হয় প্রকাশিত　　　　আত্মার স্বরূপ
　　ভূমা ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥

প্রথম অভ্যাসে　　　　যদি দুষ্ট মন
　　বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়।
সবলে তাহাকে　　　　করি আকর্ষণ
　　করিবে অহমে লয়॥

অভ্যাস সময়ে　　　　যদি পুনঃপুনঃ
　　ব্যর্থ হয় আকিঞ্চন।
বিক্ষেপক বস্তু　　　　পুনর্বিচারের
　　নাহি কোন প্রয়োজন॥

যাহার মনের যেই মনোবৃত্তি
দৃঢ় ক্ষিপ্ত দুর্নিবার।
সেই বৃত্তিমাত্র রাখিয়া সম্মুখে
বিচার স্বরূপ তার॥

তন্ন তন্ন করি সে বৃত্তির ক্রিয়া
উৎপত্তি সংস্থিতি লয়।
করিলে বিচার বৃত্তির স্বরূপ
স্বতঃ প্রকাশিত হয়॥

নগ্ননারী প্রায় হয় ব্যক্ত বৃত্তি
লাজে ভয়ে সঙ্কুচিতা।
হৃদয়-কন্দরে প্রবেশে, হইয়া
বৈরাগ্য বসনাবৃতা॥

এইরূপে বৃত্তি হইলে সংযত
প্রতিহত হয় মন।
মনের নিরোধে বিলুপ্ত জীবত্ব
ব্যক্ত আত্মা সনাতন॥

নিদ্রা তন্দ্রা ভয় করি পরিহার
শব্দহীন নিরজনে।
মনের নিরোধে করিবে প্রয়াস
দিবা নিশি প্রাণ পণে॥

আত্মচিন্তা বিনা করিবে না চিন্তা
অন্য কিছু কদাচন।
আত্মকথা বিনা করিবে না অন্য
বিষয়ের আলাপন॥

অনায়াস লব্ধ অযাচিত দ্রব্যে
করি প্রাণ সংরক্ষণ।
প্রারব্ধে নির্ভর করিয়া থাকিবে
আত্মধ্যানে নিমগন॥

সুরম্য ভবনে কিংবা তরুতলে
নগরে অথবা বনে।
যেখানে প্রারব্ধ রাখে যে সময়
থাকিবে প্রশান্ত মনে॥

প্রথম অভ্যাসে মনের বিলয়ে
প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসিজন।
বিজলীর প্রায় ক্ষণেকের তরে
করে আত্মদরশন॥

নিয়ত অভ্যাসে আত্ম-অনুভূতি
যবে স্থিতিশীল হয়।
তাহাই সমাধি অপরোক্ষ জ্ঞান
নির্ব্বাণ, কারণে লয়॥

রাজর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি বা যত
নিরালম্ব জ্ঞান যোগ।
এই যোগে যোগী হ'য়ে জীবন্মুক্ত
করে আত্মানন্দ ভোগ॥

ক্রমে কালবশে দেহ অবসানে
হয় ভূমব্রহ্মে লয়।
নাহি অন্য পন্থা ব্রহ্মপদ লাভে
করে শ্রুতি নিরণয়॥

পরিশিষ্ট ।

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং নচাপিকাব্যং নবমিত্যবদ্যম্
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥

(মালবিকাগ্নিমিত্র ।

স্বতঃপ্রকাশিত দীপ্ত মধ্যাহ্ন তপন ।
হয় কি দেখিতে তারে দীপ প্রয়োজন ?
সত্য, চিরসত্য, ব্যক্ত স্বীয় মহিমায় ।
কিবা প্রয়োজন শাস্ত্র, যুক্তি, উপমায় ?
কোটী দীপ সযতনে করি' প্রজ্বালন ।
পারে কি করিতে অন্ধ সূর্য্য দরশন ?
মোহান্ধ সকল শাস্ত্র করি অধ্যয়ন ।
না পারে করিতে সত্য তত্ত্ব নিরূপণ ॥
বিশুদ্ধ সুবর্ণখণ্ড দিলে অজ্ঞজনে ।
পিত্তল কি স্বর্ণ ইহা' ভাবে মনে মনে ॥
শুনিলেও তত্ত্বকথা সরল ভাষায়,
অজ্ঞের সংশয় থাকে, শান্তি নাহি পায় ॥
কৃত্রিম সুবর্ণখণ্ড রাজ-চিহ্নাঙ্কিত ।
হইতেছে মুদ্রারূপে সাদরে গৃহীত ॥
হইলেও যুক্তিহীন শাস্ত্রের বচন ।
ধ্রুব সত্য বলি' লোকে করিছে গ্রহণ ॥
সন্দিগ্ধের দ্বৈধজ্ঞান করিতে মোচন ।
পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট শাস্ত্রীয় বচন ॥

সংসার।

১। সহস্রাঙ্কুরশাখাত্বক্‌ফলপল্লবশালিনঃ।
অস্য সংসার-বৃক্ষস্য মনোমূলমিদং স্থিতম্॥ (মুক্তিকোপনিষৎ)

২। সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগ-দ্বেষাদি-সঙ্কুলঃ
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেহ সত্যবদ্‌ভবেৎ। (পীঠমালাতন্ত্র)

৩। আসন-স্থান-বিধয়ো ন যোগস্য প্রসাধকাঃ।
বিলম্ব-জননাঃ সর্ব্বে বিস্তরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ (গড়ুরপুরাণ)

৪। পরিগ্রহোহি দুঃখায় যদ্‌যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥ (ভাগবত)
আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥
গৃহারম্ভোহি দুঃখায় ন সুখায় কথঞ্চন।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ (সাংখ্যসার)

৫। বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডা স্ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥ (দক্ষস্মৃতি)
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ
স যাতি নরকান্ ঘোরান্মহারৌরব-সংজ্ঞিতান্॥
(পরমহংসোপনিষৎ)

৬। ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সম্যগনুষ্ঠিতৈ র্বেদানুবচনাদিভিরুৎপন্নয়া বিবিদিষয়া সম্পাদিতত্বাদয়ং বিবিদিষাসন্ন্যাসঃ। সম্যগনুষ্ঠিতৈঃ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ পরতত্বং বিদিতবদ্ভিঃ সম্পাদ্যমানো বিদ্বৎসন্ন্যাসঃ ॥

৭। রাজ্যং সুতাঃ কলত্রাণি শরীরাণি ধনানি চ। (অষ্টাবক্র-
সংসক্তস্যাপি নষ্টানি তব জন্মনি জন্মনি ॥ সংহিতা)

৮। মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ (বিষ্ণু-
শুকস্য বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমূষিকে ॥ পুরাণ)

৯। উপভুক্তং বিষং হন্তি বিষয়াঃ স্মরণাদপি ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

১০। বিষয়েঽনন্তদোষা যে শ্রুতিস্মৃতিসমীরিতাঃ
তত্রাদৌ পরিদ্রষ্টব্যা শ্চিত্তস্থৈর্য্যায় যোগিভিঃ।

১১। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপ-
সোবাপ্যলিঙ্গাৎ ॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

১২। ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশা সঙ্ক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতিশ্রুতেঃ ॥ (সাঙ্খ্যসার)

১৩। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। (কাঠ-
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ কোপনিষৎ)

গুরুশিষ্য

১। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

২। যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে।

যেনেদং ধার্য্যতেচৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (শঙ্কর)

৩। অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

৪। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (গুরুগীতা)

যো বিজানাতি বেদান্তৈঃ স্বানুভূত্যাচ নিশ্চিতম (সূত-

সোঽতিবর্ণাশ্রমা প্রোক্তঃ স এব গুরুরুত্তমঃ॥ সংহিতা)

৫। দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম-বাসনা। (গৌতমীয়-

তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভি স্তন্ত্র-বেদিভিঃ। তন্ত্র)

৬। মননং বিশ্ব-বিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার-বন্ধনাৎ (পৈঙ্গলছন্দো-

যতঃ করোতি সংসিদ্ধো মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥ মঞ্জরী)

মন্ত্রা মননাচ্ছন্দাংসিচ্ছাদনাৎ॥

মন জ্ঞানে + ষ্ট্রন্ (উণাদি সূত্রেণ) মন্যন্তে জ্ঞায়ন্তে সর্ব্বৈর্মন্ত্রৈঃ সত্যাঃ পদার্থা যেন যস্মিন্ বা স মন্ত্রঃ (নিরুক্ত)

৭। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি।

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

অননুশিষ্যং শিষ্যং কৃতার্থমকৃত্বা শিষ্যাদ্ধনং ন হরেতেতি মম পিতা অমন্যত মমাপ্যয়মেবাভিপ্রায়ঃ। (শাঙ্করভাষ্য)

৮। মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞান-লুব্ধ স্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

৯। শুশ্রূষালাভ-পূজার্থং যশোঽর্থং বা পরিগ্রহঃ (মনুভাষ্যে-
শিষ্যানাং নতু কারুণ্যাৎ স জ্ঞেয়ঃ শিষ্যসংগ্রহঃ॥ মেধাতিথি)
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভস্তু গুরুর্দেবি! শিষ্যতাপাপহারকঃ॥ (মায়ামন্ত্র)
কানফুঁকা গুরু হদ্‌কা বেহদ্‌কা গুরু আউর
যব্ বেহদ্‌কা গুরু মিলেতো লেও ঠিকানা ঔউর॥ (কবীর)
তুলসী যিসকী গুরু হাই অহ্ আউর চেলা অহ্ হোই
কাচ্ কাচ্ কো ধোয়ে দাগ না ছুটে কোই॥ (তুলসীদাস)

১০। কিং দুর্লভং? সদ্‌গুরুরস্তি লোকে।
সৎ সঙ্গতি ব্রহ্ম বিচারণাচ॥ (মণিরত্নমালা)
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ (ভগবদ্গীতা)

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মানি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য সোঽয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ (শাঙ্করভাষ্য।)

১১। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্নবিদ্যুঃ। আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ (কাঠকোপনিষৎ)

১২। ন মলিন-চেতস্যুপদেশ-বীজ-প্ররোহোঽজবৎ।
নাভাস-মাত্রমপি মলিন-দর্পণবৎ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

শাস্ত্র।

১। যস্যাগমঃ কেবলজীবিকায়ৈঃ। তং জ্ঞানপণ্যং বণিজং বদন্তি মালবিকাগ্নি মিত্র ॥

২। তস্মাদ্‌যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌যজু স্তস্মাদজায়ত ॥ (যজুর্ব্বেদ)
যস্মাদৃচো অপাতক্ষণ্ যজুর্যস্মাদপাকষণ্। সামানি
যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখম্ ॥ (যজুর্ব্বেদ)

৩। স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ)
ব্রহ্ম-বিদাপ্নোতি পরম্ ॥ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

৪। আগম-প্রত্যয়াৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধিঃ। সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রত্যয়াচ্চা-গম-সিদ্ধিরিতি ॥ (শারীরকভাষ্য)

৫। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি।
যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ,
তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ॥
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

৬। অস্মাল্লাং ইন্দ্রে মিত্রাবরুণা দিব্যানিধত্তে। ইল্লল্লেবরুণো-রাজা পুনর্দ্দদুঃ ॥ আল্লোপনিষৎ

৭। কৈলাসং গত্বা শুকস্য যোগাসনং ॥ ভীষ্ম উবাচ ॥

'গিরিশৃঙ্গং সমারুহ্য সুতো ব্যাসস্য ভারত !।

সমে দেশে বিবিক্তে স নিঃশলাক উপাবিশৎ ॥

ধারয়ামাস চাত্মানং যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।

পাদপ্রভৃতি-গাত্রেষু ক্রমেণ ক্রমযোগবিৎ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মর্ষি সুমহাতপাঃ।

প্রাতিষ্ঠত শুকঃ সিদ্ধং হিত্বা দোষাংশ্চতুর্বিধান্ ॥

তমো হ্যষ্টবিধং হিত্বা জহৌ পঞ্চবিধং রজঃ।

ততঃ সত্ত্বং জহৌ ধীমান্ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥

ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জিতে।

ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥

শুকস্তু মারুতাদূর্দ্ধং গতিং কৃত্বান্তরীক্ষগাম্।

দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবত্তদা ॥

শুকঃ সর্ব্বগতো ভূত্বা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ।

প্রত্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ভোঃ-শব্দেনানুনাদয়ন্ ॥

তমুবাচ মহাদেব সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ;

পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ॥

ইতি জন্ম গতিশ্চৈব শুকস্য ভরতর্ষভ !

বিস্তরেণ সমাখ্যাতা যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥"

(মোক্ষধর্ম্ম, শান্তিপর্ব্ব, মহাভারত)

৮। যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যেচ মুনয়ঃ সূত! পরাবরবিদো বিদুঃ॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম-সম্মিতং
উত্তম-শ্লোকরচিতং চকার ভগবানৃষিঃ। (ভাগবত)

৯। যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি॥
(রামায়ণ)

১০। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

ঈশ্বর।

১। অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ॥
ভূণাক্ষকাদি-যোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ।
লোকায়তাদি-সাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ॥
মায়াখ্যায়াঃ কাম-ধেনো বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বমদ্বৈতমেব হি॥
"মায়া-ভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।"
কল্পিতাবেব জীবেশৌ, তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতং॥
কস্মাদ্যুক্তিভিরেব মতি-জীবেশবাদয়োঃ॥ (পঞ্চদশী)

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ। (সুরেশ্বর
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোহবশিষ্যতে॥ বার্ত্তিক)

২। আপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥ (মাণ্ডুক্যকারিকা)

৩। অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ (ভাগবত)
ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ।
প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্॥ (সাংখ্যদর্শন)
পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ।
অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা॥ (বেদান্তদর্শন)

৪। ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা। ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥
(পাতঞ্জলদর্শন)

৫। আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা। দৃষ্টান্তোঽপি। যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৬। জাগরিত-স্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা।
স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা।
সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা।
অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবো-
ঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব॥ (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

৭। সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া ॥(পঞ্চদশী)

সর্ব্ব-স্থূল-শরীরাভিমানী বিরাটঃ তদুপহিতং বিশ্ব-বৈশ্বানরাদীশ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি একমেব। (বেদান্তসার)

একস্মিন্নেব চিদাত্মনি অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাকল্পিতজীবেশ্বর-জগদ্ভেদঃ। তত্র কল্পিতোপাধি উৎকর্ষনিকর্ষবশাৎ ঈশিত্র-ঈশিতব্যব্যবস্থা। বস্তুতস্তু সর্ব্বকল্পনাতীতং চিদেকতানমদ্বৈত-মিতি ভাবঃ। (শারীরকভাষ্যে অনন্দগিরি টীকা)

৮। যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়-গোচরয়োর্ব্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশ-বদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ। (শারীরকভাষ্য)

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ (যজুর্ব্বেদ)
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ। (কঠোপনিষৎ)

৯। মায়োপাধিঃ সন্ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। এবমুপাধি-ভেদাজ্জীবেশ্বরভেদদৃষ্টি যাবৎ পর্য্যন্তং তিষ্ঠতি তাবৎ পর্য্যন্তং জন্মমরণাদিরূপসংসারো ন নিবর্ত্ততে। তস্মাৎ কারণাৎ ন জীবেশ্বরয়োর্ভেদবুদ্ধিঃ কার্য্যা ॥ (তত্ত্ববোধ)

১০। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেবহি ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

কুস্সেজিল্লা, কুম্বেজিল্লা। কুম্বেজিম্নি (সমশ্ তব্রেজ)
ঈশ্বরাদেশে উত্থিত হও। আমার আদেশে উত্থিত হও ॥

অবতার

১। অগ্নিহোত্রস্ত্রয়ো বেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি-পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ব্ব রীতুর্ব্ব রীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥(চার্ব্বাক দর্শন)

২। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (ভগবদ্গীতা)

৩। ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্ম মে কিতবা উত ॥

(আথর্ব্বনিকব্রহ্মসূক্ত)

ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ (ভাগবত)

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়ন্তি স্ম কবয়ো বেদ-গুহ্যানি হৃৎপতেঃ ॥ (ভাগবত)

উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে! (বিষ্ণুপুরাণ)

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণ-কেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি। (ভাগবত)

সিতঃ—রুদ্রঃ। কৃষ্ণঃ—বিষ্ণুঃ। কঃ—ব্রহ্মা। ঈশঃ—পূর্ণ ভগবান্ ॥ (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

সচাপি কেশৌ হরিরুচ্চজহ্রে শুক্লমেকমপরং চাপি কৃষ্ণং

(মহাভারত)

কেশী, কেশা রশ্ময় স্তৈ স্তদ্বান ভবতি।

কাশনাৎ বা প্রকাশনাৎ বা কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে। (নিরুক্ত)

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।

এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥ (ভাগবত)

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।

তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা-বিড়ম্বনম্॥ (ভাগবত)

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।

সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥ (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

যোগাভ্যাসরতঃ নিত্যমেবমাত্মানমাবিশৎ।

সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু জাতমাত্মা ব্যবস্থিতঃ

তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ

ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈ র্বিবিধৈর্বাহ্য তোষণম্॥

(উত্তরকাণ্ড রামায়ণ॥)

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ। (যজুর্ব্বেদ)

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ। (যজুর্ব্বেদ)

নাস্য শত্রুর্ন প্রতিমানমস্তি॥ (ঋগ্বেদ)

প্রতিমানং প্রতিনিধির্নাস্তি (সায়ণভাষ্য)

বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্॥ (ঋগ্বেদ)

প্রতিমানং সাদৃশ্যম্। (সায়ণ ভাষ্য)

ক্যা মকসুদ হ্যায় মচ্ছকচ্ছ হোনা সন্ধ্যাসুর সংহারণা যহকাম্
সাহেবকা নেহি ঝুট্‌কহে জগবৌরাণা ।।   (কবীর)

ধর্ম্ম ।

১। চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ ।   (পূর্ব্ব-মীমাংসা)
যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ।।   (বৈশেষিক-দর্শন)
বেদপ্রণিহিতঃ কর্ম্ম-ধর্ম্মস্তন্মঙ্গলং পরং ।   (মহাভারত)
স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদ-বেদনম্ ।। (উত্তরগীতা)

২। ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্ব্বর্ণতাং গতম্ ।।
কাম-ভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়-সাহসাঃ ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ।।
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ।।
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ ।।

(মোক্ষধর্ম্মপ্রকরণ ।   মহাভারত)

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ । অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণ
মাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ।।   (আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র)

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যা ত্তথৈবচ॥
তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছান্তু যুগে যুগে
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ (মনুস্মৃতি)
জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥
ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্ম-বিশেষাৎ॥ (সাংখ্যদর্শন)

৩। অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পৎ॥ (মনুস্মৃতি)
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাজম্॥ (ভগবদ্গীতা)
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

৪। শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

৫। যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ। (মনুসংহিতা)

৬। ন ত্বং বিপ্রাদিকো বর্ণো নাশ্রমী নাক্ষগোচরঃ।
অসঙ্গোঽসি নিরাকারো বিশ্বসাক্ষী সুখী ভব॥
(অষ্টবক্রসংহিতা)

৭। ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন স্ত্রী ন বোধো নৈব কল্পনা।
সানন্দং বা নিরানন্দমাত্মানং মন্যসে কথম্॥ (গোরক্ষসংহিতা)

৮। অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥ (মুক্তিকোপনিষৎ)

৯। ধর্ম্ম-রজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজেদধঃ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্বা বিদেহঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
(শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে শঙ্করধৃতবচন)

১০। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ (কাঠকোপনিষৎ)
মহাদেবং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।
বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ॥
নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥
যস্য বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ।
স বর্ণানাশ্রমান্ সর্ব্বানতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ॥ (সূতসংহিতা মুক্তিখণ্ড)
গুম্ শুদন্ দর্ গুম্ শুদা দানয়ে মন্ অস্ত্॥ (সমশ্-
অব্যক্তে লীন হওয়াই আমার ধর্ম্ম॥ তাব্রেজ)

মন।

১। তব চিত্তং বাত ইব ব্রজীমান্। (ঋগ্বেদ)
তবচিত্তং মনঃ (সায়ণ ভাষ্য)
মন—আদি-চতুর্ভিঃ করণৈরাত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ সঙ্কল্পাদিধর্ম্মান্
যদা করোতি তদা মনোময়কোষঃ॥ (সর্ব্বোপনিষৎ সার)

কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী র্ধী র্ভী রিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

২। অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ। অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু স্তৎ পুরীষং ভবতি। যো মধ্যম স্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠ স্তন্মনঃ ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৩। পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখাদিলক্ষণশ্চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশরূপত্বাদ্বন্ধো ভবতি তন্নিরোধনং জীবন্মুক্তিঃ। (মুক্তিকোপনিষৎ)

মনসোঽভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ ॥

মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ)

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ (কাঠকোপনিষৎ)

৪। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি। (ঐতরেয়োপনিষৎ)

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ (তৈত্তিরীয়উপনিষৎ)

৫। মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।

তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥ (ভাগবত)

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥ (মনুসংহিতা)

মনসঃ স্বরূপস্য সদসত্বাভ্যাং বিশেষাৎ (জীবন্মুক্ত বিবেক)

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। চরমোঽহঙ্কারঃ। তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

মায়াময়োঽপ্যচেতাগুণকরণগণঃ করোতি কর্ম্মাণি ॥

তদধিষ্ঠাতা দেহী সচেতনোঽপি ন করোতি কিঞ্চিৎ ॥

(পরমার্থসার)

আহার।

১। আয়ু-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

২। কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

৩। যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ (ভগবদ্গীতা)

৪। বায়ু-পর্ণ-কণা-তোয়-ব্রতিনো মোক্ষ ভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশু-পক্ষিজলেচরাঃ॥(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

৫। যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্ব্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগ-পক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচরৎ পুরা॥
বভূবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগ-পক্ষিণাম্
পুরাণেষ্বপি যজ্ঞেষু ব্রহ্ম-ক্ষত্র-সবেষু চ। (মনুসংহিতা)

৬। হ্যগস্ত্যো বর্ষ-সাহস্রিকে সত্রে মৃগয়াং চকার।
তস্যাসংস্তু রসাময়া পুরোডাশা মৃগপক্ষিণাম্
প্রশস্তানামপি হ্যন্নম্॥ (বশিষ্ঠ সংহিতা)

৭ সৌধাতকিঃ—তেন পরাপতিতেনৈব সা বরাটিকা কল্যাণিকা
মড়মড়ায়িতা॥ (উত্তর রাম চরিত)

বরাটিকা কল্যাণিকা=নব প্রসূতা বৎসতরী। বরাটিকা= সামান্যা, নবপ্রসূতেত্যর্থঃ। কল্যাণিকা=বৎতরী। কল্যাণী মাসপর্ণী গৌরিতি রাজনির্ঘণ্টঃ। হ্রস্বার্থে ক প্রত্যয়ঃ। (টীকা) ঐ

ভাণ্ডায়নঃ—সমাংসো মধুপর্ক ইত্যাম্নায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহোক্ষং বা নির্ব্বপন্তি গৃহমেধিনঃ তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমামনন্তি ॥ (উত্তররামচরিত)

৮। পাঠীন-রোহিত-রাজীব-সিংহতুণ্ড-শকুল-বর্জ্জং সর্ব্বমৎস্য-মাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ॥ তিত্তিরি-কপিঞ্জল-লাবক-বর্ত্তিকা-ময়ূর-বর্জ্জং সর্ব্বপক্ষিমাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ॥ (বিষ্ণুসংহিতা)

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাঃগোধা-কচ্ছপসল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডক-রোহিতাঃ।
তথা পাঠীন-রাজীব-সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

সুরান্যমদ্যপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃতে।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্বিপ্র সৎপাপস্তু প্রণশ্যতি ॥ (যম সংহিতা)

নাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন।
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন পততি দ্বিজঃ ॥
মৃগয়োপার্জ্জিতং মাংসমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনং তৎ ক্রীত্বা বৈশ্যোঽপি ধর্ম্মতঃ ॥ (ব্যাস-
অনূঢ়ো মানবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ ॥ সংহিতা)
রুরু গৌরমৃগঃ প্রোক্তঃ স্বম্বলঃ শোণ উচ্যতে।
গৌর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রে র্বেদস্যাপি নিগদ্যতে ॥

* * * *

সপ্ত ভাবন্ মূর্দ্ধন্যানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্।
নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গো স্রোতাংসি চতুর্দ্দশ ॥
*চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যন্যকল্পশঃ

অতোহস্টর্চ্চেন হোমঃ স্যাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি (কাত্যায়ন-
তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পশ্বভাবেহপি কারয়েৎ। সংহিতা)

৯। প্রাণস্যান্ন-মিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥
চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥
ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৃংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি॥
যজ্ঞার্থং পশবঃ স্বষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা
যজ্ঞোহস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোহবধঃ॥(মনুসংহিতা)

১০। হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈ রৈণৈ রৌরবৈ র্গবয়েন চ॥
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।
প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রাণসামিশৈঃ।
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর!॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ। (শ্রীধর স্বামীর
স বৈ বাধ্রাণসঃ প্রোক্ত ইত্যেসা নৈগমা শ্রুতিঃ॥ টীকা)
শশকঃ শল্যকো গোধা সমেধা মৎস্যকচ্ছপৌ
তদ্বদ্বিদলকাদীনি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ॥(মহাবামন পুরাণ)
তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোহপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ॥ (ভাগবত)

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নত্তান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্ট্যাহ্যাত্তাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এবচ॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞেচ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥ (মনুসংহিতা)

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যা ইতি গবাদয়োঽপাক্ষণ শ্চতুষ্পাজ্জাতিবচনপশুশব্দঃ মনপকব্যাখ্যাতঃ, তত্র গোবধো বিহিতঃ॥ * * * ইত্যাদিশ্লোকৈঃ ব্রাহ্মণঃ গোবধো মধুপর্কবিধাবুক্তো গোঘ্নোঽতিথিরিতি। যতোঽস্তি মধুপর্কে দধিদানং মাংসভোজনাদি দানঞ্চ (মনুসংহিতাভাষ্যে মেধাতিথি)

১১। অশ্বাশ্বতরগোখরোষ্ট্রবস্তোরভ্রমেদঃ পুচ্ছকপ্রভৃতয়ো গ্রাম্যাঃ॥
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ।
মধুরা রসপাকাভ্যাং দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ॥
বৃংহণঃ কুক্কুটো বন্য স্তদ্বদ্গ্রাম্যো গুরুস্তু সঃ।
বাতরোগক্ষয়বমি বিষমজ্বরনাশনঃ।
(সূত্রস্থান সুশ্রুতসংহিতা)

মাংসং বৃংহণীয়ানাং। কুক্কুটো বল্যানাং। নক্ররেতো বৃষ্যাণাং।
স্নেহনং বৃংহণং বৃষ্যং শ্রমঘ্নমনিলাপহম্।
বরাহপিশিতং বল্যং রোচনং স্বেদনং গুরু॥
বল্যো বাতহরো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
মেধাস্মৃতিকরঃ পথ্যঃ শোষঘ্নঃ কূর্ম্ম উচ্যতে॥
গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নিমাংসক্ষয়হিতঞ্চ যৎ॥

স্নিগ্ধোষ্ণমধুরং বৃষ্যং মাহিষঙ্গুরুবৃংহণং।
দার্ঢ্যং বৃংহত্বমুৎসাহং স্বপ্নঞ্চ জনয়ত্যতি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রচকোরাণাং দক্ষাণাং শিখিনামপি।
চটকানাঞ্চ যানি স্যুরণ্ডানিচ হিতানিচ॥
শরীরবৃংহণে নান্যদান্তং মাংসাদ্বিশিষ্যতে॥ (চরকসংহিতা)

১২। স য এবং বিদ্বান্মাংসমুপসিচ্যোপহরতি॥ (অথর্ব্ববেদ)

বিদ্বান্ অতিথিকে মাংস দিবে॥

এতদ্বা উ স্বাদীয়ো যদধিগবং ক্ষীরং বা মাংসং বা তদেব নাশ্নীয়াৎ॥ যজ্ঞে ব্রতী যজমান এ সকল ভক্ষণ করিবেন না॥

অপূপবান্ মাংসবাংশ্চরুরেহসাদতু। লোককৃতঃ পথিকৃতো যজামহে যে দেবানাং হুতভাগাদহস্থ॥ (অথর্ব্ববেদ)

বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত বায়ুযাগে। পশুনা রুদ্রং যজেৎ। অগ্নিষোমায়ং পশুমালভেত॥ (যজুর্ব্বেদ)

যং তে মন্থং যমোদনং যন্মাংসং নিপৃণামি তে তে তে সন্তু স্বধাবন্তো মধুমন্তো ঘৃতশ্চ্যুতঃ॥ (অথর্ব্ববেদ)

"যে মধ্যমাঃ স্যুস্তামগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ" পত্না যজমানবেদবেদা বর্হিষ্পাজ্যপশ্বৃত্বিগ্যাত্বনুক্রমণাৎ॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

ছাগস্য বপায়া মেদসোহনুব্রূহি॥ (যজুর্ব্বেদ॥)

১৩। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ তীর্থং নাম শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয় স্ততোহন্যত্রেত্যর্থঃ॥ (শাঙ্করভাষ্য)

১৩ক। এষ ছাগঃ পুরো অশ্বেন বাজিনা পূষ্ণো ভাগো নো যতে বিশ্বদেব্যঃ অভিপ্রিয়ং যৎ পুরোডাশমর্ব্বতা ত্বষ্টেদেনং সৌশ্রবসায় জিন্বন্তি ॥ (যজুর্ব্বেদ)

মরুতাং স্কন্ধা বিশ্বেষাং দেবানাং প্রথমা কীকসা রুদ্রানাং দ্বিতীয়াদিত্যানাং তৃতীয়া বায়োঃ পুচ্ছমগ্নিষোময়ো র্ভাসদৌ ক্রুঞ্চৌ শ্রোণিভ্যামিন্দ্রাবৃহস্পতী উরুভ্যাং মিত্রাবরুণা বল্গাভ্যা-মাক্রমণং স্থূরাভ্যাং বলং কুষ্টাভ্যাং ॥ (যজুর্ব্বেদ)

পষ্টবাহো বিরাজ উক্ষাণো বৃহত্যা ঋষভাঃ ককুমেঽনড্বাহঃ পংক্ত্যৈ ধেনবোঽতিচ্ছ কৃষ্ণগ্রীবা আগ্নেয়া বভ্রবঃ সৌম্যা উপধ্বস্তাঃ সাবিত্রা বৎসতর্য্যঃ সারস্বত্যঃ শ্যামা পৌষ্ণপৃশ্নয়ো মারুতা বহুরূপা বৈশ্বদেবা বশা দ্যাব্যাপৃথিব্যায়াঃ ॥

বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে। মিত্রায় মৎস্যান্। সোমায় হংসানালভতে। বায়বে বলকে মিত্রায় মদ্গূণ। বরুণায় চক্র-বাকান্। অগ্নয়ে কুটরুনালভতে বরুণাভ্যাং কপোতান্ (যজুর্ব্বেদ)

১৩খ। সম্মিশ্লো অরুষো ভুবঃ সুপস্থাভির্ন ধেনুভিঃ সীদং চ্ছ্যেনোন যোনমা ॥ (সামবেদ)

ধেনুভিঃ গোভিঃ গোবিকারৈঃ পয়োভিরিত্যর্থঃ ॥ (সায়ণ ভাষ্য)

সবাজ্যক্ষাঃ সহস্র রেতা অদ্ভির্মৃজানো গোভিঃ শ্রোণানঃ। (সামবেদ)

গোভিঃ গোবিকারৈঃ ক্ষিরাদিভিঃ ॥ (সায়ণ ভাষ্য)

ইমং তং শুক্রং মধুমন্তমিন্দুং সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥

যদত্র রিপ্তং রসিনঃ সুতস্য যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ।
অহং তদস্য মনসা শিবেন সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি ॥
(যজুর্ব্বেদ)

১৪। যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ। (মনু)
ষট্‌শতানি নিযুজ্যন্তে পশূনাং মধ্যমেঽহনি।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য নবভিশ্চাধিকানিচ॥ (যজুর্ভাষ্যে মহীধরধৃত বচন)

যস্মিন্নশ্বাস ঋষভাস উক্ষণো বশা মেষা অবসৃষ্টাস আহুতাঃ
কীলালপে সোমপৃষ্ঠায় বেধসে হৃদামতিং জনয় চারুমগ্নয়ে॥ (যজুর্ব্বেদ)

১৫। "নিযুক্তা স্তত্র পশব স্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথা শাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ॥
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সর্ব্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা॥
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ॥
কৌশল্যাং তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্ব্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা।"
(আদিকাণ্ড, রামায়ণ)

১৬। "ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথা শাস্ত্রং মনীষিভিঃ।
তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে॥
ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতা স্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্ব্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে যত্রাগ্নিচয়কর্ম্মণি॥
যূপেষু নিযতা চাসাৎ পশূনাং ত্রিশতী তথা।

শ্রপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্দ্বিজসত্তমাঃ।
তং তুরঙ্গং যথা শাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ॥"

(অশ্বমেধ পর্ব্ব, মহাভারত)

১৭। "তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।"
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥ (অযোধ্যাকাণ্ড)

১৮। "আজৈশ্চাবিকবারাহৈ র্নিষ্ঠান-রসসঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্য্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ
প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গামায়ূর কৌক্কুটৈঃ॥
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড)

১৯। "সলক্ষণং কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি॥
তত্তু পক্কং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্॥"
"মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণে॥"
"ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে॥"
"আগমিষ্যতি মে ভর্ত্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্।
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু॥"
"নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ।"

(অরণ্যকাণ্ড, রামায়ণ)

২০। "তস্মিন্ গাং মধুপর্কঞ্চাপ্যুদকঞ্চ জনার্দ্দনে॥ (উদ্যোগ পর্ব্ব)

বেদাবনুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত-মশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত-মশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিজিগীথঃ সমিতংগমঃ শুশ্রূ-ষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীত সর্ব্বমায়ুরিয়া-দিতি মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবা ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

২৬। মাংসৌদনং মাংসমিশ্রৌদনং তন্মাংসনিয়মার্থমাহ ঔক্ষেণ বা মাংসেন উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গব স্তদীয়ং মাংসম্ ঋষভ স্ততোঽপ্যধিকবয়স্তদায়মার্ষভং মাংসম ॥ (শাঙ্কর ভাষ্য)

২৭। বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধংমাল্যং রসান স্ত্রিয়ঃ।
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণো রূপাণি চ্ছত্রধারণম্ ॥ (মনুসংহিতা)

যথা মাংসং যথাঽক্ষ অধিদেবনে যথা পুংসো বৃষণ্যতঃ স্ত্রিয়াং নিহন্যতে মনঃ ॥ (অথর্ব্ববেদ)

২৮। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥
হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। (কাঠকোপ
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ নিষদ)
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ (ভগবদ্গীতা)

২৯। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ।

রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংস্পৃষ্টবিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। (শাঙ্করভাষ্য)

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং প্রাণমাহারঃ ॥ (ঐ)

আমিষঃ বিষয়াঃ তদভিলাষ-রাহিত্যং নিরামিষং তাদৃশবক্তৃত্বং
বা। (কেবলভাষ্য)

৩০। বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাৎ কস্মাৎ সমাগতম্

দেশং কালং তথা পাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

"চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যাং চরেৎ" যথালাভমশ্নীয়াৎ প্রাণ-
সন্ধারণার্থং ॥ (কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ)

ন হবা এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি ইতি। ন হবা
অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং ইতি॥ কিমন্নম্
কিং মে বাস ইতি—যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আকৃমিভ্য আকীট-
পতঙ্গেভ্যস্তত্তেহন্নম্ ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতি ইতি যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য
আশকুনিভ্য ইতি হোচুঃ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৩১। অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম। অহমন্নাদো অহমন্নাদো
অহমন্নাদঃ ॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ (কঠবল্লী উপনিষৎ)

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ (বেদান্ত দর্শন)

পুনর্জ্জন্ম।

১। অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্
পুনর্মনঃ পুনরায়ুম্ আগন্ পুনঃ প্রাণঃ ॥ (ঋগ্‌বেদ)
পুনরাত্মা আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রম্ আগন্। (যজু-
বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্নঃ পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ ॥ র্বেদ)
অয়ো ধর্ম্মাণি প্রথমঃ স সদা ততো বপুংষি কৃণষে পুরূণি। (অথর্ব্ব-
ধাস্যুযোনিং প্রথম আবিবেশায়ো বাচমনুদিতাং চিকেত ॥ বেদ)

২। অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

৩। অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ ॥ (ন্যায়দর্শন)

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়বাধান্মনোঽনবস্থানাৎ
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ (সাংখ্যকারিকা)

৪। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। (ভগবদ্গীতা)

৫। নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সন্তিষ্ঠতে জগৎ।
তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামেকেঽপরে ত্বণূন্ ॥(সাংখ্যসার)

৬। ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ (সাংখ্যকারিকা)
নাশরীরস্যাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি ॥ (ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন)

৭। স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥
(পাতঞ্জলদর্শন)

পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ॥

প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ॥ (ন্যায়দর্শন)

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ॥ (পাতঞ্জলদর্শন)

৮। পিতৃভুক্তান্নজাদ্‌বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে॥ (পঞ্চদশী)

৮ক। মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্নতথা॥ (সাংখ্যদর্শন)

অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যোহ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৯। মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ॥ (নিরুক্ত)

আশাপাশশতৈর্বদ্ধা বাসনাভাবধারিণঃ।

কায়াৎ কায়মুপযন্তি বৃক্ষাদ্ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ।

যচ্চিন্তন্তন্ময়োমর্ত্যঃ গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈ র্যাতি স্থাবরতাং নরঃ॥ (মনুসংহিতা)

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ

স্থাণুমন্যে ঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ (কাঠকোপনিষৎ)

বৃক্ষলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়-তনত্বং পূর্ব্ববৎ॥ (সাংখ্যদর্শন)

পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। (ন্যায়দর্শন)

মরণন্তু আদৌ জন্ম বিনা ন সম্ভবতি; অতো মরণস্য জন্মোত্তরত্বং লভ্যতে॥

১০। সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্॥ (পাতঞ্জলদর্শন)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। (ভগবদ্গীতা)

I too have been a young maiden, a tree, a bird, a mute fish in the sea. Empedocles.

And as his desciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come. And Jesus answered and said unto them, Elius truly shall come and restore all things but I say unto you that Elius is come already, and they know him not. Then the desciples understood that he spoke unto them of John the Baptist. (S. Mathews Ch. XVII. 10 13)

Plato, Pythagora's Greek Philosophy holds that the souls of the wicked pass into the bodies of animals. Dr. L. Figuiers Desceres have demonstrated that the human understanding possesses ideas called innate that is to say ideas which we bring with us to our birth.

In the sixth century the council of Constantinople issued the following "whosever shall support the mythical presentation of the pre-existancr of the soul and the consequently wonderful opinion of its return let him be an athema" thus the Chris-

tian doctrine of the preexistance of the soul received its death-blow in the western world.

Theosophist October, 1902.

হফ্‌ত্‌সদ্‌ কালিব্‌ দিদা অম্‌। মনচু সব্‌জাহঃ বর্‌হা রুইদা অম্‌॥
আমি সপ্তশত সপ্ততি দেহ দেখিয়াছি তথাপি শ্বেত শ্মশ্রু দেখিয়া রোদন করি। (মৌলানারুম)

১১। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ (ভগবদ্গীতা)

১২। সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥ নোপমর্দ্দেনাতঃ। (বেদান্তদর্শন)

১৩। ন তস্য প্রাণা উৎক্রমন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

১৪। ন জায়তে ন ম্রিয়তে ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন।
জগদ্বিবর্ত্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জৃম্ভতে (যোগবাশিষ্ঠ)

কর্ম্ম।

১। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবযো মনীষা॥ (ঋগ্‌বেদ)

অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ॥ (সাংখ্যদর্শন)

২। নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ (ভগবদ্গীতা)

৩। আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ

কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥

(বাক্যপদীয় ভর্ত্তৃহরি)

৪। তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণি প্রাক্‌চ তথাভূতাত্ম-বিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রমবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে ॥

(শারীরক ভাষ্য ভূমিকায় শঙ্কর)

৫। মনোঽধি কৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥ (প্রশ্নোপনিষৎ)

৬। নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

৭। ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ফলমত উপপত্তেঃ ॥ পত্যুর-সামঞ্জস্যাৎ ॥ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ (বেদান্তদর্শন)

৮। ব্রাহ্মণো যজেতেত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়ো-ঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে ॥ (শারীরকভাষ্য)

৯। দর্শনে স্পর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবল রূপতঃ

যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ (শঙ্খস্মৃতি)

অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি ॥ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেবাস্য তদ্ যজ্ঞোপবীতং য আত্মা ॥ (জাবালোপনিষৎ)

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তিচেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥

(লৌকিকবৈদিকনিত্তনৈমিত্তিকনিষিদ্ধকাম্যানি সংগৃহ্যন্তে)
আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতির্ন বষট্‌কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেস্তিক্ষুঃ ॥

নাবাহনং ন বিসর্জ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ। যেন আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগীচ স এব জ্ঞানী চ। যৎপূর্ণানন্দৈক-রসবোধঃ তদ্ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ (পরম হংসোপনিষৎ)

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমা-রোপয়েৎ ॥ গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ।
উপবীতং শিখাং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ (আরুণেয়োপনিষৎ)

যো বা এবং ক্রমেন সন্ন্যসতি যো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি কিমস্য যজ্ঞোপবীতং ক্ক বাস্য শিখা, কথং বাস্যোপস্পর্শনমিতি। স যঃ সায়ং প্রাশ্নীয়াৎ সোহস্যাঃ সায়ং হোমঃ যৎ প্রাতঃ সোহয়ং প্রাতঃ যদ্দর্শে তদ্দর্শে যৎপৌর্ণমাস্যে তৎপৌর্ণমাস্যে যদ্বসন্তে কেশশ্মশ্রুলোমনখানি বাপয়েৎ সোহস্যাগ্নিষ্টোমঃ ॥

(কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ)

১০। যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ (যজুর্ব্বেদ)

১১। অথ খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ কামাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ

ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ (মনুস্মৃতি)

১২। যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি ॥

তেন সন্ধ্যাধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥

নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।

সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্।

(ব্রহ্মোপনিষৎ)

১৩। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ (ভগবদ্গীতা)

১৪। মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেবচ।

অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্ ॥

ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ।

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থ স্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।

ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ মুক্তিকোপনিষৎ।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগং জ্ঞানঞ্চ রাঘব।

যোগ স্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥ যোগবাশিষ্ঠ।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥ সাংখ্যদর্শন।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ সাংখ্যকারিকা।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা। মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্ ॥

বিবেকচূড়ামণি।

১৫। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ ভগবদ্গীতা।

তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্য

জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

নাশরীরস্যাত্মনো ভোগঃ কশ্চিদস্তীতি। ন্যায়দর্শনভাষ্যে বাৎস্যায়ণ।
ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ ॥ সাংখ্যকারিকা)
সূক্ষ্মাৎ প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ॥ নোপমর্দ্দেনাতঃ॥ (বেদান্তদর্শন)

১৬। স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ নরকস্তম উন্নাহো ॥ (ভাগবত)

মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। (বিষ্ণুপুরাণ)

এতেষু হীদং সর্ব্বং বসু হিতমেতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তে তদ্‌যদিদং সর্ব্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি ॥ (শতপথব্রাহ্মণ)

যেনৈব ব্যবহারেণ ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্ জনাঃ স্থিতাঃ
তেনৈবান্যেষু তিষ্ঠন্তি সন্নিবেশবিলক্ষণাঃ ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

জনস্তপ স্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্।
কৃতাকৃতকয়ো মধ্যে মহল্লোক ইতি শ্রুতিঃ ॥
ষড়্‌গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপূর্ণভাবকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

সলিল একো দৃষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা ॥ (পাতঞ্জলদর্শন)

অজ্ঞানভূঃ সপ্তপদা জ্ঞভূঃ সপ্তপদৈব হি তত্র তে সপ্তলোকাঃ সর্ব্ব এব ব্রহ্মলোকা বিদেহপ্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোকমধ্যে ন্যস্তা ইত্যেতদ্‌যোগিনা সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যম্ ॥ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা-ইতি, অতএব স্বসংজ্ঞাভিস্তমোমোহো মহামোহ স্তমিস্রান্ধ-তামিস্র ইতি। (যোগদর্শনভাষ্যে ব্যাস)

বীজজাগ্রৎ তথাজাগ্রন্মহাজাগ্রৎ তথৈবচ।
জাগ্রৎস্বপ্ন স্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তকম্॥
ইতি সপ্তবিধো মোহঃ পুনরেব পরস্পরম্॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

১৭ ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

১৮। পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদ মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন॥ তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

হিত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি কেবলেঽদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ॥ (শাঙ্করভাষ্য)

১৯। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্মএতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি (মুণ্ডকোপনিষৎ)

২০। ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্ জ্ঞানবৎ॥ (শাণ্ডিল্যসূত্র)

২১। স্নানং পূজা জপিহোমস্তথা লোকময়া স্থিতিঃ।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধ্যেয়ং ধ্যানং তথা মন্ত্রো দানং খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা॥
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিবিধানি চ।
দৃশ্যন্তে চ ইমে বিপ্রা ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ॥ (শিবসংহিতা)

২২। কাম্যানি স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি।
নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি।
নৈমিত্তিকানি পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি॥

(বেদান্তসার)

২৩। বিনা কর্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণার্দ্ধমপি দেহিনঃ।
অনিচ্ছন্তোঽপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কর্ম্মবায়ুনা॥

*　　*　　*　　*

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতম্।
প্রবৃত্তয়েঽল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে॥
যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপ-নামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ
ক্লিশ্যন্ত স্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তি তে।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

২৪। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥　　(ভাগবত)
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি॥(মনুসংহিতা)

২৫। প্রভাবাদদ্ভুতাৎ ভূমেঃ সলিলস্যৈব তেজসা।
প্রতিগ্রহাম্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥ (স্কন্দপুরাণ)

২৬। ব্রহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্ম্মলং সর্ব্বকামিকং
যেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ। (কাশীখণ্ড)
ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ (ব্যাসস্মৃতি)
এতেষাং দর্শনস্পর্শাদালাপাৎ পরিতোষণাৎ
সর্ব্বতীর্থফলাবাপ্তির্জায়তে মনুজন্মনাম্॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

২৭। তীর্থং পরং কিম্ স্বমনো বিশুদ্ধং॥ (মণিরত্নমালা)
গঙ্গাতোয়ে কৃতস্নানৈর্মৃত্তিকাদ্বারৈশ্চ নগোপমৈঃ।
আমৃত্যুস্নাতকশ্চৈব ভাবদুষ্টো ন শুধ্যতি॥ (শঙ্কর)

তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃণ্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ (উত্তরগীতা)

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং প্রীতির্বরাননে॥(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেব চ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা।
এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণম্॥ (অগস্ত্যস্মৃতি)

ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র তত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥ (পদ্মপুরাণ)

২৮। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ॥
(কাঠকোপনি)

নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

অকৃতপরমাত্মা কৃতেন কর্ম্মণা ন লভ্যঃ॥ (শাঙ্করভাষ্য)

২৯। কার্য্যাকার্য্যে কিমপি সততং নৈব কর্ত্তৃত্বমস্তি।
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥(শুকাষ্টক)
ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চ।

যথা আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ॥
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

অভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।
অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি॥ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

এতং হবাব ন তপতি কিমহং সাধুনাকরবম্ কিমহং পাপ
মকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে
য এবং বেদ॥ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি, নো এবাঽসাধুনা কনীয়ান্
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

দুঃখাদ্ দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ॥
কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ॥ (সাংখ্যদর্শন)
উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ॥ (ন্যায়দর্শন)

ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাংশ্চ দ্বিপদাদি-চরাচরম্।
মন্যন্তে যোগিনঃ সর্ব্বং মরীচিজলসন্নিভম্॥ (অবধূতগীত)

অনন্তং কর্ম্মশৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ॥
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥

ন পাপং নৈব সুকৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ। (জ্ঞান সঙ্কলনী
নাপি ধ্যেয়ো নবা ধ্যাতা সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥ তন্ত্র)

যথা বহ্নির্মহাদীপ্তঃ শুষ্কমাদ্রঞ্চ নির্দ্দহেৎ
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির্দ্দহতে ক্ষণাৎ॥ (শিবপুরাণ)

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমস্তিচেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

অবিদ্যাচ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে॥
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ

অজ্ঞানমলপূর্ণত্বাৎ পুরাণো মলিনঃ স্মৃতঃ।
তৎক্ষয়াদ্ধি ভবেন্মুক্তির্ন্নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ॥

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ। (শ্বেতাশ্বতর ভাষ্য-
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥ ধৃতবচন)

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চাস্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ (মনুসংহিতা)

নিঃস্তোত্রো নির্নমস্কারঃ পূজ্যপূজাবিবর্জ্জিতঃ।
ন কৃতেনাকৃতেনার্থো ন শ্রুতি-স্মৃতি-বিভ্রমৈঃ (সাংখ্যসার)

পূর্ব্বাভ্যাসবলাৎ কার্য্যং ন লোকো নচ বৈদিকঃ।
অপুণ্যপাপঃ সর্ব্বাত্মা জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ (নারদায়স্মৃতি)

চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ। সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ (সাংখ্যদর্শন)

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

ব্রহ্ম-জ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্ নির্দ্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনম্ ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখকল্পনা স্বর্গনরকবাসশ্চ।
উৎপত্তি-নিধন-বর্ণাশ্রমা স সন্তীহ পরমার্থে ॥ (পরমার্থসার)

নেস্তি দ্‌রহস্ত অইন্‌য়েমন অস্ত্ ॥ (সমশ্‌তব্রেজ)

দৃশ্যমান পদার্থে অতীন্দ্রিয় চৈতন্যসত্তা দর্শন আমার কর্ম্ম ॥

ভক্তি।

১। নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

সুখানুশয়ী রাগঃ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ (পাতঞ্জল দর্শন)

প্রিতম্ জান্‌লেহু মনমাহি। প্রিতমজান্ লেহু মনমাহি।
আপ্‌নে সুখমে সব্ জগবান্ধা কো কাহুকো নাহি ॥ নানক

৯। কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥ (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ)

৯ক। তৎস্পৃহা তদনুভবহেতুকোল্লাসাত্মক-জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা॥ (ষট্ সন্দর্ভ)

ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্বেবেতি চ ব্যবদেশঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ন॥

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং॥

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।

তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

৯খ। কর্ম্ম কাণ্ড জ্ঞান কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,

অমৃত বলিয়া যে বা খায়।

নানা যোনি সদা ফেরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,

তার গতি অধঃপাতে যায়॥

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেবপূজক ধ্যানী

ইহ লোকে দূরে পরিহরি॥

(নরোত্তম দাস)

৯গ। "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"।

"স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি"

(ভগবদ্গীতা)

৯ঘ। গোপী কুচালঙ্কৃতস্য তব গোপেন্দ্র নন্দন!।
দাস্যং যথা ভবেদেবং বুদ্ধিযোগং প্রযচ্ছ মে॥
(রত্নভাগবতর্ত্ন চন্দ্রিকা)

কৃষ্ণপ্রিয়াদাসীভাবং সমাশ্রিতঃ প্রযত্নতঃ
তৎপরা পরমা গতি র্যা সদানন্দরূপিণী॥ (শ্রীবৈদগ্ধ বিলাস)॥
পঠতি য ইহ রাত্রৌ নিত্যমব্যগ্রচিত্তঃ।
বিমলমতিস্তু রাধালীস্তু সৌখ্যং লভেত॥ নিকুঞ্জরহস্য স্তব॥

৯ঙ। লীলাতল্পে কলিতবপুষোর্ব্যাবহাসামনল্পাং
স্মিত্বোসিত্বা জয়কলনয়া কুর্ব্বতোঃ কৌতুকায়
মধ্যে কুঞ্জং কিমিহ যুবয়োঃ কল্পয়িষ্যাম্যধাশো
সন্ধ্যারম্ভে লঘু লঘু পদাম্ভোজসম্বাহনানি॥
(রাধাকৃষ্ণকৃপামৃতকণিকাস্তোত্র)

৯চ। হরি হরি আর এমন দশা কবে হব।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ কবে বা রমণী হব
সেবার আশে নরোত্তম কাঁদে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগতা দাসী॥ (নরোত্তম দাস

১০। নানাবিধানি সর্ব্বাণি জীবরূপাণি সর্ব্বতঃ।
মধ্যমানি চ ক্ষুদ্রাণি মহান্তি চাপি সর্ব্বতঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণশ্চরাচরম্।
কৃষ্ণো নিত্যশরীরাচ তস্য তেজোহি কথ্যতে॥(পঞ্চরাত্ররহস্য)
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥(ব্রহ্মপুরাণ)

১১। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

অনেক-দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥

দিব্য-মাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

অনেক-বাহূদর-বক্ত্র-নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! ॥

'কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ।' 'বহূদরং বহুদংষ্ট্রা-করালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতা স্তথাহম্।' 'দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্! ॥' (ভগবদ্গীতা)

১২। অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষা চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা ॥ দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তং সর্ব্বতোহক্ষি-শিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ

(যজুর্ব্বেদ)

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ (যজুর্ব্বেদ পুরুষসূক্ত)

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

বিশ্ব-মূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্ব-পাদাক্ষিনাসিকঃ।

একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথা সুখম্ ॥ (মহাভারত)

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবীচান্তরীক্ষমোতং। মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌ মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ। (শারীরকভাষ্য
সূর্য্যশ্চক্ষু র্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥ (ধৃতবচন)

১৩। মমান্তরাত্মা তবচ যে চান্যে দেহ-সংস্থিতাঃ
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥

(মহাভারত)

১৪। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

(কাঠকোপনিষৎ)

১৫। রথস্থং বামনঞ্চৈব নির্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রতঃ।
কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধার্চ্চাদৃষ্টি-পূজনম্॥ (পঞ্চরাত্ররহস্য)

দেবরাজ উবাচ—

১৫ক। তেন ত্বমেবং গমিতো ময়া শ্রেয়োহর্থিনা নৃপ।
ব্যাজেন হি তয়া দ্রোণ উপচীর্ণঃ সুতং প্রতি॥

ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ ! দর্শিতো নরকস্তব।
তথৈব ত্বং তথা ভীম স্তথা পার্থো যমৌ তথা ॥
দ্রৌপদীচ তথা কৃষ্ণা ব্যাজেন নরকং গতাঃ।
আগচ্ছ নর-শার্দ্দূল ! মুক্তাস্তে চৈব কল্মষাৎ ॥ (মহাভারত)

১৬। যুধিষ্ঠির উবাচ—

পক্ষপাতো মহানস্যা বিশেষেণ ধনঞ্জয়ে।
তস্যৈতৎ ফলমদ্যৈষা ভুঙ্ক্তে পুরুষসত্তম ! (দ্রৌপদী)
আত্মনঃ সদৃশং প্রাজ্ঞং নৈষোঽমন্যত কঞ্চন।
তেন দোষেণ পতিত স্তস্মাদেব নৃপাত্মজঃ ॥ (সহদেব)
রূপেণ মৎসমো নাস্তি কশ্চিদিত্যস্য দর্শনম্।
অধিকশ্চাহমেবৈক ইত্যস্য মনসি স্থিতম্ ॥ (নকুল)
একহ্না নির্দ্দহেয়ং বৈ শত্রূনিত্যর্জ্জুনোঽব্রবীৎ।
নচ তৎ কৃতবানেষ শূরমানী ততোঽপতৎ ॥ (অর্জ্জুন)
অতিভুক্তঞ্চ ভবতা প্রাণেন চ বিকত্থসে।
অনবীক্ষ্য পরং পার্থ ! তেনাসি পতিতঃ ক্ষিতৌ ॥ (ভীম)

১৭। অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ॥
সূক্ষ্মে তদনুসক্তঃ স্যাদন্তর্য্যামিন মীক্ষিতুম্ ॥

(রামানুজ-দর্শন)

১৮। চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা ॥

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

১৯। ত্রিগুণা-চেতনত্বাদিদ্বয়োঃ (সাংখ্যদর্শন)

ত্রিগুণমবিবেকি-বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি

ব্যক্তং, তথা প্রধানং, তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান্ ॥

(সাখ্যকারিকা)

অস্মিন্ কালে সুরেশানি! প্রকাশো জায়তে ভুবি।

তমো-ধর্ম্মেণ সর্ব্বত্র দেবতা-প্রতিমাং সদা ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং শনি-ভৌময়োঃ

সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥

কৃত্বা তু পূজয়িষ্যন্তি মহাবিদ্যাং সর্ব্বৈরবাম্

এবং হি তামসীং পূজামনিত্যাঞ্চ ভবেৎ কলৌ ॥ (মায়াতন্ত্র)

অন্ধংতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। (যজুর্ব্বেদ, ঈশ

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ উপনিষৎ)

২০। রামস্যানুগ্রহার্থং বৈ রাবণস্য বধায়চ।

রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥

ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনেঽসিতে ॥ (কালিকা

জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥ উপপুরাণ)

২১। স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥ লৌকিকেশ্বরবদিত-রথা ॥ (সাংখ্যদর্শন)

ঈশ্বরাধিষ্ঠাতৃত্বে স্বোপকারার্থমেব লোকবদধিষ্ঠানং স্যাদি-ত্যর্থঃ। কারুণ্যে হি সত্যস্য দুঃখং ভবতি তেন তৎ প্রহাণায় প্রবর্ত্ততে ॥ (ভাষ্য)

—ইতি কারুণিকা অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্ত্তন্ত ইতি ॥

ঈশ্বরস্যাপ্যুপকারস্বীকারে লৌকিকেশ্বরবদেব সোঽপি সংসারী স্যাৎ। অপূর্ণকামতয়া দুঃখাদি-প্রসঙ্গাদিতার্থং। নহি কশ্চিদ-দোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে॥ স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্ব্বো জনঃ পরার্থেঽপি প্রবর্ত্তত ইত্যেবমপ্যসামঞ্জস্যং। স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ॥ (শারীরক ভাষ্য)

অনাদি-দ্বেষিণো দৈত্যা বিষ্ণোর্দ্বেষো বিবর্দ্ধিতঃ।
তমসান্ধে পাতয়তি দৈত্যানন্ধে বিনিশ্চয়াদিতি॥

(পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন)

২২। পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ, তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেতি ত্রিবিধম্। কাল-পরিচ্ছেদাভাবো নিত্যত্বং। দেশপরিচ্ছে-দাভাবো বিভুত্বং। বস্তুপরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বং॥ (অদ্বৈতসিদ্ধি)

২৩। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু নির্দ্দোষোঽশেষসদ্গুণঃ
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥
ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি নিরূপতঃ॥ (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন)

২৪। ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥
তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মনঃ পরাত্মনঃ সকাশাদ্ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ॥

(রামানুজদর্শন)

সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥ (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন)

২৫। দৃষ্ট্বা শূন্যং সর্ব্ববিশ্বং ঊর্দ্ধঞ্চাধসি তুল্যকং।
স্রষ্টুমুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

২৬। ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু বাহ্যে চাভ্যন্তরে স্থিতম্।
তান্ত্যোরূঢ়ঃ স এবাত্মা জীবসংজ্ঞ সদা ভবেৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
নহি বিবেকিনাং পরস্মাদন্যো জীবো নাম কর্ত্তা ভোক্তা বা বিদ্যতে নান্যোহতোঽস্তি দ্রষ্টা ইত্যাদি শ্রবণাৎ। (শারীরক ভাষ্য)

২৭। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
আর্ষ্যং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। (মনুস্মৃতি)
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। (মুণ্ডকোপনিষৎ)

২৮। ব্রহ্মলোকস্থানাং বিষ্ণু-পার্ষদানামপি জয়-বিজয়াদীনাং পুনা রাক্ষসযোনৌ দুঃখধারেতি॥ (শারীরক-ভাষ্য)

২৯। যদ্‌যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয়! জায়তে।
তদেব দুঃখ-বৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

৩০। আত্মৈব প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ সর্ব্বস্মাৎ তস্মাৎ আত্মৈব উপাসীত॥ (শতপথ ব্রাহ্মণ)

৩১। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ। য আত্মা অপহতপাপ্মা সো অন্বেষ্টব্যঃ। স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। আত্মেত্যেবোপাসিতঃ। আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)
যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে ন স বেদ।
আত্মেত্যের উপাসীত স যোঽন্যমাত্মানঃ প্রিয়ং ব্রুবাণো ব্রুয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি॥ (শতপথব্রাহ্মণ)

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ। ন প্রতীকে ন হি সঃ।
(বেদান্ত-দর্শন)

আত্মেত্যেব পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্তব্যঃ ন প্রতীকমাত্মত্বেনানু-ভবতি, অতো ন প্রতীকেষ্বাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে॥ (শারীরক ভাষ্য)

আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিস্থং যজতে শিবম্।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কূর্পূরমাত্মনঃ॥ (শিবপুরাণ)

যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্।
তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবেদসৌ॥ (ব্রহ্মপুরাণ)

যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ। (পরাশর)

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ (ভগবদ্গীতা)

৩২। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ। জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ॥ (শাণ্ডিল্যসূত্র)

ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৩৩। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
(সামবেদীয়তলবকারোপনিষৎ)

৩৪। ব্রহ্মেত্যাত্মব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতরবিশেষণবিশেষ্যত্বং ব্রহ্মে-ত্যধ্যাত্মপরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্ত্তয়ত্যাত্মেতি চ আত্মব্যতিরিক্তঃ স্যাদিত্যাদি ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্ত্তয়তি॥ (ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর)

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ॥ (তৈত্তিরীয়উপনিষৎ)

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্॥ (মনুসংহিতা)

বৃংহম নিন্ বিংহের্ণোঽচ্চেতি উনাঃ (পাণিনি)

একাস্যাত্মনোঽন্যদেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি ॥ (নিরুক্ত)

৩৫। অথ চত্বারো বেদবিষয়াঃ সন্তি। বিজ্ঞানকর্ম্মোপাসনা-জ্ঞানকাণ্ড-ভেদাৎ।। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ।। শারীরকভাষ্য)

৩৬। স যো হবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

তরতি শোকমাত্মবিৎ ।। (মুণ্ডকোপনিষৎ)

৩৭। সনৎকুমারং যোগীশ্বরং ব্রহ্মনিষ্ঠং নারদ উপসন্ন-বানুবাচ ।। সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেবমে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি ।।

(সনৎকুমারোক্তি)—যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যইতি। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

৩৮। ওঁ গুণমাহাত্ম্যাসক্তিঃ রূপাসক্তিঃ পূজাসক্তিঃ স্মরণা-সক্তিঃ দাসাসক্তিঃ সখ্যাসক্তিঃ কান্তাসক্তিঃ বাৎসল্যাসক্তিঃ আত্মনিবেদনাসক্তিঃ তন্ময়াসক্তিঃ পরম-বিরহাসক্তিঃ ॥

(নারদসূত্র)

৩৯। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্য-তেঽয়নায় ॥ (যজুর্ব্বেদ)

যোগ।

১। তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ॥

(কাঠকোপনিষৎ)

২। যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ (পাতঞ্জলদর্শন)

৩। যোগো জীবাত্মনোরৈক্যম্ ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

৪। সংকল্প-বিকল্পত্যাগো যোগঃ। (হিরণ্যগর্ভসংহিতা

৫। মন্ত্র-যোগো হঠশ্চৈব লয়যোগ স্তৃতীয়কঃ।

চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধা-ভাব-বর্জ্জিতঃ ॥

চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদু মধ্যাধি-মাত্রকঃ।

অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘন-ক্ষমঃ ॥ (শিবসংহিতা)

জ্ঞানবৃত্তিরাজযোগে প্রাণায়ামাসনে হঠে। (সাংখ্যসার)

আত্মাকার-প্রত্যয়েন নিবৃত্তিকত্তাপাদনং যোগঃ। (শাঙ্করভাষ্য)

৬। নহি বিবেকিনাং পরস্মাদন্যো জীবো নাম কর্ত্তা ভোক্তা বা বিদ্যতে। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্ত্তৃভোক্তৃত্বয়োঃ ॥

(শারীরকভাষ্য)

৭। অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥

৮। তত্র স্থিতৌ যত্নো অভ্যাসঃ ॥

৯। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥

(পাতঞ্জলদর্শন)

১০। উদাসীনস্থাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব প্রকাশতে ॥ (সাংখ্যসার)

১১। যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যানসমাধয়ঃ ॥

(পাতঞ্জলদর্শন)

১২। আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥

১৩। ধ্যানং ধারণা সমাধিস্ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥

১৪। তে সমাধ্যুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥

১৫। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষ-বীজক্ষয়ে কৈবল্যম্।

(পাতঞ্জলদর্শন)

অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ (অষ্টসিদ্ধি)

১৬। ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধারতা ॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥

১৭। প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাৎ রোগনাশনম্।

(ঘেরণ্ডসংহিতা)

১৮। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ (কেন উপনিষৎ)
ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবতি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ (কাঠকোপনিষৎ)

প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণো ব্রহ্ম প্রাণোঽ পিতা

প্রাণোঽ মাতা প্রাণো বা অমৃতম্ যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ ॥

"প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি ॥"(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

ন বায়ুক্রিতে পৃথগুপদেশাৎ ॥ (বেদান্তদর্শন)

প্রাণো ন চায়ুন বা ক্রিয়াকরণং ব্যাপারঃ কিন্তু তত্ত্বান্তরমেব।

যতঃ প্রাণস্য তাভ্যাং পৃথক্ত্বং শ্রূয়তে ॥ (শারীরকভাষ্য)

১৯। অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথাশাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।

তথাযোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা)

২০। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

(কাঠকোপনিষৎ)

২১। তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ভিন্না নিত্যাশ্চ, তথা চ শ্রুতিঃ— দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়েত্যাদিকা ॥

(রামানুজদর্শন)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।

জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

(মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

২২। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি স ত্বম্ ॥ অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি জ্ঞ স্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি ॥ (পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণ)

নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা,ঃনান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ মন্তৃ বিজ্ঞাতৃ ॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ (কাঠকোপনিষৎ)

২৩। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥

(পাতঞ্জলদর্শন)

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ। (সাংখ্যদর্শন)

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব!।

যোগস্তদ্‌বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

(কঠোপনিষদ্)

২৪। তুষ্টি ন বধ ॥ সিদ্ধিরষ্টধা ॥

২৫। তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেক-সিদ্ধিঃ ॥

(সাংখ্যদর্শন)

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাস-পূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ (পাতঞ্জলদর্শন)

২৬। ত্যক্ত্বা সর্ব্ববিকল্পাংশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ।

কৃত্বা শান্তো ভবেদ্ যোগী দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ ॥

(কাবষেয়গীতা)

এবং বিজানন্নাত্মরতি রাত্মক্রীড় আত্মমিথুনআত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

জ্ঞান

১। প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম ॥ (ঋগ্বেদ)

উৎপত্তিবিনাশরহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে ॥

(সর্বোপনিষৎসার)

জ্ঞানং ব্রহ্ম-চৈতন্যং ॥ (শ্রীধরস্বামীর টীকা)

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যম্ ॥ (শিবসংহিতা)

দ্বৈতভানং ন যত্রাস্তি তদ্বৈ জ্ঞানমুদাহৃতম ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

২। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি ॥

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।

চিদানন্দ-স্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

৩। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

৪। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ)

৫। শ্যেনবৎ সুখ-দুঃখী ত্যাগ-বিয়োগাভ্যাম্ ॥

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

সর্ব্ববাসনা ক্ষয়াত্তল্লাভঃ। (মুক্তিকোপনিষৎ)

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

(কৈবল্যোপনিষৎ)

৬। স্বাধিকারানুপযুক্তানাং অফলত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্যাগঃ শমঃ। তথারূপবাহ্যকরণ-ব্যাপার স্ত্যাগো দমঃ ॥

(বেদান্তদর্শনভাষ্য টীকায় আনন্দগিরি)

৭। তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্‌প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

৮। আভ্যামধ্যারোপাপবাদাভ্যাং তত্ত্বং পদার্থ-শোধনমপি সিদ্ধং ভবতি ॥ (বেদান্তসার)

মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ (শিবসংহিতা)

৯। সাচ বিদ্যা দৃশ্য-মিথ্যাত্বং দৃক্‌বস্তুনঃ সত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ বোধয়তি ॥ (শারীরক ভাষ্য)

১০। আত্মা বিবেক্তুং বাহ্যার্থে ন শক্যো বৃত্তিমিশ্রণাৎ।

(সাংখ্যসার)

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান-মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

(কাঠোপনিষৎ)

১১। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা ॥

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

১২। যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে ॥

(সাংখ্যসার)

১৩। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥

(কঠোপনিষৎ)

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ। সত্ত্ব-পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ (পাতঞ্জল দর্শন)

তদভাবে সংযোগাভাবঃ প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।(বৈশেষিকদর্শন)

জ্ঞানান্মুক্তিঃ। বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

মুক্তস্য ব্রহ্মণোঽভিন্নত্বম্ ॥ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমী ॥ (বেদান্তদর্শন)

ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। স্বাত্মন্যেব স্থানং মোক্ষঃ। পারতন্ত্রং বন্ধঃ। স্বাতন্ত্র্যং মোক্ষঃ ॥ জ্ঞানং ন মানসী ক্রিয়া, বৈলক্ষণ্যাৎ। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যম্ ন চোদনাতন্ত্রং নাপি পুরুষতন্ত্রং। (শারীরকভাষ্য)

বাধনালক্ষণং দুঃখং তদত্যন্ত বিমোক্ষোঽপবর্গঃ (ন্যায়দর্শন)

পুরুষস্য কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখাদি লক্ষণশ্চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশ-রূপত্বাদ্ বন্ধো ভবতি, তন্নিরোধনং জীবন্মুক্তিঃ, উপাধি বিনির্ম্মুক্ত-

ঘটাকাশবৎ প্রারব্ধক্ষয়াদ্বিদেহ-মুক্তিঃ॥ (মুক্তিকোপনিষৎ)

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ (যজুর্ব্বেদ

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ পুরুষসূক্ত)

সোঽহং চিন্মাত্রমেবেতি চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।

ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

আকাশং মানসং কৃত্বা মনঃ কৃত্বা নিরাস্পৃশম্।

নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥

ঊর্দ্ধশূন্য মধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্।

সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ (উত্তরগীতা)

ঘটাদ্ভিন্নং মন কৃত্বা ঐক্যং কুর্য্যাৎ পরাত্মনি।

সমাধিস্তদ্বিজানীয়ান্মুক্ত সংজ্ঞো দশাদিভিঃ॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা)

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈক গোচরম্।

নির্ব্বাত-দীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ (পঞ্চদশী)

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং চিদাত্মকম্।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপোঽসৌ সমাধির্ম্মুনিভাবিতঃ॥ (মুক্তিকোপনিষৎ)

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্ব্বা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ॥ (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ॥

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।

মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

নির্ব্বাণ-নিবৃত্তি-বৃত্তং নির্ব্বাণঞ্চ ন লভ্যতে।

অপ্রবৃত্তেষু ধর্ম্মেষু যথা পশ্চাত্তথা পুরা॥ (বুদ্ধচরিতগাথা)

রাগ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্ ॥ (রত্নকূটসূত্র)

তৃষ্ণয়া বিপ্রহানেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে ।। (রত্নমেঘ)

নচাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবঃ। তৎভাবাভাব-পরামর্শ-ক্ষয়ো নির্ব্বাণমুচ্যতে ॥ আত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃ পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বম্ ॥ (রত্নাবলী)

১৪। দর্ হকিকত্ দিগর্ নেস্ত্ খোদায়েম্ হম্। লেকিন্ অজ্ গরদিশে ইয়েক সুর্ত্তয়ে জুদায়েম্ হম্ ॥ (শমশ্-তব্রেজ)

পরমার্থে দ্বৈত নাই আমিই খোদা। কিন্তু দেহজ্ঞানরূপ বিন্দুবৈষম্যে নিয়তিবশে ভিন্ন বোধ করি ।।

আঁহাকে তলব্‌গার খোদায়েদ্ খোদায়েদ্।

বেরুণে শুমানেস্ত্ শুমায়েদ্ শুমায়েদ্ ॥ (শমশ্‌তব্রেজ)

ঈশ্বরানুসন্ধানকারীগণ জান যে ঈশ্বর বাহিরে নহে, তুমিই খোদা, তোমার বাহিরে কিছু নাই ॥

অনল্ হক্। অনল্ ঈয়েকিন্ ॥ আমি খোদা। (মনস্থর)

Let me tell you what's man's supreme vocation.
There was no world 'tis' my creation.
It was I who raised the sun from out the sea.
The moon began its' changeful course with me.

Goeth-German Philosopher.

I am the owner of spheres of seven stars and solar years.
Of Lord Chirist's heart and Shakespear's strain.
Of Ceasar's hand and Plato's brain.

If the slayer thinks he slays
If the slain thinks he's slain
Both do not know the subtle ways
I come and go and pass away. (Emerson)

১৫। বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি না বিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ)

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতিশ্রুতেঃ॥ (সাংখ্যসার)

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ)

রজ্জু-সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি॥(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

সবুকে ঘটমে হরি বৈঠে পহচানত নাহি কোই।
নাভিকাসুগন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুড়ত ব্যাকুল হোই॥ (তুলসীদাস)

শিব।

১। ততঃ পপাত দেবস্য লিঙ্গং পৃথ্বীং বিদারয়ৎ (মহাবামনপুরাণ)

২। আশী–বরুণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

৩। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তা যো অস্য
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ॥
(ঋক্‌বেদ)

৪। জাগরিত-স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ বৈশ্বানরঃ স্বপ্নস্থানো।
অন্তঃপ্রজ্ঞঃ তৈজসো যত্রসুপ্তো প্রাজ্ঞস্তৃতীয়পাদঃ॥
(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

ত্বং পাদত্রয়াণাং বিশ্বতৈজসঃপ্রাজ্ঞানাং বিরাড়্-হিরণ্য-
গর্ভেশ্বরাণাং বা প্রকাশত্বেন লোচনং প্রকাশরূপং ত্রিলোচনম্।
(শঙ্করানন্দভাষ্য)

ত্রীণি সোম-সূর্য্যাগ্ন্যাত্মকানি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ।
(কৈবল্যোপনিষদে নারায়ণভাষ্য)

৫। অসকৃচ্ছাগ্নিনা দগ্ধং জগত্তদ্ভস্মসাৎ কৃতং।
যশ্চেত্থং ভস্মসদ্ভাবং জ্ঞাত্বাঽভিস্নানাতি ভস্মনা॥(বৃহজ্জাবালোপনিষৎ)

৬। মনো বৈ সমুদ্রঃ তদ্দেবা নিরখনন্॥ (শতপথব্রাহ্মণ)
বিদ্বাংসো হি দেবা স্তদ্বিপরাতা অবিদ্বাংসো অসুরাঃ॥ (ঐ)

দ্বয়াহপ্রজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি॥

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

৭। স এব মায়া-পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্॥

(কৈবল্যোপনিষৎ)

৮। তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভেতি। জাগরিতং স্বপ্নং সুসুপ্তং তুরীয়মিতি॥ (ব্রহ্মোপনিষৎ)

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু।

স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ)

তুরীয়ং ত্রিষু সন্তনং ত্রিষু জাগ্রদাদিষু সন্তনং একরূপং আত্মতত্ত্বমেবেত্যর্থঃ॥ (শাঙ্করভাষ্য)

যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

তুরীয়-পর্য্যায়ো যথা, অর্দ্ধেন্দুঃ অর্দ্ধমাত্রা, কলারাশিঃ, সদাশিবঃ অনুচর্য্যা, তুরীয়াপরা॥ (বীজার্ণবাভিধান)

অর্দ্ধমাত্রা তু সা জ্ঞেয়া প্রণবস্যোপরি স্থিতা॥ (জাবালোপনিষৎ)

৯। সোঽহবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কাবৈবরণা কাচ নাশীতি

সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্

বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্

পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতি॥

"ভ্রুবো র্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ"॥ (জাবালোপনিষৎ)

১০। কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে॥

(জ্ঞানসংহিতা শিবপুরাণ)

ভূর্লোকেনৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।
অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তাঃ পশ্যন্তি চেতসা ॥
শ্মশানমেতদ্‌বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ॥ (কূর্ম্মপুরাণ)

১১। স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ ॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যং সনাতনং।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥
(কৈবল্যোপনিষৎ)

১২। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্য-মলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

১৩। শিবমাত্মনি পশ্যন্তি প্রতিমাসু ন যোগিনঃ।
আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বহিঃস্থং যজতে শিবম্ ॥
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যাৎ কূর্প্পুরমাত্মনঃ ॥ (শিবপুরাণ)

জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

জীবঃ কেন প্রকারেণ শিবো ভবতি কস্যচ।
ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ভ্রান্তি-মুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

যো হি মুখ্যং পরিত্যজ্য গৌণং সমনুধাবতি।
ত্যক্ত্বা রসায়নং সিদ্ধং সাধ্যং সংসাধয়ত্যসৌ ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

সৃষ্টিরহস্য।

১। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতো সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ। প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ। অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ ॥ (ভাগবত)

২। "অথ কো বেদ যত আবভূব, ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব"
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং
বিসৃষ্টিঃ। (ঋগ্‌বেদ)

৩। আদাবন্তেচ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥

(মাণ্ডুক্যকারিকা)

৪। মরীচৌ তোয়বৎ তদ্বৎ ব্যোমাদৌ নগরাদিবৎ।
কালত্রয়েঽপি নাস্ত্যেব ময়ি বিশ্বং সনাতনে ॥ (সাংখ্যসার)
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি কিমপি ধ্রুবম্।
যথা গন্ধর্ব্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে ॥
জগদ্বিবর্ত্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জৃম্ভতে ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)
ব্যবহারিকং বস্তুজাতং মৃষেতি বিবক্ষয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার লক্ষনম্।
(স্বারাজ্যসিদ্ধি)

অবিদ্যাকল্পিত-নাম-রূপ-ব্যবহার-গোচরত্বাদ্‌ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতি-পাদনপরত্বাৎ চেত্যেতৎ সৃষ্টি-শ্রুতিনৈব বিস্মর্ত্তব্যং। তস্মাদুৎপত্ত্যাদি-শ্রুতয় আত্মৈকত্ব-বুদ্ধ্যাবতারায়ৈব নান্যার্থাঃ

কল্পয়িতুং যুক্তাঃ। অতো নাস্তি উৎপত্ত্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥

(শারীরকভাষ্য)

ভ্রান্তি-জ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥ (মহাভারত, পরাশর)

প্রভাত-স্বপ্নবদ্বিশ্বমনিত্যং কৃত্রিমং মুনে ! ॥ (নারদপঞ্চরাত্র)

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।

যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

সন্ন্যাসী।

এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

ঊর্দ্ধরেতঃসু চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রূয়তে।। (শারীরকভাষ্য)

যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেদ্ বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ ॥ (শতপথ ব্রাহ্মণ)

সন্ন্যাসমন্ত্রবিধি।

ওঁ ভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎসবিতুর্বরেণ্যম্। ওঁ ভুবঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ওঁ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। * * * * * পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চোত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি॥ পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা ময়া পরিত্যক্তা, মত্তঃ সর্ব্ব-ভূতেভ্যোঽভয়মস্তু স্বাহা॥ ওঁভূঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি তৎসবিতুর্বরেণ্যম্। ওঁ ভুবঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ভর্গো-দেবস্য ধীমহি। ওঁ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সাবিত্রীং প্রবিশামি পরো রজসেঽসাবদোম্॥ ওঁভূঃ সংন্যস্তং ময়া। ওঁ ভুবঃ সংন্যস্তং ময়া। ওঁ স্বঃ সংন্যস্তং ময়া। ওঁ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা। যেনা সহস্রং বহসি যেনাগ্নে সর্ব্ববেদসম্। তেনেমং যজ্ঞং নো বহ স্বর্দেবেষু গন্তবে॥ (অথর্ব্ববেদ)

তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী শরীরমিধ্ম মুরো বেদি লোমানি বর্হির্ব্বেদঃ শিখা হৃদয়ং যূপঃ কাম আজ্যং। মন্যুঃ পশু স্তপোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা বাগ্‌হোতা প্রাণ-

উদ্‌গাতা চক্ষু রধ্বর্য্যুর্মনোব্রহ্মা শ্রোত্রমগ্নীৎ। যদশ্নাতি তদ্ধবি র্যৎ পিবতি তদস্য সোমপানম্॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

যদ্দেবা যতয়ো যথা ভুবনান্যপিন্নত। অত্রাসমুদ্র অগূঢ় মাসূর্য্য মজ ভর্ত্তন॥ (ঋগ্‌বেদ)

পুত্র-দ্রব্য-কলত্রেষু ত্যক্ত-স্নেহো নরাধিপ!।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূত-মৎসরঃ।
ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

ত্রৈবর্গিকান্ ধর্ম্মার্থ-কাম-হেতুভূতান্ আরম্ভান্ লৌকিক-বৈদিকোদ্‌যোগান্ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠং কুর্য্যাদিতি ভাবঃ
(শ্রীধর স্বামীর টীকা)

মহর্ষি-পিতৃ-দেবানাং গত্বা নৃণং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ॥
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
এষোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী॥
প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদ সদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ॥
(মনুসংহিতা)

নিয়তি।

১। কারণ-গুণ পূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণঃ। (বৈশেষিকদর্শন)

২। কর্ম্ম-বৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্ ॥ (সাংখ্যদর্শন)

শরীরোৎপত্তি-নিমিত্তবৎ সংযোগোৎপত্তি-নিমিত্তং কর্ম্ম ॥

(ন্যায়দর্শন)

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতেচ ॥ (বেদান্তদর্শন)

৩। স প্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥ (ন্যায়দর্শন)

৪। A man is mind ever more he takes.
The tool of thought and shaping what he wills.
Brings forth a thousand joys a thousand ills.
He thinks in secret and it comes to pass.
Environment is but his looking glass,
They themselves are maker of themselves.
As a man thinketh. (James Allen)

৫। অবশ্যম্ভাবি-ভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্‌যদি।
তদা দুঃখৈন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ।
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ (বিষ্ণুস্মৃতি)

৬। ন জায়তে ন ম্রিয়তে ক্কচিৎ কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
জগদ্বিবর্ত্ত-রূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জৃম্ভতে ॥ (অমনস্কবিবরণ)

কস্তবায়ং জরো মূকো দেহো ভবতি রাঘব !।
যদর্থং সুখ-দুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)
অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ (শারীরকভাষ্যধৃত বচন)

মায়া।

১। মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া পদার্থা ইতি মায়া ॥ (নিরুক্ত)

২। অনাদিরন্তর্ব্বত্না প্রমাণাপ্রমাণ-সাধারণা ন সতী না-সতী ন সদসতী স্বয়মবিকারা বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়েত্যুচ্যতে ॥ (সর্ব্বোপনিষৎসার)

৩। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস ॥ (ঋগ্বেদ)

স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্তত ইতি স্বধা মায়া। (সায়নভাষ্য)

৪। এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একাস্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥

স রেমে রময়া সার্দ্ধং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ শুভঃ॥

ডিম্বান্তরেচ যো বালো মহাবিষ্ণুঃ স এবহি।
তল্লোমবিবরেষ্বব ব্রহ্মাণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্॥
প্রত্যেকং মায়য়াসংখ্যা ডিম্বাশ্চাপ্যভবন্ পুরা॥(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

৫। "সা বিদ্যা পরম মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।"
"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্॥"
"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"
"বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া॥" "সর্ব্বভূতা যদা দেবী
"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ চণ্ডী)

৬। ত্রিগুণা চেতনত্বাদি দ্বয়োঃ॥ (সাংখ্যদর্শন)
ত্রিগুণমবিবেকি-বিষয়ঃ সামান্যচেতনং প্রসবধর্ম্মি
ব্যক্তং তথা প্রধানং, তদ্বিপরীত স্তথাচ পুমান্ (সাংখ্যকারিকা)

৭। আদাবন্তেচ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা॥ (মাণ্ডুক্যকারিকা)

৮। নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্ত স্ত্বনয়ো স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (ভগবদ্গীতা)

৯। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥
বিক্ষেপাবরণা শক্তির্দুরন্তাঽসুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণা॥ (শিবসংহিতা)

১০ আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥
তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্॥ ভাগবত।
যন্মায়ারচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥
যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতং তদা ভবতি নির্বৃতঃ॥
(ভগবান্ পরাশর, মহাভারত)

দৈব হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্"॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়। জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (ভগবদ্গীতা)
তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ॥ (শাণ্ডিল্যসূত্র)

ওঁ কস্তরতি কস্তরতি মায়াং, যঃ সঙ্গং ত্যজতি যো মহানুভবং সেবতে যো নির্ম্মমো ভবতি॥ (নারদসূত্রম)

লোক-ব্যবহার-কৃতাং যে ইহাবিদ্যামুপাসতে মূঢ়াঃ
তে জননমরণ-ধর্ম্মাণো ধ্বান্তমত্রেত্য খিদন্তে। (পরমার্থসার)

তত্ত্বমসি।

১। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

২। অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃহীতো মর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনাসযোনিঃ তাশশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তানান্যং চিকূ্যর্ণ নিচিক্যুরণ্যম্॥

(ঋগ্‌বেদ)

অমর্ত্ত্যঃ অমরণ-ধর্ম্মায়মাত্মা মর্ত্ত্যেন মরণধর্ম্মণাভূতাত্মনা দেহেন সযোনিঃ সমানস্থানত্রয়-পরিচ্ছেদকো দেহোঽস্তি তত্র সর্ব্বত্র সোঽয়মপি তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। * * * * পরমাত্মৈব সূক্ষ্মশরীরোপাধিকঃ সন্ নানাবিধং কর্ম্ম কৃত্বা তদ্ভোগায় জীবসংজ্ঞং লব্ধা শরীরত্রয়েণ সম্বদ্ধো লোকান্তরেষু সঞ্চরতি॥

(সায়ণ ভাষ্য।)

অহমস্মি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রহ অহং সূর্য্য ইবাজনি।

(সামবেদ)

যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহম্॥ ওঁ খং ব্রহ্ম॥ (যজুর্ব্বেদ)

৩। লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎ পর্য্যানুপপত্তিতঃ।

(ভাষা পরিচ্ছেদ)

৪। প্রজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম।। (ঋগ্‌বেদ) অহম্ ব্রহ্মাস্মি।। (যজুর্ব্বেদ) তত্ত্বমসি। (সামবেদ) অয়মাত্মা ব্রহ্ম।।

(অথর্ব্ববেদ)।।

হং নাম হন্যমানত্বাৎ জীবস্য সমুদাহৃতম্।

জীবাদন্যো যতো বিষ্ণুরহংনামা ততঃ স্মৃতঃ।।

পূর্ণত্বাদস্মি নামাসৌ পূর্ণপূর্ণত্ব হেতুতঃ।

ব্রহ্মাস্মীত্যুচ্যতে বিষ্ণু র্বৃহৎপূর্ণো যতঃ সদা।। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

৫। আহ নিত্য-পরোক্ষন্তু তচ্ছব্দো হ্যবিশেষতঃ।

ত্বংশব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ।।

ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহহমিতিবাদিনঃ।

দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বগুণোৎকর্মবাদিনামিতি।। (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন)

৬। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

ব্রহ্মেত্যাত্মাব্রহ্মশব্দয়োরিতরেতর-বিশেষণ-বিশেষ্যত্বং ব্রহ্মেত্যধ্যাত্ম-পরিচ্ছিন্নমাত্মানং নিবর্ত্তয়ত্যাত্মেতিচ আত্ম-ব্যতিরিক্তস্যাদিত্যাদিব্রহ্মণ উপাস্যত্বং নিবর্ত্তয়তি।। (ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর)

৭। ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্ম মে কিতবা উত।। (আথর্ব্বণিকব্রহ্মসূক্ত)

৮। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিত্যথাতোহহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোহহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্ব্বমিতি।। (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥ (কৈবল্যোপনিষৎ)
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি-প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥
তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ধ্রুবম্॥ (ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ)
নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥

এষ হ দেবঃ প্রবিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি॥
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ)

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু॥ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব॥ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা॥ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ র্গচ্ছন্ত্যেতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি॥ স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং

সর্ব্বং॥ স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞান-ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ॥ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ-ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং॥ (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥
স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত-জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥
পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব স্তুতস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিল্লঁয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ॥

(কৈবল্যোপনিষৎ

তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ (বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ)

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ (ব্রহ্মোপনিষৎ)

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥ স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

ধাতু-প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা, ধীরো ন শোচতি॥ এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে॥ (কাঠকোপনিষৎ)

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা ॥ (ঐতরেয়োপনিষৎ)

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ ॥ (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

ন জাতোঽহং মৃতো বাপি ন মে কর্ম্ম শুভাশুভম্।
বিশুদ্ধং নির্গুণং ব্রহ্ম বন্ধো মুক্তিঃ কথং মম ॥ (অবধূতগীতা)

আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহংব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বীপাকরসং যথা ॥
হন্যাম্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্থঃ কুণ্ডয়েত্তুষং।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে ॥

অর্জ্জুন উবাচ ;—

জ্ঞাত্বা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরম্।
অহংব্রহ্মেতি নির্দ্দেষ্টুঃ প্রমাণং তত্র কিং ভবেৎ।

কৃষ্ণ উবাচ ;—

যথা জলে জলং ক্ষিপ্তং ক্ষীরে ক্ষীরং ঘৃতে ঘৃতং
অবিশেষো ভবেত্তদ্বৎ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ ॥ (উত্তরগীতা)

আত্মানং পরমং ব্রহ্ম বিদ্ধি চৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়মখণ্ডং খণ্ড্যসে কথম্ ॥
নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়ং বধ্যতে মনঃ ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাস-শতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ ॥
গুরুরুত্থাপ্য তৎশিষ্যং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্।

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখঙ্কর ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

স্থাণৌ পুরুষবৎ ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥

রজ্জু-সর্পবদাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানঞ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥ (পীঠমালাতন্ত্র)

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোক্তং যথার্থতঃ।
শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপস্ত্বং মা গমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥ (অষ্টাবক্রসংহিতা)

অহং ব্রহ্ম নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥

আত্মা ঘটস্থচৈতন্যমদ্বৈতং শাশ্বতং পরং।
ঘটাদ্বিভিন্নতো জ্ঞাত্বা বীতরাগো বিবাসনঃ ॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব ॥ (শিবসংহিতা)

অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ং।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে।
ব্রহ্মাব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ।
তদেতৎ নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ। (যোগিযাজ্ঞবল্ক্য)

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ (ভগবদ্গীতা)

অস্তি ব্রহ্মেতি চেৎ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥ (পঞ্চদশী)

স্বমায়য়া স্বমাত্মানং মোহয়েদ্দ্বৈতরূপয়া॥ (শিবপুরাণ)

অহং হরিঃ সর্ব্বমিদং জনার্দ্দনো নান্যত্ততঃ কারণকার্য্যজাতম্॥
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগতা ভবন্তি॥
সোঽহং সচ ত্বং সচ সর্ব্বমেতত্তদাত্মরূপং ত্যজ ভেদ-মোহম্॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

আত্মেত্যেব পরং দেবমুপাস্যং হরিরব্যয়ম্॥ (গড়ূরপুরাণ)

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মধ্যানায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত আত্মভূতঃ শরীরিণাম্।
আত্মানুভব-তুষ্টাত্মা নান্তরায়ে নিহন্যসে॥
অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যাঽব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনো মুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥
(ভাগবত)

সো তৈঁ তাহি তোহি নাহি ভেদা। বারিবীচি ইব গাবহি বেদা॥ সোঽহমস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা। দীপশিখাছই পরমপ্রচণ্ডা॥ আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাশা। তবভবমূল ভেদভ্রম নাশা॥ (তুলসীদাস রামায়ণ)

অজব্ মন্ শমশ্ তব্রেজমকে আশিক্গস্তা অম্ খুদ্।
চুঁ খুদরা খুদনজর্ কর্দম্ নদিদম্ যুজ্ খোদাদর্খুদ্॥
দর্ হকিকত্ দিগর্নেস্ত্ খোদায়েম্ হাম্।
লেকিন্ অজ্গর্দিশে ইয়েক্ নুক্তয়ে জুদায়েম্ হাম্॥

(শমশতব্রেজ)

অনল্ হক্॥ অনল্ইয়েকিন্ (মনস্থর)